গোপনীয়

তদন্ত প্রতিবেদন খন্ড-৫
বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন
৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০১ পরবর্তী সহিংসতা।

৮ম জাতীয় সংসদ ২০০১ নির্বাচনোত্তর সহিংসতা

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, অগ্নি সংযোগসহ সকল মানবতাবিরোধী সহিংসতায় আক্রান্ত নিরীহ ব্যক্তি ও পরিবারের শোক, দুঃখ ও বেদনার সাথে একাত্বতা প্রকাশ করছে এ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন।

তদন্ত প্রতিবেদন

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০১ পরবর্তী সহিংসতা

কমিশন সদস্য ঃ

১। মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন
সাবেক জেলা ও দায়রা জজ
প্রেসিডেন্ট, তদন্ত কমিশন।

২। মনোয়ার হোসেন আখন্দ
সদস্য, তদন্ত কমিশন, ও
উপ-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। মীর শহীদুল ইসলাম
সদস্য, তদন্ত কমিশন, ও
যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ডিবি, ডিএমপি।
(সাবেক এস এস সিআইডি,ঢাকা)।
দাখিলের তারিখ ঃ ২৪/০৪/২০১১

নির্বাচনোত্তর সহিংসতা-রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের চিত্র ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে রাজশাহী জেলার উপজেলার অভিযোগ বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	২৩ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	১৯ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৪ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৬ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০৫ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	১৩ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	০৭ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	০৩ টি। (ধর্ষণের পরে ১ জন ধর্ষিতা বিষপানে আত্মহত্যা করে।
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০৩ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	০৬ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	০৬ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৪ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	**ঃ**	**০১টি।**
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০১টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	**ঃ**	**০১ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	০১টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	০১টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	**ঃ**	

বাঘমারার রজুফা @ কাজলী ধর্ষণ ঃ

ঘটনাস্থল ঃ রাজশাহীর বাঘমারা।

গত ইং ২১.০৩.০২ তাং দিবাগত রাত্রিতে বাড়ীর সকলে রাত্রির খাওয়া শেষ করে বাদী মোঃ রজব আলী পিতা মৃত আমির সিকদার সাং কোন্দা থানা বাঘমারা, জেলা রাজশাহী ও তার স্ত্রী অলকজান একটি ঘরে এবং তার ছেলে জুয়েল ও মেয়ে রজুফা @ কাজলী (৮) অপর একটি ঘরে ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি অনুমান ৩.০০ টার সময় বিএনপি সমর্থিত আসামী (১) আশরাফুল আলম (২) ইসরাফিল (৩) রহিম উদ্দিন (৪) মকে @ মকলেছুর (৫) জাকিরুল @সান্টু (৬) আসকান @আমিনুল ও আমজাদ হোসেন সর্বসাং কোন্দা থানা বাঘমারা জেলা রাজশাহীগণ ঘরের তালা ভেংগে ঘরে প্রবেশ করে বাদীর নাবালিকা মেয়ে রজুফা @ কাজলীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে । এক পর্যায়ে রজুফার ভাই জুয়েলের গলায় একজন চাকু ধরে। অন্যান্য আসামীদের কেউ রজুফার হাত কেউবা পা ধরে রাখে এবং অতপর আসামী আশরাফুল চাকু দ্বারা রজুফার যৌনাংগের নিকটের পাজামা কেটে আসামী তাকে ধর্ষণ করে। প্রকাশ থাকে যে, চাকু দ্বারা পজামা কাটার সময় চাকুর আঘাতে রজুফার যৌনাংগের অংশ বিশেষ কেটে রক্তাক্ত জখম হয়। নরপশু আসামীগণ ঐ অবস্থায় রজুফাকে আসামী আশরাফুল ধর্ষণ করে। তার চিৎকারে তার বাবা মা জাগা পেয়ে ঘর থেকে বের হলে আসামীগণ পালিয়ে যায়। পরে রজুফাকে মুমুর্ষ অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় ডাক্তারের নিকট পরে ডাক্তারের পরামর্শে রাজশাহীতে সেবা ক্লিনিকে নিয়ে চিকিৎসা করায়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিজ্ঞ আদার্লতে মামলা করলে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক বাঘমারা থানায় মামলা রুজু হয় যা বাগমারা থানার মামলা নং ৪ তাং ০৫/০৪/২০০২ ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ এর ৯(১)/৩০ রজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে সকল আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়। বিজ্ঞ বিচারক বিচার শেষে অত্র মামলার অভিযুক্ত কিশোর অপরাধী (১) মোঃ আশরাফুল আলম (২) মোঃ ইসরাফিল (৩) মোঃ রহিম উদ্দিন (৪) মকে @ মকলেছুর রহমান-কে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ১০,০০০/-টাকা করে জরিমানা এবং অন্যদের খালাস প্রদান করেন।

ভিকটিম রজুফা @ কাজলী বর্তমানে রাজশাহী শহরের সাগর পাড়ায় এ, সি, ডি (এসোসিয়েশন ফর কমিউনিট ডেভেলপমেন্ট) এ অবস্থান করে সেখানে ভোলানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে বলে জানা যায়।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত রাজশাহী জেলার (বাগমারা) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা রাজশাহী স্মারক নং-১৮৯০, তারিখঃ ০৫/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১.	মোঃ আঃ ছাত্তার প্রামানিক পিতা-মৃত কোমর প্রামানিক সাং-জামগ্রাম তাহেরপুর বাগমারা, রাজশাহী।	মিথ্যা মামলায় জড়িত করিয়া পুলিশি নির্যাতনসহ ৪/৫ বার জেল হাজতে প্রেরণ করে এবং চাষকৃত পুকুরের মাছ ও ৫০.০০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে।	√১। মোঃ খলিলুর রহমান, পিতা-মৃত মোহর প্রামানিক, √২। মোঃ মুন্তাজ আলী, পিতা-মোঃ জিয়ার শাহ, √৩। মোঃ আব্দুল মজিদ, √৪। মোঃ আলাআমিন, উভয় পিতা-আব্দুল হামিদ মন্ডল, √৫। মোঃ ওসমান, পিতা-মৃত ডুমন মন্ডল, √৬। মোঃ আহম্মদ আলী, পিতা-মৃত আবেদ আলী, √৭। মোঃ আব্দুর রহমান, পিতা-মৃত ডুমন মন্ডল, √৮। মোঃ আবুবক্কার, পিতা-ছোলায়মান, √৯। মোঃ দেশের আলী, পিতা-মৃত মিলন, √১০। মোঃ নুর আলী, পিতা-মৃত হাবীব মন্ডল, √১১। মোঃ মহসিন, পিতা-মোঃ আবুবক্কার, √১২। মোঃ আবু হানিফ, পিতামৃত কহির উদ্দিন, √১৩। মোঃ হেলাল শাহ, পিতা-মৃত তছির শাহ, √১৪। মোঃ ইসমাইল হোসেন, পিতা-মৃত দেশের আলী, √১৫। মোঃ আঃ মজিদ, পিতা-মৃত কছিম উদ্দিন, সর্বসাং-জামগ্রাম, বাগমারা, রাজশাহী, (তদন্তে প্রাপ্ত)।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২.	শ্রী প্রদীপ কুমার কর্মকার পিতা-শ্রী হারান চন্দ্র কর্মকার সাং-তাহেরপুর পাবনা পাড়া বাগমারা, রাজশাহী।	মিথ্যা মামলায় জড়িত করিয়া পুলিশি নির্যাতনসহ ৪/৫ বার জেল হাজতে **প্রেরণ**করে এবং চাষকৃত পুকুরের মাছ ও ২.০০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী ও ভাইয়ের স্ত্রীর স্বর্ণালংকার লুট।	স্থানীয় চারদলীয় জোটের সন্ত্রাসী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
৩.	মোছাঃ রজুফা ওরফে কাজলী পিতা-রজব আলী সাং-কোন্দা বাগমারা, রাজশাহী।	২১/০৩/২০০২ তারিখ দিবাগত রাতে ঘুমন্ত নাবালিকা শিশুকে পৈশাচিক ভাবে ধর্ষণ করে ও যৌনাঙ্গ কেটে জখম করে। তখন তার বয়স ৮ বছর।	√১। আশরাফুল আলম, পিতা-আঃ আজিজ, √২। মোঃ ইসরাফিল, পিতা-রহিমুদ্দিন, √৩। রহিমুদ্দিন, পিতা-শামসুদ্দিন, √৪। মকে ওরফে মকলেছুর, পিতা-বাদলা, √৫। জাকিরুল, পিতা-লোকমান, √৬। আসকান, পিতা-আজিজ, √৭। আমজাদ হোসেন, পিতা-জানিকুল্লা, সর্বসাং-কোন্দা, বাগমারা, রাজশাহী।	ঘটনা সত্য মামলা হয়েছে। মামলায় আসামীদের সাজা হয়েছে। এরা সবাই বিএনপি সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে রাজশাহী জেলার দূর্গাপুর উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৩ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০২ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০১টি।
(i)	হত্যা	ঃ	০১টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	০১টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	০১টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত রাজশাহী জেলার (দূর্গাপুর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা রাজশাহী স্মারক নং-১৮৯০, তারিখঃ ০৫/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪.	শ্রী অজিত কুমার কবিরাজ পিতা-মৃত দশরথ চন্দ্র কবিরাজ সাং-ঝালুকা দূর্গাপুর, রাজশাহী।	০৪/১০/২০০১ তারিখে ১ জোড়া গরু নগদ টাকা ও আবাদী ফসলের ধানসহ বাড়ীর আসবাবপত্র লুট করিয়া নিয়ে যায়। পেপার কাটিং আছে।	√১। গোলাপ, √২। মজিবুল্লা, উভয় পিতা-আয়েজ উদ্দিন, √৩। মোঃ তামেজ উদ্দিন, পিতা-হারু মোল্লা, √৪। মোঃ কালু, পিতা-সিরাজ মোল্লা, √৫। তাহাজ, পিতা-বয়েজ উদ্দিনসহ তাদের দলীয় বাহিনী, সর্বসাং-ঝালুকা, পুঠিয়া, রাজশাহী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৫.	শ্রী রনজিত কুমার কবিরাজ পিতা-মৃত দশরথ চন্দ্র কবিরাজ, সাং-ঝালুকা দূর্গাপুর, রাজশাহী।	০৪/১০/২০০১ তারিখ বসতবাড়ীতে হামলা, লুটপাট, ভাংচুর ২৬/১০/২০০১ তারিখ আমার শত বছর বয়সী পিতাকে ৫০.০০ হাজার টাকা চাদার দাবীতে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। মিথ্যা মামলা দায়ের করে, মিথ্যা মামলার অজুহাতে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করিয়া রাখে। পেপার কাটিং আছে।	√১। গোলাপ, √২। মজিবুল্লা, উভয় পিতা-আয়েজ উদ্দিন, √৩। মোঃ তামেজ উদ্দিন, পিতা-হারু মোল্লা, √৪। মোঃ কালু, পিতা-সিরাজ মোল্লা, √৫। তাহাজ, পিতা-বয়েজ উদ্দিনসহ তাদের দলীয় বাহিনী, সর্বসাং-ঝালুকা, পুঠিয়া, রাজশাহী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৬.	মোসাঃ রহিজান বেওয়া স্বামী-মৃত নুরুল ইসলাম সাং-গৌরিহার দূর্গাপুর, রাজশাহী।	০৯/১১/২০০১ তারিখ প্রতিবেশীদের ঘরবাড়ী লুটপাট করে আমার স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে মারাত্মক জখম করে। তাহাকে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করিয়া দিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৭/১১/২০০১ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন।	১। তৎকালীন এম,পি জনাব মোঃ নাদিম মোস্তফা, √২। আবুল হোসেন, পিতা-মৃত বাদল মৃধা, √৩। সাইফুল ইসলাম, পিতা-মৃত জনাব আলী, √৩। আঃ মান্নান, পিতা-আজের আলী মৃধাসহ আরো ৪০/৫০ জন সন্ত্রাসী বাহিনী, সর্বসাং-গৌরিহার, দূর্গাপুর, রাজশাহী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত। হত্যার ঘটনা থানায় মামলা হয়েছে। মামলা নং-০৮ (১১)/২০০১। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৬ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৫ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০২টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০২ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০৩ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	০২টি। (ধর্ষনের পরে ধর্ষিতা বিষপানে আত্মহত্যা করে।)
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	০২টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	০২টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

ধর্ষণের অপমান সইতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নিল কিশোরী মহিমা ঃ

ঘটনাস্থল ঃ রাজশাহীর পুঠিয়া থানা।

গত ইং ১৫.০২.০২ তারিখ বিকাল অনুমান ৫.০০ টার সময় মোছাঃ মহিমা খাতুন (১৪) পিতা আঃ হান্নান সাং-কাঠাল বাড়ীয়া থানা পুঠিয়া জেলা রাজশাহী তার নিজ বসতবাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে একটি কাঁঠাল গাছ থেকে পাতা পেড়ে ছাগলকে খাওয়ানোর সময় বিএনপি সমর্থিত আসামী (১) ফরিদ পিতা সেকেন্দার (২) ফারুক, পিতা মোতালেব উভয় সাং কাঁঠাল বাড়ীয়া (৩) সেলিম পিতা খলিল সাং সেনবাগ (৪) উজ্জল পিতা মোশারফ সাং পীরগাছা (৫) মোশারফ হোসেন পিতা সহঃ জবেদ আলী সাং ঐ (৬) সেকেন্দার আলী পিতা মৃঃ মাহাতাব (৭) আঃ মোতালেব পিতা মৃত সৈয়দ আলী উভয় সাং কাঁঠাল বাড়ীয়া ও (৮) খলিল পিতা লোকমান সাং বড় সেনভাগ সর্ব থানা পুঠিয়া জেলা রাজশাহীগণ তাকে জোর পূর্বক পার্শ্ববর্তী আবু বাক্কার পিতা আঃ সালামের আখক্ষেতে নিয়া যায় এবং আসামীগণ পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। তাছাড়াও আসামীগণ মহিমা খাতুনের বিবস্ত্র অবস্থায় ছবি তোলে। ঘটনাটি প্রথমে স্থানীয় ভাবে আপোষ মিমাংসার চেষ্টা চলে। কিন্তু স্থানীয় ভাবে আপোষ মিমাংসার না হওয়ায় মহিমা খাতুন সম্ভ্রম হানীর অপমানে ১৯/২/২০০২ তাং বেলা অনুমান ১১.৩০ টার সময় বিষপান করে। তাকে সংগে সংগে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে।

পরবর্তীতে মহিমা খাতুনের পিতা মোঃ আঃ হান্নান বাদী হয়ে পুঠিয়া থানায় অভিযোগ করলে পুঠিয়া থানার মামলা নং ২১ তাং ১৯.২.০২ ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ এর ৭/৯(৩)/১০ এবং পুঠিয়া থানার মামলা নং ২২ তাং ১৯/০২/২০০২ ধারা ৩০৬ দঃবিঃ রুজু হয়। ঘটনাটিতে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়ায় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) সহ তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। মামলা ০২(দুই)টি তদন্ত শেষে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত মামলা নং ২১ তাং ১৯.০২.০২ ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ এর ৭/৯(৩)/১০ এ সকল আসামীদের ফাঁসির আদেশ প্রদান করেন এবং মামলা নং-২২ তারিখ-১৯/০২/২০০২ ইং ধারা-৩০৬ দঃবিঃ এর সকল আসামীদের ২ থেকে ৭ বৎসর পর্যন্ত কারা দন্ডের আদেশ প্রদান করেন।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত রাজশাহী জেলার (পুঠিয়া) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা রাজশাহী স্মারক নং-১৮৯০, তারিখঃ ০৫/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৭.	শ্রী কার্ত্তিক কুমার দে পিতা-মৃত জীবন চন্দ্র দে, সাং-কান্দ্রা পুঠিয়া, রাজশাহী।	০২/০২/২০০২ তারিখ সন্ধা ৭.৪৫ টার সময় হত্যার উদ্দেশ্যে ধারালো অস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে। পেপার কাটিং আছে। থানায় মামলা হয়েছিল মামলা নং-৩, তাং-০৩/০২/২০০২। পরবর্তী তে রাজনৈতিক চাপের মুখে মামলাটি আপোষ মীমাংসা করতে বাধ্য হই।	√১। রাব্বি, পিতা-তাইতুল ইসলাম, সাং-কৃষ্ণপুর, √২। সামছুল হক, পিতা-মৃত শমসের মন্ডল, √৩। তাজুল, পিতা- সাইফুল মন্ডল, √৪। আজাদ, √৫। আকরাম, উভয় পিতা-মোয়াজ্জেম মন্ডলসহ আরো ৪/৫ জন, সর্বসাং-কান্দ্রা, পুঠিয়া, রাজশাহী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৮.	শ্রী দিলীপ কুমার কবিরাজ পিতা-মৃত দশরথ চন্দ্র কবিরাজ সাং-ধোপাপাড়া পুঠিয়া, রাজশাহী।	০৪/১০/২০০১ তারিখে ১ জোড়া গরু নগদ টাকা ও আবাদী ফসলের ধানসহ বাড়ীর আসবাবপত্র লুট করিয়া নিয়ে যায়। পেপার কাটিং আছে। থানায় মামলা হয়েছিল মামলা নং-৪, তাং-১১/১০/২০০১। তদন্ত শেষে চার্জশিট হয়। আসামীদের ভয়ে ও চারদলীয় জোটের চাপের কারণে সাক্ষীরা সাক্ষ্য না দেওয়ায় মামলা খারিজ হইয়া যায়।	√১। গোলাপ, √২। মজিবুল্লা, উভয় পিতা-আয়েজ উদ্দিন, √৩। মোঃ তামেজ উদ্দিন, পিতা-হারু মোল্লা, √৪। মোঃ কালু, পিতা-সিরাজ মোল্লা, √৫। তাহাজ, পিতা-বয়েজ উদ্দিনসহ তাদের দলীয় বাহিনী, সর্বসাং-ঝালুকা, পুঠিয়া, রাজশাহী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত। থানায় মামলা হয়েছিল মামলা নং-৪, তাং-১১/১০/২০০১।
৯.	মোঃ শাহিনুল ইসলাম (বাবু) পিতা-মৃত আজিম উদ্দিন সরঃ,সাং-পুঠিয়া, পুঠিয়া, রাজশাহী।	২৯/১১/২০০১ তারিখ দিবাগত রাতে আমার বাড়ীতে হামলা, ভাংচুর লুটপাট করে এবং পরিবারের সকল-কে মারধর করে। পেপার কাটিং আছে।	চারদলীয় জোটের স্থানীয় সন্ত্রাসী	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১০.	মোঃ আঃ হান্নান (মৃত মহিমার পিতা) পিতা-মৃত এশারত প্রামানিক সাং-কাঠালবাড়ী পুঠিয়া. রাজশাহী।	১৫/১০/২০০২ তারিখ বিকাল ০৫.০০ ঘটিকার সময় তাহাদের বাড়ীর পূর্বপার্শে একটি কাঠাল গাছ হইতে পাতা পাড়িয়া ছাগল-কে খাওয়ানোর সময় জোরপূর্বক ধরে নিয়ে পার্শ্বের আখ ক্ষেতে পালাক্রমে ধর্ষণ করে ১৯/০২/২০০২ ইং তারিখ বেলা আনুমানিক ১১.৩০ ঘটিকার সময় সম্ভ্রমহানীর অপমানে বিষপান করে আত্মহত্যা করেন।	√১। মোঃ ফরিদ, পিতা-সেকান্দার, √২। ফারুক, পিতা-মোতালেব, উভয় সাং-কাঠালবাড়ীয়া, √৩। মোঃ সেলিম, পিতা-খলিল, সাং-সেনবাগ, √৪। উজ্জল, পিতা-মোশারফ, সাং-পীরগাছা, পুঠিয়া, রাজশাহী।	ঘটনা সত্য থানায় মামলা হয়েছে মামলায় আসামীদের সাজা হয়েছে। এরা সকলেই বিএনপির সমর্থিত।
১১.	শিউলী, পিতা-অজ্ঞাত সাং-কান্দারা পুঠিয়া, রাজশাহী।	গত ১০/০৪/২০০২ ইং তারিখ প্রভাবশালী বিএনপি নেতা আব্দুল জলিলের ছেলে ভিকটিম শিউলীকে ধর্ষণ করে।	প্রভাবশালী বিএনপি নেতা আব্দুল জলিলের ছেলে।	থানায় অভিযোগ করা সত্বেও বিএনপি নেতার ছেলে বলে থানায় কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কমি-শনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে রাজশাহী জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	নরেশ চন্দ্র দাস পিতা-মৃত নরেন্দ্র নাথ দাস, গ্রাম/ওয়ার্ড ঃ রাতৈল। তানোর, রাজশাহী। আওয়ামী লীগ সমর্থক	১১/১০/২০০১ রাতে নিখোঁজ হন। ১২/১০/২০০১ তারিখ সকালে পুলিশ বাড়ীর অদূরে বিলের পাশ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে। এ সংক্রান্তে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে সন্দেহজনকভাবে আসামী ১। জীবন কুমার ঘোষ, ২। উৎপল কুমার ঘোষ, উভয় পিতা-মৃত বৈদ্যনাথ ঘোষ, ৩। শ্রী মুকুল চন্দ্র ঘোষ, পিতা-হারান চন্দ্র ঘোষ, সর্বসাং-রাতৈল, তানোর, রাজশাহী। নিহতের ভাই ভবেশ চন্দ্র দাস থানায় এজাহার দায়ের করেন।	তানোর থানার মামলা নং-০৮, তাং-১২/১০/০১, ধারা ৩০২ পিসি।	সি/এস নং-১২৯, তাং-৩০/০৮/২০০৩ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি দাখিল করা হয়।	আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক
২.	আনিসুর রহমান পিতা-মৃত ফারাতুল্লাহ মন্ডল গ্রাম ঃ সাঁইপাড়া। বাগমারা, রাজশাহী। আওয়ামী লীগ কর্মী।	২৯/০৯/২০০১ ভোরে রাজশাহী-৩ (মোহনপুর-বাগমারা) আসনের সাঁইপাড়ার সশস্ত্র বিএনপি ক্যাডার ১। রেসারত উল্লাহ সরদার (মৃত) পিতা-মৃত গফুর সরদার, ২। ইয়াছিন আলী মোল্লা, পিতা-শুকুর আলী মোল্লা, ৩। মোঃ রফিকুল ইসলাম @ বাটুল, পিতা-কাসিম উদ্দিন সরদার, ৪। মোঃ নজিবর রহমান, পিতা-নাসির সরদার, ৫। মোঃ নাসির উদ্দিন, পিতা-মৃত কছির উদ্দিন, ৬। বয়ান উদ্দিন, পিতা-মৃত রহিম উদ্দিনদের উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে আওয়ামী লীগ কর্মী আনিসুর রহমান নিহত হয়।	বাগমারা থানার মামলা নং-৩৮, তাং-২৯/৯/০১ ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩২৪ /৩০২ পিসি।	সি/এস নং-১৮১ (০৭), তাং-২৭/১১/২০০৪ দাখিল করা হয়।	আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক
৩.	মোঃ নুরুল ইসলাম পিতা-অজ্ঞাত সাং-গৌরীহার দূর্গাপুর, রাজশাহী। আওয়ামী লীগ কর্মী।	২০০১ সনের নির্বাচনের পরে নভেম্বর মাসের পহেলা রমজান বিএনপি ও জামাত জোট সন্ত্রাসীরা ভিকটিম মোঃ নুরুল ইসলাম কে নির্মমভাবে হত্যা করে।			কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৪.	দুলু, যুবলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-নমভদ্রা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।	গত ২৭/০৪/২০০২ ইং তারিখ নমভদ্রা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিএনপি ক্যাডার জহিরুল ইসলামের সন্ত্রাসী গ্রুপ আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উপর হামলা চালায় তাদের ছুরিকাঘাতে দুলু আহত হয়। পরবর্তী তে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রাত ৮.০০ ঘটিকার সময় তার মৃত্যু হয়।			ডেইলী অবজারভার ২৯/০৪/২০০২ প্রকাশিত
৫.	হযরত আলী মন্ডল আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-কয়ামাজমপুর চকপাড়া গ্রাম দূর্গাপুর, রাজশাহী।	গত ১৬/৪/২০০২ ইং তারিখ কয়ামাজমপুর বাজারে হযরত আলী মন্ডল আলু বিক্রি করার সময় বিকাল চারটার দিকে ইদ্রিস আলী হযরতকে উত্যক্ত করে এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হযরত আলী মোটর সাইকেলে লাঠি দিয়ে আঘাত করে এরই ধারাবাহিকতায় ইদ্রিস আলী সাড়ে চার ঘটিকার সময় লাঠি দিয়ে হযরতকে এলোপাথাড়ি পিটাতে থাকে এতে বৃদ্ধ হযরত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর মোজাম্মেল নামের আরেক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে এসে হযরতের উপর নির্যাতন চালালে বৃদ্ধ হযরত ঘটনাস্থলেই মারা যান।	১। বিএনপি ক্যাডার ইদ্রিস আলী ও মোজাম্মেল।		দৈনিক সংবাদ ২০/০৪/২০০২ প্রকাশিত
৬.	নাহিদ পারভেজ আরজু, যুবলীগ কর্মী, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-লক্ষিপুর মেডিকেল মোড়, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।	গত ১১/০২/২০০২ ইং তারিখ বিএনপির ক্যাডাররা লক্ষিপুর মেডিকেল মোড়ে গভীর রাতে নাহিদ পারভেজ আরজুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে রক্তাক্ত জখম করে ফেলে রাখে। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।	বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক আজকের কাগজ ১১/০২/২০০২ প্রকাশিত
৭.	আব্দুল কুদ্দুছ আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-মৌগ্রাম দূর্গাপুর, রাজশাহী।	গত ১৯/১২/২০০১ ইং তারিখ ভোর রাতে মৌগ্রাম এলাকায় প্রভাব বিস্তারের জন্য বিএনপির সন্ত্রাসীরা আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উপর হামলা চালায় এতে ৩০ জন আহত হয়। গুরুতর আহত ১৮ জনকে দূর্গাপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে আওয়ামী লীগ সমর্থক আব্দুল কুদ্দুছ আবুল কালাম ও রকিবুল ইসলামের অবস্থার অবনতি ঘটলে তাদেরকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বিকাল ৩.০০ ঘটিকার সময় আব্দুল কুদ্দুছ মৃত্যুবরণ করেন।	বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক যুগান্তর ২০/১২/২০০১ প্রকাশিত
৮.	সৈয়দ আলী আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-কোনাবাড়ীয়া বাগমারা. রাজশাহী।	গত ২৬/১/২০০১ ইং তারিখ গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা মমতাজ আলী খসরুর ঘনিষ্ঠ আওয়ামী লীগ কর্মী সৈয়দ আলীকে জবাই করে হত্যা করে।			দৈনিক যুগান্তর ২৯/১১/২০০১ প্রকাশিত

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নাটোর জেলার অভিযোগ বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	২১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	১৯ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০২ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	১৯ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	০৬ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	**১৩ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	০৫ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	০৫ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	**০১ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নাটোর জেলার (বাগাতিপাড়া) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

(পুলিশ সুপারের কার্যালয় নাটোর স্মারক নং-৩০০৮, তারিখঃ ১৮/০৮/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১২.	মোঃ কোরবান আলী পিতা-পিতা মৃত শের আলী সাং-কলাবাড়ীয়া বাগাতিপাড়া, নাটোর।	১২/১০/২০০১ তারিখ হতে পর্যায়ক্রমে বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ, ঘরবাড়ী ভাংচুর লুটপাট, পুকুরের মাছ লুট, জমি জবর দখল ও লুন্ঠন, মারধর করে পরবর্তী তে বাড়ীতে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। আজ ও আমি আমার বাড়ীঘর ফেরৎ পায়নি। আমি আমার বোনের বাড়িতে মানবেতর ভাবে জীবন যাপন করিতেছে। পেপার কাটিং ছবির ফটোকপি ও নির্বাচনী এজেন্ট হওয়ার ফটোকপি সংযুক্ত।	√১। মোঃ নাসির সরকার, √২। মোঃ নাজমুল সরকার, √৩। মোঃ শামীম সরকার, উভয় পিতা-মোঃ বাঘা সরকার (নজরুল ইসলাম), √৪। মোঃ মতিন সরকার, √৫। মোঃ মুনছুর সরকার, উভয় পিতা-মৃত হাজী সামছ উদ্দিন সরকার, √৬। দুলাল সরকার, পিতা-মৃত মোক্তা সরকার, √৭। আছিম সরকার, √৮। জিয়াদুল সরকার, √৯। ইউসুব সরকার, উভয় পিতা-মৃত কনু (ওয়াজেদ আলী) সরকারসহ ৫/৬ জন, সর্বসাং-কলাবাড়ীয়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর। উল্লেখ্য যে বিএনপি'র উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোশারফ হোসেন, যুবদল সভাপতি মোঃ জামাল উদ্দিন, থানা বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আনসার আলী তাদের নেতৃত্বে উক্ত ঘটনা সংগঠিত হয়।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	১০ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	১০ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	১০ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	১০ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নাটোর জেলার (বড়াইগ্রাম) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী

(পুলিশ সুপারের কার্যালয় নাটোর স্মারক নং-৩১৭৪, তারিখঃ ০১/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৩.	মোঃ আতাউর রহমান পিতা-মৃত ইয়াদ আলী গ্রামাঃ সাং-কালিকাপুর বড়াইগ্রাম, নাটোর।	২৮/০৩/২০০২ তারিখ আলহাজ ডাঃ আইনুল হককে কুপিয়ে হত্য করে বাড়ীঘর লুটপাট অগ্নি সংযোগ ও মিথ্যা মামলা এবং ১.০০ লক্ষ টাকা দিয়ে ক্রস ফায়ারের আসামী করায় র‍্যাব আমাকে ডেকে নিয়ে হাটুর উপরে ও নীচে গুলি করে।	√১। বিএনপি সভাপতি অধ্যাপক একরামুল আলম, √২। প্রভাষক লুৎফর রহমান নেতৃত্বদানকারী, √৩। তৎকালীন সাংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুছ তালুকদার (দুলু), √৪। জাহাঙ্গীর, পিতা-মৃত চয়ন মোল্লা, √৫। আতাউর, পিতা-কেফায়েত প্রামানিক ও তাদের দলীয় আরো ২০/২৫ জন	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৪.	মোঃ মমিন হোসেন পিতা-ডাঃ মোঃ আঃ মজিদ সাং-দিয়ারপাড়া বড়াইগ্রাম, নাটোর।	২৮/০৩/২০০২ তারিখ আলহাজ ডাঃ আইনুল হককে কুপিয়ে হত্য করে বাড়ীঘর লুটপাট অগ্নি সংযোগ ও মিথ্যা মামলা।	√১। বিএনপি সভাপতি অধ্যাপক একরামুল আলম, √২। প্রভাষক লুৎফর রহমান নেতৃত্বদানকারী, √৩। তৎকালীন সাংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুছ তালুকদার (দুলু), √৪। জাহাঙ্গীর, পিতা-মৃত চয়ন মোল্লা, √৫। আতাউর, পিতা-কেফায়েত প্রামানিক ও তাদের দলীয় আরো ২০/২৫ জন	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। তবে বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে নাই। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৫.	মোঃ সামছুজ্জোহা সাহেব পিতা-মোঃ আঃ ছাত্তার সাং-মেরীগাছা বড়াইগ্রাম, নাটোর।	২৮/০৩/২০০২ তারিখ আলহাজ ডাঃ আইনুল হককে কুপিয়ে হত্য করে বাড়ীঘর লুটপাট অগ্নি সংযোগ ও মিথ্যা মামলা।	√১। বিএনপি সভাপতি অধ্যাপক একরামুল আলম, √২। প্রভাষক লুৎফর রহমান নেতৃত্বদানকারী, √৩। তৎকালীন সাংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুছ তালুকদার (দুলু), √৪। জাহাঙ্গীর, পিতা-মৃত চয়ন মোল্লা, √৫। আতাউর, পিতা-কেফায়েত প্রামানিক ও তাদের দলীয় আরো ২০/২৫ জন	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। তবে বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে নাই। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৬.	মোঃ রেজাউল করিম মৃধা পিতা-মোঃ আবুল কাসেম মৃধা সাং-বনপাড়া বড়াইগ্রাম, নাটোর।	২৮/০৩/২০০২ তারিখ আলহাজ ডাঃ আইনুল হককে কুপিয়ে হত্য করে বাড়ীঘর লুটপাট অগ্নি সংযোগ ও মিথ্যা মামলা।	√১। বিএনপি সভাপতি অধ্যাপক একরামুল আলম, √২। প্রভাষক লুৎফর রহমান নেতৃত্বদানকারী, √৩। তৎকালীন সাংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুছ তালুকদার (দুলু), √৪। জাহাঙ্গীর, পিতা-মৃত চয়ন মোল্লা, √৫। আতাউর, পিতা-কেফায়েত প্রামানিক ও তাদের দলীয় আরো ২০/২৫ জন	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। তবে বাড়ীঘরে লুটপাটের ঘটনা ঘটে নাই। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৭.	মোঃ খোকন মোল্লা পিতা-মৃত সমজান মোল্লা সাং-মহিষভাংগা বড়াইগ্রাম, নাটোর।	২৮/০৩/২০০২ তারিখ আলহাজ ডাঃ আইনুল হককে কুপিয়ে হত্য করে বাড়ীঘর লুটপাট অগ্নি সংযোগ ও মিথ্যা মামলা। জমির ফসল লুট।	√১। বিএনপি সভাপতি অধ্যাপক একরামুল আলম, √২। প্রভাষক লুৎফর রহমান নেতৃত্বদানকারী, √৩। তৎকালীন সাংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুছ তালুকদার (দুলু), √৪। জাহাঙ্গীর, পিতা-মৃত চয়ন মোল্লা, √৫। আতাউর, পিতা-কেফায়েত প্রামানিক ও তাদের দলীয় আরো ২০/২৫ জন	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৮.	মোঃ নওসের আলী পিতা-মৃত আজ্জিল হক সাং-মহিষভাংগা বড়াইগ্রাম, নাটোর।	২৮/০৩/২০০২ তারিখ আলহাজ ডাঃ আইনুল হককে কুপিয়ে হত্য করে বাড়ীঘর লুটপাট অগ্নি সংযোগ ও মিথ্যা মামলা। জমির ফসল লুট।	√১। বিএনপি সভাপতি অধ্যাপক একরামুল আলম, √২। প্রভাষক লুৎফর রহমান নেতৃত্বদানকারী, √৩। তৎকালীন সাংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুছ তালুকদার (দুলু), √৪। জাহাঙ্গীর, পিতা-মৃত চয়ন মোল্লা, √৫। আতাউর, পিতা-কেফায়েত প্রামানিক ও তাদের দলীয় আরো ২০/২৫ জন	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৯.	মোঃ আঃ রাজ্জাক কবিরাজ পিতা-মৃত আজ্জিল হক সাং-মহিষভাংগা বড়াইগ্রাম, নাটোর।	২৮/০৩/২০০২ তারিখ আলহাজ ডাঃ আইনুল হককে কুপিয়ে হত্য করে বাড়ীঘর লুটপাট অগ্নি সংযোগ ও মিথ্যা মামলা। জমির ফসল লুট।	√১। বিএনপি সভাপতি অধ্যাপক একরামুল আলম, √২। প্রভাষক লুৎফর রহমান নেতৃত্বদানকারী, √৩। তৎকালীন সাংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুছ তালুকদার (দুলু), √৪। জাহাঙ্গীর, পিতা-মৃত চয়ন মোল্লা, √৫। আতাউর, পিতা-কেফায়েত প্রামানিক ও তাদের দলীয় আরো ২০/২৫ জন	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২০.	মোঃ শফিকুল ইসলাম পিতা-মৃত সমজান মোল্লা সাং-মহিষভাংগা বড়াইগ্রাম, নাটোর।	২৮/০৩/২০০২ তারিখ আলহাজ ডাঃ আইনুল হককে কুপিয়ে হত্য করে বাড়ীঘর লুটপাট অগ্নি সংযোগ ও মিথ্যা মামলা। জমির ফসল লুট।	√১। বিএনপি সভাপতি অধ্যাপক একরামুল আলম, √২। প্রভাষক লুৎফর রহমান নেতৃত্বদানকারী, √৩। তৎকালীন সাংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুছ তালুকদার (দুলু), √৪। জাহাঙ্গীর, পিতা-মৃত চয়ন মোল্লা, √৫। আতাউর, পিতা-কেফায়েত প্রামানিক ও তাদের দলীয় আরো ২০/২৫ জন	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২১.	মোঃ আশরাফুল আলম মিঠু পিতা-মোঃ আকরাম আলী সাং-মহিষভাংগা বড়াইগ্রাম, নাটোর।	২৮/০৩/২০০২ তারিখ আলহাজ ডাঃ আইনুল হককে কুপিয়ে হত্য করে বাড়ীঘর লুটপাট অগ্নি সংযোগ ও মিথ্যা মামলা। জমির ফসল লুট।	√১। বিএনপি সভাপতি অধ্যাপক একরামুল আলম, √২। প্রভাষক লুৎফর রহমান নেতৃত্বদানকারী, ৩। তৎকালীন সাংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুছ তালুকদার (দুলু), √৪। জাহাঙ্গীর, পিতা-মৃত চয়ন মোল্লা, √৫। আতাউর, পিতা-কেফায়েত প্রামানিক ও তাদের দলীয় আরো ২০/২৫ জন	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে নাই তবে বাড়ীতে অবস্থিত খড়ের পালা ও মসুর কলাইয়ের পালাতে অগ্নিসংযোগ করে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২২.	মোঃ হাসেম আলী মৃধা পিতা-মোঃ আবুল কাসেম মৃধা সাং-বনপাড়া বড়াইগ্রাম, নাটোর।	২৮/০৩/২০০২ তারিখ আলহাজ ডাঃ আইনুল হককে কুপিয়ে হত্য করে বাড়ীঘর লুটপাট অগ্নি সংযোগ ও মিথ্যা মামলা। জমির ফসল লুট।	√১। বিএনপি সভাপতি অধ্যাপক একরামুল আলম, √২। প্রভাষক লুৎফর রহমান নেতৃত্বদানকারী, √৩। তৎকালীন সাংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুছ তালুকদার (দুলু), √৪। জাহাঙ্গীর, পিতা-মৃত চয়ন মোল্লা, √৫। আতাউর, পিতা-কেফায়েত প্রামানিক ও তাদের দলীয় আরো ২০/২৫ জন	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। তবে বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে নাই । (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৩.	মোঃ রহমত উল্লাহ পিতা-মৃত নিয়াত আলী সাং-কামারহাটি লালপুর, নাটোর।	১৭/১১/২০০১ তারিখ বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র নিয়া বাড়ীতে আক্রমণ করে অবরুদ্ধ করে রাখে। ৫০.০০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে চাঁদার টাকা দিতে না পারলে জমি দখল করিয়া নেয়। ২৫/১০/২০০২ আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে এবং একটি সাইকেল ছিনতাই করে নেয়। পরবর্তী তে ০৬/০৩/২০০২ লোহার রড দ্বারা আমার পা দ্বি-খন্ডিত করে দেয়।	√১। সেকান্দার, √২। খেজের আলী, √৩। রেজাউল,উভয় √৪। মতি, √৫। চুনি, পিতা-মৃত ময়েন উদ্দিন, √৬। মোঃ আবু বক্কর, পিতা-ময়েন উদ্দিন, √৭। মোঃ সোহেল, √৮। মোঃ মাসুদ, উভয় পিতা-আবুল হোসেন, সর্বসাং-কামারহাটী, লালপুর, নাটোর। (৬-৮ নং তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৪.	শ্রী হরিপদ সাহা পিতা-অজ্ঞাত সাং-চৌগ্রাম সিংরা, নাটোর।	১৬/১১/২০০১ তারিখ অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসীরা তাহার বাড়ীতে জোর পূর্বক প্রবেশ করিয়া জীবন নাশের হুমকিসহ অস্ত্রের মুখে নগদ ৪০.০০ হাজার টাকা ৩০০ গ্রাম স্বর্ণ এবং একটি কালার টিভিসহ অন্যনান্য মালামাল নিয়ে যায়।	সিংরা থানার মামলা নং-১৩, তারিখ ১৭/১১/২০০১ ধারা ৩৯৫/৩৯৭ দঃ বিঃ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নাটোর জেলার সিংরা উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০১ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে নাটোর জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩০/০৬/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়।	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	আবুল কাশেম পিতা-দমসের আলী মন্ডল সাং-লালচানপাড়া মাধরবপুর লালপুর, নাটর। আওয়ামী লীগ কর্মী।	২৯/১০/২০০১ তারিখ সকাল ০৮.৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির দলীয় সন্ত্রাসী ১। আলম, ২। কামাল, ৩। মামুন, সর্বপিতা-আহসান ড্রাইভার, ৪। আহসান ড্রাইভার, পিতা-মৃত কাফী প্রামানিক, সর্বসাং-মাইপাড়া, ৫। নিপুন, ৬। মোক্তার, উভয় পিতা-নসির উদ্দিনসহ মোট ১৪/১৫ জন ভিকটিম আবুল কাসেমকে চায়ের স্টল থেকে অস্ত্রের মুখে উঠিয়ে নিয়ে প্রাকাশ্য রাস্তায় ড্যাগার ও হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রাখে। মারাত্মক জখম অবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার পর বিকেলে সে মারা যায়।	নাটোর লালপুর থানার মামলা নং-২৬, তাং-২৯/১০/২০০১ ধারা ৩০২/৩৪/১১৪ পিসি।	সি/এস নং-৭১(১২) তাং-০৪/০৫/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪/১১৪ পিসি। দাখিল করা হয়। বিচার শেষে অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় আসামীরা সকলেই বেকসুর খালাস পায়।	আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক ।
২.	মোয়াজ্জেম হোসেন পিতা-আঃ শুকুর সাং-হাবিবপুর লালপুর, নাটর। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ২৮/০২/২০০২ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ১৯.৪৫ ঘটিকার সময় বিএনপির দলীয় ক্যাডার ১। আলম, পিতা-আহসান ড্রাইভার, ২। শামিম, ৩। সুজন, উভয় পিতা-শহিদুল ইসলাম, ৪। মতিন, ৫। মোঃ খলিল, ৬। জলিল, সর্বপিতা-আঃ মালেক, সর্বসাং-বাহাদুরপুর ভিকটিমের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ পূর্বক ঘরের মূল্যবান জিনিষপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায় এবং ভিকটিম মোয়াজ্জেম হোসেনকে মারাত্মক জখম করে হত্যা করে।	নাটোর লালপুর থানার মামলা নং-০১, তাং-০১/০৩/২০০২ ধারা ১৪৩/৪৪৭/৪৪৮/৩২৩/৩২৫/৩০২/৩৮০/৪২৭/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-৬৪ তাং-৩০/০৪/২০০২ ধারা ১৪৩/৪৪৭/ ৪৪৮/ ৩২৩ /৩২৫/ ৩০২/ ৩৮০/ ৪২৭/৩৪ পিসি।	বিএনপির দলীয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়।	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	সুমন, পিতা-রমজান আলী সাং-গোসাইপুর, লালপুর, নাটোর। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ বেলা আনুমানিক ১১/১২ ঘটিকার সময় বিএনপির সমস্ত্র ক্যাডার বাহিনীর সদস্য ১। জামাল উদ্দিন মাষ্টার, পিতা-আলাল মোল্লা, ২। আজিম মেম্বার, পিতা-মৃত এছুন উদ্দিন, ৩। খালেক @ মজের, ৪। জিনদার আলী, উভয় পিতা-মৃত আতাহার, ৫। মকছের আলী, পিতা-রমজান আলীসহ সর্বমোট ৫২ জন সর্বসাং-কাঠালবাড়ীয়া, লালপুর, নাটোর বেআইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ পূর্বক ঘরের ম্যল্যবান জিনিষপত্র মারধর, লুটপাট ও ভিকটিম সুমনকে এলোপাথাড়ি মারপিট ও জখম করে হত্যা করে।	নাটোর লালপুর থানার মামলা নং-১১, তাং-০৬/১০/২০০১ ধারা ১৪৩/৪৪৭/৪৪৮/৩২৩/৩২৪/৩০২/৩৮০/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-৮০(২২) তাং-৩০/০৫/২০০২ ধারা ১৪৩/৪৪৭/ ৪৪৮/৩২৩ /৩২৪/৩০২/৩৮০/৩৪ পিসি।	বিএনপির দলীয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী
৪.	ডাঃ আয়নাল হক সাং-বনপাড়া বড়াইগ্রাম, নাটোর। উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি।	গত ২৮/০৩/২০০২ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ২০.৪৫ ঘটিকার সময় বিএনপির সশস্ত্র দলীয় সন্ত্রাসীরা বেআইনী জনতায় দলবদ্ধ হইয়া একই উদ্দেশ্যে আসামী ১। একরামুল আলম, ২। আতাউর, উভয় পিতা-কেদাতুল্লাহ, সাং-বনপাড়া এর হুকুমে আসামী ৩। লুৎফর, পিতা-মৃত বাহার, ৪। সাহের উদ্দিন, ৫। সোহরাব, ৬। তোরাপ, সর্বপিতা-বাহার উদ্দিনসহ সর্বমোট ১৭ জন ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঠা ও লোহার রড দ্বারা ডাঃ আয়নাল হককে মারাত্মক জখম করিয়া হত্যা করে।	নাটোর বড়াইগ্রাম থানার মামলা নং-২৫, তাং-৩১/০৩/২০০২ ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩০২/১১৪/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-৪০(১৫) তাং-১৯/০৩/২০০৩ ধারা ১৪৭/১৪৮/ ১৪৯/৩০২ /১১৪/ ৩৪ পিসি।	বিএনপির দলীয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়।	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৫.	আফসার আলী পিতা-মোঃ আব্বাছ আলী সাং-হালতি নলডাঙ্গা, নাটোর। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ০৪/১০/২০০১ ইং তারিখ সকাল ০৮.৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। জয়নাল আবেদীন, পিতা-হুজুর আলী, ২। আবুল হোসেন, পিতা-মৃত তমিজ উদ্দিন, ৩। মানিক আলী, পিতা-মৃত সোয়াদ আলীসহ মোট ১৭ জন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মারাত্মক জখম করিয়া বুকে গুলি করে হত্যা করে।	নাটোর নলডাঙ্গা থানার মামলা নং-০১, তাং-০৪/১০/২০০১ ধারা ৩২৬/৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-৩১(০৩) তাং-০৮/০৫/২০০২ ধারা ৩২৬/৩০২/৩৪ পিসি।	বিএনপির দলীয় সশস্ত্র সন্ত্রাসী
৬.	মোঃ রুহুল আমিন আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-ছাদেম আলী সাং-আরিফপুর বাজার লালপুর, নাটোর।	গত ১০/৭/২০০২ ইং তারিখ রুহুল আমিন শশুর বাড়ীতে বেড়াতে গেলে রাতে বিএনপির সন্ত্রাসীরা তাকে শশুর বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে আরিফপুর বাজারে তাকে কুপিয়ে জখম করে ফেলে রাখে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।	১। বিএনপির সন্ত্রাসী আলতাফ, ২। কামাল, ৩। কালু, সর্বপিতা-অজ্ঞাত।		দৈনিক জনকণ্ঠ ১২/০৭/২০০২ প্রকাশিত

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নওগাঁ জেলার অভিযোগের **বিবরণ ঃ**

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	৯২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	১০ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	৮২ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	০১ টি।
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০৯ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	৫ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০৪ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	২ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	২ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	৬৭ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	৬৬ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নওগাঁ জেলার (আত্রাই) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(পুলিশ সুপারের কার্যালয় নওগাঁ স্মারক নং-২৯০৭, তারিখঃ ২৩/০৮/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৫.	মোঃ ইসমাইল হোসেন পিতা-মৃত ইব্রাহিম মন্ডল সাং-সমস পাড়া আত্রাই, নওগাঁ।	নির্যাতনের ভয়ে পলাতক হই। মিথ্যা মামলা হয় ২০০২ সালে। ১১ মাস পলাতক থাকার পর জেল হাজতে যায়। রাজনৈতিক হয়রানীর শিকার।	চারদলীয় জোটের স্থানীয় সন্ত্রাসী বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নওগাঁ জেলার নেয়ামতপুর উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৬ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ ০১ টি।
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০২ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নওগাঁ জেলার (নিয়ামতপুর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

(পুলিশ সুপারের কার্যালয় নওগাঁ স্মারক নং-২৯০৭, তারিখঃ ২৩/০৮/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৬.	মোঃ মোসলেম আলী পিতা-মৃত হাজী খলিলুর রহমান, সাং-চকরামনগর নিয়ামতপুর, নওগাঁ।	২০/১১/২০০১ তারিখে আমাকে মারপিট করিয়া চুল ধরে গোডাউনে নিয়ে যায় সাদা ষ্ট্যাম্পে সই করে নিয়ার চেষ্টা করে।	√১। শামীম রেজা চৌধুরী, পিতা-মৃত কাদের চৌধুরী, √২। আবু সুফিয়ান চৌধুরী, পিতা-আঃ রশিদ চৌধুরী, √৩। আঃ রশিদ চৌধুরী, পিতা-কাদের চৌধুরী, সর্বসাং-নিয়ামতপুর, নিয়ামতপুর, নওগা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৭.	আলহাজ্ব সেকান্দার আলী পিতা-আলহাজ্ব নফর উদ্দিন সাং-ঝাঝিরা, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।	ঈদ গাহের জমি জোর পূর্বক দখল করে নেয়, গাছপালা কেটে নেয়।	√১। মোঃ আশরাফুল ইসলাম, √২। একরামুল হক, পিতা-মৃত হারু মোল্লা, √৩। মোঃ ময়নুল ইসলাম, পিতা-মৃত মেহের আলী মোল্লা, সাং-ঝাঝিরা, নিয়ামতপুর, নওগা। (২ ও ৩ নং আসামী তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৮.	স্কুল ছাত্রী ববিতা রানী সরকার, পিতা-অজ্ঞাত সাং-নিয়মতপুর পল্লী নিয়ামতপুর, নওগাঁ।	নওগাঁর নিয়ামতপুরের পল্লীতে বিএনপি সন্ত্রাসী চিহ্নিত নরপশুদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে স্কুল ছাত্রী ববিতা রানী সরকার। সন্ত্রাসীরা গভীর রাতে বাড়ির দরজা ভেংগে ভিতরে প্রবশ করে মা এবং ভাইদের মারপিটের পর ধারালো অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ববিতাকে মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে যায় মাঠের মধ্যে । সেখানে তার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে ছেড়ে দেয় তাকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়।	বিএনপি সন্ত্রাসী চিহ্নিত শরিফুলসহ অজ্ঞাত আরো ৭ জন।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৯.	মোঃ সেতাব উদ্দিন পিতা-মৃত এরশাদ আলী সাং-গোপালপুর সাপাহার, নওগাঁ।	আওয়ামী লীগ করার কারণে গত ২৪/১১/২০০১ ইং তারিখ বিএনপি জামাত জোট সরকারের ৫০/৬০ জনের সন্ত্রাসী বাহিনী ধারালো অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অবৈধ জনতায় দলবদ্ধ হইয়া আমার স্বত্ত্ব দখলীয় ৩০ বিঘা সম্পত্তির পাকা ধান কাটিয়া নিয়া যায়। আমাকে এবং আমার সদস্যদেরকে মারধর করে। মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে। নওগাঁ -১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ডাঃ সালেক চৌধুরীর নির্দেশে উক্ত ঘটনা ঘটে এবং তার নির্দেশে থানায় মামলা পর্যন্ত গ্রহণ করেনি।	১। সাবেক সংসদ সদস্য নওগাঁ-১, ডাঃ সালেক চৌধুরী, নিদেশদাতা। ২। আঃ সামাদ, পিতা-মৃত জৈয়দ আলী, ৩। মোঃ আঃ মান্নান, পিতা-মৃত মঞ্জুর আলী, ৪। মোঃ হাসান আলী, পিতা-মোঃ হযরত আলী, ৫। মোঃ নজরুল ইসলাম, পিতা-মোঃ খোরসেদ আলী, ৬। মোঃ সোহরাব হোসেন, পিতা-মৃত মোজাফ্ফর রহমান, ৭। মোঃ কাইয়ুম, পিতা-মোঃ লুৎফর রহমান, ৮। মোঃ সায়েদ আলী, পিতা-মৃত গিয়াস উদ্দিন, ৯। মোঃ ইলিয়াছ উদ্দিন, পিতা-মৃত তাবজুল রহমান, ১০। মোঃ জালাল উদ্দিন, পিতা-মৃত সহিমুদ্দীনসহ আরো অনেকে সর্বসাং-গোপালপুর, সাপাহার, নওগাঁ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে আসামীরা জড়িত বিএনপি জোট জামাত সমর্থিত।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে নওগাঁ জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	মুনসুর আলী গ্রাম ঃ গিরিগ্রাম। রানীনগর, নওগাঁ। আওয়ামী লীগ কর্মী।	২৫/১০/২০০১ তারিখ সন্ধ্যা ১৭.০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। মোঃ শহিদুল ইসলাম, পিতা-আহম্মদ আলী, ২। কাইয়ুম @ বাদশা, পিতা-কাদের সরদার, ৩। শ্রী গৌতম মাষ্টার, পিতা-বিশ্ব নাথ শিশা, ৪। শ্রী সত্যেন, পিতা-শ্রী নাথ, ৫। প্রণব, পিতা-শ্রীনাথসহ মোট ১৫জন সন্ত্রাসীরা আওয়ামী লীগ কর্মী মুনসুর আলীকে জবাই করে হত্যা করে।	রানীনগর থানার মামলা নং-০৯, তাং-২৬/১০/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস দাখিল করা হয়।	আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক
২.	সাখাওয়াত পিতা-আয়েজ আলী গ্রাম ঃ গিরিগ্রাম রানীনগর, নওগাঁ। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১৬/০৫/২০০২ তারিখ রাত ২০.০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী ১। আনার, ২। জহাঙ্গীর, ৩। আলমগীর, ৪। জাকির, সর্বপিতা-মৃত আহমেদ সোনারসহ সর্বমোট ০৯ জন আওয়ামী লীগ কর্মী সাখাওয়াতের ঘরের ভিতর প্রবেশ পূর্বক বেপরোয়া পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে সাখাওয়াতকে হত্যা করে।	রানীনগর থানার মামলা নং-০৫, তাং-১৭/০৫/০২ ধারা ৩২৩/৩২৪/ ৪৪৮/৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস দাখিল করা হয়।	আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক
৩.	মোঃ ফয়েজ উদ্দিন আওয়ামলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সদর, নওগাঁ।	আওয়ামী লীগ করার অপরাধে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার পথে জনসম্মুখে গত ০৮/০৬/২০০২ ইং তারিখ পুলিশের হাত থেকে ফয়েজ উদ্দিনকে ছিনিয়ে নিয়ে বিএনপির ক্যাডাররা পিটিয়ে হত্যা করে	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক জনকণ্ঠ ০৮/০৬/২০০২ প্রকাশিত

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৪.	ভূট্টো প্রামানিক যুবলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-দমদমা সদর, নওগাঁ।	গত ২১/০৫/২০০২ তারিখ সশস্ত্র বন্দুকধারী একদল বাহিনী ককটেল ও গুলিবর্ষণ করতে করতে দমদমা গ্রামে প্রবেশ করে ঐ গ্রামের ইসমাইল হোসেনের বাড়ীতে হামলা চালিয়ে তার পুত্র ভূট্টোকে ঘর থেকে বেড় করে উঠানে নিয়ে এসে নির্মমভাবে পেটানোর পর তাকে হত্যা করে।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক সংবাদ ২৩/০৫/২০০২ প্রকাশিতল
৫.	আব্দুর রাজ্জাক ছাত্রলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত মহাদেবপুর, নওগাঁ।	গত ০২/১১/২০০১ ইং তারিখ ভিকটিম আব্দুর রাজ্জাক সকালে বাড়ীর বাহিরে যায় পরবর্তী তে বাড়ীর নিকট জলাভূমি থেকে তার লাশ উদ্ধার করে।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		ডেইলী অবজারভার ২৩/০৫/২০০২ প্রকাশিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে সিরাজগঞ্জ জেলার অভিযোগের **বিবরণ ঃ**

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	৪১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	৩২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৯ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	০১টি।
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	৩১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	০৯ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	২২ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	১১ টি। (ক্ষমতার দাপটে ০১টি মামলা প্রত্যাহার করিয়ে নেয়)।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	৯ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১। মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	২০টি।
২। কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	২০ টি।
৩। কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(ক) সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(i) হত্যা	ঃ	
(ii) ধর্ষণ	ঃ	
(iii)অন্যান্য	ঃ	
(খ) অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	২০ টি।
(i) হত্যা	ঃ	০১টি।
(ii) ধর্ষণ	ঃ	
(iii)অন্যান্য	ঃ	১৯টি।
৪। ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	০৪টি।
(i) অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	০৪ টি।
(ii) চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

অকালে ঝড়ে গেল মেধাবী ছাত্র ইমরুল কায়েস কনক

ঘটনাস্থল ঃ সিরাজগঞ্জ কাজীপুর উপজেলার চালিতাডাঙ্গা গ্রাম

সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার চালিতাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রশিদ তালুকাদারের পুত্র মেধাবী ছাত্র ইমরুল কায়েস কনককে পার্শ্ববর্তী সোনামুখী মেলা থেকে বাড়ী ফেরার পথে চালিতাডাঙ্গা বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে_ **ওৎ পেতে থাকা স্থানীয়** ছাত্রদলের সন্ত্রাসী **১**। প্রিন্স, পিতা-মোজাম্মেল হক, ২। খালেক, পিতা-মৃত ছুটকা মন্ডল, ৩। শামিম, পিতা-সোলায়মান, ৪। শামিম, পিতা-জহিরুল@ খোকা, ৫। শাহজামাল @ শাহা, পিতা-পর্বত তালুকদার, সর্বসাং-চালিতাডাঙ্গাসহ মোট **১৭** জন চাইনিজ কুড়াল, রানদা, লোহার রড, হকিষ্ট্রিক ইত্যাদি দ্বারা ইমরুল কায়েস কনককে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে এই সময় কনক বাচাঁও বাচাঁও বলে আত্মচিৎকার করলেও প্রাণ ভয়ে কেহ এগিয়ে আসার সাহস পায়নি । মারাত্মক আহত অবস্থায় তাকে ঢামেক হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য **প্রেরণ**করলে পরের দিন দুপুরে তিনি মারা যান। কনকের চাচা আনোয়ার হোসেন ঠান্ডু আসামীদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ প্রাথমিক পর্যায়ে মামলার আসামীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠে। সপ্তাহ খানেক পড়েই রহস্যজনক কারণে এই তৎপরতরা ঝিমিয়ে পড়ে। আসামীরা তাদের সহযোগীসহ বাদী ও স্বাক্ষীদের উপর নানা হুমকি দিতে থাকে এতে বাদী ও স্বাক্ষীদের জানমালের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তারা বাড়ীঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে মামলার সুষ্ঠু তদন্ত সম্ভব না হলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ এবং স্থানীয় জনসাধারনের দাবীর প্রেক্ষিতে এই লোমহর্ষক হত্যাকান্ডটির তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তনের পর তৃতীয় দফা তদন্ত শেষে সিআইডির তদন্তকারী কর্মকর্তা ২০০৫ সালে যুবদল ও ছাত্রদলের **১৭** নেতাকর্মীকে অভিযুক্ত করে চার্জসিট দাখিলকরে। দীর্ঘদিন মামলাটির বিচার কার্য শেষ হয়নি। বর্তমানে মামলাটি (এস,সি ২৮/২০০৭) সিরাজগঞ্জ জেলা জজ আাদালতে বিচারাধীন আছে।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত সিরাজগঞ্জ জেলার (কাজীপুর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

জেলা বিশেষ শাখা, সিরাজগঞ্জ ,স্বারক নং-২৯৭০/৫৩-৯৬ তারিখ-১৮/০৮/২০১০ খ্রি ঃ।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩০.	মোঃ আবু তাহের পিতা-মৃত বাহার উদ্দিন সেখ সাং-শুভ গাছা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	০৩/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীঘরে হামলা ভাংচুর লুটপাট, ৪টি গাভীসহ গাভীর ঘর উড়িয়ে দেয়। ৪ বিঘা জমির ইক্ষু কর্তন করে নেয়। চাষাবাদ জমির বেগুন, ও মরিচ নিয়া যায়।	√১। মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিতা-আলী আশরাফ √২। বিদ্যুৎ, পিতা-সোহরাব আলী মাষ্টার √৩। শাহ আলম, পিতা-আমান উল্যাহ, সর্ব সাং-সুভগাছা, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ। (প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩১.	মোঃ আবুহাসান লিটন পিতা-মৃত আঃ সবুর মাষ্টার সাং-বীর শুভগাছা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	০২/১০/২০০১ তারিখ বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট করে নেয়।	চারদলীয় সন্ত্রাসী বাহিনী ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী।
৩২.	মোঃ আফজাল হোসেন মন্ডল পিতা-মৃত জালু মন্ডল সাং-বীরশুভগাছা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	০৩/১০/২০০১ ও ০৪/১০/২০০১ তারিখ ওয়াপদা বাধের উপর দোকানের সামনে আমাকে মারধর করে ১২,০০০ হাজার টাকা ছিনাইয়া নেয় এবং বার দিন পর বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট, ৬ বিঘা জমির ইক্ষু কর্তন করে নিয়ে যায়।	√১। মোঃ আরশাদ হোসেন, √২। মোঃ কাছের আলী, উভয় পিতা-মৃত-মোজাহার আলী √৩। উড়াল, পিতা-আজাহার আলী সর্ব সাং-বীর সুভগাছা, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ। (প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং অতিতে **বিএনপি** সমর্থিত থাকলে
৩৩.	মোঃ সেলিম রেজা পিতা-মৃত গাজী শাহজামাল সাং-ঘাটি শুভ গাছা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	০১/১১/২০০১ তারিখ শুভগাছা জেলা সড়কের বন্যা ক্ষতিগ্রস্থ্য ০২ টি ব্রীজের কাজ নিলামে ডেকে পাই। যাহা চারদলীয় জোটের সন্ত্রাসী জোর করে খুলে নেয় এবং আমি বি, এ পরীক্ষা দিতে গেলে সন্ত্রাসীরা আমাকে মারধর করে তাদের ভয়ে পরীক্ষা দিতে পারি নাই।	√১। মোঃ নাছির উদ্দিন রতন,পিতা-মৃত-চান মিয়া √২। আঃ সালাম, পিতা-হাজী আঃ করিম √৩। সেলিম, পিতা-আমির হোসেন সর্ব সাং-ঘাটি শুভ গাছা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ। (প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং অতিতে **বিএনপি** সমর্থিত

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৪.	মোঃ শাহাআলী পিতা-মৃত জবদুল হোসেন সাং-ঝুনকাইল কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	১৬/১০/২০০১ তারিখ মারপিট অমানসিক নির্যাতন বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট পুকুরের মাছ লুট।	√১। মোঃ নাছির উদ্দিন রতন,পিতা-মৃত-চান মিয়া √২। আঃ সালাম, পিতা-হাজী আঃ করিম √৩। লুৎফর রহমান, পিতা-মৃত-রিয়াজ উদ্দিন সর্ব সাং-ঝুনকাইল, কাজিরপুর, সিরাজগঞ্জ। (প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং অতিতে বিএনপি সমর্থিত
৩৫.	মোঃ আলতাফ হোসেন সরকার, পিতা-ইসমাইল হোসেন সরকার সাং-ঘাটিশুভগাছা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	০৩/১০/২০০১ তারিখ ইঞ্জিন চালিত নৌকা ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশসহ তেল লুট করিয়া নিয়ে যায়।	চারদলীয় সন্ত্রাসী বাহিনী ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী।
৩৬.	ডাঃ এসএম সাইদুর রহমান পিতা-অজ্ঞাত, সাং-দোয়েল কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	০৩/১০/২০০১ তারিখ ঔষধের দোকান ফার্নিচার ও বই পুস্তকের দোকান ভাংচুর ও লুটপাটসহ মোটর সাইকেল ভাংচুর করে নিয়ে যায়।	চারদলীয় সন্ত্রাসী বাহিনী ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী।
৩৭.	মোঃ আমির হোসেন খান পিতা-মৃত রসুল বক্স খান সাং-বীরশুভগাছা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	২৯/১০/২০০১ তারিখ ওয়াপদা বাধের উপর অবস্থিত মুদি দোকান ভাংচুর লুটপাট করে।	√১। মোঃ নাছির উদ্দিন রতন,পিতা-মৃত-চান মিয়া √২। আঃ সালাম, পিতা-হাজী আঃ করিম √৩। সানোয়ার হোসেন,পিতা-মৃত-দুদু সর্ব সাং-ঘাটি শুভ গাছা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ। (প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং অতিতে **বিএনপি** সমর্থিত
৩৮.	মোঃ আঃ মালেক পিতা-আঃ আজিজ মন্ডল সাং-ঝুনকাইল কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	২১/১০/২০০১ তারিখ মারপিট পরিবারের উপর নির্যাতন দর্জি ও কাপড়ের দোকানসহ বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে।	√১। মোঃ নাছির উদ্দিন রতন,পিতা-মৃত-চান মিয়া √২। আঃ সালাম, পিতা-হাজী আঃ করিম √৩। লুৎফর রহমান, পিতা-মৃত-রিয়াজ উদ্দিন সর্ব সাং-ঝুনকাইল, কাজিরপুর, সিরাজগঞ্জ। (প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং অতিতে **বিএনপি** সমর্থিত

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৯.	মোসাঃ আম্বিয়া খাতুন স্বামী-মোঃ শাহআলী সাং ঝুনকাইল কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	১৫/১০/২০০১ তারিখ আমাকে ও আমার পরিবারের সদস্যকে মারধর করিয়া জোরপূর্বক জলাশয়ে ৬০/৭০ মন মাছ ধরিয়া নিয়ে যায়। পরবর্তীতে লীজকৃত জলাশয়টি দখল করিয়া নেয়।	√১। মোঃ নাছির উদ্দিন রতন,পিতা-মৃত-চান মিয়া √২। আঃ সালাম, পিতা-হাজী আঃ করিম √৩। লুৎফর রহমান, পিতা-মৃত-রিয়াজ উদ্দিন সর্ব সাং-ঝুনকাইল, কাজিরপুর, সিরাজগঞ্জ। (প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং অতিতে **বিএনপি** সমর্থিত।
৪০.	মোঃ খোরশেদ আলম পিতা-মোঃ শাহজাহান আলী সেখ সাং-ঘাটিশুভগাছা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	০৯/১০/২০০১ তারিখ চাষকৃত বারবিঘা জমির ইক্ষু কাটিয়া নেয়। আমাকে জোরপূর্বক ধরিয়া নিয়া মারপিট করিয়া ২০,০০০ হাজার টাকার বিনিময়ে ছাড়িয়া দেয়।	√১। রিপন মিয়া,পিতা-মৃত-লুৎফর রহমান √২। আহম্মদ আলী, পিতা-আজীবর চাকলাদার √৩। কুড়ান, পিতা-মৃত-আজাহার সাং-বীর সুভগাছা, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ। (প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং অতিতে **বিএনপি** সমর্থিত।
৪১.	মোঃ আজাহার আলী পিতা-মোঃ আফজাল হোসেন সাং-চালিতাডাংগা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	০৩/১০/২০০১ তারিখ বসতবাড়ী ভাংচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, মারধর করে বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ।	চারদলীয় জোটের স্থানীয় সন্ত্রাসী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী।
৪২.	মোঃ শাহাদাত হোসেন পিতা-মৃত শুকুর মাহমুদ সাং-হাটশিরা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	০৩/১০/২০০১ তারিখ আমার পরিবারের উপর নির্যাতন মারপিট করিয়া আমার মেরুদন্ডের হাড় কেটে ফেলে পরবর্তী তে প্রশাসনের লোকজন উদ্ধার করিয়া হাসপাতালে ভর্তি করে।	√১। মোঃ মোকাদ্দেশ আলী, পিতা-কুড়ান, √২। মোঃ আসাদুল, পিতা-সন্তেষ আলী, √৩। মোঃ আবুল হোসেন, পিতা-শমসের আলী, √৪। মোঃ সন্তেষ আলী, পিতা-মৃত রুস্তম আলী, √৫। মোঃ আবুবক্কার, পিতা-আজাহার আলীসহ আরো ৭/৮ জন, সর্বসাং-হাটশিরা, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং অতিতে **বিএনপি** সমর্থিত।
৪৩.	মোঃ আঃ খালেক পিতা-অজ্ঞাত সাং-চালিতাডাঙ্গা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	২৭/১০/২০০১ তারিখে বসতবাড়ীতে আক্রমণ করে ছোট ভাই ইমরুল কায়েস (কনক) কে নির্মমভাবে হত্যা করে । পেপার কাটিং ও ছবি আছে।	√১। মোঃ প্রিন্স, পিতা-মোজাম্মেল হক খোকা, √২। খালেক, পিতা-শোটকা মন্ডল, √৩। মোঃ শামীম, পিতা-সোলেমান, √৪। শামীম, পিতা-জহুরুল ইসলাম, √৫। শাহজালাল সাহা, পিতা-মৃত পর্বত তালুকদারসহ আরো ৫/৬ জন, সর্বসাং-চালিতাডাঙ্গ, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং অতিতে **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৪.	মোসাঃ কহিনুর বেগম স্বামী-মৃত মমতাজ উদ্দিন সাং-হাটগাছা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	০৬/০৩/২০০২ তারিখ বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট করে নিয়ে যায়। মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে।	√১। গিয়াস উদ্দিন, পিতা-মৃত ফয়েজ উদ্দিন, √২। আইউব আলী, পিতা-হাবীব, √৩। হাবিবর, পিতা-মৃত আলম খা, √৪। নুরুজ্জামান, পিতা-গোলাম হোসেন, √৫। চপল, পিতা-আনসার আলীসহ আরো ২০/২৫ জন, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৪৫.	আলহাজ ইসমাইল হোসেন সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাজীপুর উপজেলা শাখা, সিরাজগঞ্জ।	০৩/০১/২০০২ তারিখ কাজীপুর উপজেলা পরিষদের সামনে যুবদল ও ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা আতর্কিত ভাবে হামলা চালিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে রানদা, চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে আঘাত করে মৃত ভেবে চলে যায়। স্থানীয় লোকজন এসে উদ্ধার করে প্রথমে কাজীপুর হাসপাতালে পরবর্তী তে সিরাজগঞ্জ ইবনেসিনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা আমার মোটর সাইকেলটি ছিনতাই করে নিয়ে যায়। পেপার কাটিং ও ছবি আছে।	√১। মোঃ আঃ সালাম, পিতা-মৃত বাহার আলী মাষ্টার, সাং-আলমপুর, √২। আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, পিতা-আলহাজ আঃ মজিদ, সাং-বরইতলী, √৩। মোঃ সাইদুল ইসলাম, পিতা-মৃত রফিকুল ইসলাম ভেন্ডার, সাং-কবিহার, √৪। মোঃ সানোয়ার হোসেন, পিতা-মতিউর রহমান, সাং-মুসলিম পাড়া, √৫। মিল্টন, পিতা-ফজলুর রহমান, √৬। আনিছ, পিতা-মোজাহার আলী, সর্বসাং-আলমপুরসহ আরো ২০/২৫ জন দলীয় সন্ত্রাসী, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৪৬.	মোঃ ফসিয়ার রহমান পিতা-মৃত হোসের আলী সাং-পূর্ব বেতগাড়ী কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	১৮/১০/২০০১ তারিখ বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট করে নিয়ে যায়।	√১। মোঃ বাহার আলী, পিতা-মৃত সিরাজ সেখ, সাং-পূর্ব বেতগাড়ী, √২। মোঃ হাবু সেখ, পিতা-মৃত সিরাজ সেখ, সাং-শুভগাছা, √৩। মোঃ হায়দার আলী, পিতা-মোঃ ফরমান আলী, √৪। মোঃ মোখলেছর রহমান, পিতা-মৃত জেলহক মন্ডল, √৫। মোঃ হায়দার আলী, পিতা-নুরুসহ আরো ৩০/৩৫ জন, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৭.	মোঃ আঃ খালেক পিতা-অজ্ঞাত সাং-চালিতাডাঙ্গা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	২৭/১০/২০০১ তারিখে বসতবাড়ীতে আক্রমণ করে ছোট ভাই ইমরুল কায়েস (কনক) কে নির্মমভাবে হত্যা করে । পেপার কাটিং ও ছবি আছে।	১। মোঃ প্রিন্স, পিতা-মোজাম্মেল হক খোকা, ২। খালেক, পিতা-শোটকা মন্ডল, ৩। মোঃ শামীম, পিতা-সোলেমান, ৪। শামীম, পিতা-জহুরুল ইসলাম, ৫। শাহজালাল সাহা, পিতা-মৃত পর্বত তালুকদারসহ আরো ৫/৬ জন, সর্বস াং-চালিতাডাঙ্গ, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
৪৮.	আলহাজ ইসমাইল হোসেন সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাজীপুর উপজেলা শাখা, সিরাজগঞ্জ।	০৩/০১/২০০২ তারিখ কাজীপুর উপজেলা পরিষদের সামনে যুবদল ও ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা অতর্কিত ভাবে হামলা চালিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে রানদা, চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে আঘাত করে মৃত ভেবে চলে যায়। স্থানীয় লোকজন এসে উদ্ধার করে প্রথমে কাজীপুর হাসপাতালে পরবর্তী তে সিরাজগঞ্জ ইবনেসিনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা আমার মোটর সাইকেলটি ছিনতাই করে নিয়ে যায়।পেপার কাটিং ও ছবি আছে।	১। মোঃ আঃ সালাম, পিতা-মৃত বাহার আলী মাষ্টার, সাং-আলমপুর, ২। আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, পিতা-আলহাজ আঃ মজিদ, সাং-বরইতল, ৩। মোঃ সাইদুল ইসলাম, পিতা-মৃত রফিকুল ইসলাম ভেন্ডার, সাং-কবিহার, ৪। মোঃ সানোয়ার হোসেন, পিতা-মতিউর রহমান, সাং-মুসলিম পাড়া, ৫। মিল্টন, পিতা-ফজলুর রহমান, ৬। আনিছ, পিতা-মোজাহার আলী, সর্বসাং-আলমপুরসহ আরো ২০/২৫ জন দলীয় সন্ত্রাসী, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
৪৯.	মোসাঃ কহিনুর বেগম স্বামী-মৃত মমতাজ উদ্দিন সাং-হাটগাছা কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	০৬/০৩/২০০২ তারিখ বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট করে নিয়ে যায়। মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে।	১। গিয়াস উদ্দিন, পিতা-মৃত ফয়েজ উদ্দিন, ২। আইউব আলী, পিতা-হাবীব, ৩। হাবিবর, পিতা-মৃত আলম খা, ৪। নুরুজ্জামান, পিতা-গোলাম হোসেন, ৫। চপল, পিতা-আনসার আলীসহ আরো ২০/২৫ জন, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৬ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৪ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০২টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০২ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	০১ টি। (ক্ষমতার দাপটে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়ে নেয়)।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	
(ii)	**চূড়ান্ত** রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত সিরাজগঞ্জ জেলার (সদর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

জেলা বিশেষ শাখা সিরাজগঞ্জ, স্মারক নং-২৯৭০/৫৩-৯৬, তারিখ-১৮/০৮/২০১০ খ্রিঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৫০.	মোঃ শাহআলম সেখ পিতা-মৃত জেলহক সেখ সাং-ব্রাম্মন বয়ড়া সদর, সিরাজগঞ্জ।	আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তেলের মিল, চাউলের কল, আটার কলসহ বসতবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করে। এ বিষয়ে আমি মামলা করিলে ক্ষমতার দাপটে প্রত্যাহার করিয়া আমার নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়া হয়রানি করে।	√১। মোঃ সহিদুল ইসলাম সিকদার, পিতা-মোঃ সোলায়মান সিকদার, √২। মোঃ বাহালুল আলম, পিতা-মোঃ আবুতাহের, √৩। মোঃ আঃ বাতেন, পিতা-মোঃ হায়দার আলী, √৪। মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিতা-মোনসের আলী, √৫। মোঃ সোহেল, পিতা-মোঃ আঃ সালাম, √৬। মোছারু সামাদ, পিতা-শমসের আলী মন্ডল, সর্বসাং-ভুরভুরিয়া, সদর, সিরাজগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত ।
৫১.	মোঃ মজিবুর রহমান পিতা-মৃত বাবর আলী সেখ, সাং-সালুয়া ভিটা সদর, সিরাজগঞ্জ।	মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়া হয়রানি করে।	জামায়াত নেতা আব্দুল বারী (জামিল), পিতা-মৃত আলাউদ্দিন সরকার, সাং-ফুলকোচা, সদর, সিরাজগঞ্জ।	২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার সাথে সংশ্লিষ্ট নহে, ২০০৬ সালের ঘটনা।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	০১ টি।
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	
(ii)	**চূড়ান্ত** রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

গণধর্ষনের শিকার হলো কিশোরী পূর্নিমা

ঘটনাস্থল ঃ সিরাজগঞ্জের উল্যাপাড়ার

পনের বছর বয়সের দশম শ্রেণীর ছাত্রী পুর্ণিমা গণধর্ষণের শিকার হয়ে অনেকটা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার দেলুয়া গ্রামের অনিল কুমার শীলের পরিবারের ওপর ২০০১ সাল নির্বাচন পরবর্তী অক্টোবর মাসের ৮ তারিখ রাতে চালানো হয় ইতিহাসের বর্বরোতম অত্যাচার-নির্যাতন। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা অনীল শীলের ছোট মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে । ঘটনার ৩/৪ দিন পর ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি ধর্ষিত ছাত্রী ও তার পরিবারকে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করলে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

সিরাজগঞ্জে অনুসন্ধানে জানা গেছে গত ৮ই অক্টোবর/২০০১ জোট সন্ত্রাসী (১) মোঃ খলিল মিয়া, (২) মোঃ আঃ জলিল মিয়া, (৩) মোঃ লিটন মিয়া (৪) মোঃ আলতাফ হোসেন, (৫) মোঃ আনোয়ার হোসেন (৬) মোঃ রেজাউল হক, (৭) মোঃ আঃ মালেক (৮) মোঃ হোসেন আলী, (৯) মোঃ ছাবেদ আলী (১০) মোঃ আঃ রউফ (১১) মোঃ আঃ মান্নান, (১২) মোঃ মজনু মিয়া (১৩) মোঃ ইউসুফ আলী, (১৪) মোঃ মমিন হোসেন (১৫) মোঃ মনসুর আলী, (১৬) মোঃ জহুরুল ইসলাম (১৭) মোঃ হেভেন মিয়া, (১৮) মোঃ ইয়াসিন আলী, (১৯) মাঃ আব্দুল মিয়া (২০) মোঃ বাবুল মিয়া সহ ২৫/৩০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল রাতের আধারে অনীল শীলের বাড়ীতে হানা দেয়। তারা অনিলের ছোট মেয়ে পুর্ণিমা রাণী শীলকে অপহরণ করতে গেলে বাধা দিতে গিয়ে অনিলের স্ত্রী বাসনা রাণী সন্ত্রাসীদের হামলায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারা বাড়ীর সবাইকে মারধর করে পুর্ণিমাকে ধরে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

উল্লাপাড়া হামিদা উচ্চ বিদ্যালয়ের এস,এস,সি পরীক্ষার্থীনি পুর্ণিমা গত ১লা অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনে নিজ গ্রাম দেলুয়া বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আব্দুল লতিফ মীর্জার নির্বাচনী এজেন্ট ছিল। তার মা-বাসনা অন্য ভোট কেন্দ্রে মহিলা আনসারের দায়িত্ব পালন করছিলেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার কারণেই এই পরিবারের উপর বিএনপি জোট সন্ত্রাসীরা এই পাশবিক নির্যাতন চালায়। বিএনপি জোট সন্ত্রাসীদের চাপের মুখে থানা পুলিশ অনিল চন্দ্র শীলের নিকট হতে একটি সাদামাটা অভিযোগ নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা বাদ দিয়েই শুধুমাত্র দন্ড বিধির ধারায় একটি মামলা রুজু করে। উল্লাপাড়া থানার মামলা নং-০৮ তাং ১০/১০/০১ ধারা ১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩৭৯/৩৫৪ দঃবিঃ। উল্লাপাড়া থানার ভূতপূর্ব অফিসার-ইনচার্জ জনাব মোঃ আবুল হোসেন মোড়ল মামলাটি রুজু করে তদন্তভার এস,আই, মোঃ সিরাজুল ইসলাম খানকে অর্পণ করেন। তদন্তকালে ইং ১৬/১০/২০০১ তারিখে ভিকটিম পুর্ণিমা রাণী শীল এর জবানবন্দী কাঃবিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে রেকর্ড করা হয়। ভিকটিম পুর্ণিমা রাণী শীল তাকে ধর্ষণের বর্ণনা বিজ্ঞ আদালতে বর্ণনা করেন। ইং ১৪/১০/২০০১ তারিখে ভিকটমি পুর্ণিমা রাণী শীলের ধর্ষণ সংক্রান্ত ডাক্তারী পরীক্ষা করানো হয়েছে। ধর্ষণ সংক্রান্ত ডাক্তারী পরীক্ষার মতামত ইং ২০/১০/২০০১ তারিখে পাওয়া যায় যা নিম্নরূপ ঃ

"On the basis of the physical examination and Co-related item with those of pathological examination we the doctors of the board are at opinion that the findings on her body are consistent with recent sexual intercourse"

ভিকটিম পুর্ণিমা রাণী শীল এর বিজ্ঞ আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দী এবং ধর্ষণ সংক্রান্ত ডাক্তারী রিপোর্টের আলোকে গত ইং ২৪/১০/২০০১ তাং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের পরামর্শে বিজ্ঞ পিপি সাহেবের সুপারিশসহ বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত, সিরাজগঞ্জে আলোচ্য মামলার ধারার সহিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ এর ৭/৯(৩)/১০(১) ধারা সংযোজনের জন্য আবেদন করা হয়। পরবর্তীতে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার মৌখিক নির্দেশ মোতাবেক ভূতপূর্ব অফিসার ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক শেখ আতাউর রহমান বিগত ইং ০৩/১১/০১ তারিখে মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করেন। মামলাটি তদন্ত শেষে উল্লাপাড়া থানায় অভিযোগ পত্র নং ১১৫ তাং ৯/৪/২০০২ ধারা ৭/৯(৩)/৩০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ এবং পৃথক অপর একটি অভিযোগ পত্র নং ১১৬ তাং ৯/৪/২০০২ ধারা ১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩২৪/৩৭৯ দঃবিঃ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন আছে।

পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলা যথাযথ আইনের ধারায় গ্রহণ না করা এবং কর্তব্য কর্মে অবহেলার দরুন তৎকালীন উল্লাপাড়া থানার ওসি আবুল হোসেন মোড়লকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এ ধরণের একটি লোমহর্ষক, হৃদয় বিদারক ঘটনাকে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের মাননীয় সাংসদ এম আকবর আলী জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন উল্লাপাড়ায় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের খবর বানোয়াট, কাল্পনিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত । তিনি আরও বলেন উল্লাপাড়ায় ধর্ষণের ঘটনাটি লতিফ মির্জার একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত সিরাজগঞ্জ জেলার (উল্লাপাড়া) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৫২.	পূর্নিমা রানী শীল পিতা-মৃত অনিল চন্দ্র শীল, সাং-পূর্ব দেলুয়া উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।	০৮/১০/২০০১ তারিখ সন্ধা ৭.৩০ টায় বসতবাড়ীতে অতর্কিত হামলা করে বসতবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করে। জোর পূর্বক বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে কচুক্ষেতে ফেলে রেখে আলতাফ, জলিল ও সোহরাব আমাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।	১। আলতাফ, পিতা-ফজল আলী, ২। জলিল, পিতা-তজির আলী, ৩। মালেক, পিতা-সোবাহান, ৪। মান্নান, পিতা-মোফাজ্জেল আলী, ৫। কিসমত, পিতা-অজ্ঞাত, ৬। রউফ, পিতা-আশরাফ হোসেন, ৭। মমিনসহ অনেকে, সর্বসাং-পূর্ব দেলুয়া, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনা সত্যতা প্রমানিত হয় এবং সকল আসামীরা বিএনপি-জোট সমর্থিত।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে সিরাজগঞ্জ জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	আক্কাস আলী, পিতা-মৃত বিশা সেখ, গ্রামঃ প্রাণনাথপুর থানা: শাহজাদপুর, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ কর্মী	গত ০৮/০৩/২০০২ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ১২.০০-০৪.০০ ঘটিকার সময়ের মধ্যে বিএনপির সন্ত্রাসী ১। মালেক @ কালু, পিতা-রজব ফকির, ২। হাইজ, পিতা-ঝরু প্রামানিক, ৩। আঃ মজিদ, পিতা-এনাম মোল্লা, ৪। মুন্নাফ, পিতা-ছলিম উদ্দিন, ৫। মোঃ বাবু, পিতা-রফি সেখ, ৬। ওয়ারেছ আলী, পিতা-জব্বার মোল্লা, ৭। বাবলু, পিতা-নওসের, ৮। আঃ ছালাম, পিতা-চাঁন মুন্সীগন ভিকটিম আক্কেল আলীকে প্রাণনাথপুর গ্রামের সকিম উদ্দিনের তাত ঘরের খোলা জায়গায় সকলে মিলে ইটের আঘাত করে হত্যা করে।	সিরাজগঞ্জ শাহজাদপুর থানার মামলা নং-১১, তাং-০৮/০৩/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-১৩২ তাং-২১/০৬/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি দাখিল করা হয়।	আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক।
২.	খোকন মন্ডল পিতা-মৃত লোকমান মন্ডল সাং-পূর্ব চর কৈজুড়ি শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ। দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ কর্মী	গত ০৬/১০/২০০১ তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসীরা লুটপাট দাঙ্গা, হাঙ্গামা করার সময় ভিকটিম খোকন মন্ডল তাহার নিজ জমিতে মাষকলাই বুনানোর শেষে বাড়ী ফেরার পথে আসামী ১। ইউসুফ, পিতা-মৃত আকের মোল্লা, ২। পারভেজ, পিতা-আজিজ মাষ্টার, ৩। সফি মন্ডল, পিতা-গুতু মন্ডলসহ সর্বমোট ১১৭ জন লাঠিসোটা, হালা, রানদা, হাসুয়া, চাইনিজ কুড়াল, হাতুড়ি ইত্যাদি দিয়ে মারাত্মক জখম করে হত্যা করে।	সিরাজগঞ্জ শাহজাদপুর থানার মামলা নং-০৫, তাং-০৬/১০/২০০১ ধারা ৩০২/৩৪/১৪৮/ ৩৪১/৩২৩/৩২৪/৩০৭/ ১১৪ পিসি।	সি/এস নং-৮৮ তাং-৩০/০৪/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪/১৪৮/ ৩৪১/ ৩২৩/৩২৪/ ৩০৭/১১৪/২২৭/৩২৬ পিসি।দাখিল করা হয়।	আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	ইমরুল কায়েস @ কনক পিতা-মৃত আব্দুররশিদ তালুকদার গ্রাম ঃ চালিতাডাঙ্গা, কাজীপুর, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ। দলীয় পরিচয় ঃ সহ-সভাপতি, কাজীপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ ।	২৭/১২/২০০১ ইং তারিখ বিকাল ১৭.৩০ ঘটিকার সময় ভিকটিম ইমরুল কায়েস সোনামুখী মেলা হতে ফেরার পথে চালিতাডাঙ্গা বাজারে আমজাদ এর বাড়ীর পশ্চিমে পৌছামাত্র ছাত্রদলের সন্ত্রাসী ১। প্রিন্স, পিতা-মোজাম্মেল হক, ২। খালেক, পিতা-মৃত ছুটকা মন্ডল, ৩। শামিম, পিতা-সোলায়মান, ৪। শামিম, পিতা-জহিরুল@ খোকা, ৫। শাহজামাল @ শাহা, পিতা-পর্বত তালুকদার, সর্বসাং-চালিতাডাঙ্গাসহ মোট ১৭ জন চাইনিজ কুড়াল, রানদা, লোহার রড, হকিষ্ট্রিক ইত্যাদি দ্বারা ইমরুল কায়েসকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করিলে ঢামেক চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যায়।	সিরাজগঞ্জ কাজীপুর থানার মামলা নং-১৮, তাং-২৮/১০/২০১০ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-৫৭(১৭) তাং-০৬/০৯/২০০৫ ধারা ৩০২/৩৪ দাখিল করা হয়।	আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক।
৪.	আব্দুল মোমিন, গ্রাম ঃ জগজীবনপুর, উপজেলা ঃ সলঙ্গা। জেলাঃ সিরাজগঞ্জ। আওয়ামী লীগ সমর্থক।	গত ০৬/১১/২০০১ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ২০.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি ও জামায়াতের ক্যাডার ১। হায়দার আলী, ২। আকতার আরী, ৩। মোঃ মতিয়ার, ৪। মোজদার, সর্বপিতা-মকছেদ আলী, সর্বসাং-জগজীবনপুরসহ মোট ১৪ জন ভিকটিম মমিনকে বাড়ী হতে অপহরণ করে নিয়ে জগজীবনপুর কবরস্থানের পার্শ্বে কুপিয়ে হত্যা করে।	সিরাজগঞ্জ সলংগা থানার মামলা নং-০৭, তাং-০৭/১১/২০০১ ধারা ৩৬৪/৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-০৯(১৪) তাং-২২/০২/২০০৫ দাখিল করা হয়।	আসমীরা বিএনপি ও জামায়াতের ক্যাডার।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৫.	আব্দুল কুদ্দুস পিতা-মৃত জসিম উদ্দিন সাং-কোবদাস পাড়া বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ সদস্য।	গত ২৫/০৫/২০০২ ইং তারিখ বেলকুচি থানার মুকুন্দগাতী বাজারে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিমের গাড়ী বহরে বিএনপির সন্ত্রাসী ১। আমিরুলের নেতৃত্বে আসামী ২। নইদুল , ৩। ভুষন, উভয় পিতা-মৃত খোদা নেওয়াজ, সাং-শ্যামগাতি, ৪। মোঃ রফিকুল, পিতা-মৃত রমজান আলী, সাং-সুবর্নসাড়াসহ সর্বমোট ১৯ জনের একদল বিএনপি সন্ত্রাসী হামলা চলাইয়া। হামলাকারীরা নাসিমের সহযোগীদের এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুলি করে আহত করে। এ সময় সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আব্দুল কুদ্দুস ঘটনাস্থলেই নিহত হন।	সিরাজগঞ্জ বেলকুচি থানার মামলা নং-১৩, তাং-২৫/০৫/২০০২ ধারা ১৪৮/৩২৪/৩০২/ ৪২৭/ ৩৪ পিসি।	সি/এস নং-১১১ (০৮) তাং-৩০/১১/২০০২ ধারা ১৪৮/৩২৪/ ৩০২/ ৪২৭/৩৪ পিসি। দাখিল করা হয়।	**আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক।**
৬.	মুক্তিযোদ্ধা খাদেমুল ইসলাম মনি, পিতা-মৃত জামাল খা সাং-কোনাগাতি সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ। সয়েদাবাদ ইউ,পি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা।	গত ১৩ জুন ২০০২ ইং, বৃহস্পতিবার, আওয়ামী লীগ নেতা খাদেমুল ইসলাম মনি ১৩ জুন প্রতিদিনের মতো প্রাতঃভ্রমণে বের হন। সকাল ৭টা ২০ মিনিটে প্রাতঃভ্রমণ শেষে বাসায় ফেরার পথে বাহিরগোলা গণপাঠাগারের সামনে তার ওপর জোট সরকারের অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা অতর্কিত আক্রমণ করে। ধারালো অস্ত্রের উপর্যুপরি আঘাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।	সিরাজগঞ্জ সদর থানার মামলা নং-১৪, তাং-১৩/০৬/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	এফআরটি নং-২০ তাং-০৭/০৯/২০০৫ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি। দাখিল করা হয়।	বিএনপির অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসীরা।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৭.	আবুল কাসেম পিতা-অজ্ঞাত সাং-শাহজাদপুর যমুনা নদী কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ	গত ২০/১১/২০০২ ইং তারিখ আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুল ইসলাম ভুট্টোর বড় ভাই ভিকটিম আবুল কাসেম আমন মেহার চরে জমি দেখতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোজ হয়। নিখোজ হওয়ার ০৫ দিন পর ২৫/১১/২০০২ ইং তারিখ যমুনা নদী হতে তার লাশ হাত-পা বাধা অবস্থায় উদ্ধার করে।	অজ্ঞাত		দৈনিক ইত্তেফাক ২৬/১১/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৮.	আ, ত, ম হামিদুল হক ফিরোজ মাষ্টার, আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সাং-রায়দৌলতপুর হাটখোলা ব্রীজ বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।	ফিরোজ মাষ্টার শারীরিক ভাবে অসুস্থ্য হওয়ার কারণে প্রতি রাতের ন্যায় গত ১৬/০৯/২০০২ ইং তারিখ রাত আনুমানিত ১.৩০ ঘটিকার সময় হাটখোলা ব্রীজে এসে বসে ছিলেন ঠিক তখন ১০/১২ জন বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী বাড়ীর পাশের হাটখোলা ব্রীজে এসে তাকে ঘিরে ফেলে এবং মুহুর্তের মধ্যেই ব্রীজ থেকে নামিয়ে জবাই করে হত্যা করে।	১০/১২ জন বিএনপির সন্ত্রাসী দল।		দৈনিক ভোরের কাগজ ১৮/০৯/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে পাবনা জেলার, সকল উপজেলা হতে প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৫৮ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৭৭ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৮১ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৬ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ নাই।
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৫ টি।
অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)		ঃ ৭১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ১৬ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ নাই।
(iii)	অন্যান্য	ঃ ৫৫ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০৫
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল	ঃ ০৪
(ii)	**চূড়ান্ত** রিপোট দাখিল	ঃ ০১

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে পাবনা জেলার, সুজানগর উপজেলা হতে প্রাপ্ত দরখাস্তের বিবরণ ঃ

১।	মোট প্রাপ্ত দরখাস্তের সংখ্যা	ঃ ১২৮ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য্য দরখাস্তের সংখ্যা	ঃ ৪৫ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য্য নহে দরখাস্তের সংখ্যা	ঃ ৮৩ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু দরখাস্তের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
(i)	হত্যা	ঃ নাই।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ নাই।
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৩ টি।
(খ)	অন্যান্য দরখাস্তের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ৪২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০২ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ নাই।
(iii)	অন্যান্য	ঃ ৪০ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ নাই।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল	ঃ নাই।
(ii)	**চূড়ান্ত** রিপোট দাখিল	ঃ নাই।

<u>আওয়ামী লীগ করার অপরাধে গোরস্থানেও ঠাঁই হলো না পাবনা সুজানগরের গুপিনপুর গ্রামের মুজিবর রহমানের</u>

গত ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ০৪/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপি-জোট সন্ত্রাসীরা সুজানগর উপজেলার গুপিনপুর গ্রামের ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জিয়াউর রহমান, পিতা-মৃত মুজিবর রহমানের বসতবাড়ী ভাংচুর, পুকুরের মাছ ও ঘরের সোনা-দানাসহ বিভিন্ন রকমের মালামাল লুট এবং বাড়ীর দুইটি টিনের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরগুলো পুড়ে ভস্মিভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা বাড়ীতে অবস্থান করে তার বাবাকে শারীরিক ও অমানুষিক নির্যাতন করায় ষ্ট্রোক করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত পিতাকে ঐদিনই রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরবর্তী তে ১৪/১০/২০০১ তারিখ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন মৃতদেহ গ্রামের বাড়ী গুপিনপুর গোরস্থানে দাফন করার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু সুজানগর উপজেলার সাতবাড়ীয়া ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা জনাব তোফাজ্জল হোসেন ও তার বাহিনী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে লাশটি স্থানীয় গোরস্থানে দাফন করতে দেয়নি। কোন উপায় অন্তর না দেখে অনোন্যপায় হয়ে পরবর্তীতে লাশটি বাড়ীর আঙ্গিনায় দাফন সম্পন্ন করা হয়। ২২/১০/২০০১ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় কুলখানি অনুষ্ঠানের সব প্রস্তুতি নেয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব ডঃ মির্জা আব্দুল জলিলসহ শতশত মানুষ। কিন্তু তোফাজ্জল হোসেনের মেঝ ছেলের (মোঃ রবি) এর নেতৃত্বে তাদের দলীয় বাহিনী অনুষ্ঠানের সব খাবার ছিনিয়ে নেয় এবং শতশত মানুষের সামনে তার কবরের উপর প্রস্রাব করে। সন্ত্রাসীরা মৃত মুজিবর রহমানের স্ত্রী (মোসাঃ রাশেদা বানু)-কে বেধড়ক মারধর করে আহত করে। থানায় মামলা করতে গেলে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা নেয়নি। কমিশন সরেজমিনে তদন্তকালে জানতে পারে যে স্থানীয় এম,পি সেলিম রেজা হাবীবের ইন্ধনে এই ঘটনা হয়েছে এবং এমপি সেলিম রেজা হাবীবের প্রভাবের কারণেই তখন থানায় মামলা নেয়া হয়নি।

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনপ্রাপ্ত পাবনা জেলার (সুজানগর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
বিশেষ শাখা পাবনা স্মারক নং-৪০৭১/১২-২০১০ (১), তারিখ ২৪/১১/২০১০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/ অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৫৩.	কাজী জনাব পিতা-মৃত-আফছার কাজী সাং-শোলাকড়া সুজানগর, পাবনা।	০৫ ও ০৬/১০/২০০১ তারিখ নির্বাচনের পর আমার বাড়ীতে আক্রমণ করে আমাকে ও আমার পরিবারকে মারধর করে, জমির ফসল লুট, চাঁদা দাবী ও হুমকি প্রদান করে।	√১। মোঃ নজরুল মোল্যা, √২। মোঃ কামাল মোল্যা, √৩। জামাল মোল্যা, উভয় পিতা-রুস্তম মোল্যা, √৪। রুস্তম মোল্যা, √৫। তাজউদ্দিন মোল্যা, উভয় পিতা ইছাক মোল্যা সহ আরো ৫/৬ জন, সর্ব সাং-শোলাকড়া, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৫৪.	মোঃ সাহেব আলী সেখ পিতা-নায়েব আলী সেখ সাং-শোলাকড়া সুজানগর, পাবনা।	০৫/১০/২০০১ তারিখ আমার বাড়ীতে হামলা করে মা, বোন, ভাইকে মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে এবং মিথ্যা মামলায় হয়রানী করে।	√১। সমির সেখ, পিতা-মৃত-সোবহান সেখ, √২। জিন্নাহ সেখ, পিতা-সমির সেখ, √৩। ইবাদত সেখ, পিতা-মৃত-আছির সেখ, √৪। ইদ্রিস সেখ, পিতা-ছকির সেখ, √৫। হামিদুল সেখ, পিতা-মৃত-নাজির সেখ সহ আরো ১৫/২০ জন, সর্ব সাং-শোলাকড়া সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৫৫.	মোঃ আরশেদ আলী পিতা-মৃত-ছবেদ আলী সাং-বিলক্ষেতুপাড়া সুজানগর, পাবনা।	২৪/০২/২০০২ তারিখে ৮-টি টিনের ঘর ভাংচুর সহ লুট পাট করে নিয়ে যায় এবং মিথ্যা মামলায় হয়রানী করে।	১। মোঃ সেলিম রেজা হাবিব(প্রাক্তন সংসদ সদস্য), √২। আঃ মজিদ ঝন্টু শাহ, পিতা-মৃত-ইসমাইল শাহ, √৩। মোঃ আনোয়ার, পিতা-মৃত-দিরাজ, সর্ব সাং-মালিফা, √৪। মোঃ আফছার মোল্যা, পিতা-মৃত-জয়দার মোল্যা, √৫। মোঃ খলিলুর রহমান,(সুজানগর থানার তৎকালীন এস,আই) সহ আরো ৪/৫ জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৫৬.	মোঃ আলম সেখ পিতা-মৃত-আয়জুদ্দিন সেখ সাং-সাগতা সুজানগর, পাবনা।	০৫/১০/২০০১ তারিখ আমার বাড়ীতে বিএনপি সন্ত্রাসী বাহিনী হামলা চালিয়ে ভাংচুর, লুটপাট করে ও মিথ্যা মামলায় হয়রানী করে ।	√১। মোঃ ইউনুস মোল্যা, বিএনপি নেতা, √২। মোঃ লিটন কাজী, √৩। মিল্টন কাজী, উভয় পিতা-মন্তাজ কাজী, √৪। সাহেব আলী, √৫। চাঁদ আলী, √৬। আনছার আলী, উভয় পিতা-ময়েজ উদ্দিন সেখ সহ আরো ৩০/৪০ জন, সর্ব সাং-সাগতা, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৫৭.	মোঃ আবতাপ উদ্দিন মন্ডল পিতা-মৃত-নজের আলী মন্ডল সাং-সাগতা সুজানগর, পাবনা।	২৭/১০/২০০১ তারিখ অনুঃ ০৮.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি সন্ত্রাসীরা সাগতা বাজারে আমার চাউলের দোকানে হামলা করে ভাংচুর ও লুটপাট চালিয়ে নগদ টাকা হাতিয়ে নেয়।	√১। মোঃ বয়েজ উদ্দিন, পিতা-মৃত-জয়নাল সেখ √২। কোরবান আলী সেখ, √৩। মোবারক আলী সেখ, √৪। সলিম সেখ, উভয় পিতা-মৃত-ময়েজ উদ্দিন সেখ, √৫। নজরুল ইসলাম, পিতা-মৃত-নূরু সেখ সহ আরো ৩০/৪০ জন সর্ব সাং-সাগতা, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৫৮.	মোঃ উম্বার আলী মোল্লা পিতা-মৃত-খিদির আলী মোল্লা সাং-সাগতা সুজানগর, পাবনা।	০১/১০/২০০১ তারিখ ২০.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার চাউল এবং মুদি মালের দোকানে হামলা করে ভাংচুর ও লুটপাট চালিয়ে নগদ টাকা হাতিয়ে নেয়।	√১। মোঃ বয়েজ উদ্দিন, পিতা-মৃত-জয়নাল সেখ √২। কোরবান আলী সেখ, √৩। মোবারক আলী সেখ, √৪। সলিম সেখ, উভয় পিতা-মৃত-ময়েজ উদ্দিন সেখ, √৫। নজরুল ইসলাম, পিতা-মৃত-নূরু সেখ সহ আরো ৩০/৪০ জন সর্ব সাং-সাগতা, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৫৯.	মোঃ আব্দুল লতিফ মোল্লা পিতা-হাবিবুর রহমান সাং-সাগতা সুজানগর, পাবনা।	০১/১০/২০০১ তারিখ ১৯.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার বসত বাড়ী এবং মুদি মালের দোকানে হামলা করে ভাংচুর ও লুটপাট চালিয়ে নগদ টাকা হাতিয়ে নেয়।	√১। মোঃ বয়েজ উদ্দিন, পিতা-মৃত-জয়নাল সেখ √২। কোরবান আলী সেখ, √৩। মোবারক আলী সেখ, √৪। সলিম সেখ, উভয় পিতা-মৃত-ময়েজ উদ্দিন সেখ, √৫। নজরুল ইসলাম, পিতা-মৃত-নূরু সেখ সহ আরো ৩০/৪০ জন সর্ব সাং-সাগতা, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৬০.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ পিতা-মোঃ হযরত আলী মোল্লা সাং-সাগতা, সুজানগর, পাবনা।	০১/১০/২০০১ তারিখ ১৯.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার বসত বাড়ীতে হামলা করে ভাংচুর ও লুটপাট চালিয়ে নগদ টাকা হাতিয়ে নেয় এবং আমার আত্নীয় স্বজনকে মারপিট ও গুলি করে রক্তাক্ত জখম করে।	√১। মোঃ বয়েজ উদ্দিন, পিতা-মৃত-জয়নাল সেখ √২। কোরবান আলী সেখ, √৩। মোবারক আলী সেখ, √৪। সলিম সেখ, উভয় পিতা-মৃত-ময়েজ উদ্দিন সেখ, √৫। নজরুল ইসলাম, পিতা-মৃত-নূরু সেখ সহ আরো ৩০/৪০ জন সর্ব সাং-সাগতা, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৬১.	মোঃ আলাউদ্দিন মোল্লা পিতা-মৃত-খোরশেদ আলী মোল্লা, সাং-সাগতা সুজানগর, পাবনা।	০১/১০/২০০১ তারিখ ১৯.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার প্রতিবেশির বাড়ীতে হামলা করে ভাংচুর ও লুটপাট চালানোর খবর পেয়ে আমি সহ এলাকাবাসী উদ্ধার কাজে এগিয়ে গেলে সন্ত্রাসীরা এলোপাথারী গুলিতে রক্তাক্ত জখম করে।	√১। মোঃ বয়েজ উদ্দিন, পিতা-মৃত-জয়নাল সেখ √২। কোরবান আলী সেখ, √৩। মোবারক আলী সেখ, √৪। সলিম সেখ, উভয় পিতা-মৃত-ময়েজ উদ্দিন সেখ, √৫। নজরুল ইসলাম, পিতা-মৃত-নূরু সেখ সহ আরো ৩০/৪০ জন সর্ব সাং-সাগতা, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৬২.	মোঃ আইয়ুব আলী সেখ পিতা-মোঃ সোরমান আলী সেখ, সাং-সাগতা সুজানগর, পাবনা।	০১/১০/২০০১ তারিখ বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার দোকান ভাংচুর লুটপাট করিয়া নিয়া যায় এবং দোকানটি অন্যের নিকট বিক্রি করে দেয়।	√১। মোঃ মিজান উদ্দিন মিয়া, পিতা-আওয়াল মিয়া, √২। মোঃ আশরাফুল ইসলাম, পিতা-মকবুল মিয়া, সাং-সাগতা, √৩। মোঃ রুহুল আমীন সেখ, পিতা-মোঃ শমির সেখ, √৪। মোঃ জানু সেখ, পিতা-ছকির সেখ, √৫। মোঃ ইদ্দিস সেখ, পিতা-সকির সেখ সহ আরো ১০/১২ জন সর্ব সাং-শোলাকুড়া, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৬৩.	মোঃ রেজাউল হক পিতা-শাহাবুদ্দিন মাষ্টার সাং-সৈয়দপুর, সুজানগর, পাবনা।	০৮/১০/২০০১ তারিখে আমাকে মারধর করে রক্তাক্ত যখম করে, আমার বাড়ীতে হামলা করে ভাংচুর লূটপাট করে।	বিএনপি ও জামাত সন্ত্রাসী বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় নাই।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৬৪.	মোঃ ইসাহাক আলী সেখ পিতা-মৃত আফসার আলী সেখ সাং-সৈয়দপুর, সুজানগর, পাবনা।	৩০/১১/২০০১ তারিখে ডাক্তার বাড়ী সংলগ্ন রাস্তায় আমাকে মারধর করে রক্তাক্ত যখম করে।	১। মোঃ সাইদুল ইসলাম, ২। মোঃ হেলাল খাঁ, ৩। সাদেক খাঁ, সর্ব পিতা-হোসেন আলী খাঁ, ৪। মোঃ মনিরুজ্জামান মনা, পিতা-ডাঃ মোকছেদ আলী খাঁ, ৫। মোঃ দেলোয়ার হোসেন দেলো, ৬। নজরুল ইসলাম জনু, উভয় পিতা-নুর আলী গং সর্ব সাং-সৈয়দপুর, সুজানগর, পাবনা,	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৬৫.	মোঃ জিয়াউল হক পিতা-মোঃ সাহাব উদ্দিন মাষ্টার, সাং-সৈয়দপুর সুজানগর, পাবনা।	০৯/১০/২০০১ তারিখে আমার বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে হামলা ভাংচুর লুটপাট করে, আমাকে প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান করে এবং মারধর করে।	√১। মোঃ সাইদুল ইসলাম, √২। মোঃ হেলাল খাঁ, √৩। সাদেক খাঁ, উভয় পিতা-হোসেন আলী খাঁ, √৪। মোঃ মনিরুজ্জামান মনা, পিতা-ডাঃ মোকছেদ আলী খাঁ, √৫। মোঃ দেলোয়ার হোসেন দেলো, √৬। নজরুল ইসলাম নজু, উভয় পিতা-নুর আলীসহ আরো ১০/১২ জন। সর্বসাং-সৈয়দপুর, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৬৬.	মোঃ আমজাদ হোসেন পিতা-মৃত হারুন-অর-রশিদ সাং-সৈয়দপুর সুজানগর, পাবনা।	০৯/১০/২০০১ তারিখ আমার বাড়ীতে আক্রমণ করিয়া স্বপরিবারে মারধর করে ভাংচুর ও লুটপাট করে।	√১। মোঃ সাইদুল ইসলাম, √২। মোঃ হেলাল খাঁ, √৩। সাদেক খাঁ, উভয় পিতা-হোসেন আলী খাঁ, √৪। মোঃ মনিরুজ্জামান মনা, পিতা-ডাঃ মোকছেদ আলী খাঁ, √৫। মোঃ দেলোয়ার হোসেন দেলো, √৬। নজরুল ইসলাম নজু, উভয় পিতা-নুর আলীসহ আরো ১০/১২ জন। সর্বসাং-সৈয়দপুর, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৬৭.	মোঃ আব্দুল লতিব পিতা-মৃত ইসমাইল সেখ সাং-সৈয়দপুর সুজানগর, পাবনা।	০২/১০/২০০১ তারিখ আমার বাড়ীতে আক্রমণ করিয়া স্বপরিবারে মারধর করে ভাংচুর ও লুটপাট করে।	√১। মোঃ সাইদুল ইসলাম, √২। মোঃ হেলাল খাঁ, √৩। সাদেক খাঁ, উভয় পিতা-হোসেন আলী খাঁ, √৪। মোঃ মনিরুজ্জামান মনা, পিতা-ডাঃ মোকছেদ আলী খাঁ, √৫। মোঃ দেলোয়ার হোসেন দেলো, √৬। নজরুল ইসলাম নজু, উভয় পিতা-নুর আলীসহ আরো ১০/১২ জন। সর্বসাং-সৈয়দপুর, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৬৮.	মোঃ আমানত খান পিতা-মৃত হারুন-অর-রশিদ সাং-সৈয়দপুর সুজানগর, পাবনা।	০৯/১০/২০০১ তারিখ আমার বাড়ীতে আক্রমণ করিয়া স্বপরিবারে মারধর করে ভাংচুর ও লুটপাট করে।	√১। মোঃ সাইদুল ইসলাম, √২। মোঃ হেলাল খাঁ, √৩। সাদেক খাঁ, উভয় পিতা-হোসেন আলী খাঁ, √৪। মোঃ মনিরুজ্জামান মনা, পিতা-ডাঃ মোকছেদ আলী খাঁ, √৫। মোঃ দেলোয়ার হোসেন দেলো, √৬। নজরুল ইসলাম নজু, উভয় পিতা-নুর আলীসহ আরো ১০/১২ জন। সর্বসাং-সৈয়দপুর, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৬৯.	মোঃ শামীম হোসেন পিতা-মৃত মকছেদ প্রামানিক সাং-সৈয়দপুর সুজানগর, পাবনা।	২৭/১০/২০০১ তারিখে আমাকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে এবং আমার পিছন সাইডের নিম্নাঙ্গের মাংস কাটিয়া নিয়া যায়।	√১। মোঃ মধু মোল্লা, পিতা-মৃত হামিদ মোল্লা, √২। মোঃ হাবিল খা, পিতা-মৃত ছিদ্দিক খা, √৩। মোঃ আব্দুল্লাহ, পিতা-মোস্তফা সেখ, √৪। মোঃ মমিন খা, পিতা-মৃত তাহের খা সহ আরো ৩/৪ জন, সর্বসাং-সৈয়দপুর, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৭০.	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জিয়াউর রহমান, পিতা-মৃত মজিবর রহমান, সাং-গুপিনপুর সুজানগর, পাবনা।	বসতবাড়ী ভাংচুর, পুকুরের মাছ ও ঘরের সোনা-দানাসহ বিভিন্ন রকমের মালামাল লুট এবং বাড়ীর দুইটি টিনের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরগুলো পুড়ে ভস্মিভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা বাড়ীতে অবস্থান করে, বাবাকে বেদম প্রহার করায় ষ্ট্রোক করে পরবর্তী তে ১৪/১০/২০০১ তারিখ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃতদেহ গ্রামের বাড়ী গুপিনপুর গোরস্থানে দাফন করার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু সুজানগর উপজেলার সাতবাড়ীয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা জনাব তোফাজ্জল হোসেন লাশটি দাফন করতে দেয়নি পরবর্তী তে বাড়ীর আঙ্গিনায় দাফন সম্পন্ন করা হয়। ২২/১০/২০০১ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় কুলখানি অনুষ্ঠানে সব প্রস্তুতি নেয়া হয় কিন্তু তোফাজ্জল হোসেনের মেঝ ছেলের (মোঃ রবি) এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠানের সব খাবার ছিনিয়ে নেয় এবং শতশত মানুষের সামনে আমার বাবার কবরের উপর প্রস্রাব করে ও আমার বৃদ্ধ মা কে মারধর করে। থানায় মামলা করতে গেলে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা নেয়নি। পেপার কাটিং আছে।	সাতবাড়ীয় ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা √১। জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন ও তার মেঝ ছেলে √২। মোঃ রবি ও তার দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, তদন্তে প্রাপ্ত আসামী ১। মোঃ ইয়াদ আলী, পিতা-মৃত-বাবর আলী, ২। মোঃ আমজাদ হোসেন, পিতা-মৃত-গোলাম রসুল, ৩। বন্দের আলী, পিতা-মোঃ আঃ হামিদ, ৪। টিকাই, পিতা-মোঃ গোলাপ সেখ, ৫। আঃ বারেক, পিতা-মহাতাব, সর্ব সাং-গোপিনপুর, সুজানগর, পাবনা, ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৭১.	শ্রী গোপাল চন্দ্র শীল পিতা-মৃত ফনিন্দ্র নাথ শীল সাং-গোবিন্দপুর সুজানগর, পাবনা।	০২/১০/২০০১ তারিখ বি্এনপি সন্ত্রাসী্রা আমার দোকানের যন্ত্রপাতি কেড়ে নিয়ে আমাকে মারধর করে রক্তাক্ত যখম করে। আমি হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু দেখে বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়।	১। মোঃ আঃ মাজেদ, পিতা-মৃত জিগীর খান, √২। মোঃ ফেরদৌর আলী খান, পিতা-মাজেদ্ আলী খান, √৩। মোঃ খোরশেদ সরদার, পিতা-মোঃ আঃ বারেক সরদার, √৪। মোঃ আলহাজ্ব মৃধা, পিতা-মোঃ ছবেদ আলী মৃধা, সর্বসাং- গোবিন্দপুর, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৭২.	প্রদীপ কুমার কুন্ডু পিতা-মৃত যুগল কিশোর কুন্ডু সাং-গোবিন্দপুর সুজানগর, পাবনা।	১৭/১১/২০০১ তারিখ নির্বাচনের পর জোরপূর্বক আমার দোকান ঘরে প্রবেশ করিয়া লুটপাট করে আমাকে মেরে আহত করে।	√১। মোঃ ওয়াজেদ আলী সরদার, √২। মোঃ মানিক সরদার, উভয় পিতা-মৃত ধনী সরকার, সর্বসাং-গোবিন্দপুর, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৭৩.	মোঃ মশিউর রহমান খান পিতা-মৃত-সৈয়দ আলী খান সাং-নওয়াগ্রাম সুজানগর, পাবনা।	১৪/১০/২০০১ তারিখ রাত্র ১১.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার বাগানের বিভিন্ন মূল্যবান গাছ কেটে ও পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে যায়।	√১। মোঃ হারুন হাজারী, পিতা-মৃত-আব্দুল লতিফ হাজারী (বিদু হাজারী) √২। মোঃ তিতু হাজারী, পিতা-আব্দুস সাত্তার হাজারী (নিমাই হাজারী) √৩। মোঃ ইমরোজ বিশ্বাস, পিতা-মোকছেদুর রহমান বিশ্বাস, √৪। মোঃ নান্নু সেখ, পিতা-মোঃ কন্টল সেখ, √৫। মোঃ হান্নান সেখ, পিতা-মোঃ মনা সেখ সহ আরো ৪/৫ জন সর্ব সাং-নয়াগ্রাম, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৭৪.	খন্দকার দেলোয়ার হোসেন পিতা-মৃতআমজাদ হোসেন খন্দকার, সাং-নওয়াগ্রাম, সুজানগর, পাবনা।	০৫/১০/২০০১ তারিখে আমাকে ঘেরাও করে মারধর করে আমার সাথে থাকা টাকা ও অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করে নেয়।	√১। মোঃ শুকুর আ্লী খাঁ, পিতা-অজ্ঞাত, √২। মোঃ কোটন সরদার, পিতা-অজ্ঞাত, সর্বসাং-গোয়ারিয়া, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৭৫.	খন্দকার আনোয়ার হোসেন পিতা-মৃত আমজাদ হোসেন খন্দকার, সাং-নওয়াগ্রাম সুজানগর, পাবনা।	০৮/১০/২০০১ তারিখে আমাকে ঘেরাও করে মারধর করে আমার গরু-ছাগল লুট করে নেয়, সাথে থাকা টাকা ও অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করে নেয়।	√১। মোঃ আঃ ছালাম মন্ডল, পিতা-অজ্ঞাত, √২। মোঃ খোকন মন্ডল, পিতা-অজ্ঞাত, সর্বসাং-নাজিরগঞ্জ, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৭৬.	মোঃ আরমান আলী সেখ পিতা-মোঃ সোনাই সেখ সাং-মাঝপাড়া সুজানগর, পাবনা।	০৩/১০/২০০১ বিএনপি-র জোট সন্ত্রাসীরা আমার পুকুরের মাছ লূট করে নেয় এবং পুকুর দখল করে নেয়। পেপার কাটিং আছে।	১। মোঃ আঃ ছালাম মন্ডল, পিতা-অজ্ঞাত, √২। মোঃ খোকন মন্ডল, পিতা-অজ্ঞাত, √৩। হাফেজ মন্ডল, √৪। রইচ মন্ডল, সর্বপিতা-জব্বার মন্ডল, √৫। ছবদুল মন্ডল, √৬। ছলিম মন্ডল, উভয় পিতা-টুরি মন্ডলসহ আরো ৩/৪ জন। সর্বসাং-রাইপুর মাঝপাড়া, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৭৭.	মোঃ আঃ আজিজ সেখ পিতা-মৃত সোনাই সেখ সাং-রাইপুর সুজানগর, পাবনা।	০২/১০/২০০১ তারিখে আমার বাড়ীতে হামলা চালিয়ে আমাকে ও আমার পরিবারকে মারধর করে ভাংচুর লূটপাট করে।	√১। মোঃ সাহাদাত মন্ডল, পিতা-মৃত আবুল মন্ডল, √২। মোঃ জাগির হোসেন, পিতা-মৃত আবুল মন্ডল, ৩। মোঃ সেলিম মন্ডল, পিতা-উগশা মন্ডল, √৪। মোঃ বাদশা মন্ডল, পিতা-মৃত আব্দুল মন্ডল, √৫। শিবু মন্ডল, পিতা-সাহাদত মন্ডল, সর্বসাং-রাইপুর মাছপাড়া, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৭৮.	মোঃ আমদ আলী সরদার পিতা-মৃত আব্দুল সরদার সাং-সৌক্ষেতুপাড়া সুজানগর, পাবনা।	০২/১০/২০০১ তারিখ নির্বাচনের পর রাত ৯.০০ ঘটিকার সময় কাশিপুর বাজার থেকে আসার সময় আমার উপর হামলা চালিয়ে আমাকে মারধর করে ৩০.০০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।	√১। মোঃ ফারুক মোল্লা, পিতা-মোঃ কোবাদ মোল্লা, √২। মোঃ জাহাঙ্গীর আলী জাহান, পিতা-মোঃ শহিদ আলী সেখ, √৩। মোঃ উজ্জল, পিতা-মোঃ খলিল সেখ, √৪। মোঃ খুশিদুল আলী সেখ, পিতা-মোঃ আমজেদ আলী সেখ, √৫। ইউনুস আলী খাঁ, পিতা-মোঃ সোনাই খাঁ, সর্বসাং-সৌক্ষেতুপাড়া, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৭৯.	মোঃ জালাল উদ্দিন মোল্লা পিতা-মৃত ছকির উদ্দিন মোল্লা, সাং-বোনকোলা সুজানগর, পাবনা।	২৩/০৩/২০০২ তারিখে বিএনপি সন্ত্রাসী বাহিনী আমাকে ও আমার ছেলে, ভাইকে মারধর করে রক্তাক্ত যখম করে, পরবর্তীতে ২৪/০৩/২০০২ তারিখে আমার ছেলে মারা যায়।	√১। মোঃ দেলোয়ার হোসেন, √২। আজিজার রহমান, √৩। রেজাউল করিম সিকদার, √৪। তমিজ উদ্দিন সিকদার, উভয় পিতা-মৃত গেদু সিকদারসহ আরো ৩/৪ জন। সর্বসাং-বোনকোলা, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয় এবং পরবর্তী তে ফাইনাল রিপোর্ট দাখিলকরে, সুজানগর থানার মামলা নং-০৯/তাং-২৪/০৩/২০০২, এফ, আর, টি নং-৩১/ তাং-০২/১০/২০০২ ইং।
৮০.	মোঃ দেলবার সরদার পিতা-মোঃ আকবার সরদার সাং-খেক্ষতুপাড়া সুজানগর, পাবনা।	০৬/১০/২০০১ তারিখ নির্বাচনের পর আমার বাড়ীতে হামলা করে আমাকে মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে এবং নগদ টাকাসহ ঘরের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।	√১। মোঃ হেলাল মোল্লা, পিতা-রোকন মোল্লা, সাং-মাছপাড়া, √২। বুলন মোল্লা, পিতা-গনি মোল্লা, সাং-ক্ষেতু পাড়া, √৩। বাদি হেলাল মোল্লা, পিতা-করিম বাদি, √৪। মোঃ হেলাল মোল্লা, পিতা-কালে মোল্লা, √৫। মোঃ রতন, পিতা-আফতাব, সাং-মাছপাড়া, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৮১.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ পিতা-মোঃ তায়েজ উদ্দিন সেখ, সাং-সৌক্ষেতুপাড়া সুজানগর, পাবনা।	০১/১০/২০০১ তারিখ বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমি আওয়ামী লীগ করার অপরাধে আমাকে এবং আমার পরিবারের সবাইকে মারধর করে আহত অবস্থায় ফেলে চলে যায়।	√১। মোঃ আফসার আলী মোল্লা, পিতা-মৃত জয়দার আলী মোল্লা, √২। মোঃ কালাম মোল্লা, পিতা-মৃত কাদের মোল্লা, √৩। মোঃ বন্দের মোল্লা, পিতা-মোঃ আফসার আলী মোল্লা, √৪। মোঃ হেলাল সেখ, পিতা-মৃত করিম সেখ, √৫। মোঃ মোতাহার আলী মোল্লা, পিতা-মৃত দারোগ আলী মোল্লা, সর্বসাং-মাছপাড়া, সুজানগর, পাবনাসহ আরো ১০/১২ জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৮২.	মোঃ আঃ মালেক পিতা-মোঃ আঃ জব্বার সেখ সাং-সৌক্ষেতুপাড়া সুজানগর, পাবনা।	০২/১০/২০০১ তারিখ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া এলোপাথাড়ী গুলি ছুড়তে থাকে এবং সপরিবারে মারধর করিয়া ভাংচুর ও লুটপাট করে।	√১। মোঃ সোবাহান সেখ, পিতা-মোঃ সাদেক আলী সেখ, √২। মোঃ দোলন মোল্লা, পিতা-মোঃ গনি মোল্লা, √৩। মোঃ জাহান সেখ, পিতা-মোঃ শহিদ সেখ, √৪। সিপন সেখ, পিতা-মোঃ দুলাল মিস্ত্রী, √৫। মোঃ ফারুক মোল্লা, পিতা-মোঃ কুব্বাত মোল্লাসহ আরো ১০/১২ জন, সর্বসাং-সৌক্ষেতুপাড়া, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৮৩.	মোঃ আমজাদ হোসেন মন্ডল পিতা-মোঃ আছেদ আলী মন্ডল, সাং-উদয়পুর সুজানগর, পাবনা।	০২/১০/২০০১ তারিখ আমার উদয়পুর বাজার সংলগ্ন বাটার শো-রুম, মুদি দোকান, সাইকেল ভ্যানের পার্টসের দোকান ভাংচুর ও লুটপাট করে।	√১। মোঃ নজরুল ইসলাম, পিতা-টকাই মিয়া, √২। মোঃ মিন্টু মিয়া, পিতা-আলম মিয়া, √৩। মোঃ ময়না মিয়া, পিতা-ছালাম মিয়া, √৪। মোঃ রসুল খা, পিতা-লতিব খা, √৫। মোঃ রমজান খা, পিতা-আবুবক্কর খা, সর্বসাং-উধয়পুর, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৮৪.	মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া পিতা-মোঃ বদিউজ্জামান মোল্লা, সাং-উদয়পুর সুজানগর, পাবনা।	১৪/০১/২০০২ সালের ১৬.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার উপর আক্রমণ চালিয়ে মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক জখম করে ও বাড়ী ঘর লুটপাট করে নিয়ে যায়।	√১। রাজ্জাক মিয়া, পিতা-মৃত-বকাই মিয়া, √২। জুলহাস মন্ডল, পিতা-হোসেন মন্ডল, √৩। খোকন,পিতা-হোসেনে মোল্লা সর্ব সাং-উদয়পুর,সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৮৫.	মোঃ আজিবর আলী খান পিতা-মৃত-ওলফাত আলী খান, সাং-মানিক হাট সুজানগর, পাবনা।	২৮/০৪/২০০২ তারিখ সকাল ০৮.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার বসত বাড়ী ভাংচুর, লুটপাট সহ পরিবারের সকলকে মারপিট করে রক্তাক্ত জখম করে একই দিনে বসত ভিটার উপর পুকুর কেটে মাছ ছেড়ে দেয়।	√১। মোবারক সেখ, পিতা-হায়দার সেখ, √২। সোবান সেখ, √৩। রব্বান সেখ, উভয় পিতা-মোবারক সেখ √৪। মন্জুর সেখ, √৫। রতন সেখ, উভয় পিতা-মৃত-করিম সেখ সহ আরো ৪/৫ জন, সর্ব সাং-মানিক হাট, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৮৬.	মোঃ আব্দুল লতিফ প্রাঃ পিতা-অজ্ঞাত সাং-মানিক হাট সুজানগর, পাবনা।	০১/১০/২০০১ তারিখ নির্বাচনের ভোট চলাকালীন সময়ে বিএনপি সন্ত্রাসীরা ভোট কেন্দ্র দখল করার জন্য হামলা করে এলোপাথাড়ী গুলি ছুড়ে এমন সময় আমার বড় ছেলে মাছুমের চোখে গুলি লাগলে সে গুরুত্বর আহত অবস্থায় তাকে বিদেশে নিয়া চিকিৎসা করানো হয়।	১। মোঃ লিটন সেখ, পিতা-মোঃ ওহাব আলী, ২। নজরুল ইসলাম, পিতা-মৃত-লোকমান, ৩। রাশেদ, পিতা-আঃ মান্নান, সর্ব সাং-মানিকহাট, সুজানগর, পাবনা,	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৮৭.	মোঃ ছকির উদ্দিন পিতা-মৃত-ইয়ার আলী সাং-দড়িমালঞ্চী (চরপাড়া) সুজানগর, পাবনা।	২৩/১০/২০০১ তারিখ বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে মারপিট করে রক্তাক্ত জখম করে এবং আমার সঙ্গে থাকা নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। মিথ্যা মামলায় হয়রানী করে।	√১। মুন্নু,পিতা-মৃত-বেলায়েত হোসেন, √২। আক্তার, পিতা-মৃত-শাহেদ আলী, √৩। আয়েন মুন্সী, √৪। ইব্রাহীম মুন্সী, √৫। ইসমাইল, √৬। ইউসুব উভয় পিতা-আব্দুল হক মুন্সী সর্ব সাং-দড়িমালঞ্চী (চরপাড়া), সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৮৮.	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (রনি) পিতা-অজ্ঞাত সাং-বালিয়াডাঙ্গী সুজানগর, পাবনা।	১৫/১০/২০০১ তারিখ সন্ত্রাসীরা আমার দোকান ঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে, ০৯/১১/২০০১, ২০/১২/২০০১ ও ২৫/১২/২০০১ তারিখ পরপর ফলজ গাছ কবুতর স্যালো ইঞ্জিন নিয়ে যায় এবং মাছ লুট সহ মাছের খামার নিয়ে যায়।	√১। খোকন, √২। মামুন, √৩। শুকুর, ৪। শাহিন, উভয় পিতা-অজ্ঞাত, √৫। মোঃ জুলহাস সেখ, √৬। মোঃ মালেক সেখ, উভয় পিতা-মৃত কোরবান আলী সেখ, সর্বসাং-বালিয়াডাঙ্গী, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৮৯.	মোঃ আয়েন উদ্দিন মন্ডল পিতা-মৃত বছির মন্ডল সাং-চরকৃষ্টপুর সুজানগর, পাবনা।	২৮/১০/২০০১ তারিখ দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ১৫ বিঘা জমির ধান কেটে নেয়, ০৭/১১/২০০১ তারিখ উক্ত সন্ত্রাসীরা আমাকে বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে আহত করে। সাথে থাকা টাকা ও অন্যান্য মালামাল লুট করিয়া নেয়।	√১। আরশাদ সরদার, √২। মোঃ কাবেজ সরদার, উভয় পিতা-মৃত রেজন সরদার, সাং-গোবিন্দ্রপুর, √৩। মোঃ আক্কাছ ফকির, পিতা-মৃত মনছের ফকির, √৪। মোঃ পরেশ মন্ডল, পিতা-মৃত মকরম মন্ডল, √৫। মোঃ হাসমত, পিতা-মৃত খোয়াজ সরদারসহ আরো ৪/৫ জন, সর্বসাং-চরকুষ্টপুর, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৯০.	মোঃ আব্দুস শুকুর সরদার পিতা-মৃত খেয়াল উদ্দির সরদার, সাং-রাইশিমুল সুজানগর, পাবনা।	২০/১০/২০০১ তারিখ এলাকার কয়েকজন লোকের হত্যার খবর শুনিয়া আমার ভাতিজা রেজাউল, আব্দুর রহিম, আবু হোসেন ও লবু সরদার স্থানীয় দোকানের সামনে আগাইয়া গেলে বিএনপির সন্ত্রাসীগণ ধারালো অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বাড়ীর সামনে বোমা ফাটাইয়া ত্রাস সৃষ্টি করে একপর্যায়ে আমার ভাতিজা দোড় দিলে তাদেরকে কোপাইয়া রক্তাক্ত জখম করে মৃত অবস্থায় ফেলে যায় পরবর্তী তে তাদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগ করি।	√১। মোঃ সোহরাব সেখ, √২। তোয়াজ সেখ, √৩। রিয়াজ সেখ, উভয় পিতা-মৃত তায়েজ সেখ, √৪। ওয়াজেদ আলী, √৫। লোকমান সেখ, উভয় পিতা-মৃত ইসমাইল সেখসহ আরো ২৫/৩০ জন, সর্বসাং-রাইশিমুল, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৯১.	মোঃ আজগর আলী সেখ পিতা-ফয়েজ উদ্দিন সেখ সাং-বাড়ীপাড়া সুজানগর, পাবনা।	১৬/১০/২০০১ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকার সময় সন্ত্রাসীগণ বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বাড়ীতে হামলা চালিয়ে ০৩টি টিনের ঘর, ০১টি দোকান ও ০১টি রাইচ মিল ভাংচুর করে জমির ফসল, গরু, ছাগল, হাস, মুরগী ও নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।	√১। আব্দুল খালেক সেখ, পিতা-মৃত মফিজ উদ্দিন সেখ, √২। আঃ মুনিল সেখ, পিতা-রমজান আলী সেখ, √৩। আঃ জব্বার, পিতা-আয়েজ উদ্দিন খান, √৪। মোঃ রতন, √৫। মোঃ মানিক, উভয় পিতা-জব্বার খানসহ আরো ১৫/২০ জন, সর্বসাং-বরাইপাড়া, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৯২.	মোঃ আঃ ওহাব ফকির পিতা-খোরশেদ আলী ফকির সাং-সিন্দুরী সুজানগর, পাবনা।	২০০১ সালের নির্বাচনের পর আমার উপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার স্ত্রীর কোল হইতে শিশু সন্তানকে কেড়ে নিয়ে আছার মারে, দের মাস পর সন্তানটি মারা যায়। পরবর্তী তে বসতবাড়ী ভাংচুর লূটপাট করে।	√১। মোঃ খালেক ফকির, √২। মোঃ রাজা ফকির, √৩। মোঃ আজাদ ফকির, √৪। মাজেদ ফকির, উভয় পিতা-মোঃ রুস্তম ফকির, √৫। মোঃ সেলিম ফকির, পিতা-মোঃ খালেক ফকিরসহ আরো ১৮/২০ জন। সর্বসাং-সিন্দুরী বরুরীয়া, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৯৩.	মোঃ হারুন সেখ পিতা-মৃত ময়েন উদ্দিন সেখ সাং-সিন্দুরী বরুরিয়া সুজানগর, পাবনা।	২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট করে ও মিথ্যা মামলায় হয়রানী করে।	১। খন্দকার গোলাম মোরশেদ প্রিন্স, পিতা-মৃত খন্দকার মোরশেদ আলীসহ আরো অনেকে, সাং-মুরারী, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় নাই।
৯৪.	মোঃ মোশারফ হোসেন পিতা-মোঃ আব্দুস শুকুর সেখ, সাং-বিলক্ষেতুপাড়া সুজানগর, পাবনা।	২৪/১২/২০০তারিখ জাতীয় নির্বাচনের পর বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট করে ও আমার বাবা মাকে মারধর করে এবং আমাকে মিথ্যা মামলায় হয়রানী করে।	১। একেএম সেলিম রেজা হাবিব(প্রাক্তন এমপি), √২। মোঃ আঃ মজিদ শাহ (ঝন্টু), উভয় সাং-মালিফা, √৩। আব্দুল মজিদ, সাং-সৌক্ষেতুপাড়া, √৪। মোঃ আমরিক আলী, √৫। মোঃ কোয়েস হোসেন, উভয় সাং-বোনকোলা, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৯৫.	মোঃ আব্দুল হামিদ মোল্লা পিতা-দিরাজ মোল্লা সাং-ভাটপাড়া সুজানগর, পাবনা।	বসতবড়ী ভাংচুর ও লুটপাট দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলোপাথাড়ী মারপিট করে গুরুতর জখম করে এবং মিথ্যা মামলায় হয়রানি করে।	√১। মোঃ আক্তার (বিকমল), √২। আকমল, উভয় পিতা-মোক্তার প্রামানিক, √৩। মুছা, পিতা-জয়না, √৪। মোঃ রাশেদ, পিতা-লেবু খা, √৫। মন্টু সেখ, পিতা-গফুর সেখসহ আরো ৪/৫ জন, সর্বসাং-ভাটপাড়া, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৯৬.	মোছাঃ মিনা খাতুন স্বামী-মৃত শামছুর রহমান সাং-ভাটপাড়া সুজানগর, পাবনা।	ঘরের দরজা ভেঙ্গে আতর্কিত ভাবে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে এবং আমার স্বামীকে এলোপাথাড়ী মারপিট ও কুপিয়ে গুরুতর জখম হয় পরবর্তী তে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় আমার স্বামী মৃত্যুবরণ করেন।	√১। মোঃ আক্তার (বিকমল), √২। আকমল, উভয় পিতা-মোক্তার প্রামানিক, √৩। মুছা, পিতা-জয়না, √৪। মোঃ রাশেদ, পিতা-লেবু খা, √৫। মন্টু সেখ, পিতা-গফুর সেখসহ আরো ৪/৫ জন, সর্বসাং-ভাটপাড়া, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৯৭.	সুধীর কুমার পোদ্দার পিতা-মৃত সতীন্দ্র নাথ পোদ্দার সাং-নিশ্চিন্তপুর সুজানগর, পাবনা।	৩০/০৯/২০০১ তারিখ রাতে আমার ০৭টি দোকান আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় ও নিতাই কুমার পোদ্দারের বাসা ভাংচুর ও লুটপাট করে মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায় এবং পরিবারের সকল সদস্যদেরকে মারধর করে ভোট কেন্দ্রে যেতে নিষেধ করে।	√১। সুজন সরদার, পিতা-শুকুর সরদার, √২। আলহাজ প্রামানিক, পিতা-গিয়াস উদ্দিন প্রামানিক, √৩। ইসলাম খলিফা এর নেতৃত্বে উক্ত হামলা পরিচালনা করা হয়। সর্বসাং-নিশ্চিন্তপুর, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৯৮.	মোঃ রহম আলী পিতা-মৃত তাসেম সেখ সাং-সয়দপুর সুজানগর, পাবনা।	গত ৩০/০৯/২০০৯ ইং তারিখ সন্ধা ৭.০০ ঘটিকার সময় আমার বাড়ীর পাশে তোফাজের চায়ের দোকানে বসে থাকা অবস্থায় বিএনপি ও জোট সন্ত্রাসীরা লোহার রড দিয়া পিটিয়ে ও কোপাইয়া মারাত্মক আঘাত করে এবং মিথ্যা মামলায় হয়রানি করে।	১। মোঃ দেলোয়ার, পিতা-হাই সিকদার, ২। সাকিল, পিতা-তোরাব সেখ, ৩। এরশাদ, ৪। ময়েন, উভয় পিতা-দিনু চৌধুরী, ৫। মোস্তফা, পিতা-শুকুর বিশ্বাস, ৬। সবুজ মিয়া, পিতা-হামিদুর রহমান মিয়া, ৭। বাপ্পি, পিতা-লালু মিয়া, সর্বসাং-সয়দপুর, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে আসামীরা জড়িত বিএনপি জোট জামাত সমর্থিত।
৯৯.	মোঃ কামাল হোসেন পিতা-মৃত সমসের আলী সাং-আহম্মদপুর সুজানগর, পাবনা।	গত ০৩/০৯/২০০২ ইং তারিখ মেসার্স ভাই ভাই নামক তুলার মিল হতে সমস্ত তুলা নিয়ে পুকুরে ডুবিয়ে দেয় এবং আমার পুকুরের সমস্ত মাছ লুট করে নিয়ে যায়। পরবর্তী তে শহীদ স্মরনিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের আওয়ামীলীগের মিটিং হতে উঠিয়ে নিয়ে আমাকে বেদম মারধর করে।	১। মোঃ বাদল প্রামানিক, ২। মেবিল, উভয় পিতা-মৃত মতি রহমান, ৩। মোঃ আমজাদ প্রামানিক, পিতা-মৃত হাসেম প্রমানিক, ৪। সুমন খান, পিতা-মৃত ছামান খান, ৫। রইচ মোল্লা, পিতা-হামিদ মোল্লা, ৬। জিয়া, পিতা-জামাল প্রামানিক, ৭। মোঃ খালেক, পিতা-মৃত ভাষা সেখসহ আরো ৫/৬ জন সর্বসাং-আহম্মদপুর, সুজানগর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে আসামীরা জড়িত বিএনপি জোট জামাত সমর্থিত।

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে পাবনা জেলার, সাঁথিয়া উপজেলা হতে প্রাপ্ত দরখাস্তের বিবরণ ঃ

১।	মোট প্রাপ্ত দরখাস্তের সংখ্যা	ঃ ০৬ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য্য দরখাস্তের সংখ্যা	ঃ ০৬ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য্য নহে দরখাস্তের সংখ্যা	ঃ নাই।
(ক)	সংখ্যালঘু দরখাস্তের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ নাই।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ নাই।
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
(খ)	অন্যান্য দরখাস্তের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৫ টি।
(i)	হত্যা	ঃ নাই।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ নাই।
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৫ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ নাই।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল	ঃ নাই।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ নাই।

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত পাবনা জেলার (সাঁথিয়া) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
বিশেষ শাখা পাবনা স্মারক নং-৪০৭১/১২-২০১০ (১), তারিখ ২৪/১১/২০১০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১০০.	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সেখ পিতা-মোঃ ফয়েজ উদ্দিন সেখ সাং-ছাতকবরাট সাঁথিয়া, পাবনা।	০৮/১০/২০০১ তারিখে ০৮.৩০ ঘটিকায় বিএনপি সন্ত্রাসীরা দেশীয় অস্ত্র সস্ত্র নিয়া আমার বাড়ীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর, মারপিট সহ সমস্ত মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায় এবং চাঁদা দাবী করে। (পত্রিকার ফটোকপি সংযুক্ত)।	√১। আলমাস, √২। ইদ্রিস, উভয় পিতা-মৃত-জুলমত খান, √৩। ইসলাম, √৪। হবিবর, √৫। নায়েব, উভয় পিতা-মৃত-রইজ খান সহ আরো ১৫/১৬ জন, সর্ব সাং-ছাতকবরাট, সাঁথিয়া, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং জামাত, **বিএনপি** সমর্থিত।
১০১.	মোঃ আশরাফ আলী সেখ পিতা-মৃত-বছির উদ্দিন সেখ সাং-ছাতকবরাট সাঁথিয়া, পাবনা।	১৬/১০/২০০১ তারিখ ০৬.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার বসতবাড়ীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর, লুটতরাজ, ভুমি দখল, পুকুরের মাছ ধরে নেওয়া সহ মারপিট করে মারাত্মক জখম করে। (পত্রিকার ফটোকপি সংযুক্ত)।	√১। আলমাস, √২। ইদ্রিস, উভয় পিতা-মৃত-জুলমত খান, √৩। ইসলাম, √৪। হবিবর, √৫। নায়েব, উভয় পিতা-মৃত-রইজ খান সহ আরো ১৫/১৬ জন, সর্ব সাং-ছাতকবরাট, সাঁথিয়া, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং জামাত, **বিএনপি** সমর্থিত।
১০২.	মোঃ সাইফুল ইসলাম পিতা-ইউসুফ খান সাং-ছাতকবরাট সাঁথিয়া, পাবনা।	০৫/১০/২০০১ তারিখ রাত ১০.০০ ঘটিকায় বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসীরা আমার বাড়ীর বাহির আঙ্গিনায় আওয়ামীলীগের নির্বাচনী অফিসে টাঙ্গানো বঙ্গবন্ধুর ছবি ভাংচুর করে এবং আমার বসতবাড়ীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর, লুটতরাজ, ভুমি দখল, পুকুরের মাছ ধরে নেওয়া সহ মারপিট করে মারাত্বক জখম করে।(পত্রিকার ফটোকপি সংযুক্ত)।	√১। আলমাস, √২। ইদ্রিস, উভয় পিতা-মৃত-জুলমত খান, √৩। ইসলাম, √৪। হবিবর, √৫। নায়েব, উভয় পিতা-মৃত-রইজ খান সহ আরো ১৫/১৬ জন, সর্ব সাং-ছাতকবরাট, সাঁথিয়া, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং জামাত, **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১০৩.	মোঃ রায়হান সেখ পিতা-লোকমান সেখ সাং-ছাতকবরাট সাঁথিয়া, পাবনা।	২০/১০/২০০১ তারিখ রাত ১২.০০ ঘটিকায় বিএনপি ও জামায়াত সন্ত্রাসীরা আমার বসতবাড়ীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর, লুটতরাজ, ভুমি দখল, পুকুরের মাছ ধরে নেওয়া সহ মারপিট করে মারাত্মক জখম করে। (পত্রিকার ফটোকপি সংযুক্ত)	√১। আলমাস, √২। ইদ্রিস, উভয় পিতা-মৃত-জুলমত খান, √৩। ইসলাম, √৪। হবিবর, √৫। নায়েব, উভয় পিতা-মৃত-রইজ খান সহ আরো ১৫/১৬ জন, সর্ব সাং-ছাতকবরাট, সাঁথিয়া, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং জামাত, **বিএনপি** সমর্থিত।
১০৪.	শ্রী অজিত কুমার শীল পিতা-মৃত-রবিন্দ্রনাথ শীল সাং-করিয়াল সাথিয়া, পাবনা।	০৩/১০/২০০১ তারিখ রাত অনুমান ১০.৩০ ঘটিকায় বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার বসতবাড়ীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর, লুটতরাজ, ভুমি দখল, পুকুরের মাছ ধরে নেওয়া সহ মারপিট করে মারাত্মক জখম করে। (পত্রিকার ফটোকপি সংযুক্ত)	√১। আলমাস, √২। ইদ্রিস, উভয় পিতা-মৃত-জুলমত খান, √৩। ইসলাম, √৪। হবিবর, √৫। নায়েব, উভয় পিতা-মৃত-রইজ খান সহ আরো ১৫/১৬ জন, সর্ব সাং-ছাতকবরাট, সাঁথিয়া, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং জামাত, **বিএনপি** সমর্থিত।
১০৫.	আব্দুল্লাহ আল্ মাহমুদ(আলমাস) পিতা-মৃত-আফাজ উদ্দিন সাং-আলোকদিয়ার সাঁথিয়া, পাবনা।	২৬/০১/২০০২ তারিখ রাত ০৯.৩০ ঘটিকায় বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসীরা তৎকালীন কৃষি মন্ত্রী মাওঃ মতিউর রহমান নিজামীর নির্দেশে আমাকে এলোপাতাড়ি গুলি ও কুপিয়ে মৃত ভেবে ফেলে রেখে চলে যায় এবং আমার বসত বাড়ী হতে সকলকে তাড়িয়ে দিয়ে দখল করে নেয়। (ছবি ও পত্রিকার ফটোকপি সংযুক্ত)	√১। মাওঃ মতিউর রহমান নিজামী (সাবেক কৃষি মন্ত্রী) ও তার সক্রিয় ক্যাডার বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং জামাত, **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১০৬.	মোঃ আহাদ বাবু (এ্যাডভোকেট) দপ্তর সম্পাদক জেলা আওয়ামী লীগ, সদর, পাবনা।	বিএনপি জামায়াত নেতা আব্দুস সোবাহানের নেতৃত্বে সশস্ত্র ক্যাডাররা ৪-টি গ্রামের ১২৩-টি বাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ভষ্মিভুত করে দেয়। পত্রিকার ফটোকপি আছে।	√১। আব্দুস সোবাহান, (সাবেক এমপি), পিতা-অজ্ঞাত, (আসামীদের সু-নির্দ্দিষ্ট কোন নাম,ঠিকানা উল্লেখ নাই)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত বিএনপি এবং জামায়াত নেতা। এই সক্রান্তে পাবনা সদর থানার মামলা নং-০৬ তারিখ-০৪/০৯/২০০৩ ইং এবং বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/4 ধারায় মামলা রুজু হয়। পরবর্তীতে সি এস দাখিল করা হয় যাহার নং যথাক্রমে-০৯, ০৯ (ক) তারিখ-০১/০২/২০০৫ ইং। প্রকাশ থাকে যে, বর্ণিত ঘটনার বাদী গহের আলী ২০০৮ সালে মৃত্যু বরণ করিয়াছে মর্মে জানা যায়।
১০৭.	আলহাজ হোসেন আলী খান পিতা-মৃত তেলাম উদ্দিন খান সাং-সুকচর সদর, পাবনা।	ইং-১৮/০৪/২০০৪ তারিখ জোর পূর্বক আমার ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাইয়া রক্তাক্ত জখম করিয়া মৃত ভেবে চলে যায় উক্ত ঘটনায় থানায় মামলা করি মামলার **চূড়ান্ত** রিপোর্ট দাখিলকরেন। রিপোর্টের বিপরীতে আসামীদের নাম উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞ আদালত নারাজী মঞ্জুর করিয়া সিআইডি কর্তৃক পুনঃ তদন্তের নির্দেশ দেন।	√১। আঃ মুন্নাফ, √২। আবুল হাসেম, উভয় পিতা-মৃত নাসির উদ্দিন, √৩। মোঃ আনিছ, পিতা-মোঃ ইউসুফ, √৪। মোঃ আকাই, পিতা-মোঃ আনছের, √৫। মোঃ ঝন্টু, পিতা-মুন্নাফ প্রামানিকসহ আরো ১০/১২ জন, সর্বসাং-সুকচর, সদর, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি জামায়াত নেতা। এই সক্রান্তে পাবনা সদর থানার মামলা নং-২৬ তারিখ-১৯/০৪/২০০৪ ইং রুজু হয়। পরবর্তীতে সি এস দাখিল করা হয় যাহার নং -৩৫ তারিখ ০১/০২/২০০৫ ইং। উল্লেখ্য যে, মামলাটি উচ্চতর তদন্তের জন্য সিআইডিতে **প্রেরণ**করা হলে তদন্ত শেষে সিএস নং-৫৭ তারিখ-১৫/০৬/২০০৮ ইং দাখিল করা হইয়াছে।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে পাবনা জেলার সদর উপজেলা হতে প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ নাই।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ নাই।
(i)	হত্যা	ঃ নাই।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ নাই।
(iii)	অন্যান্য	ঃ নাই।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ নাই।
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ নাই।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল	ঃ নাই।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ নাই।

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে পাবনা জেলার, চাটমোহর উপজেলা হতে প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ নাই।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ নাই।
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ নাই।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ নাই।
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ নাই।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল	ঃ নাই।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ নাই।

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত পাবনা জেলার (চাটমোহর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১০৮.	সুবল মন্ডল পিতা-বল্লভ মন্ডল সাং-গররী ফৈলজানা চাটমোহর, পাবনা।	২৬/০২/২০০২ তারিখে সুশান্ত পেরেরাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে, ২৭/০২/২০০২ তারিখে আমাদের উপর সকালে হামলা করে আমার ও আমার পরিবারকে অস্ত্র দ্বারা মারাত্মক আঘাত করে, আমার স্ত্রী গুরুতর আহত হয়, আমার শশুর পউল বৈদ্যকে জখম করে ২ হাত ভেঙ্গে ফেলে গুরুতর আহত করার কারণে কয়েকদিন পর পউল বৈদ্য মারা যায়।	১। বিএনপি নেতা শাহাজাহান চেয়ারম্যান, ২। জিন্যাহ, ৩। রুকনু, ৪। মিঠু, ৫। সুমন, ৬। জাহাঙ্গীরসহ আরো ৩০/৪০ জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় এবং আসামীরা বিএনপি-জোট সমর্থিত।
১০৯.	রানু খাতুন স্বামী-মোঃ আবু তালেব সাং-গররী ফৈলজানা চাটমোহর ,পাবনা।	২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ তারিখে সকাল ৯.০০ ঘটিকার সময় ভোট দেওয়ার অপরাধে আমাদের উপর আক্রমণ করে, সুবল মন্ডল, পরি মন্ডল, সুকান্ত পেরুরা, সুবল মন্ডলের শশুর পউল বৈদ্য হামলার শিকার হয়। হাত পা ভেঙ্গে দেয়, পউল বৈদ্য পরে মারা যায়। আমি পাশে থেকে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করি। সেই অপরাধে সন্ত্রাসীরা আমাকে হত্যার হুমকি দেয়।	১। বিএনপি নেতা শাহাজাহান চেয়ারম্যান, ২। জিন্যাহ, ৩। রুকনু, ৪। মিঠু, ৫। সুমন, ৬। জাহাঙ্গীরসহ আরো ৩০/৪০ জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় এবং আসামীরা বিএনপি-জোট সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১১০.	সত্য নন্দন বৈদ্য পিতা-প্রিয় কুমার বৈদ্য সাং-গররী ফৈলজানা চাটমোহর, পাবনা।	২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ তারিখে সকাল ৯.০০ ঘটিকার সময় ভোট দেওয়ার অপরাধে আমাদের উপর আক্রমণ করে, সুবল মন্ডল, পরি মন্ডল, সুকান্ত পেরুরা, সুবল মন্ডলের শশুর পউল বৈদ্য হামলার শিকার হয়। হাত পা ভেঙ্গে দেয়, পউল বৈদ্য পরে মারা যায়। আমি পাশে থেকে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করি। সেই অপরাধে সন্ত্রাসীরা আমাকে অত্যাচার করে , আমাকে ভোট দিতে নিষেধ করে, পরবর্তী তে তাদের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাই। আমার বাড়ীঘর ভাংচুর লুটপাট করে, প্রাণ নাশের হুমকি দেয়।	১। বিএনপি নেতা শাহাজাহান চেয়ারম্যান, ২। জিন্যাহ, ৩। রুকনু, ৪। মিঠু, ৫। সুমন, ৬। জাহাঙ্গীরসহ আরো ৩০/৪০ জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় এবং আসামীরা বিএনপি-জোট সমর্থিত।

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে পাবনা জেলার বেড়া উপজেলা হতে প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৬ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য্য দরখাস্তের সংখ্যা	ঃ ০৬ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য্য নহে দরখাস্তের সংখ্যা	ঃ নাই।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ নাই।
(i)	হত্যা	ঃ নাই।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ নাই।
(iii)	অন্যান্য	ঃ নাই।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৬ টি।
(i)	হত্যা	ঃ নাই।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ নাই।
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৬ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ নাই।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল	ঃ নাই।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ নাই।

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত পাবনা জেলার (বেড়া) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
জেলা বিশেষ শাখা পাবনা স্মারক নং-৪০৭১/১২-২০১০ (১), তারিখ ২৪/১১/২০১০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১১১.	মোঃ আকমান সেখ পিতা-মৃত-মোচন সেখ সাং-সিন্দরী বেড়া, পাবনা।	০৪/০৬/২০০২ তারিখ ০৮.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসী বাহিনী আমার বসত বাড়ীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর, লুটপাট করে বাড়ীর সকল মালামৃল নিয়ে যায়। উক্ত ঘটনার সময় স্থানীয় প্রশাসন নিরব ভূমিকা পালন করে।	(আসামীদের সু-নির্দ্দিষ্ট কোন নাম ঠিকানা উল্লেখ নাই।)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে কিন্তু আসামীরা ৩০/৪০ জন যাদের সু-নির্দ্দিষ্ট কোন নাম ঠিকানা পাওয়া যায় নাই এবং তারা বিএনপি জামায়াত সমর্থিত বলে জানা যায়।
১১২.	মোঃ রিপন মিয়া পিতা-মৃত-হামিদ মিয়া সাং-সিন্দরী বেড়া, পাবনা।	০৪/০৬/২০০২ তারিখ ০৮.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসী বাহিনী আমার বসত বাড়ীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর, লুটপাট করে বাড়ীর সকল মালামাল নিয়ে যায়। উক্ত ঘটনার সময় স্থানীয় প্রশাসন নিরব ভূমিকা পালন করে।	(আসামীদের সু-নির্দ্দিষ্ট কোন নাম ঠিকানা উল্লেখ নাই।)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে কিন্তু আসামীরা ৩০/৪০ জন যাদের সু-নির্দ্দিষ্ট কোন নাম ঠিকানা পাওয়া যায় নাই এবং তারা বিএনপি জামায়াত সমর্থিত বলে যানা যায়।
১১৩.	মোঃ মহসিন মিয়া পিতা-মৃত-ওমর আলী মিয়া সাং-নয়াবাড়ী বেড়া, পাবনা।	২৪/১০/২০০১ তারিখ ১০.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে আমার বাড়ীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করে বাগানের প্রায় ২০০-টি গাছ কেটে নিয়ে যায় এবং মিথ্যা মামলায় হয়রানী করে। (পত্রিকার ফটোকপি সংযুক্ত)	১। মোঃ আফজাল হোসেন হুজুর, পিতা-অজ্ঞাত ,সাং-নয়াবাড়ী কওমী মাদ্রাসা, √২। রতন, পিতা-আতর আলী, ৩। পিয়ার, √৪। বকুল, উভয় পিতা-টুকু শাহা, উভয় সাং-নয়াবাড়ী, ৫। মনির, পিতা-নুরুজ্জামান, সাং-হরিদেবপুর, সহ আরো ৩৫/৪০ জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত। এ সংক্রান্তে বাদী গোলাম সরোয়ার কতৃক মামলা নং-১৪ তারিখ-২৭/১০/২০০১ রুজু হয় যাহার সিএস নং-৩৭ তারিখ-১৪/০৪/২০০২ ইং।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১১৪.	মোঃ গোলাম মোস্তফা মিয়া পিতা-মৃত-ওমর আলী মিয়া সাং-নয়াবাড়ী বেড়া, পাবনা।	২৪/১০/২০০১ তারিখ ১০.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে আমার বাড়ীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর, লুটপাট, করে বাগানের গাছ কেটে ও পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে যায় এবং মিথ্যা মামলায় হয়রানী করে। উক্ত ঘটনার সময় স্থানীয় প্রশাসন নিরব ভূমিকা পালন করে। (পত্রিকার ফটোকপি সংযুক্ত)	১। মোঃ আফজাল হোসেন হুজুর, পিতা-অজ্ঞাত ,সাং-নয়াবাড়ী কওমী মাদ্রাসা, √২। রতন, পিতা-আতর আলী, ৩। পিয়ার, √৪। বকুল, উভয় পিতা-টুকু শাহা, উভয় সাং-নয়াবাড়ী, ৫। মনির, পিতা-নুরুজ্জামান, সাং-হরিদেবপুর, সহ আরো ৩৫/৪০ জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত। এ সক্রান্তে বাদী গোলাম সরোয়ার কতৃক মামলা নং-১৪ তারিখ-২৭/১০/২০০১ রুজু হয় যাহার সিএস নং-৩৭ তারিখ-১৪/০৪/২০০২ ইং।
১১৫.	মোঃ মাহাবুবুর রহমান পিতা-মৃত-লুৎফর রহমান সাং-নয়াবাড়ী দক্ষিণ পাড়া বেড়া, পাবনা।	১৯/১১/২০০১ তারিখ সন্ধায় (ইফতারের মুহুর্তে) বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসীরা আমার বাড়ীতে হামলা চালিয়ে মারপিট, ভাংচুর, লুটপাট সহ অগ্নিসংযোগ করে আমাকে ও আমার ভাইকে ধরে নিয়ে শারিরীক নির্যাতন করে চাঁদা আদায় করে। (পত্রিকার ফটোকপি সংযুক্ত)	√১। জাহাঙ্গীর আলম, √২। আব্দুল হামিদ, √৩। হাবিব, √৪। সবুজ, √৫। আজিজ, সর্ব পিতা-অজ্ঞাত, সর্ব সাং-নয়াবাড়ী দক্ষিণ পাড়া, বেড়া, পাবনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত। স্থানীয় ভাবে সমযতা হয়েছে বলে যানা যায়।
১১৬.	মোঃ গোলাম সরোয়ার (মঞ্জু) পিতা-মৃত-মোহাম্মদ আলী মিয়া সাং-হরিদেবপুর বেড়া, পাবনা।	২৪/১০/২০০১ তারিখে বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার বাড়ীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর,লুটপাট করে সমস্ত মালামাল নিয়ে যায় এবং অগ্নিসংযোগ করে সবকিছু জ্বালিয়ে দিয়ে আমাকে ও আমার পরিবারকে বাড়ী ছাড়া করে। (পত্রিকার ফটোকপি সংযুক্ত)	১। মোঃ আফজাল হোসেন হুজুর, পিতা-অজ্ঞাত ,সাং-নয়াবাড়ী কওমী মাদ্রাসা, √২। রতন, পিতা-আতর আলী, ৩। পিয়ার, √৪। বকুল, উভয় পিতা-টুকু শাহা, উভয় সাং-নয়াবাড়ী, ৫। মনির, পিতা-নুরুজ্জামান, সাং-হরিদেবপুর, সহ আরো ৩৫/৪০ জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত। এ সক্রান্তে বাদী গোলাম সরোয়ার কতৃক মামলা নং-১৪ তারিখ-২৭/১০/২০০১ রুজু হয় যাহার সিএস নং-৩৭ তারিখ-১৪/০৪/২০০২ ইং।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে পাবনা জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	আবদুস সামাদ পিতা-মৃত আঃ জলিল গ্রাম: পীরগাছা। পাবনা সদর, পাবনা। দলীয় পরিচয়:আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ০৭/২/২০০২ ইং তারিখ সামাদ শহরে যাবার পথে বাজারে এলে ৮/১০জন বিএনপির সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাকে ঘিরে ধরে ও উপর্যুপরি কুপিয়ে মারাত্মক জখম করিয়া হত্যা করে।	**পাবনা সদর থানার মামলা নং-০৬, তাং-০৭/০২/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।**	**এফআরটি নং-৪৫(২) তাং-০২/০৫/২০০৪ দাখিল করা হয়।**	**আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক মামলাটি পুনঃজ্জীবিত করা যাইতে। পারে।**
২.	আবদুল গফুর পিতা-মৃত মহির শেখ সাং-সিংহরিয়া আটঘরিয়া, পবনা আওয়ামী লীগ সমর্থক।	গত ০২/০৩/২০০২ তারিখ রাত ২.০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। বাছেদুর রহমান @ বাছেদ, পিতা-মৃত আসকার মোল্লা, ২। তফিজ উদ্দিন, পিতা-জয়েস উদ্দিন, ৩। জিয়াউর রহমান, পিতা-ইসমাইল, সর্বসাং-কয়রাবাড়ী মতিগাছা,	**পাবনা আটঘরিয়া থানার মামলা নং-০১, তাং-০২/০৩/২০০২ ধারা ১২০ (খ)/৩০২/৩৪ পিসি।**	**সি/এস নং-৩১(৩) তাং-১৪/০৭/২০১০ ধারা ১২০ খ)/৩০২/৩৪ পিসি। দাখিল করা হয়।**	**আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক**
৩.	আবু মুছা প্রামাণিক পিতা-মৃত বাজু প্রামানিক গ্রাম: বৃহস্পতিপুর। আতাইকুলা, পাবনা। দলীয় পরিচয়:আওয়ামী লীগ কর্মী	গত ১৬/০৩/২০০২ তারিখ রাত ১০৩০ ঘটিকার সময় বাড়ী হতে বের হয়ে জনৈক সিদ্দিক এর বাড়ীর সামনে পৌছা মাত্র বিএনপির ২০/২৫ জন সন্ত্রাসীরা আওয়ামী লীগ কর্মী আবু মুছা প্রামাণিক কে গুলি করিলে সে প্রাণভয়ে দৌড়ে পার্শ্ববর্তী মাহাবুব মেম্বার এর বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। উক্ত সন্ত্রাসীরা মাহাবুব মেম্বারের বাড়িতে ঢুকে তাকে জবাই করে হত্যা করে।	**পাবনা আতাইকুলা থানার মামলা নং-০৬, তাং-১৭/০৩/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।**	**সি/এস নং-৩৬(১৩) তাং-৩০/০৬/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪ দাখিল করা হয়।**	**আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক**

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৪.	আব্দুল মতিন পিতা-তৈয়ব আলী মোল্লা সাং-দূর্গাপুর আতাইকুলা, পাবনা। দলীয় পরিচয়:আওয়ামী লীগ কর্মী	গত ১২/১১/২০০১ রাত আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির ১। ইছাহাক আলী, পিতা-নবীর উদ্দিন, ২। ছালাম, পিতা-আবুল কালাম আজাদ, উভয় সাং-দূর্গাপুর, আতাইকুলা, পাবনা। উক্ত সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় । পরেরদিন ১৩ নভেম্বর বাড়ির পাশের ডোবা থেকে তার মস্তকবিহীন লাশ উদ্ধার করা হয়।	**পাবনা আতাইকুলা থানার মামলা নং-২২, তাং-১৩/১১/২০০১ ধারা ৩৬৪/৩০২/৩৪ পিসি**	**সি/এস নং-৩৫৪ (০২) তাং-৩১/১২/২০০১ ধারা ৩০২/৩৪ দাখিল করা হয়।**	**আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক**
৫.	এ্যাডভোকেট আবুল বাশার @ বাসু পিতা-মৃত উকিল উদ্দিন গ্রাম:চরকুড়ুলিয়া ঈশ্বরদী, পাবনা। আওয়ামী লীগ সমার্থক।	গত ৩১/৩/২০০২ইং আওয়ামী লীগ সমর্থক এ্যাডভোকেট আবুশ বাশার মোটর সাইকেল করে চাচাত ভাই হায়াতকে নিয়ে ঈশ্বরদী আসার পথে বিএনপি সন্ত্রাসী ১। কেরাত প্রাং, পিতা-মৃত বেলাত প্রাং, ২। সহিদুল, ৩। মতিয়ার, ৪। ইয়াছিন, ৫। আতিয়ার, ৬। আসলাম, ৭। মুনছুর ৮। আরিফ, সর্বপিতা-কেরাত প্রাং, সর্বসাং-চরকুড়ুলিয়াসহ মোট ৩৮জন তাদের দলবলসহ তার পথরোধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপুর্যুপুরি কুপিয়ে জখম করে । ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।	**পাবনা ঈশ্বরদী থানার মামলা নং-১৬, তাং-৩১/০৩/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪/৩৭৯ পিসি**	**সি/এস নং-১৬৪ (৩৭) তাং-৩০/০৯/০৯ ধারা ১৪৮/৩৪১/৩০২ /৩৭৯/৩৪ পিসি দাখিল করা হয়।**	**আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক**
৬.	মজনু মন্ডল সহ-সভাপতি গয়েসপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাং-আলালপুর সদর, পাবনা।	গত ১৯/০৮/২০০২ তারিখ মজনু মন্ডল রাতে পুলিশ ক্যাম্পের নিকটে একটি চায়ের দোকানে বসেছিল এ সময় ১০/১২ জন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী যুবক তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে এবং পরবর্তী তে কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে বীরদর্পে পালিয়ে যায়।	১০/১২ জন বিএনপির সন্ত্রাসী দল।		ডেইলী ষ্টার ২১/০৮/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৭.	মোঃ ওয়ালিদ আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-চরপেচাকোলা বেড়া, পাবনা।	বিএনপি সমর্থকদের হামলায় পাবনার বেড়া উপজেলায় চরপেচকোলা গ্রামের আওয়ামী লীগ সমর্থক বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। জুলাই মাসের শুরুতে এলাকাতে ফিরে আসলে গত ০৯/০৭/২০০২ ইং তারিখ বিএনপি সমর্থকদের হামলায় আওয়ামীলীগের এক কর্মী নিহত হয় এবং অন্যান্যরা আহত হয়। আহতদের বেড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এদের মধ্যে ভিকটিম ওয়ালিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে **প্রেরণ**করে পরে ১৪/০৭/২০০২ ইং তারিখ তিনি মৃত্যবরন করেন।	বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক ভোরের কাগজ ১৮/০৭/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৮.	ফারুক আলম আনসারী পিতা-জালাল উদ্দিন মোল্লা সভাপতি মানিক হাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাং-বনখোলা সুজানগর, পাবনা।	গত ২৩/০৩/২০০২ ইং তারিখ সকালে বনখোলা গ্রামে আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর বিএনপির সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী হামলা চালিয়ে ফারুককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। আহত অবস্থায় ফারুককে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে পরদিন দুপুর ১.০০ ঘটিকার সময় সে মারা যায়।	১। মোঃ সেকান্দার, ২। মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ৩। আজিজুল সেলিম, ৪। সিকদার, ৫। সাঈদ, ৬। পিন্টুসহ তাদের দলীয় বাহিনী।		ডেইলী অবজারভার ৩১/০৩/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৯.	মোশারফ হোসেন মশা আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-দেরাজ প্রামাণিক সাং-ভুলবাড়িয়া আতাইকুলা, পাবনা।	গত ১৮/১১/২০০১ ইং তারিখ গভীর রাতে ২০/২৫ জন বিএনপির সন্ত্রাসী ভুলবাড়ীয়া গ্রামের দেরাজ প্রামাণিকের বাড়ীতে ঢুকে তার ছেলে মোশারফ হোসেন মশাকে জবাই করে নির্মমভাবে হত্যা করে গ্রাম বাসীরা ধাওয়া করলে সন্ত্রাসীরা গুলি করতে করতে পালিয়ে যায়।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক যুগান্তর ২০/১১/২০০১ প্রকাশিত

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১০.	মোঃ আমজাদ হোসেন আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-বকসীপুর আতাইকুলা, পাবনা।	পাবনার আতাইকুলা উপজেলায় ১৬/১১/২০০১ ইং তারিখ রাতে ১০/১২ জন চরমপন্থী সন্ত্রাসী দল বকসীপুর গ্রামের পাকড়ার বাড়ী ঘেররাও করে তার ছেলে আমজাদ হোসেনকে প্রথমে গুলি ও পরে জবাই করে হত্যা করে।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক যুগান্তর ১৭/১১/২০০১ প্রকাশিত
১১.	আব্দুর রাজ্জাক রাজাই আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সুজানগর, পাবনা।	গত ৩০/১০/২০০১ ইং তারিখ নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় প্রতিপক্ষের গুলিতে আহত অবস্থায় দীর্ঘদিন হাসপাতালে থেকে আব্দুর রাজ্জাক রাজাই মৃত্যুবরণ করেন।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক জনকণ্ঠ ০১/১১/২০০১ প্রকাশিত
১২.	আমিনুল ইসলাম তোফাই আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত আতাইকুলা, পাবনা।	গত ৩০/১০/২০০১ ইং তারিখ নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় প্রতিপক্ষের গুলিতে আহত অবস্থায় দীর্ঘদিন হাসপাতালে থেকে আমিনুল ইসলাম তোফাই মৃত্যবরন করেন।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক জনকণ্ঠ ০১/১১/২০০১ প্রকাশিত
১৩.	আব্দুর রহিম সরদার আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-ইয়াদ আলী সরদার সুজানগর, পাবনা।	গত ২০/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসীরা ইয়াদ আলীর বাড়ীতে হামলা চালায় এবং আব্দুর রহিম কুপিয়ে মারাত্মক ভাবে আহত করে আহত অবস্থায় পাবনার একটি ক্লিনিকে ভর্তি করলে সেখানে তিনি মারা যান।	সোহরাব আলীর নেতৃত্বে বিএনপির একদল সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক যুগান্তর ২৪/১০/২০০১ প্রকাশিত

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে বগুড়া জেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগ সংখ্যা	ঃ	০৬ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৬ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগ সংখ্যা	ঃ	
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগ সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০১ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগ সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০৫ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	০৩ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০২ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	০২ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	০২ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে বগুড়া জেলার আদমদিঘী উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত বগুড়া জেলার (আদমদীঘি) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

(জেলা বিশেষ শাখা বগুড়া স্মারক নং-২৭৪৪, তারিখঃ ২৯/০৮/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১১৭.	খন্দকার মাহবুব কাওছার পিতা-মৃত আবজাফর খন্দকার সাং-নিমাইদিঘী আদমদীঘি, বগুড়া।	নৌকা প্রতীকের পক্ষে নির্বাচন করায় আমার ছোট ভাইকে প্রাণে মেরে ফেলার সুযোগ খুজতে থাকে পরবর্তী তে ২৫/০২/২০০২ তারিখ বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র নিয়ে আমার ছোট ভাইকে মারপিট করে। অপর ভাইকে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। পেপার কাটিং আছে।	√১। আঃ রশিদ, পিতা-দিলবর, √২। পিন্টু, পিতা-দিলবর, √৩। নুরুল ইসলাম, পিতা-আবুতালেব, √৪। পাঞ্জাব, পিতা-আলতাপ আলী, √৫। জলিল, পিতা-আবুল হোসেনসহ আরো ২৫/৩০ জন, সর্বসাং-ছাতিনগ্রাম, আদমদীঘি, বগুড়া।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

<u>২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে বগুড়া জেলার আদমদিঘী উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০১ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত বগুড়া জেলার (ধুনট) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

(জেলা বিশেষ শাখা বগুড়া স্মারক নং-২৭৪৪, তারিখঃ ২৯/০৮/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১১৮.	শ্রী বিষ্ণু কুমার পিতা-মৃত খোকা চন্দ্র শীল সাং-শিমুলবাড়ী ধুনট, বগুড়া।	০২/১১/২০০১ তারিখ আমার উপর হামলা করিয়া আমার মিষ্টির দোকান হতে বের করে নিয়ে আসে মারধর করে গুরুতর আহত করে এবং আমার দুইটি দোকানের মালামাল লুট করিয়া নিয়া যায়।	√চারদলীয় জোটের স্থানীয় সন্ত্রাসী বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১১৯.	টিএম আমিনুল ইসলাম মেসার্স কৌশিক ডেকোরেটর কলেজ রোড, ধুনট, বগুড়া।	২২/০১/২০০৪ তারিখে বিএনপি'র জনসভার ভাড়াকৃত ডেকোরেটর মালামাল সন্ত্রাসী হামলায় ভাংচুর ও লুটপাট করে।	√চারদলীয় জোটের স্থানীয় সন্ত্রাসী বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে বগুড়া জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	আবু নাসের উজ্জ্বল পিতা-আলহাজ আব্দুস সালাম গ্রামঃচকসুত্রাপুর, কসাইপট্টি। সদর, বগুড়া আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ২৮/১০/২০০১ তারিখ বিকাল ১৬.০০ ঘটিকার সময় ভিকটিম আবুনাসের ওরফে উজ্জলকে চকসূত্রাপুর কসাইপাড়ায় জনৈক শাহজাহান, পিতা-নুর আলী এর বাঁশবাগানে বিএনপি সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করে ৪/৫টি ককটেল ফাটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে সন্তাসীরা বীরদর্পেএলাকা ত্যাগ করে।	**বগুড়া সদর থানার মামলা নং-৮৯, তাং-২৮/১০/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।**	**সি/এস নং-৪৯২(৩), তারিখ ১৯/০৮/০২ দাখিল করা হয়।**	**আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক**
২.	আব্দুল বাসেত পিতা-মৃত নাজেম উদ্দিন সাং-দেলুয়াবাড়ী সারিয়াকান্দি, বগুড়া। আওয়ামী লীগ কর্মী।	২৭/১১/২০০১ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। মোঃ সুইট ওরফে বাঙ্গর, পিতা-রফিকুল ইসলাম, সাং-দেলুয়াবাড়ীসহ আরো অনেকে চারমাথা বাঁধ, সারিয়াকান্দি এলাকার কৃষকলীগ নেতা আব্দুল বাসেতকে ছুরিকাঘাত ও কুপিয়ে হত্যা করে।	**সারিয়াকান্দি থানার মামলা নং-১০, তাং-২৭/১১/২০০১ ধারা ৩০২/১০৯ পিসি।**	**সি/এস নং-০৬(১), তারিখ ১০/০১/০২ দাখিল করা হয়।**	**আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক**
৩.	এসএম আজম কৃষক লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-চান্দাইকোনা হাফিজিয়া মাদ্রাসা শেরপুর, বগুড়া।	২০/০৭/২০০২ ইং তারিখ ভিকটিম এসএম আজম মাদ্রাসার একটি কক্ষে বসে কোরআন শরীফ পড়ার সময় ৪/৫ জন সন্ত্রাসী রামদা ও লাঠি দিয়ে হামলা চালিয়ে মাথায় ও হাতে আঘাত করে পালিয়ে যায়। তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করার পর অবস্থার অবনতি হলে বগুড়া আনার পথে তার মৃত্যু হয়।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক আজকের কাগজ ২১/০৭/২০০২ প্রকাশিত

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে ঠাকুরগাঁও জেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৩ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৩ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	০১ টি।
(iii)	অন্যান্য	ঃ	০২ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	২ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	২ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত ঠাকুরগাঁও জেলার (সদর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১২০.	তুলতালী রানী স্বামী-রমানী বর্মন সাং-কচুবাড়ী সদর, ঠাকুরগাঁও।	ধর্ষণ	১। মোঃ সোলেমান, পিতা-ছুটু মোহাম্মদ, সাং-বাগুলাডাঙ্গি (তেলিপাড়া), সদর, ঠাকুরঘাঁও,	এ ব্যাপারে ঠাকুরগাঁও, সদর থানায় গত ০৩/১১/২০০১ তারিখ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধারা ১০(১) (২) মামলা হয়েছে
১২১.	সাগর বর্মন পিতা-মৃত দানেশ আর বর্মন সাং-ইসলাম নগর সদর, ঠাকুরগাঁও।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসীরা তাহার স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করিলে তাদের সকল সম্পত্তি রেখে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী	বর্তমানে তার সম্পত্তি আব্দুল খালেক খানকা শরীফ, সাং-ইসলামনগর, সদর, ঠাকুরগাঁও এর দখলে আছে। সূত্র ডেট লাইন বাংলাদেশ।
১২২.	সুব্রত সরকার পিতা-বিশ্ব বন্ধু সরকার সাং-হলপাড়া সদর, ঠাকুরগাঁও।	কয়েকজন সন্ত্রাসী তাকে আক্রমণ করে তাকে গুরুতর জখম করে। এ ব্যাপারে ঠাকুরগাঁও থানার মামলা নং-৩৭, তাং-১৬/০১/২০০২ ধারা ১৪৭/১৪৯/৪৪৮/৩২৩/৩০৯/ পিসি।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১২৩.	মোঃ হেলাল উদ্দিন স্থানীয় ছাত্রলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-আমিন মার্কেট সদর, ঠাকুরগাঁও।	গত ১৪/১০/২০০২ ইং তারিখ হেলাল উদ্দিন তার বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুরগাঁও চিনিকল এলাকায় অনুষ্ঠিত দূর্গাপূজা মন্ডপে আড্ডা দিচ্ছিল ঠিক তখন কয়েকজন যুবক তাকে পূজা মন্ডপের ১০০ গজ দূরে আমিন মার্কেট এলাকায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।	১। রফিকুল ইসলাম, ২। মাহাবুব, ৩। আবু সায়েম, ৪। আব্দুল জলিলসহ আরো ৬/৭ জন চিহ্নিত ছাত্রদলের সন্ত্রাসী।	দৈনিক যুগান্তর ১৬/১০/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত

<u>২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে লালমনিরহাট জেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৫ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৪ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	০১ টি। (ক্ষমতার দাপটে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়ে নেয়)।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে লালমনিরহাট জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের দিদড়-০[-ড়'?বএনপি জামায়াত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়।	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	আশরাফুল আলম সোহেল পিতা-মোঃ আক্কাছ মিয়া সাং-রামকৃষ্ণ শিন রোড সদর, লালমনিরহাট। জেলা ছাত্রলীগের ক্রীড়া সম্পাদক	গত ১ মে, ২০০২ ইং, বুধবার, ১ মে বিএনপি সন্ত্রাসী ১। মোঃ সাইদুর রহমান, পিতা-বজলার রহমান, ২। মহুবর, পিতা-সোবাহান, উভয় সাং-নামাটারী, সদর, লালমনিরহাটসহ ২০/২৫ জনের হামলায় ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল আলম সোহেল নিহত হয়। লালমনিরহাটে ছাত্রলীগ নেতাকে নৃশংসভাবে খুন, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের পর গোটা শহরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করে। একদিকে পুলিশের হয়রানি অন্যদিকে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের হামলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা-কর্মী ও সাংবাদিক এলাকা ছেড়ে নিবাপদ স্থানে চলে যেতে বাধ্য হয়। বৃহস্পতিবারের সহিংস ঘটনার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ব্যবসায়ী সমিতি ৪ মে শনিবার অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে উপমন্ত্রীর অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলুর ইন্ধনেই ঘটনা ঘটেছে। জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি সাবেক এমপি আবুল হোসেন অভিযোগ করেন কালো মুখোশ পরিহিত বিএনপি সন্ত্রাসীরা তার বাড়ি ও দলের নেতা-কর্মীদের হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করেছে। আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা অব্যহত ছিল। লালমনিরহাট থেকে কোনো সাংবাদিককে ঢাকায় ব্যাক করতে দেয়া হয়নি। অনেক সাংবাদিক এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।	লালমনিরহাট থানার মামলা নং-২, তাং-০১/০৫/০২, ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	পুলিশ মামলাটি এফআরটি দাখিলকরিলে বাদীর নারাজি প্রেক্ষিতে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়। বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ হুমায়ুন কবিরের নিকট মামলাটি তদন্তাধীন আছে।	আসামীরা বিএনপির সন্ত্রাসী।

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে জয়পুরহাট জেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	০১ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জয়পুরহাট জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	সানাউল ইসলাম মন্ডল পিতা-মোঃ মজিবুর রহমান সাং-ভাদশা উত্তর পাড়া, সদর, জয়পুরহাট। ভাদশা ইউ,পি যুবলীগ সভাপতি।	গত ২৬/০৩/২০০২ ইং তারিখ রাত ২.৩০ ঘটিকার সময় ভিকটিম জয়পুরহাট থানাধীন দূর্গাদহ বাজারে লিকু সিনেমা হলে সিনেমা দেখার সময় বিএনপির ১। নাসের, পিতা-ছাত্তার, ২। ফারুক, পিতা-ওমর আলী, উভয় সাং-উত্তর নুরপুর, ৩। দীলিপ, পিতা-মৃত দুলাল পাটনী, ৪। মোঃ জাহাঙ্গীর, পিতা-খলিল মুন্সীসহ মোট ১৪ জন সন্ত্রাসীরা চাইনিজ কুড়াল রামদা ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সানাউলকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করিলে সে নিহত হয়।	জয়পুরহাট সদর থানার মামলা নং-২৪, তাং-২৭/০৩/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	মামলাটি তদন্ত শেষে সি/এস নং-১২৫(১১), তারিখ ১৫/০৫/২০০২ দাখিল করা হয়।	আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক বিচার শেষে ০৮জন আসামীকে যাবজ্জীবন সাজা এবং ০৩ জনকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়।

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে দিনাজপুর জেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	০১ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে দিনাজপুর জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়।	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	শ্রী সুমন চন্দ্র সরকার পিতা-শ্রী জিতেন চন্দ্র সরকার সাং-ঋষিঘাট নাপিত পাড়া ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর ছাত্র লীগ কর্মী।	গত ১৯/১০/২০০১ ইং তারিখ সন্ধা ০৭০০ ঘটিকার সময় ভিকটিম শ্রী সুমন চন্দ্র সরকার ছাত্রলীগের কর্মী হওয়ায় চাদপাড়া বাজারের উত্তরে বেসরকারী স্কুলের যাওয়ার রাস্তার মোড়ে ছাত্রদলের ক্যাডার ১। সফিকুল, পিতা-রবিয়ার প্রধান, ২। আলমগীর, পিতা-তমিজ মীর, ৩। নুরুল ইসলাম, পিতা-মফিজ মীর, সর্বসাং-চাদপাড়া, মোট ১১ জন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মারাত্মক জখম করিলে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পর তার মৃত্যু ঘটে।	দিনাজপুর ঘোড়াঘাট থানার মামলা নং-৬, তাং-২০/১০/২০০১, ধারা ১৪৩/৩৪২/৩২৫/ ৩০৭/ ৩০২/১১৪/৩৪ পিসি	সি/এস নং-২২, তাং-১৮/০৪/২০০২ ধারা ৪৩/৩৪২/ ৩২৫/ ৩০৭/ ৩০২/১১৪/৩৪ পিসি	আসামীরা বিএনপির সন্ত্রাসী।

<u>২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কুড়িগ্রাম জেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	০১ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে কুড়িগ্রাম জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	মতিয়ার রহমান সাং-কিশামত পাইকপাড়া রাজারহাট, কুড়িগ্রাম আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ৭ এপ্রিল, ২০০২ ইং, রবিবার ৭ এপ্রিল রাতে প্রতিবেশীর বাড়িতে টিভি দেখে বাড়ি ফেরার পথে কুড়িগ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জাফর আলীর ছোট ভাই মতিয়ার আলীকে সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।	কুড়িগ্রাম রাজারহাট থানার মামলা নং-০১ তাং-০৮/০৪/২০০২ ধারা ৩০২ পিসি।	এফআরটি নং-০৮ তাং-২১/০৬/২০০৩ দাখিল করা হয়।	আসামী অজ্ঞাত এবং কোন দলীয় পরিচয় নাই। নাই।

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে চট্টগ্রাম জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১। মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২৭০ টি।
২। কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২৫১ টি।
৩। কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৯ টি
(ক) সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৮৪ টি।
(i) হত্যা	ঃ ০৪ টি।
(ii) ধর্ষণ	ঃ
(iii)অন্যান্য	**ঃ ১৮০ টি।**
(খ) অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ৬৭ টি।
(i) হত্যা	ঃ ৩৯ টি।
(ii) ধর্ষণ	ঃ ০১ টি।
(iii)অন্যান্য	**ঃ ২ টি।**
৪। ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ২৩ টি।
(i) অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ১৫ টি।
(ii) চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ ৬ টি।

নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরি সহিংস হত্যাকান্ড ঃ
ঘটনাস্থল ঃ চট্টগ্রাম।

বিগত ১৬ ই নভেম্বর/২০০১ শুক্রবার সকাল সোয়া ৭ টায় ৪ অস্ত্রধারী অজ্ঞাত পরিচয় যুবক ডিবি পুলিশের পরিচয় দিয়ে চট্টগ্রাম মহানগরীর ব্যস্ততম জামাল খান রোডের বাসায় হাটহাজারী কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে (৬০) মাথায় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করে। সন্ত্রাসীরা সকলেই জামায়াত শিবিরের ক্যাডার। জামায়াত শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা সুপরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৬ ই নভেম্বর চট্টগ্রাম মহানগরীর জামাল খান, মোমিন রোড এলাকায় অঘোষিত হরতাল পালিত হয়। রাস্তাজুড়ে ছিল প্রতিবাদ মিছিল।

জামায়াত শিবিরের অবৈধ অস্ত্রধারীদের গুলিতে নিহত নাজিরহাট ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তার স্ত্রী রেলওয়ে অডিট অফিসার মিসেস উমা মুহুরী বাদী হয়ে চট্রগ্রামের কোতয়ালী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। এ ঘটনায় কোতয়ালী থানার মামলা নং-৪২ তাং ১৬/১২/২০০১ ধারা ৩০২/১২০(খ)। ৩৪ পেঃ কোঃ রুজু হয়। তদন্ত শেষে কোতয়ালী থানায় অভিযোগ পত্র নং ৬৩৫ তাং ১৩/১১/২০০২ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়। মোট ১১ জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়। বিচার শেষে আসামী (ক) গিট্টু নাসির; (খ) তসলিম উদ্দীন ওরফে মন্টু; (৩) আজম ও (৪) আলমগীর কবির ওরফে বাইজা আলমগীরের ফাঁসির আদেশ হয়। পরবর্তীতে গিট্যু নাসির ক্রস ফায়ারে মৃত্যু বরণ করে। আসামী (১) মহিউদ্দীন ওরফে মাইন উদ্দীন (২) হাবিব খান, (৩) শাজাহান এবং (৪)সাইফুল ওরফে ছোট সাইফুলসহ ৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ হয় এবং আসামী (১) ইদ্রিস মিয়া (কলেজ শিক্ষক), (২) তফাজ্জল আহাম্মেদ ও (৩) জহিরুল হককে বিজ্ঞ আদালত খালাস প্রদান করে।

নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী কলেজ পরিচালনায় সাহসের সাথে সকল ধরণের অন্যায়, অনিয়ম ও অবৈধ চাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন বলেই জামায়াত শিবিরের স্বার্থান্বেষী ক্যাডাররা তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়। হত্যাকান্ডটি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। পরিকল্পনা অনুযায়ী শুক্রবার বন্ধের দিনকে সন্ত্রাসীরা বেছে নিয়েছে।

অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর মৃত্যু র পর পরই বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এ হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কালো পতাকা উচিয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়কে বের হয় মিছিল। বিক্ষুব্ধ জনতার সব মিছিল এসে জামাল খান রোডে জড়ো হয়। হত্যাকাণ্ডের পর থেকে জামাল খান সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রতিবাদ আর মিছিলের জনপদে পরিণত হয়।

ছবি Ref-চাদরটা সরিয়ে দাও
ছবি Ref-Rape of a nation.

<u>২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৮ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৫ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১টি।**
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৪ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০৪টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

পুড়িয়ে হত্যা করা হলো একই পরিবারের ১১ (এগার) জন অসহায় জীবনকে ঘটনাস্থল ঃ চট্টগ্রামের বাঁশখালী

শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম সাধনপুর। শীলপাড়ায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর বসবাস। বিএনপি নেতা আমিনুর রহমান চৌধুরী স্থানীয় চেয়ারম্যান। আমিন চেয়ারম্যান নামে খ্যাত। তার চাচাত ভাই জাফরুল ইসলাম চৌধুরী সরকারের প্রতিমন্ত্রী। আমিন সাম্প্রদায়িক চেতনা লালনকারী দখলবাজ হিসেবে পরিচিত। ২০০৩ সালের ১৮ নভেম্বর রাত ১২.৩০ ঘটিকায় আমিন চেয়ারম্যানের নির্দেশে সন্ত্রাসীরা দাহ্য পদার্থ ঢেলে ডাক্তার বিমল শীলের বসত ভিটায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখায় জীবন্ত দগ্ধ হয় শীল পরিবারের ১১ (এগার) জন সদস্য। এই নৃশংসতায় নিহত হয় অনীল শীল, রুমি শীল, সোনিয়া শীল, বকুল বালা শীল, তেজেন্দ্র শীল, দেবেন্দ্র শীল, বাবু শীল, প্রসাদ শীল, এনি শীলসহ সদ্য ভূমিষ্ট চারদিন বয়সের দুগ্ধ পোষ্য শিশু কার্তিক শীল। নির্মম, পৈশাচিক এই হত্যাকান্ড। উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা এবং ভয়ভীতি ও আতংক ছড়িয়ে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগে বাধ্য করে সম্পত্তি দখল।

রাজনৈতিক প্রভাবে মূল আসামী আমিন চেয়ারম্যান ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের বারংবার বদলের পর সম্প্রতি মূল হোতা আমিন চেয়ারম্যানসহ ৩৯ (উন চল্লিশ) জনকে আসামী করে সিআইডি চার্জসিট দাখিলকরেছে। বাদী ডাক্তার বিমল শীল ন্যায় বিচারের প্রত্যাশায় অপেক্ষারত।

২০০১ সালের সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত চট্টগ্রাম জেলার (বাঁশখালী) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা চট্টগ্রাম স্মারক নং-৯৪১৬, তারিখঃ ২৮/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১২৪.	তপন বড়ুয়া পিতা-মৃত অভয়চরন বড়ুয়া সাং-উত্তর পাড়া বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	২৭/১১/২০০২ তারিখে হামলা, মিথ্যা মামলায় হয়রানী, নির্যাতন, পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তি জবর দখল। ছবি পেপার কাটিং আছে।	√১। রুহুল বড়ুয়া, √২। অনু বড়ুয়া, পিতা-কাঞ্চমোহন বড়ুয়া, √৩। রতন বড়ুয়া, পিতা-মৃত সঞ্জয় বড়ুয়া, √৪। অমিয় বড়ুয়া, পিতা-মৃত সুকুমার বড়ুয়া, √৫। তাপস বড়ুয়া, পিতা-কুঞ্জমোহন বড়ুয়াসহ আরো ৫/৬ জন। সর্বসাং-বাঁশখালী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১২৫.	জমির উদ্দিন তালুকদার পিতা-মৃত আলী আহাম্মদ তালুকদার সাং-কালীপুর বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	০৫/১১/২০০১ তারিখে অপহরণ, নির্যাতন, দোকান লুট। পেপার কাটিং আছে।	√১। সামসুল ইসলাম, পিতা-মৃত কায়েম মিয়া, √২। নুরুল মোস্তফা, পিতা-আমির শরিফ, √৩। জাফর আহম্মেদ, পিতা-মৃত দানু মিয়া, √৪। দিদারুল আলম, পিতা-সিরাজ মিয়া, √৫। জসিম উদ্দিন, পিতা-সামসুল আলমসহ আরো ৬/৭ জন। সর্বসাং-সাতকানিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১২৬.	মোঃ আবু ছালেক পিতা-মৃত নুরুল ইসলাম সাং-পালেগ্রাম বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	সদর আমীন হাটে “ ভাই ভাই টিম্বার” নামক দোকানে আক্রমণ ও লুটপাট করে। ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের ৩/৪ দিন পর। আশরাফ আলী ও আবু তাহের মুন্সীর স'মিল হইতে দরখাস্তকারীর কাঠ লুট। ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার করিয়া হয়রানী।	√১। আমিনুর রহমান (জোরপুর্বক ঘোষিত কালিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১২৭.	বেদার উদ্দিন আহমেদ তালুকদার সাধারণ সম্পাদক কালীপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	০৫/১১/২০০১ তারিখ দরখাস্তকারীর ছোট ভাইকে অপহরণের চেষ্টা জমির উদ্দিন তালুকদার। ০৬/১১/২০০১ তারিখ সফর আমিন বাজারে গাছের দোকান ও মুদির দোকানের মালামাল লুটপাট করে এবং মিথ্যা মামলায় হয়রনী। পেপার কাটিং আছে।	√১। আমীনুর রহমান, (জোরপুর্বক ঘোষিত কালিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান), √২। সামসুল ইসলাম, পিতা-মৃত কায়েম মিয়া, √৩। দিদারুল আলম, পিতা-সিরাজ মিয়া, √৪। জাফর আহম্মেদ, পিতা-মৃত দানু মিয়াসহ আরো ৫/৬ জন। সর্বসাং-কালীপুর, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১২৮.	মোঃ জামাল উদ্দিন খান পিতা-মৃত মোঃ সাচি মিয়া খান সাং-কাহারঘোনা বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	আওয়ামী লীগ সমর্থণ করায় প্রতারণা করিয়া একাধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়া জেল হাজতে প্রেরণ করে। বাঁশখালী থানার মামলা নং-জিআর-২০৯/২০০১, নং-১৭, তাং-২৫/১০/২০০১, মামলা নং-১১, তাং-১২/১১/২০০১। পেপার কাটিং আছে।	√১। মৌঃ ছামসুল হক, পিতা-মৃত আব্দুল জলিল, সাং-কাহারঘোনা, √২। মোঃ নাছির, পিতা-জাকির আহম্মেদ, √৩। মোঃ হোছন, পিতা-মৃত গুরা মিয়া, √৪। মোঃ মফিজুর রহমান, পিতা-সুলতান আহম্মেদসহ আরো ৪/৫ জন। সর্বসাং-উত্তর জলদী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে চট্টগ্রাম জেলার মীরশ্বরাই উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১। মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৪৬ টি।
২। কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৪৬ টি।
৩। কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক) সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৪৫ টি।
(i) হত্যা	ঃ ০১ টি।
(ii) ধর্ষণ	ঃ
(iii)অন্যান্য	**ঃ ৪৪ টি।**
(খ) অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i) হত্যা	ঃ
(ii) ধর্ষণ	ঃ
(iii)অন্যান্য	**ঃ ০১ টি।**
৪। ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(i) অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii) চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত চট্টগ্রাম জেলার (মীরসরাই) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

(জেলা বিশেষ শাখা চট্টগ্রাম স্মারক নং-৯৪১৬, তারিখঃ ২৮/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১২৯.	শ্রী শ্রী গীতা সংঘ ১০ নং মিঠানালা দাসপাড়া মীরসরাই, চট্টগ্রাম।	মন্দিরের টিনের উপর আক্রমণ করে সুনিল সাধু বাধা দিলে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে তিনি মৃত্যবরণ করেন। সুনিল সাধুর বৃদ্ধ মায়ের কাপড় খুলে ফেলে এবং টাকা ও মালামাল লুট করে।	√১। ফিরোজ খান, পিতা-মৃত আলী আকবার, সাং-মিঠানালা, √২। মোঃ নুর হোসেন, পিতা-আবুল কাশেম, সাং-পশ্চিম মিঠানালা, √৩। কাজী মাইনুদ্দিন, পিতা-মৃত আজিমুল হক, সাং-মধ্য মিঠানালা, মীরসরাই, চট্ট্রগ্রাম। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৩০.	মোঃ হাসমত আলী পিতা-অজ্ঞাত মীরেরশ্বরাই বারইহাট কলেজের বিএ অধ্যায়নরত ছাত্র, মীরেরশ্বরাই, চট্টগ্রাম। স্থায়ী ঠিকানা ঃ ছাগলনাইয়া, ফেনী।	গত ০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ ছাত্র দলের অস্ত্রধারী ক্যাডাররা মীরেরশ্বরাই বরৌইহাট কলেজের দখল নিতে ছাত্রলীগের হাসমত ও তুহিনসহ আরো অনেকদেরকে হত্যার উদ্দেশ্যে ব্রাস ফায়ার করে ইহাতে হাসমত ও তুহিন মারাত্মক জখম প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী তে চিকিৎসারত অবস্থায় হাসমত **নিহত** হয়।	আসামীরা সকলেই মীরেরশ্বরাই বরৈইহাট কলেজের ছাত্রদলের অস্ত্রধারী ক্যাডার।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

ক্র/নং	দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৩১.	ভিকটিম মিলন, অধীন, স্বপন, রিনা, টিপুসহ মোট ০৯ জন সংখ্যালঘু পরিঃ সর্বসাং-জেলেপাড়া, মায়ানী ইউ,পি মীরসরাই, চট্টগ্রাম।	গত ০৭/১০/২০০১ ইং তারিখে চট্টগ্রাম জেলার মীরেরশ্বরাই থানাস্থ জেলেপাড়া গ্রামে স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সংখ্যালঘুর ০৭টি পরিবারের ঘরের মালামাল লুটপাট রামদা ড্যাগার কিরিজ দিয়ে কুপিয়ে ভাংচুর ও ০২টি মন্দির ভাংচুর করে।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৩২.	আশুতোস নাথ, হারাধন মাষ্টার, শিবু নাথ, অর্চনা দেবী, জহুর নাথসহ মোট ৩৫ টি সংখ্যালঘু পরিবার সাং-তেতেয়া, কাটাছড়া ইউ, পি মীরসরাই, চট্টগ্রাম।	গত ০৭/১০/২০০১ ইং তারিখে চট্টগ্রাম জেলার মীরেরশ্বরাই থানাস্থ তেতেয়া গ্রামের স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিএনপির জনৈক সন্ত্রাসী রফিক এর নেতৃত্বে সংখ্যালঘুর ৩৫ টি পরিবারের উপর হামলা চালিয়ে জীবনে শেষ করে ফেলার হুমকি প্রদান করে বাড়ী ছাড়া করে ।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী জনৈক রফিক এর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৩৩.	কৃষ্ণ ভূইয়া ও পিতা-অজ্ঞাত সাং-নাহেরপুর মীরসরাই, চট্টগ্রাম।	গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ০১.০০ ঘটিকার সময় কৃষ্ণ ভূইয়া ও মঞ্জু দাসের বাড়ীতে স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাদের বাড়ীতে বেআইনী ভাবে প্রবেশ পূর্বক কালীঘর ও বিষ্ণু মন্ডপে পেট্রোল ঢেলে অগ্নি সংযোগ করে এবং তাদের মারপিট করে মারাত্মক জখম করে।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী মতিউর ও ফারুকের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী বাহিনী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৩৪.	মঞ্জু দাস পিতা-অজ্ঞাত সাং-নাহেরপুর মীরসরাই, চট্টগ্রাম।	গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ০১.০০ ঘটিকার সময় কৃষ্ণ ভূইয়া ও মঞ্জু দাসের বাড়ীতে স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাদের বাড়ীতে বেআইনী ভাবে প্রবেশপূর্বক কালীঘর ও বিষ্ণু মন্ডপে পেট্রোল ঢেলে অগ্নি সংযোগ করে এবং তাদের মারপিট করে মারাত্মক জখম করে।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী মতিউর ও ফারুকের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী বাহিনী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১২২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য দরখাস্তের সংখ্যা	ঃ ১২২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে দরখাস্তের সংখ্যা	ঃ ১০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ১০২ টি।
(খ)	অন্যান্য দরখাস্তের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ২০ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ ০১ টি।
(iii)	অন্যান্য	ঃ ১৯ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৩৫.	প্রদীপ শীল পিতা-অজ্ঞাত মাইট ভাংগা ইউনিয়ন মন্টু দফাদারের বাড়ী সন্দীপ, চট্টগ্রাম।	গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ রাতে বিএনপির অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসীরা তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহার গর্ভবর্তী স্ত্রী অসীমা শীল কে সহ তাদের শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতন করে।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৩৬.	আলহাজ্জ মোঃ ফোরকান উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক মুছাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ পিতা-অজ্ঞাত, সাং-মুছাপুর সন্দীপ, চট্টগ্রাম।	গত ১১/১২/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসীরা তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহার হতে ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে এবং ০১টি পা ভেংগে দেয়।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৩৭.	মন্টু মিয়া পিতা-অজ্ঞাত সাং-কালা পানিয়া সন্দীপ, চট্টগ্রাম।	গত ০২/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপি সন্ত্রাসী তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাদের উপর আক্রমণ করে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে এবং ২.০০ লক্ষ টাকার মালামাল নিয়ে যায়।	বিএনপি নেতা সিরাজ মাষ্টারের ছেলে হায়াত ও অজ্ঞাত নামা সহযোগিরা।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৩৮.	মোঃ বেলাল হোসেন পিতা-অজ্ঞাত সাং-মফিজ সুকানির এলাকা সন্দীপ, চট্টগ্রাম।	গত ০২/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বসতবাড়ী ভাংচুর ও মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৩৯.	ইয়াছিন পিতা-অজ্ঞাত সাং-মফিজ সুকানির এলাকা সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।	গত ০২/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বসতবাড়ী ভাংচুর ও মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৪০.	নেপাল চন্দ্র দাস পিতা-অজ্ঞাত সাং-মুছাপুর সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।	গত ১০/১১/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বসতবাড়ী ভাংচুর ও মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৪১.	আঃ কাদের পিতা-অজ্ঞাত সাং-গুপ্তছড়া সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।	গত ১৭/১১/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বসতবাড়ী ভাংচুর ও মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৪২.	শিপু চন্দ্র পিতা-অজ্ঞাত সাং-হরিসপুর ইউনিয়ন সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।	গত ১৮/১১/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বসতবাড়ী ভাংচুর ও মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৪৩.	মাওলানা মরহুম ওয়াজি উল্লাহ, পিতা-অজ্ঞাত সাং-কুচিয়ামরা সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।	গত ১১/১১/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বসতবাড়ী ভাংচুর ও মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৪৪.	মাষ্টার ইলিয়াছ পিতা-অজ্ঞাত সাং-রহমতপুর সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।	গত ১৬/১১/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বসতবাড়ী ভাংচুর ও মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৪৫.	মোঃ রফিকুল ইসলাম সন্দ্বীপ থানা আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক পিতা-অজ্ঞাত, সাং-মুছাপুর সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।	গত ১৭/১১/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা তাহার বাড়ীতে প্রবেশ তাদের কে না পেয়ে তার যুবতী বোন ফাতেমা বেগমকে বেদম মারধর করে মারাত্মক ভাবে আহত করে এবং বাড়ীর মূল্যবান জিনিষপত্র নিয়ে যায়।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৪৬.	সফিকুল আলম মন্টু পিতা-অজ্ঞাত সাং-সন্দ্বীপ এরশাদ মার্কেট সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।	গত ০৮/০২/২০০২ ইং তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসী আলমগীরের নেতৃত্বে আমার দোকানের ক্যাশ লুটপাট করে এবং দোকানের মূল্যবান জিনিষপত্র নিয়ে যায়।	১। আলমগীর, ২। শাহাদাত হোসেন, ৩। সুমন, ৪। বাবর, ৫। জীবন, ৬। জুয়েল, ৭। মনির, ৮। জিয়া উদ্দিনসহ আরো অজ্ঞাত নামা ১০/১২ জন বিএনপির সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৪৭.	আব্দুল হক, পিতা-অজ্ঞাত সাং-বাউরিয়া সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।	গত-২০/০১/২০০২ ইং তারিখ বাদীর ছেলে সিরাজকে এনায়েত বাহিনীর স্বশস্ত্র ক্যাডাররা অপহরণ করে নিয়ে মুক্তিপন দাবী করে।	এনায়েত বাহিনীর স্বশস্ত্র ক্যাডাররা।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৪৮.	মোঃ প্রভাত ঠাকুর পিতা-অজ্ঞাত সাং-পঃ সারিকাইত সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।	১৯/০৯/২০০১ তারিখ রাতে অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসীরা বাদী ও বাদীর ভাই জগদীস ডাক্তারদেরকে ডেকে না পেয়ে তাদের স্ত্রীদের কে বেদম প্রহার করিয়া মূল্যবান জিনিষপত্র নিয়ে যায়।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৪৯.	জয়নুল আবেদীন খোকন পিতা-অজ্ঞাত সাং-মুছাপুর পন্ডিতের হাট ইউনিয়ন সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।	গত ১৩/১২/২০০১ ইং তারিখ রাতে অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসীরা বাদীর উপর হামলা চালাইয়া তাহার দোকান	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৫০.	নুরুন্নাহার পিতা-অজ্ঞাত সাং-হাদি, বাউরিয়া ইউনিয়ন সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।	০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসীরা বাদীর উপর হামলা তাহার বাড়ীতে আক্রমণ করে বাড়ীর সবকিছু লুট করিয়া নিয়ে যায়।	প্রভাবশালী শাহাবুদ্দিনের নির্দেশে সুজন গংসহ ১০/১২ জন অজ্হাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৫১.	বিবি হাজেরা পিতা-অজ্ঞাত সাং-হাদি, বাউরিয়া ইউনিয়ন সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।	০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসীরা বাদীর উপর হামলা তাহার বাড়ীতে আক্রমণ করে বাড়ীর সবকিছু লুট করিয়া নিয়ে যায়।	প্রভাবশালী শাহাবুদ্দিনের নির্দেশে সুজন গংসহ ১০/১২ জন অজ্হাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৫২.	ফারহানা পিতা-অজ্ঞাত সাং-হাদি, বাউরিয়া ইউনিয়ন সন্দীপ, চট্টগ্রাম।	০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসীরা বাদীর উপর হামলা তাহার বাড়ীতে আক্রমণ করে বাড়ীর সবকিছু লুট করিয়া নিয়ে যায়।	প্রভাবশালী শাহাবুদ্দিনের নির্দেশে সুজন গংসহ ১০/১২ জন অজ্হাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৫৩.	রেনু বেগম পিতা-অজ্ঞাত সাং-হাদি, বাউরিয়া ইউনিয়ন সন্দীপ, চট্টগ্রাম।	০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসীরা বাদীর উপর হামলা তাহার বাড়ীতে আক্রমণ করে বাড়ীর সবকিছু লুট করিয়া নিয়ে যায়।	প্রভাবশালী শাহাবুদ্দিনের নির্দেশে সুজন গংসহ ১০/১২ জন অজ্হাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৫৪.	মোঃ মোস্তফা পিতা-অজ্ঞাত সাং-দঃ কালাপানিয়া সন্দীপ, চট্টগ্রাম।	০২/০২/২০০২ ইং তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসীরা বাদীর উপর হামলা তাহার বাড়ীতে আক্রমণ করে তার কাজের মেয়ে রোজিনা কে রাতভর উপর্যুপরি গনধর্ষণ করে।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৫৫.	মোঃ ফিরোজ সওদাগর পিতা-অজ্ঞাত সাং-মীরেরসরাই সন্দীপ, চট্টগ্রাম	২৮/১১/২০০১ তারিখ বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলায় আওয়ামী লীগ কর্মি ফিরোজ সওদাগর গুরুত্বর আহত হয়। পরবর্তীতে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে মারা জান।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৫৬.	মোঃ আশরাফুল হক মোরশেদ পিতা-অজ্ঞাত সাং-মীরেরসরাই সন্দীপ, চট্টগ্রাম	২৮/১১/২০০১ তারিখ বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলায় আশরাফুল হক মোরশেদ গুরুত্বর আহত হয়ে মৃত্যু বরন করেন।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৫৭.	মোঃ শাহজাহান সভাপতি, সন্দীপ থানা আওয়ামী লীগ মোঃ ফোরকান আহমেদ সাধারণ সম্পাদক, সন্দীপ থানা আওয়ামী লীগসহ মোট ১০০ টি পরিবার, সন্দীপ, চট্টগ্রাম।	গত ০২/১০/২০০১ ইং তারিখ হতে ০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত দফায় দফায় বিএনপি ও জামাত জোটের সন্ত্রাসীরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বেআ্ইনী জনতায় দলবদ্ধ হইয়া সন্দীপ থানার ১০০ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী সমর্থকদের বাড়ীতে হামলা চালিয়ে সমস্ত মালামাল লুটপাট ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং মারাত্মক জখম করে। তাদের ভয়ে অত্র এলাকার প্রায় ৫/৬ হাজার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী বাড়ী ছাড়া হয়।	স্থানীয় বিএনপি ও জামাত জোটের ৬/৭ হাজার সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে চট্টগ্রাম মেট্রোর বায়েজীদ বোস্তামী থানার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২৪ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২৪ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ২২ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস ঃ	
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত চট্টগ্রাম মেট্রোর বায়েজীদ বোস্তামী থানার অভিযোগের **বিবরণী ঃ**

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৫৮.	সুখেন্দু মাষ্টার সহ -২২ টি পরিবার পিতা-অজ্ঞাত সাং-কুলগাঁও বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।	গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসীরা বেআইনী জনতায় দলবদ্ধ হয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সুখেন্দু মাষ্টারের বাড়ীসহ মোট ২২ টি সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়ীতে হামলা চালিয়ে ঘরের মালামাল লুটপাট শ্লীলতাহানি করে বাড়ী ছাড়া করেছে।	১। দিলু, ২। নুরুল ইসলাম, ৩। শওকত, ৪। তাম্মুল, ৫। কাওছার রহিম, ৬। নিজাম, ৭। ওবায়দুল্লাহসহ আরো অনেকে, সকল পিতা -অজ্ঞাত, সর্বসাং-কুলগাঁও, বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৫৯.	আব্দুর রব হাওলাদার আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-দঃ হালিশহর হালিশহর, চট্টগ্রাম।	গত ০৭/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসীরা নগরীর দঃ হালিশহরে জবাই করে **হত্যা** করে।	স্থানীয় বিএনপির অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসীরা	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
১৬০.	জহিরুল করিম পিতা-জাহেদুল করিম সাং-হালিশহর কবরস্থানের পাশে হালিশহর, চট্টগ্রাম।	গত ১৫/১০/২০০১ ইং তারিখে দুপুরে হালিমহর এ ব্লকস্থ কবরস্থানের পাশ দিয়ে ভিকটিম জহিরুল করিম যাওয়ার সময় চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা তার পথরোধ করে ছুরিকাঘাত করে মারাত্মক জখম করে।	স্থানীয় বিএনপির অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসীরা	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৬১.	মোঃ মিজানুর রহমান পিতা-মৃত মফিজুর রহমান নুরু উদ্দিন সেরানিসর বাড়ী হাক্কানী পেট্রোল পাম্পের মোড় সরাইপাড়া, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।	গত ০১/১০/২০০১ সনের নির্বাচনের পর চট্টগ্রাম জেলায় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, সংখ্যালঘুদের হত্যা, পঙ্গুত্ব, গুরুতর আঘাত, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, পৈশাচিক নির্যাতন, নৃশংস ও সহিংস ঘটনা ঘটানো হতো জামাত শিবিরের সাবেক ছাত্রনেতা চট্টগ্রাম কলেজ পরবর্তী তে চট্টগ্রাম জেলার শিবির কমান্ডার রফিক উল্ল্যাহ, সাবেক এসআই চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের আরও, বর্তমানে পুলিশ পরিদর্শক, রাঙ্গামাটি জেলা, সাং-বাহারছড়া, থানা-টেকনাফ, জেলা-কক্সবাজার, এর আগাম তথ্যের ভিত্তিতে তাহার বাল্যবন্ধু জনৈক জামাত শিবিরের গ্রুপ কমান্ডার হাবীব খান, সহকারী কমান্ডার সাজ্জাদ, ক্যাডার নাসির, ক্যাডার দেলোয়ারসহ শতাধিক শিবির কর্মী চট্টগ্রামের আলোচিত ৮ মাডার, গোপালকৃষ্ণ মহুরীসহ ২১ টি হত্যাকান্ড সংঘঠিত হইয়াছে। শিবির ক্যাডার সাজ্জাদ পুলিশের হাতে ধরা পড়লে উক্ত পুলিশ অফিসারের সকল আগাম তথ্য ও ক্লিয়ারেন্স এর ভিত্তিতে অপারেশন পরিচালনা করত বলিয়া শিকার করে। উক্ত পুলিশ অফিসারের আগাম তথ্যের জন্য তাকে মোটা অংকের টাকা দিতে হতো। উক্ত বিষয়টি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ চট্টগ্রাম চিত্র প্রামান্য দলিলে জামাত শিবিরের ইনফর্মার পুলিশ অফিসার হিসাবে কলামে উল্লেখ আছে।	১। রফিক উল্ল্যাহ, সাবেক এসআই ও বর্তমান পুলিশ পরিদর্শক, রাঙ্গামাটি জেলা, সাবেক চট্টগ্রাম জেলা শিবিরের সামরিক কমান্ডার, ও শিবিরের ছাত্র নেতা, ২। চট্টগ্রাম জেলার জামাত শিবিরের গ্রুপ কমান্ডার হাবীব খান, ৩। সহকারী কমান্ডার সাজ্জাদ, ৪। নাসির,ক্যাডার ৫। ক্যাডার দেলোয়ার সহ শতাধিক শিবির কর্মী	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে চট্টগ্রাম জেলার চন্দ্রনাইশ উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৫ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৪টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত চট্টগ্রাম জেলার (চন্দনাইশ) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা চট্টগ্রাম স্মারক নং-৯৫৪৭, তারিখঃ ০২/১০/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৬২.	মোঃ আজিজুল হক মেম্বার পিতা-মৃত নুরুল হুদা সাং-সাতবাড়ীয়া বহরমপাড়া চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।	মিথ্যা অস্ত্র মামলায় জড়িয়ে হয়রানী।	√১। সিরাজ প্রকাশ, পিতা-মুন্সী মিয়া, √২। সিরাজ মিয়া, পিতা-আনু মিয়া, √৩। আবু তালেব, পিতা-মৃত আব্দুল জলিল, √৪। বশির, পিতা-আঃ মোতালেব, √৫। আব্দুল কাদের, পিতা-মৃত সামছুল ইসলাম, √৬। আকতার, পিতা-মৃত আঃ গফুর, সর্বসাং-সাতবাড়ীয়া বহরমপাড়া, চান্দনাইশ, চট্টগ্রাম।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৬৩.	মোঃ সামছুল আলম পিতা-মৃত বাদশা মিয়া সাং-পশ্চিম এলাহাবাদ চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।	গত ০৫/০৫/২০০২ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ৮.৩০ ঘটিকার সময় দি কিং অব চিটাগাং কমিউনিটি সেন্টার হতে আমাকে মিথ্যা মামলার দায়ে গ্রেফতার করে আমাকে অমানুষিক নির্যাতন করে চোখ বেধে ফেলে রাখে। পরদিন ভোর ৪.০০ ঘটিকার সময় আমাকে বাড়ীতে নিয়া আসামীদের নিজ হেফাজতে থাকা একটি বন্দুক ও ৪টি কার্তুজ আমার নিকট হইতে পেয়েছে মর্মে দেখাইয়া চন্দনাইশ থানায় মামলা দায়ের করে।	১। মোঃ আব্দুল কাদের তালুকদার, পিতা-মৃত মেহের আলী তালুকদার, ২। আবুল বশর ড্রাইভার, পিতা-মৃত আলতাফ আলী, ৩। লোকামান গনি বাবুল, পিতা-মৃত আফজাল আলী, সর্বসাং-পশ্চিম এলাহাবাদ, ৪। মোঃ সাজ্জাত হোসেন, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-এলাহাবাদ, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে আসামীরা জড়িত বিএনপি জোট জামাত সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগেরসংখ্যা	ঃ ১০ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১০ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১০ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ১০ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত চট্টগ্রাম জেলার (সাতকানিয়া) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

(জেলা বিশেষ শাখা চট্টগ্রাম স্মারক নং-৯৫৪৭, তারিখঃ ০২/১০/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৬৪.	মোঃ আক্কাছ আলীসহ ১০ টি সংখ্যালঘু পরিবার। পিতা-অজ্ঞাত সাং-এডরিয়ারটেক সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	গত ০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকার সময় চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা সাতকানিয়া থানার রাঙ্গুনিয়া ইউ,পির আক্কাসের বাড়ীসহ ১০টি সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়ীতে হামলা চালিয়ে মালামাল লুটপাট অগ্নি সংযোগ ও মারধর করে ৫০/৬০ রাউন্ড গুলি বর্ষণ ও মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে।	স্থানীয় চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

সন্ত্রাসের জনপদ রাউজানের গহিরা গ্রামে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর তান্ডব লীলা

ঘটনাস্থলঃ চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলা

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। তিনি সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়ার পর নিজ গ্রাম গহিরায় আসেন। গ্রামে আসার পরপরই তার সন্ত্রাসী ক্যাডার ফজল হক, আবু তাহের ও বিধান বড়ুয়াকে হুকুম দেন নির্বাচনে তার বিপক্ষে প্রচারে অংশ নেওয়া মহিলা মেম্বার রত্না ঘোষের বাড়ীতে আগুন জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেওয়ার জন্য। সন্ত্রাসীরা সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় গিয়ে মহিলা মেম্বারের বাড়ীতে আগুন দিলে পার্শ্ববর্তী আরও তিনটি বাড়ীতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। রত্না ঘোষের বাড়ীর সাথে চন্দন ঘোষ, সনজিত ঘোষ ও অজিত ঘোষের বাড়ীগুলো আগুনে ভস্মীভূত হয়। এভাবে চৌধুরীর ক্যাডাররা ৩৭ (সাইত্রিশ) টি স্থাপনা ধ্বংস করেছে। নির্বাচনে বিপক্ষে কাজ করার অপরাধে শওতকাতুল ইসলামের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন ফার্নিচার সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর হুমকির মুখে বন্ধ করে দেয়া হয়।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত চট্টগ্রাম জেলার (রাউজান) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৬৫.	গনজ্যোতি মহস্থবি বৌদ্ধ ভিক্ষু সাং-হিংলা রাউজান, চট্টগ্রাম।	গত ২১/০৪/২০০২ ইং তারিখ বিএনপির একদল সন্ত্রাসী কর্তৃক আক্রমনের স্বীকার হয়ে গুরুতর আহত করে চলে যায় পরবর্তী তে সে মারা যায়।	বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর আর্শিবাদপুষ্ট নেতা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে চট্টগ্রাম জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	আলী মর্তুজা চৌধুরী পিতা-আলহাজ আঃ হাকিম চৌধুরী সাং-ফতেহাবাদ পূর্ব ছড়ারকুল হাটহাজারী, চট্টগ্রাম সিনিয়র সহ-সভাপতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ।	গত ২৯/১২/২০০১ইং সন্ধা সাড়ে ৭টায় চট্টগ্রামের হাটাজারীর নিজ বাড়ি ফতেয়াবাদ ছড়ারকুল এলাকায় একটি সেলুনে আড্ডারত অবস্থায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবিরের সাধারন সম্পাদক মোঃ দিদারুল আলম মজুমদার, শিবির ক্যাডার হাবিব খান, আলমগীর, সাইফুল, নাসের, আউয়াল মামুন, তাকে গুলি করে হত্যা করে।	হাটহাজারী থানার মামলা নং-১৮, তাং-৩০/১২/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-১১, তাং-২৪/০৪/২০০৪ দাখিল করা হয়।	আসামীরা বিএনপি এবং শিবির নেতা ও সমর্থক
২.	মোহাম্মদ মহিউদ্দীন পিতা-জাহাঙ্গীর হোসেন মিস্ত্রী সাং-সাহানগর ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। দলীয় পরিচয় : ছাত্রলীগ কর্মী	গত ৬/১/২০০২ইং উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন ফার্নিচার দোকান হতে মহিউদ্দিন ও জাকির দ্বয়কে বিএনপি ও শিবির সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে কামাল বাহিনীর জামাল, জসিম, মহর আলীসহ মোট ১৩ জন ব্রাশফায়ার করে তাদেরকে হত্যা করে।	ফটিকছড়ি থানার মামলা নং-১, তাং-০৬/০১/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-২২(১৩), তাং-২৭/০২/২০০২ দাখিল করা হয়।	ঐ
৩.	জাকির হোসেন পিতা-জাহাঙ্গীর হোসেন সাং-সাহানগর ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। দলীয় পরিচয় : ছাত্রলীগ কর্মী	গত ৬/১/২০০২ইং উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন ফার্নিচার দোকান হতে মহিউদ্দিন ও জাকির দ্বয়কে বিএনপি ও শিবির সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে কামাল বাহিনীর জামাল, জসিম, মহর আলীসহ মোট ১৩ জন ব্রাশফায়ার করে তাদেরকে হত্যা করে।	ফটিকছড়ি থানার মামলা নং-১, তাং-০৬/০১/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-২২(১৩), তাং-২৭/০২/২০০২ দাখিল করা হয়।	ঐ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৪.	ফারুক আহমেদ বাবুল পিতা-মোঃ আমিনুল হক সাং-উত্তর গোলাপ ঘাটা। থানা:ফটিকছড়ি, জেলাঃ চট্টগ্রাম। দলীয় পরিচয়:ছাত্রলীগ কর্মী।	১০/০৩/২০০২ রাত আনুমানিক ০৮.০০ ঘটিকার সময় চারদলীয় জোট সরকারের সন্ত্রাসী আবুল কাসেম, হাসান, সেলিম, আজম, জাফর, ভিকটিম ফারুক আহমেদ বাবুলকে ধরে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে।	ফটিকছড়ি থানার মামলা নং-৮, তাং-১৩/৩/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-২৩, তাং-২৭/০২/২০০৩ দাখিল করা হয়।	আসামীরা বিএনপি এবং শিবির নেতা ও সমর্থক
৫.	নিজাম উদ্দিন পিতা-হাজী ফুল মিয়া সাং-পশ্চিম সোয়াবিল থানা:ফটিকছড়ি, বর্তমানে ভুষপুর, জেলাঃ চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সমর্থক।	০৪/০৪/২০০২ সন্ধা ০৭.১৫ ঘটিকার সময় নিজাম উদ্দিনকে ধানের মেশিনের সামনে অজ্ঞাত নামা স্থানীয় বিএনপি সন্ত্রাসীরা ১৫/২০জন সন্ত্রাসীরা মাইক্রোবাস করে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় পরে ০৫/০৪/২০০২ তারিখ আনুমানিক সকাল ০৯.০০ ঘটিকার সময় বিবিরহাট বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বে তার লাশ পাওয়া যায়।	ফটিকছড়ি থানার মামলা নং-৫, তাং-০৫/০৪/০২ ধারা ৩০২/৩৬৪/৩৪ পিসি।	এফআরটি নং-৫৫, তাং-৩১/১২/২০০২	মামলাটি পুনঃজ্জীবিত করা যাইতে পারে।
৬.	মাহমুদুর নবী পিতা-আঃ বাতেন মিয়া সাং-সাতঘরিয়া সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ৩ অক্টোবর ২০০১ ইং বিকেলে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে কাজ করার কাগজপত্র বুঝে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বিএনপি সন্ত্রাসী কাজী মুসলিম উদ্দিন, কাজী মঞ্জুর, আব্দুল নবী, কাজী নেছার, ছাত্রলীগ কর্মী মহমুদুর নবীকে গুলি করে হত্যা করে।	সন্দ্বীপ থানার মামলা নং-২ তাং-০৩/১০/২০০১, ধারা ৩৪১/৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-২৬(৪) তাং-১০/০৫/২০০২ ধারা ৩৪১/৩০২/৩৪ পিসি	আসামীরা বিএনপির দলীয় সন্ত্রাসী

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৭.	হাসনাত মাহমুদ চৌধুরী @ বাবু পিতা-রুহুল আমিন সাং-নোয়াপুর ফুলগাজী, ফেনী ঘটনাস্থল মিরসরাই, চট্টগ্রাম। দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ কর্মী	গত ০৬/১০/২০০১ ইং ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডার মাঈন উদ্দিন, দিদারুল, হারুন, জিয়া, নিজমা, সেলিম, বেলাল আওয়ামীলীগের নেরতা/কর্মীদের উপর আক্রমণ করিয়া ভিকটিম হাসনাত মাহমুদ চৌধুরী ও তুহিনদ্বয়কে ব্রাস ফায়ার করে হত্যা করে।	মীরশ্বরাই থানার মামলা নং-৫, তাং-০৬/১০/২০০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-১০৭(৭) তাং-০১/০১/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	আসামীরা বিএনপির দলীয় সন্ত্রাসী
৮.	তুহিন ঘটনাস্থল মিরসরাই, চট্টগ্রাম। দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ কর্মী	গত ০৬/১০/২০০১ ইং ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডার মাঈন উদ্দিন, দিদারুল, হারুন, জিয়া, নিজমা, সেলিম, বেলাল আওয়ামীলীগের নেরতা/কর্মীদের উপর আক্রমণ করিয়া ভিকটিম হাসনাত মাহমুদ চৌধুরী ও তুহিনদ্বয়কে ব্রাস ফায়ার করে হত্যা করে।	মীরশ্বরাই থানার মামলা নং-৫, তাং-০৬/১০/২০০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-১০৭(৭) তাং-০১/০১/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	ঐ
৯.	তাজুল ইসলাম তাজু পিতা-আঃ সোবাহান সাং-উত্তর রাঙ্গামাটিয়া ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ কর্মী	৬ অক্টোবর/২০০১ তাজুল ইসলাম তাজুকে রাঙ্গামাটির একটি বিয়ের অনুষ্ঠান হতে শিবিরের ক্যাডার ওসমান, দিদারুল, ইয়াকুব, সজল নাথ, বিডিআর সেলিম, তালেব, আবু সালেহ, ভিকটিম তাজুল ইসলামকে অপহরণ করে নিয়ে । ফাটিকছড়ি থানা সদর থেকে ৮/৯ কিঃমিঃ দূরে ধুরুংখাল এলাকায় গুলি করে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হয।	ফটিকছড়ি থানার মামলা নং-৩, তাং-১৭/১০/২০০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-৩৬ তাং-২০/০৪/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	ঐ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১০	ফারুক আহমেদ সাং-উত্তর রাঙ্গামাটিয়া ফটিকছড়ি, জেলাঃ চট্টগ্রাম। দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ কর্মী	৬ অক্টোবর/২০০১ তাজুল ইসলাম তাজুকে রাঙ্গামাটির একটি বিয়ের অনুষ্ঠান হতে শিবিরের ক্যাডার ওসমান, দিদারুল, ইয়াকুব, সজল নাথ, বিডিআর সেলিম, তালেব, আবু সালেহ, ভিকটিম ফারুক আহমেদকে অপহরণ করে নিয়ে । ফাটিকছড়ি থানা সদর থেকে ৮/৯ কিঃমিঃ দূরে ধুরুংখাল এলাকায় গুলি করে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হয।	ফটিকছড়ি থানার মামলা নং-৩, তাং-১৭/১০/২০০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	সি/এস নং-৩৬ তাং-২০/০৪/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	আসামীরা বিএনপির দলীয় সন্ত্রাসী
১১.	আব্দুল আলিম পিতা-মৃত আঃ খালেক সাং-মুরাদাবাদ। চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ কর্মী	গত ০৩/১০/২০০১ বিএনপি সন্ত্রসী আবু তাহের, আব্দুল গনি, আজম, জাহাঙ্গীর আলম, নাছির উদ্দিনসহ মোট ৩৮ জন তাকে চন্দনাইশ গাড়ি থেকে নামিয়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত করে। যুবলীগ কর্মী আব্দুল আলিম ৬ অক্টোবর শনিবার রাতে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।	চন্দ্রনাইশ থানার মামলা নং-২১, তাং-০৯/১০/০১ ধারা ৪২/১৪৮/১৪৯/৩২৫/ ৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ দঃ বিঃ		তদন্তের ফলাফল কোন উল্লেখ নেই।
১২.	মুজিবর রহমান @ মুজিব পিতা-মৃত উনদা মিয়া সওদাগর সাং-ধমধমা ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। আওয়ামী লীগ কর্মী।	১১অক্টোবর গভীর রাতে ফটিকছড়ির লেলাং ইউনিয়নের ধমধমা গ্রামে বিএনপির ২০/২৫ জন সন্ত্রাসী মুজিবুরের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাঁকে মারাত্মক আহত করে। বাড়ি লুটপাট করে পার্শ্ববর্তী কাটালী খালের পাড়ে মারধোর ও গুলি করে ফেলে যায়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে। ১২ অক্টোবর ভোর ৫টায় তিনি মারা যান।	ফটিকছড়ি থানার মামলা নং-১৬, তাং-১৬/১০/০১ ধারা ৪৪৯/৪২৭/৩০২/৩৪ দঃ বিঃ	ফটিকছড়ি থানার চূড়ান্ত রিপোর্ট নং-১৫, তাং-১৩/০৪/২০০২	

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১৩.	তালেব আলী পিতা-আব্বাছ আলী সাং-চিকনছড়া ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম । আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১৭ অক্টোবর ২০০১ইং সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম ফটিকছড়ির বাগানাবাজারে বিডিআর এর গুলিতে আহতদের মধ্যে চেয়ারম্যান রুস্তম আলীর ছোট ভাই আওয়ামী লীগ কর্মী তালেব আলী ১৬ অক্টোবর সকালে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।	**ফটিকছড়ি থানার মামলা নং-২১, তাং-২৮/৯/০১ ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯/ ৩৪১/ ৩৫৩/৩৮৬/৩২৬/ ৩০৭ দঃ বিঃ**	ফটিকছড়ি থানার অভিযোগ নং-১৭৫, তাং-২১/১১/২০০২	আসামীদের দলীয় পরিচয় নেই।
১৪.	সুনীল চন্দ্র দাস (সাধু) পিতা-মৃত কামিনী কুমার গ্রাম ঃ দাসপাড়া, মিঠানালা। মিরসরাই, চট্টগ্রাম। আওয়ামী লীগ কর্মী।	০৫/১১/২০০১ তারিখ বিএনপি সন্ত্রাসী ১। ফিরোজ খান,পিতা-মৃত আলী আকবার, ২। নুরহোসেন, পিতা-আবুল কাসেম, ৩। কাজী মঈন উদ্দিন, পিতা-মৃত কাজী আজিজুল হক, সর্বসাং-পঃ মিঠানালা, সহ মোট ১৬ জন সুনীল চন্দ্র দাসকে (সাধু)কে কুপিয়ে হত্যা করে।	মীরশ্বরাই থানার মামলা নং-৭, তাং-০৬/১১/২০০১ ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯/ ৪৪৭/৪৪৮/৩২৩/৩২৪/ ৪২৭ পিসি	সি/এস নং-১৪১ (১৬) তাং-০৮/০৮/২০০২	আসামীরা বিএনপি দলীয় সমর্থক
১৫.	সফিউল আলম @ শফিক পিতা-আমির হোসেন সাং-পূর্ব মঠবাড়িয়া আমানটোলা মীরসরাই, চট্টগ্রাম। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১৪/১০/২০০১ বিএনপির সন্ত্রাসী ১। আশেক আহমেদ, পিতা-জাকির হোসেন, ২। মাফুজুর রহমান, পিতা-আমির হোসেন, ৩। হক সাব, পিতা-নুরুল হক, ৪। তৌহিদ, পিতা-আমির হোসেন, সর্বসাং-মধ্যম আমানটোলা পূর্ব মঠবাড়ীয়া, সর্বথানা -মীরশ্বরাইগন সফিউল আলম @ সফিককে জবাই করে হত্যা করে ।	মীরশ্বরাই থানার মামলা নং-১৬, তাং-১৪/১১/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১৪৬ (০৫) তাং-১২/০৮/২০০২	আসামীরা বিএনপি দলীয় সমর্থক

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১৬.	মাহবুবুল আলম পিতা-মৃত হাজী নসু মিয়া গ্রাম ঃ পূর্ব ভূজপুর মিরেরকল। ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১১/১১/২০০১ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ২৩৩০ ঘটিকার সময় পূর্বপরিকল্পিত ভাবে সন্ত্রাসী ১। ফারুক, পিতা-হোসেন আহমেদ, সাং-পূর্ব ভুজপুর, ২। মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পিতা-মৃত সোলায়মান, সাং-মধ্য কাঞ্চননগর, ৩। মোঃ ইউনুছ, পিতা-আহমেদ গনি, সাং-মিরেরখিলসহ সর্বমোট ১৪ জন বিএনপি ও জামাত সমর্থিত সন্ত্রাসী ভিতটিম মাহবুবুল আলমকে বাড়ী হতে অপহরণ করে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে।	ফটিকছড়ি থানার মামলা নং-১২, তাং-১২/১১/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-২৫, তাং-১১/০৩/২০০৩ দাখিল করা হয়।	আসামীরা বিএনপি ও জামায়াতের দুধর্ষ সন্ত্রাসী।
১৭.	দিদারুল আলম @ দিদার পিতা- ফয়েজ আহমেদ সাং-দৌলতপুর ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ২৯/১১/২০০১ ইং তারিখ রাত ৮৩০ ঘটিকার সময় ফটিকছড়ি থানাধীন মাউজ ভান্ডার সড়কে বিএনপির সন্ত্রাসী ১। মঈনুদ্দিন, পিতা- মুছা মিস্ত্রী, সাং- নানুপুর, ২। সৈয়দ মাহমুদুর রহমান, পিতা- ওহেদুল আলম, ৩। ফরিদ, পিতা- নুরুল ইসলাম, ৪। হাকিম, পিতা- মৃত মাহবুবুল আলম, সর্বসাং-দৌলতপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ভিকটিম দিদারকে লক্ষ করে ব্রাশফায়ার (একে-৪৭) করে দিদারের মুখের বামপাশ ও বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায় ঘটনাস্থলেই সে নিহত হয়। এ সময় তার সহযোগী মোঃ গরিব ও মাজহার বুলেট বিদ্ধ হয়।	ফটিকছড়ি থানার মামলা নং-২৫, তাং-৩০/১১/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	এফআরটি নং- ৯, তাং- ২৬/০৩/২০০৩	আসামীরা বিএনপি ও জামায়াতের দুধর্ষ সন্ত্রাসী। মামলাটি পুনঃজ্জীবিত করা যাইতে পারে।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১৮.	সঞ্জিত বড়ুয়া পিতা-দুলাল বড়ুয়া সাং-উত্তর জয়নগর রাউজান, চট্টগ্রাম। আওয়ামী লীগ কর্মী।	০৭/১২/২০০১ তারিখ রাত ২৩০০ ঘটিকার সময় বিএনপি সাংসদ সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর সন্ত্রাসীরা রাউজানের পশ্চিম গুজড়া হোয়ারা এলাকায় ছাত্রলীগ নেতা সঞ্জিত বড়ুয়াকে নির্মমভাবে গলা টিপে হত্যা করেছে। সাকার ক্যাডার ১। শুকুর, ২। শাহাবুদ্দিন, ৩। পুটন বড়ুয়া, সর্বপিতা-অজ্ঞাত, ৪। মোঃ আব্বাস মিয়া, পিতা-বসু মেম্বার, ৫। রমজান ও বিধান বড়ুয়ার নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। সর্বসাং-পূর্ব গুজরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।	রাউজান থানার মামলা নং-১০, তাং-১০/১২/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	এফআরটি দাখিল করা হয়।	আসামীরা বিএনপি ও জামায়াতের দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী। মামলাটি পুনঃজ্জীবিত করা যাইতে পারে।
১৯.	খলিলুর রহমান মুন্সি পিতা-মৃত আমির হামজা সাং-গোবিন্দরথি পটিয়া, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ কর্মী	২০/৪/২০০২ সকাল ৯.০০ ঘটিকার সময় বড় ছেলে শাহজাহান মিন্টুকে এলাকার বিএনপির সন্ত্রাসী ১। আব্দুর রহমান সুমন, পিতা-মৃত মোতালেব, ২। রাশেদ, পিতা-মৃত সাইফুল আলম, ৩। রফিক, পিতা-মৃত আহমেদ বিহারী, ৪। আফসার উদ্দিন, পিতা-মৃত সাইফুল, ৫। বাবুল, পিতা-মৃত সফিক, সর্বসাং-নোয়াদন্দি, পটিয়া চট্টগ্রাম মারধোর করে। ভিকটিম খলিলুর রহমান মুন্সী ছেলেকে মারধোর করার কারণ জিজ্ঞাস করলে সন্ত্রাসীরা কাঠ দিয়ে তাকে ঘাড়ে, মাথায় জখম করলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। জখম অবস্থায় তাঁকে পটিয়া হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষনা করে।	পটিয়া থানার মামলা নং-১৫, তাং-২০/০৪/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	-	আসামীরা বিএনপি দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
২০.	আঃ আজিজ পিতা-সিরাজুল হক সাং-আজিমপুর ফটিকছড়ি বর্তমানে ভূজপুর, চট্টগ্রাম	গত ২৪/০৪/২০০২ ইং তারিখ বিকাল ১৭.০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। সেলিম @ মেজর সেলিম, ২। আমির আলী, উভয় পিতা-নুর আহমেদ, সাং-দক্ষিণ পাইনদং, ৩। হামিদ, পিতা-তোফাজ্জেল, ৪। জামাল, পিতা-নুর হোসেন, ৫। বাবুল, পিতা-মোজাহের গাজীসহ সর্বমোট ১০ জন ভিকিটিম আজিজকে অপহরণ করে নিয়ে বারী মাথি গ্রামে গুলি করে হত্যা করে।	ফটিকছড়ি থানার মামলা নং-২৩, তাং-২৫/০৪/০২ ধারা ৩৬৪/৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১৫, তারিখ ২৫/০১/০৩	আসামীরা বিএনপি দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী
২১.	মোঃ রহিম উদ্দিন পিতা-মোস্তাফিজুর রহমান সাং-ঈদপুখুরিয়া চন্দ্রনাইশ, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ কর্মী	০১/১০/২০০১ তারিখ নির্বাচনের রাতে বিএনপি ও জামাত জোটের আসামী ১। আবুল হোসেন, পিতা-কমল মিয়া, ২। ফয়েজ আহমেদ, পিতা-আজিজ, ৩। ফয়েজ মিয়া, পিতা-সমদাদ, ৪। নুরুল আলম, পিতা-নুরব্কস, ৫। নুরু মিয়া, পিতা-আনু মিয়া, ৬। নাসের, পিতা-মালেক ফকির, ৭। নাজিম, পিতা-জেবল, সর্বসাং-ঈদপুখুরিয়া, চন্দ্রনাইশ, চট্টগ্রামসহ মোট ৪০/৪৫ জন সন্ত্রাসীরা ঈদপুখুরিয়া দোকানের সামনে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে।	চন্দ্রনাইশ থানার মামলা নং-২০, তাং-০৯/১০/২০০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি		আসামীরা বিএনপি ও জামায়াতের দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
২২.	অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মহুরী নাজিরহাট ডিগ্রী কলেজ নাজিরহাট, চট্টগ্রাম।	গত ১৬/১১/২০০১ শুক্রবার সকাল ০৭.১৫ ঘটিকায় সময় নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মহুরী চট্টগ্রাম নগরীর জামাল খান রোডের নিজ বাসায় জামায়াত শিবিরের স্শস্ত্র ক্যাডার ১। গিট্টু নাসির, ২। তসলিম উদ্দিন,@ মন্টু, ৩। আজম, ৪। আলমগীর কবির, ৫। মহিউদ্দিন @ মাঈন উদ্দিন, ৬। হাবিব খান, ৭। সাহাজাহান, ৮। সাইফুল, ৯। ইদ্রিস মিয়া, ১০। তোফাজ্জল আহম্মেদ, ১১। জহিরুল হক, উভয় পিতা-অজ্ঞাত, সর্বসাং-নাজিরহাট, চট্টগ্রামগন আগ্নেয় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত ভিকটিমকে নিজ বাসার ড্রইং রুমে ঢুকে ভিকটিম গোপাল কৃষ্ণ মহুরীকে ব্রাস ফায়ার করে মাথার মগজ বের করে ফেলে হত্যা করে।	সিএমপি কোতয়ালী থানার মামলা নং-৪২, তাং-১৬/১১/২০০১ ধারা ৩০২/১২০(খ)/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৬৩৫ (১১), তারিখ ১৩/১১/২০০২	আসামীরা সকলেই জামাত শিবিরের দুধর্ষ অস্ত্রধারী ক্যাডার।
২৩.	গনজ্যোতি মহস্থবি বৌদ্ধ ভিক্ষু সাং-হিংলা রাউজান, চট্টগ্রাম।	গত ২১/০৪/২০০২ ইং তারিখ বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর আর্শিবাদপুষ্ট সন্ত্রাসী কর্তৃক আক্রমনের স্বীকার হয়ে গুরুতর আহত করে চলে যায় পরবর্তী তে সে মারা যায়।			
২৪.	লোকমান ছাত্রলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-রোশাংগিরি ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	গত ১৬/০৯/২০০২ তারিখ বিকেলে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির রোশাংগিরিতে এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য শিবির ক্যাডাররা ছাত্রলীগ কর্মী লোকমানকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে।	শিবির ক্যাডারা।		দৈনিক প্রথম আলো ১৭/০৯/২০০২ তারিখ প্রকাশিত

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
২৫.	নুরুল ইসলাম বাবুল আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-গাজারিয়া মিরসরাই, চট্টগ্রাম।	গত ২০/০৮/২০০২ তারিখ মিরশরাই থানার গজারিয়া বাজারে বিএনপি স্ন্ত্রাসীদের হাতে আওয়ামী লীগ কর্মী নুরুল ইসলাম বাবুল নিহত হন।	বিএনপির সশন্ত্র ক্যাডার।		দৈনিক সংবাদ ২১/০৮/২০০২ তারিখ প্রকাশিত হয়।
২৬.	কামরুল ইসলাম চৌধূরী যুবলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-মেহেরজামান ঘেঅনায় রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।	গত ১৬/০৮/২০০২ তারিখ রাঙ্গুনিয়া থানার মেহেরজামান ঘোনায় ১০/১২ জন একটি সন্ত্রাসী দল থানার ঘাঘরা থেকে যুবলীগ কর্মী কামরুল ইসলামকে মাইক্রোবাসে করে অপহরণ করে জবাই করে হত্যা করে।	শিবির ক্যাডারা।		দৈনিক যুগান্তর ২৪/১০/২০০১ প্রকাশিত
২৭.	মোহাম্মদ ওসমান গনি স্থানীয় ছাত্রলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-শাহনগর ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	গত ১১/০৮/২০০২ তারিখ রাত ০৮.০০ থেকে ১১.০০ ঘটিকার সময় ফটিকছড়ির লেলাং ইউনিয়নের শাহনগর গ্রামে শিবিরের কামাল বাহিনীর আক্রমনে মোহাম্মদ ওসমান গনি নিহত হন।	শিবির ক্যাডারা।		দৈনিক ইত্তেফাক ১৩/০৮/২০০২ প্রকাশিত
২৮.	আবুল খায়ের স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-হাশিমনগর মিরসরাই, চট্টগ্রাম।	গত ১০/০৮/২০০২ ইং তারিখ মিরশ্বরাই উপজেলার আওয়ামী লীগ কর্মী আবুল খায়ের মেম্বার রাত ৯.০০ ঘটিকার সময় মজুমদার বাজার থেকে হাসিম নগর এলাকার নিজ বাড়ীতে ফের ার পথে বিএনপির সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে স্থানীয় মাস্তাননগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে মারা যায়।	বিএনপির সশন্ত্র ক্যাডার।		দৈনিক ইত্তেফাক ১২/০৮/২০০২ প্রকাশিত

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
২৯.	আনোয়ারুল আজিম ছাত্রলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত, সাং-সৈয়দপুর বাইগের টেক বাঃ বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।	গত ০১/০৮/২০০২ ইং তারিখ ০৫ জন অস্ত্রধারী জোট সন্ত্রাসী সৈয়দপুর বাইগের টেক বাজারে ভিকটিমের উপর হামলা চালিয়ে গুলিবর্ষণ করলে ঘটনাস্থলেই আনোয়ারুল আজিম মারা যান।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক ইত্তেফাক ০২/০৮/২০০২ প্রকাশিত
৩০.	সাহাব উদ্দিন হিরন ছাত্রলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-জংগল খাইন পটিয়া, চট্টগ্রাম।	গত ১১/০৭/২০০২ ইং তারিখ সন্ধায় সাহাব উদ্দিন তার নানার বাড়ী থেকে নিজ বাড়ীতে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে রাতেই আবার নানার বাড়ী যাবার পথে ৪/৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। রাতভর তাকে নির্যাতনের পর রাস্তায় ফেলে দেয় এমতাবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে সে মারা যান।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক ভোরের কাগজ ১৩/০৭/২০০২ প্রকাশিত
৩১.	ওবাইদুল হক ছাত্রলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-রোসাঙ্গিরি ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	গত ১২/০৩/২০০২ ফটিক ছড়ি উপজেলার রোসাঙ্গিরিতে ছাত্রলীগ কর্মী ওবাইদুল হককে জোট সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে হত্যা করে ।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক সংবাদ ১৪/০৩/২০০২ প্রকাশিত
৩২.	মোঃ রিপন মল্লিক ছাত্রলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-ঘাটফাহাদ বেগ কোতয়ালী, চট্টগ্রাম।	গত ২৮/০১/২০০২ ইং তারিখ রাতে ঘাট ফাহাদ বেগস্থ বাসায় ফেরার পথে ৪/৫ জন বিএনপি ক্যাডার গকিরোধ করে গুলি করে পরে আশপাশের লোকজন তাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর রাত ১১.০০ ঘটিকায় চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।	৪/৫ জন স্থানীয় বিএনপি ক্যাডার		দৈনিক সংবাদ ৩০/০৬/২০০২ প্রকাশিত

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩৩.	মিন্টু ছাত্রলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত, সাং-দঃ ধুরং ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	গত ২৩/০১/২০০২ ইং তারিখ দঃ ধুরয় এলাকায় সন্ত্রাসীরা মিন্টুকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং পরবর্তী তে গুলি করে হত্যা করে।	জোট সশস্ত্র সন্ত্রাসী		দৈনিক জনকণ্ঠ ২৪/০১/২০০২ প্রকাশিত
৩৪.	মোস্তাক আহমেদ মাঈনুল পিতা-অজ্ঞাত, সাং-হরিণপুর সন্দীপ, চট্টগ্রাম।	গত ১১/০১/২০০২ ইং তারিখ জুম্মার নামাজের পর শিবির ক্যাডাররা বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে।	শিবির ক্যাডার		দৈনিক জনকণ্ঠ ১৩/০১/২০০২ প্রকাশিত
৩৫.	মোঃ শহিদুল্লাহ ছাত্রলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-লেলাং, সন্নাসীর হাট ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	গত ০৬/০১/২০০২ ইং তারিখ সন্নাসীর হাট সংলগ্ন লেলাং এলাকায় ছাত্রলীগ নাজিম গ্রুপ এবং শিবিরের ওসমান গ্রুপের মধ্যে কয়েকশত রাউন্ড গুলি বিনিময় হয় উক্ত গুলি বিনিময় কালে শিবিরের গুলিতে শহিদুল্লাহ নিহত হয়।	শিবির সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক ইত্তেফাক ০৭/০১/২০০২ প্রকাশিত
৩৬.	ফিরোজ সওদাগর আওয়ামলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত, সাং-বামন সুন্দরহাট, মিরশ্বরাই, চট্টগ্রাম।	গত ২৮/১১/২০০১ ইং তারিখ বিএনপি ও জামাতের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গুলি ও কিরিচের আঘাতে ভিকটিম মারাত্মক আহত হন এবং ১০/১২/২০০১ ইং তারিখ মৃত্যু বরন করেন।	বিএনপি ও জামাত সন্ত্রাসী		দৈনিক জনকণ্ঠ ১২/১২/২০০১ প্রকাশিত
৩৭.	আশরাফুল হক চৌধূরী মোর্শেদ পিতা-অজ্ঞাত সাং-কাটাছড়া মিরশরাই, চট্টগ্রাম।	গত ২৮/১১/২০০১ ইং তারিখ রাত ৮৩০ ঘটিকার সময় তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসে কাজ করার সময় বিএনপি ক্যাডার নাসির ও তার চাচাত ভাই আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে ৩০/৪০ জনের একদল সন্ত্রাসী বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে উপর্যুপরি কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।	বিএনপি ও জামাত সন্ত্রাসী		দৈনিক জনকণ্ঠ ২৯/১১/২০০১ প্রকাশিত

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩৮.	মোকছেদ আলী মোস্তাক ছাত্রলীগ কর্মী, পিতা-অজ্ঞাত কোতয়ালী, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রামে নির্বাচনের পরে বিএনপির সন্ত্রাসীরা মোস্তাককে গুলি করে হত্যা করে।	বিএনপির সন্ত্রাসী		দৈনিক সংবাদ ২০/১১/২০০১ প্রকাশিত
৩৯.	আব্দুর রব হাওলাদার আওয়ামী লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত, সাং-মধ্য হালিশপুর, হালিশপুর, চট্টগ্রাম।	গত ০৭/১০/২০০১ ইং তারিখ মধ্য রাতে চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা ভিকিটিম আব্দুর রব হাওলাদারকে নিজ বাড়ীতে ঘুমন্ত অবস্থায় জবাই করে হত্যা করে।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক যুগান্তর ০৮/১০/২০০১ প্রকাশিত
৪০.	আবুল আলম ছাত্রলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-বাগিচা হাট কোতয়ালী, চট্টগ্রাম।	নির্বাচনের দিন ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডাররা ভিকিটিমকে আক্রমণ করে মারাত্মক আহত করে আহত অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে ভর্তি করা হলে ০৭/১০/ ২০০১ ইং তারিখ তিনি মৃত্যু বরণ করেন।	ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডার		ডেইলী ষ্টার ০৮/১০/২০০১ প্রকাশিত
৪১.	আবু সালেহ ছাত্রলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত, সাং-ধুরুংকুল ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	গত ০৮/১০/২০০১ ইং তারিখ ধুরুংকুল গ্রামের সৈল্লার দোকানে বসে আড্ডা দেওয়ার সময় ৪/৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী ভিকিটিম আবু সালেহকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং ব্রাস ফায়ার করে হত্যা করে।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক যুগান্তর ০৮/১০/২০০১ প্রকাশিত
৪২.	রমিজ আলম, আওয়ামী লীগ নেতা,পিতা-অজ্ঞাত, চন্দ্রনাইশ, চট্টগ্রাম।	গত ০৭/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের আক্রমনে ভিকিটিম রমিজ আলম নিহত হন।	বিএনপির সন্ত্রাসী		দৈনিক যুগান্তর ০৭/১০/২০০১ প্রকাশিত
৪৩.	মোঃ ইয়াছিন, আওয়ামী লীগ নেতা, পিতা-অজ্ঞাত চন্দ্রনাইশ, চট্টগ্রাম।	গত ০৭/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের আক্রমনে ভিকিটিম মোঃ ইয়াছিন নিহত হন।	বিএনপির সন্ত্রাসী		দৈনিক যুগান্তর ০৭/১০/২০০১ প্রকাশিত

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে চাদপুর জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১০ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৬ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৪ টি
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৬ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৬ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে চাদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৫ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৪ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৪ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৪টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত চাঁদপুর জেলার (ফরিদগঞ্জ) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা চাঁদপুর স্মারক নং-৪৯৯১, তারিখঃ ০৪-০৮-২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৬৬.	মোঃ আকরাম হোসেন লিটন, পিত-আব্দুল লতিফ মুন্সী, সাং-সাহেব গঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।	জোরপূর্বক জমি দখল, স্ত্রীকে অপহরণ, মেয়েকে নির্যাতন, বিভিন্ন সময়ে হামলা। পেপার কাটিং ও মামলার যাবতীয় তথ্যাদি সংযুক্ত।	১। আয়তুল্লাহ মজুমদার, ২। মহিবুল্লা মিজি, ৩। ইসমাঈল হোসেন, ৪। মশিউর রহমান, ৫। আহসানসহ আরো ১০/১২ জন, সর্বসাং-সাহেবগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় নাই।
১৬৭.	মোঃ আবু তাহের সহ-সভাপতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২নং বালীথুবা পূর্ব ইউনিয়ন শাখা, ফরিদগঞ্জ	রড, সিমেন্ট, টিন ষ্ট্রীল, গ্লাসের দোকান ও গাড়ীসহ ভাংচুর লুটপাট এবং আমাকে চোখ বেধে জবাই করার জন্য প্রস্তুত হয়।	√১। সাবেক বিএনপি এমপি জনাব মোঃ আলমগীর হায়দার, √২। মোঃ চেরাগ আলী, পিতা-মৃত আহম্মদ উল্যাহ, √৩। মোঃ মাসুদ ওরফে কালা মাসুদ, পিতা-হোসেন মুন্সী, √৪। শাহাজালাল ওরফে ফোটকা, পিতা-মৃত ফজল হক বেপারী, √৫। মোঃ মাসুদ, পিতা-আমির হোসেন, সবসাং-বালিথুরা, √৬। জাহাঙ্গীর আলম, পিতা-সিরাজুল ইসলাম, সাং-শোশাইর চর, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি’র সমর্থিত।
১৬৮.	মোঃ আহসান হাবীব পিতা-মৃত ছিদ্দিকুর রহমান সাং-সকদীরামপুর ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।	১০-১০-২০০১ তারিখ জয়বাংলা ক্রিকেট ক্লাবটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং ক্লাবের মালামালসহ ৩.০০ লক্ষ টাকা নিয়ে যায়। ১৮-১০-২০০১ তারিখে থানায় জিডি করা হয়।	√১। মোঃ জসিম উদ্দিন, পিতা-ইউসুফ মিজি, √২। জসিম উদ্দিন শেখ, পিতা-আঃ ছাত্তার শেখ, √৩। বাতেন, পিতা-মৃত আঃ হালিম, সর্বসাং-সকদীরামপুর, √৪। আঃ মান্নান গাজী, পিতা-মৃত আবিদ আলী, সাং-খারখাদীয়া, √৫। মোঃ জাকির হোসেন, পিতা-নুরু উল্লাহ, সাং-মদনের গাঁও, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি’র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৬৯.	ডাঃ মোঃ মোস্তফা কামাল সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৭নং পাইকপাড়া উত্তর ইউপি শাখা, ফরিদগঞ্জ।	১৯-১০-২০০১ তারিখে আমার মেডিশিনের দোকান বসতঘর পুকুরের মাছ লুট করে নিয়ে যায় এবং আমাকে চোখ বেধে জবাই করার জন্য প্রস্তুত হয়। পেপার কাটিং সংযুক্ত।	√১। সাবেক বিএনপি এমপি জনাব মোঃ আলমগীর হায়দারসহ তার দলীয় বাহিনী, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জ উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত চাঁদপুর জেলার (হাজীগঞ্জ) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা চাঁদপুর স্মারক নং-৪৯৯১, তারিখঃ ০৪/০৮/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৭০.	মোঃ মুনছুর আহমেদ বকাউল পিতা-আঃ ছাত্তার বকাউল সাং-সৈয়দপুর হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।	০২-১০-২০০১ তারিখ আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলতে দেয়না এবং আমাকে জীবন নাশের হুমকি দেয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টাকা পয়না লুট করে নিয়ে যায়। নাল জমি জোর করে দখল করে।	√১। আঃ কাদের, পিতা-মৃত আমির হোসেন, √২। বিল্লাল হোসেন, পিতা-মজিবুল হক, √৩। আবুল বাশার, √৪। নিজাম উদ্দিন, উভয় পিতা-ফজলুল হক, √৫। জসিম উদ্দিন, পিতা-ফজলুল হক, সবসাং-সৈয়দপুর পাটোয়ারী বাড়ী, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত চাঁদপুর জেলার (সদর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা চাঁদপুর স্মারক নং-৪৯৯১, তারিখঃ ০৪-০৮-২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৭১.	মোঃ আবুল বাসার পাটোয়ারী সভাপতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২নং আশিকাঠি ইউপি শাখা, সদর, চাঁদপুর।	বসতবাড়ী ভাংচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ শিশু নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতন, মিথ্যা মামলা এবং পবিত্র কোরআন শরীফ পুকুরে ফেলে দেয়। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় জোট সরকারের অত্যাচারের তথ্য প্রকাশিত হয়।	√১। মোঃ লোকমান খান, পিতা-মৃত সেকান্দার খান, √২। মোঃ মিলন খান, পিতা-মোঃ ইউনুফ খান, √৩। মোঃ আউয়াল মিজি, পিতা-মোঃ আব্দুল মান্নানসহ আরো ৩০/৪০ জন, সর্বসাং-হাফানিয়া, সদর, চাঁদপুর। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কুমিল্লা জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১২৪ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৪৫ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৭৮ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০২ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ৪৩ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০২ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ৪২ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০২টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০২টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১০ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৭ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০২টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৫ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৫ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত কুমিল্লা জেলার (বরুড়া) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা কুমিল্লার স্মারক নং-৬৯৮১, তারিখঃ ২৪-০৮-২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৭২.	মোঃ আঃ আজিজ পিতা-আবদুল হামিদ সাং-বড় হরিপুর বরুড়া, কুমিল্লা।	আমার মুদি দোকান, চায়ের দোকান ও রাইচ মিলে হামলা চালায় আমাকে না পেয়ে আমার ছেলেকে প্রচন্ড ভাবে মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে এবং দোকান থেকে ৩০.০০ হাজার টাকা এবং মিলের ধান ও চাল লুট করিয়া নিয়া যায়।	১। মোঃ আবুল হাসেম সাবেক মেম্বার, পিতা-আঃ করিম, ২। মনির হোসেন, পিতা-আব্বাস আলী, ৩। আবুল হোসেন, পিতা-সিদ্দিকুর রহমান, ৪। তরব আলী, পিতা-আঃ সোবাহান সহ আরো ৪/৫ জন, সর্বসাং-বড় হরিপুর, বরুড়া, কুমিল্লা।	ঘটনা সত্য। অভিযোগকারী আবেদনের কথা অস্বীকার করেন।

ক্র/নং	দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৭৩.	কানন বালা সরকার স্বামী-মৃত নলিনী রঞ্জন সরকার সাং-জয়নগর বরুড়া, কুমিল্লা।	জোর পূর্বক জমি দখল ও ভয়ভীতি প্রদর্শন।	১। আঃ কুদ্দুছ, পিতা-আকবার আলী, ২। রুহুল আমিন, পিতা-গেদু মিয়া সর্বসাং-দেওরা, বরুড়া, কুমিল্লা।	অভিযোগকারীকে অভিযোগ ও আসামীদের বিরুদ্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোন কিছু জানেন না বলে জানান। অন্য কোন ঘটনা সম্পর্কে তিনি অবগত নহেন।
১৭৪.	মোঃ জলফে আলী পিতা-অজ্ঞাত সাং-বড় হরিপুর বরুড়া, কুমিল্লা।	জালানী তেলের দোকানে হামলা চালায় আমাকে না পেয়ে আমার ছেলেকে প্রচন্ড ভাবে মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে এবং দোকান থেকে ১.৫০ লক্ষ টাকা নিয়া যায়	১। মোঃ আবুল হাসেম সাবেক মেম্বার, পিতা-আঃ করিম, ২। মনির হোসেন, পিতা-আব্বাস আলী, ৩। আবুল হোসেন, পিতা-সিদ্দিকুর রহমান, ৪। তরব আলী, পিতা-আঃ সোবাহান সহ আরো ৪/৫	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনা মিথ্যা বলে প্রমানিত হয়।
১৭৫.	মোহাম্মদ আলী পিতা-মোসলেম মিয়া সাং-শিয়ালদী বরুড়া, কুমিল্লা।	০২-১০-২০০১ তারিখ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়া বাড়ীতে হামলা ভাংচুর লুটাপট, মা, বাবা ও ভাবীকে মারত্মক জখম করে, পুকুরের মাছ লুট ভয়ভীতি প্রদর্শন।	√১। মোঃ আবুল হাসেম সাবেক মেম্বার, পিতা-আঃ করিম, √২। মনির হোসেন, পিতা-আব্বাস আলী, √৩। আবুল হোসেন, পিতা-সিদ্দিকুর রহমান, √৪। তরব আলী, পিতা-আঃ সোবাহান সহ আরো ৪/৫ জন, সর্বসাং-বড় হরিপুর, বরুড়া, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৭৬.	মোঃ আকতারুজ্জামান পিতা-মৃত আকবার আলী সাং-বড় হরিপুর। বরুড়া, কুমিল্লা।	০২-১০-২০০১ তারিখ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়া বাড়ীতে হামলা ভাংচুর লুটাপট, মা, বাবা ও ভাবীকে মারত্মক জখম করে, পুকুরের মাছ লুট ভয়ভীতি প্রদর্শন।	√১। মোঃ আবুল হাসেম সাবেক মেম্বার, পিতা-আঃ করিম, √২। মনির হোসেন, পিতা-আব্বাস আলী, √৩। আবুল হোসেন, পিতা-সিদ্দিকুর রহমান, √৪। তরব আলী, পিতা-আঃ সোবাহান সহ আরো ৪/৫ জন, সর্বসাং-বড় হরিপুর, বরুড়া, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৭৭.	মোঃ নুরেআলম সিদ্দিকী পিতা-অজ্ঞাত সাং-বড় হরিপুর বরুড়া, কুমিল্লা।	০২-১০-২০০১ তারিখ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়া বাড়ীতে হামলা ভাংচুর লুটাপট, মা, বাবা ও ভাবীকে মারত্মক জখম করে, পুকুরের মাছ লুট ভয়ভীতি প্রদর্শন।	√১। মোঃ মিলন, পিতা-মৃত আলী আকবার, √২। মোঃ মোহন, পিতা-আঃ জব্বার, √৩। আব্দুল কুদ্দুছ, পিতা-মৃত আলী আকবার, √৪। ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক, পিতা-মৃত আঃ হামিদ, √৫। মোঃ তোফায়েল, পিতা-মৃত আনু মিয়া, সর্বসাং-বড় হরিপুর, বরুড়া, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৭৮.	চন্ডী রানী দে স্বামী-নিখিলেন্দু বিকাশ সরকার সাং-জয়নগর বরুড়া, কুমিল্লা।	বাড়ীঘর লুটপাট ভাংচুর চাদাদাবী, চাদা না দিলে হুমকি প্রদান প্রানের ভয়ে ২৫.০০ হাজার টাকা চাদা দিতে বাধ্য।	আলী আকবার ওরফে আশরাফির বাপ ও তার ছেলেরা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৯২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৭০ টি
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ২২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ২২ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০১ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত কুমিল্লা জেলার (চৌদ্দগ্রাম) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা কুমিল্লার স্মারক নং-৬৯৮১, তারিখঃ ২৪-০৮-২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৭৯.	মোঃ আবদুস ছালাম পিতা-মৃত নাজির আলী ভূইয়া সাং-নারানকুরি চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	চারদলীয় এম,পি আবু তাহেরের ছোট ভাই হারুনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়া বাজার আক্রমণ করিলে আমি আমার ওয়ার্কশপ ফেলিয়া চলিয়া যাই। সন্ত্রাসীগণআমার ওয়ার্কশপের সম্পূর্ন মালামাল লুট করিয়া নিয়া যায়।	√১। একরামুল হক হারুন, √২। মুনাইয়া, ৩। মোতালেব মেম্বার, √৪। কুশম, √৫। নুরুল আমিন, √৬। রাসেল, √৭। বাচ্চু মেম্বার, √৮। স্বপন সহ আরো ১৫/২০ জন, সর্বসাং-নারানকারী, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৮০.	মোঃ জসিম উদ্দিন ভূইয়া পিতা-মৃত মন্টু মিয়া সাং-মাসকারা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	বাড়ীতে হামলা, বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট আমাকে ও আমার ভাইকে মারধর করে ভাইয়ের ঘরে আগুন দেয়।	√১। বসর, √২। কামাল, √৩। হাসান, √৪। শহিদ, √৫। স্বপন, √৬। ছুটরু, √৭। আতিক, সর্বসাং-মাসকারা সহ আরো ১০/১৫জন, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৮১.	মোঃ জুয়েল পিতা-মোঃ মমিন উল্লাহ সাং-নোয়াগ্রাম চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	০২-১০-২০০১ তারিখ জগন্নাথ দিঘী ইউনিয়নের যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ কার্যালয় ভাংচুর বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য মালামাল লুট।	√১। মোঃ ইয়াছিন, √২। মোঃ মনির, √৩। মার্জন, √৪। মোঃ মোতলেব হোসেন, সর্বপিতা-অজ্ঞাত, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৮২.	মোঃ আবদুর রহমান বিপ্লব পিতা-মৃত আতাউর রহমান সাং-হাটবাইর চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	শারীরিক নির্যাতন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, মিথ্যা মামলায় হয়রানি।	√১। মাহাবুবুল হক, পিতা-কেরামত আলী, সাং-হাটবাইর, √২। সবির, পিতা-টুনা মিয়া, সাং-কাককরা, √৩। বাদল, পিতা-রফিক মিয়া, সাং-বড়দৈন, √৪। শামীম, পিতা-আঃ রব, সাং-বিজয় পাড়া, √৫। কাইয়ুম, পিতা-আঃ জব্বার, সাং-নোয়াগ্রামসহ আরো ১০/১২ জন, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৮৩.	কাজী মোজাম্মেল হক পিতা-কাজী আবুল হাসেম সাং-উজানমুরী চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	০৭-১১-২০০১ তারিখ মিথ্যা মামলায় হয়রানি করে পুলিশি নির্যাতন এবং কারাবাস, পুকুরের মাছে বিষ প্রযোগ।	স্থানীয় জামাত ও বিএনপি সন্ত্রাসী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং **বিএনপি'র** সমর্থিত।
১৮৪.	মোঃ শাহজাহান গং পিতা-মোঃ তাজুল ইসলাম সাং-কাছিয়া পুস্করনী চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	২৩-১০-২০০১ তারিখ আওয়ামী লীগ কর্মীর উপর নির্যাতন ১.৫০ লক্ষ টাকা চাদাদাবী করে সেই প্রেক্ষিতে নিকটস্থ থানায় মামলা করিতে গেলে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুহুল আমিন থানায় মামলা করতে দেয়নি। পেপার কাটিং আছে।	√১। এইচএনএম মোঃ সফিকুর রহমান, পিতা-মৃত সাবুদ আলী, √২। মোঃ আবুল কাসেম ডিলার, পিতা-মৃত ঝুলফু মিয়া, উভয় সাং-ধনিজ করা, √৩। মাওলানা আঃ আলিম, পিতা-মৃত আলী আশরাফ, √৪। মুন্সী মিয়া, পিতা-মৃত ওসমান আলী, সাং-তুলাপুস্করনী, সহ আরো ১০/১২ জন, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং **বিএনপি'র** সমর্থিত।
১৮৫.	মোঃ সিরাজুল হক পিতা-মৃত জন্তর আলী সাং-খাটরা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	২০-১২-২০০১ তারিখ আওয়ামী লীগ এর অফিস ভাংচুর ও লুটপাট করে। ভাংচুরের ছবি সংযুক্ত।	√১। বাচ্চু মিয়া, পিতা-সামছুল হক, সাং-বাটরা, √২। মেসকাত উদ্দিন, পিতা-মৌলভী আবদুস কুদ্দুস, সাং-রাজবল্লভপুর, √৩। আবুসায়েদ, পিতা-এতিম আলী, সাং-চাপাচৌ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং **বিএনপি'র** সমর্থিত।
১৮৬.	মোঃ রফিকুল ইসলাম পিতা-মৃত আঃ রশিদ সাং-দঃ কাইচ্ছুটি চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	বাড়ীঘর ভাংচুর লুটপাট পরিবারের লোকজনকে মারধর আমাকে মেরে ফেলার হুমকি।	√১। মহিউদ্দিন মুন্না, পিতা-মৃত আঃ মজিদ, √২। মোতালেব মেম্বার, পিতা-মৃত আঃ রশিদ, উভয় সাং-পূর্ব ডেকরা, √৩। মোঃ মমিন, পিতা-সেরু মাঝি, সাং-উত্তর লাটিমী, √৪। মোঃ কামাল উদ্দিন, পিতা-হোসেন মিয়াসহ আরো অনেকে সাং-উত্তর কাইচ্ছুটি, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং **বিএনপি'র** সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৮৭.	মোঃ বাহার উদ্দিন পিতা-মৃত দুদু মিয়া সাং-দক্ষিণ কাইচ্ছুটি চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	দোকান ও বাড়ীঘর ভাংচুর, লুটপাট, পরিবারের উপর শারীরিক নির্যাতন, থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশের দুব্যবহার, মামলার আশ্রয় নিতে গেলে জানে মেরে ফেলার হুমকি।	√১। হারুন, পিতা-মৃত সৈয়দ হায়দার আলী, সাং-পশ্চিম ডেকরা, √২। বাচ্চু মেম্বার, পিতা-আমীন মোল্লা, সাং-দৌপাখোলা, √৩। মাইনুদ্দিন মুন্না, পিতা-মৃত আঃ মজিদ, √৪। মোতালেব মেম্বার, পিতা-মৃত আঃ রশিদ, উভয় সাং-পূর্ব ডেকরা, √৫। মোঃ মমিন, পিতা-ছেরু মাঝি, সাং-উত্তর লাটিমীসহ আরো ৩/৪ জন, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং **বিএনপি'র** সমর্থিত।
১৮৮.	মোঃ সুমন পিতা-আবুল হাসেম সাং-দক্ষিণ কাইচ্ছুটি চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	বাড়ীতে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট, পরিবারের উপর শারিরীক নির্যাতন, আমাকে মারধর করে মৃত ভেবে রাস্তায় ফেলে চলে যায় এবং মামলা না করার জন্য হুমকি প্রদান করে।	√১। হারুন, পিতা-মৃত সৈয়দ হায়দার আলী, সাং-পশ্চিম ডেকরা, √২। বাচ্চু মেম্বার, পিতা-আমীন মোল্লা, সাং-দৌপাখোলা, √৩। মাইনুদ্দিন মুন্না, পিতা-মৃত আঃ মজিদ, √৪। মোতালেব মেম্বার, পিতা-মৃত আঃ রশিদ, উভয় সাং-পূর্ব ডেকরা, √৫। মোঃ মমিন, পিতা-ছেরু মাঝি, সাং-উত্তর লাটিমীসহ আরো ৩/৪ জন, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং **বিএনপি'র** সমর্থিত।
১৮৯.	মোঃ হারুনুর রশিদ পিতা-মৃত আঃ রহমান সাং-ঘাসিগ্রাম চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীদের উপর হামলা চালায়। তাদের আর্তনাদ শুনে আমি বাড়ী থেকে বের হলে আমার মাথায় গুলি করে, কিরিজ ও ধারালো অস্ত্র দ্বারা আমাকে কুপিয়ে অচেতন অবস্থায় ফেলে চলে যায়।	√১। আবদুল মতিন, পিতা-মোঃ রাজ্জাক, √২। মোঃ মীর হোসেন, পিতা-মোঃ সুয়া মিয়া, √৩। মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, পিতা-মৃত হোসেন আলী, √৪। মোঃ আঃ মমিন, পিতা-অজ্ঞাত, √৫। মোঃ সুয়া মিয়া, পিতা-অজ্ঞাত, √৬। জামাত নেতা ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মোঃ তাহের (সাবেক এম,পি) সর্বসাং-ঘাসিগ্রাম, চৌদ্দগ্রাম,	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং **বিএনপি'র** সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৯০.	মোঃ হারুন পিতা-সিরাজ সওদাগর সাং-মাসকরা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	০২-১০-২০০১ তারিখে জামাত শিবিরের সন্ত্রাসীরা বাড়ীঘরে হামলা ভাংচুর ও লুটপাট করে। ঘরের টিনে আগুন দেয়, মা বোনকে মারধর করে।	√১। ইকবাল, √২। ফারুক, সাং-ডবলা, √৩। মনির, √৪। মুন্সীয়া, √৫। শহিদ, সাং-চানকরা, √৬। ফারুক, √৭। মহিন, সাং-ফেলনা সহ আরো ১০/১২ জন, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৯১.	মোঃ আবু রশিদ পিতা-মৃত মাক্কু মিয়া সাং-শালুকিয়া চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	০২-১০-২০০১ তারিখে জামাত শিবিরের সন্ত্রাসীরা বাড়ীঘরে হামলা ভাংচুর ও লুটপাট করে। ঘরের টিনে আগুন দেয়, মা বোনকে মারধর করে।	√১। কবির আহমেদ, পিতা-আলী আহম্মদ, √২। আব্দুল সামাদ, পিতা-আলী আহম্মদ, সর্বসাং-আমাগড্ডা, √৩। মরন মিয়া, পিতা-কালু মিয়া, সাং-শালুকিয়া, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
১৯২.	মোঃ মুছা মিয়া পিতা- , সাং-চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	নির্মম শারীরিক নির্যাতনের স্বীকার	জামাত নেতা আবদুল্লাহ তাহেরের সন্ত্রাসী বাহিনী	মামলাটি আদালতে বিচারাধীন।
১৯৩.	মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী পিতা-মৃত শেখ আহমেদ চৌধুরী সাং-লুদিয়ারা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	১৩-১০-২০০১ তারিখ জামাত শিবিরের বাহিনী আমাকে গুলি করে চলে যায় এবং ছাত্রলীগ কর্মীরা আমাকে কুমিল্লা মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করে।	আসামীর সুনির্দিষ্ট নাম উল্লেখ নাই।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
১৯৪.	মোঃ হারিছ পিতা-আঃ সোবাহান সাং-লুদিয়ারা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	ঘরবাড়ী ভাংচুর, লুটপাট, আমাকে ও আমার পরিবারকে শারিরীক নির্যাতন, মিথ্যা মামলায় জেলহাজতে প্রেরণ।	আসামীর সুনির্দিষ্ট নাম উল্লেখ নাই।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
১৯৫.	মোঃ খোরসেদ আলম ভূইয়া পিতা-মৃত মাষ্টার আঃ গনি ভূইয়া সাং-নারানকুরী চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	আমার সেবা টেলিকম কার্যালয়ে হামলা চালাইয়া ভাংচুর রুটপাট করিয়া নেয় এবং নগদ ৫.০০০ হাজার টাকা লুট করে।	১। আঃ হামিদ, পিতা-মৃত আঃ ছাত্তার, ২। তোহিদ, পিতা-মৃত সিরাজ মিয়া, ৩। আইউব, পিতা-তাজুল ইসলাম, ৪। সলিম উল্লাহ, পিতা-মৃত নেয়াজ মিয়াসহ আরো ৪/৫ জন, সর্বসাং-নারানকুরী, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১৯৬.	আবুল কালাম ভূইয়া পিতা-মৃত মোঃ ইউনুছ মিয়া সাং-দঃ লদিয়ারা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	বসতবাড়ীতে হামলা ভাংচুর ও লুটপাট, দোকান ভাংচুর লুটপাট ছেলেকে মারধর।	স্থানীয় জামাত ও বিএনপি সন্ত্রাসী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
১৯৭.	মোঃ সিরাজুল হক পিতা-মৃত আব্দুর রহমান সাং-লক্ষিপুর চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	৫০.০০ হাজার টাকা চাদা দাবী করে দিতে অস্বীকৃতি জানালে আমার উপর নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তাদেরকে ৪০.০০ হাজার টাকা চাদা দিতে বাধ্য হই।	১। নুরুল আমিন, পিতা-মৃত সৈয়াদুর রহমান, ২। মোস্তাফিজুর রহমান, পিতা-মাহবুবর রহমান, ৩। জয়নাল আবেদীন, পিতা-মৃত আলী মিয়া, ৪। মোঃ হানিফ, পিতা-সিদ্দিকুররহমান, সর্বসাং-লক্ষীপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
১৯৮.	আবদুল মালেক পিতা-মৃত হাসি মিয়া সাং-লক্ষিপুর চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	৫০.০০ হাজার টাকা চাদা দাবী করে দিতে অস্বীকৃতি জানালে আমার উপর নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তাদেরকে ৪০.০০ হাজার টাকা চাদা দিতে বাধ্য হই।	১। নুরুল আমিন, পিতা-মৃত সৈয়াদুর রহমান, ২। মোস্তাফিজুর রহমান, পিতা-মাহবুবর রহমান, ৩। জয়নাল আবেদীন, পিতা-মৃত আলী মিয়া, ৪। মোঃ হানিফ, পিতা-সিদ্দিকুররহমান, সর্বসাং-লক্ষীপুর, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
১৯৯.	মোঃ সামছুল হক পাটোয়ারী পিতা-মৃত নূর মিয়া পাটোয়ারী সাং-নারানকুরী চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	আলকরা বাজারে ০২টি গরু বিক্রি করে ৪৬.০০ হাজার টাকা নিয়া বাড়ী যাবার পথে জামাত শিবিরের সন্ত্রাসীরা আমাকে ধরে নিয়ে মারধর করে উক্ত টাকা ছিনিয়ে নেয়।	১। স্বপন, পিতা-আঃ হাই, ২। কাজী, পিতা-আঃ রাজ্জাক পাটোয়ারী, ৩। তোহিদুল ইসলাম, পিতা-মৃত সিরাজ মিয়া, ৪। জাহাঙ্গীর, পিতা-মৃত সামছু মিয়াসহ আরো ৪/৫ জন সর্বসাং-নারানকুরী, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
২০০.	হাফেজ আহমেদ পিতা-আবদুল ছোবাহান সাং-লুদিয়ারা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	মিথ্যা মামলায় কারাবাস, দোকান পাট ভাংচুর ও লুটপাট এবং আমাকে ও আমার ছেলেকে মারধর।	আসামীর সুনির্দিষ্ট কোন নাম উল্লেখ নেই।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২০১.	মাষ্টার নজির আহমেদ পিতা-মৃত আসলাম মিয়া সাং-আলকরা চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	০১-১০-২০০১ ইং তারিখ আমার বাড়ীতে হামলা করে আমার ছেলে ইসমাইল মাষ্টার হইতে ৬০.০০ হাজার টাকা নিয়াছে বলিয়া মিথ্যা অপবাদ দিয়ে উক্ত টাকা ফেরৎ প্রদানের জন্য ভয়ভীতি প্রদান করে এবং আমার নিকট থেকে ২০.০০ হাজার টাকা চাঁদা নেন। চাদা না দিলে প্রানে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।	১। একরামুল হক মামুন সাবেক এমপি তাহেরের ছোট ভাই, ২। মুনাইয়া, ৩। কুসুম, ৪। রাসেল, ৫। নুরুল আমিন, সর্বপিতা-অজ্ঞাত, সর্বসাং-ডেকরাসহ আরো ১০/১২ জন, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে আসামীরা জড়িত বিএনপি জোট জামাত সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোর্ট উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।মোট অভিযোগের সংখ্যা		ঃ ১০ টি।
২।কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা		ঃ ০৯ টি।
৩।কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা		ঃ ০১ টি
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৯ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৯টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত কুমিল্লা জেলার (লাঙ্গলকোর্ট) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা কুমিল্লার স্মারক নং-৬৯৮১, তারিখঃ ২৪-০৮-২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২০২.	মোঃ বাবুল মিয়া আওয়ামী লীগ কর্মী ও ফল ব্যবসায়ী মাহিনী বাজার লাঙ্গলকোর্ট, কুমিল্লা।	ফলের দোকানে হামলা চালাইয়া ব্যপক ভাংচুর ও লুটপাট করিয়া আমাকে মারধর ।	আসামীর সুনির্দিষ্ট কোন নাম উল্লেখ নেই।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২০৩.	মোঃ কামরুল হোসেন মোল্লা পিতা-মৃত আঃ ছাত্তার মোল্লা সাং-কুকুরীখিল লাঙ্গলকোর্ট, কুমিল্লা।	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালাইয়া আমাকে মারধর করে এবং ব্যপক ভাংচুর ও লুটপাট করে। থানায় মামলা করতে গেলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন থানা হতে ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা পুনরায় আমার উপর হামলা চালায়।	স্থানীয় জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২০৪.	মোঃ সফিকুল ইসলাম পিতা-হাজী সিদ্দিকুর রহমান সাং-মাহিনী বাজার লাঙ্গলকোর্ট, কুমিল্লা।	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালাইয়া আমাকে মারধর করে এবং ব্যপক ভাংচুর ও লুটপাট করে। নগদ ৭.০০ লক্ষ টাকা লুট করে।	স্থানীয় জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২০৫.	মোঃ খোরসেদ আলম ভূইয়া পিতা-মফিজুর রহমান ভূইয়া সাং-দক্ষিণ মাহিনী লাঙ্গলকোর্ট, কুমিল্লা।	শারীরিক নির্যাতনসহ বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট পরিবারের সবাইকে মারধর ১ মাসের শিশু বোমার বিকট শব্দে কানের পর্দা ফেটে যায়। থানায় মামলা করতে গেলে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থানা থেকে বাহির করে দেয়।	√১। মোঃ হুমায়ুন কবির, পিতা-মৃত আব্দুল মালেক, √২। মোঃ কবির, পিতা-মৃত আব্দুল জব্বার, সর্বসাং-মাহিনী, নাঙ্গলকোর্ট, কুমিল্লা। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২০৬.	মোঃ সফিকুর রহমান হাজারী পিতা-মৃত হাজী সুলতান আহমদ সাং-উত্তর মাহিনী লাঙ্গলকোর্ট, কুমিল্লা।	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালাইয়া আমাকে মারধর করে এবং ব্যপক ভাংচুর ও লুটপাট করে প্রায় ৪,২৯,০০০/-টাকা নিয়া যায় এবং আমার নামে ০২টি মিথ্যা মামলা দায়ের করে	স্থানীয় জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২০৭.	মোঃ রফিক মিয়া পিতা-অজ্ঞাত মালয়েশিয়া হোটেল, মাহিনী বাজার নাঙ্গলকোর্ট, কুমিল্লা।	আওয়ামী লীগ এর সাথে জড়িত থাকার কারণে আমার মালয়েশিয়া নামক হোটেলে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করে।	স্থানীয় জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২০৮.	মোঃ আবদুস সোবাহান পিতা-অজ্ঞাত সাং-বাঙ্গড্ডা নাঙ্গলকোর্ট, কুমিল্লা।	আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করে নগদ ৬৫.০০ হাজার টাকা নিয়া যায় এবং আমাকে এলোপাথাড়ী কুপিড়ে রক্তাক্ত জখম করে।	স্থানীয় জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২০৯.	মাওলানা হাফেজ জামাল হাজারী পিতা-সিদ্দিকুর রহমান হাজারী সাং-রায়কোর্ট নাঙ্গলকোর্ট, কুমিল্লা।	বাগুড্ডা বাজারে আমার মোরগের খামার ভাংচুর ও লুটপাট করে এবং তালতলা মোরগের খামার লুটপাট করে মিথ্যা মামলা দায়ের করে বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে।	স্থানীয় জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২১০.	মোঃ নুরুল হক পিতা-অজ্ঞাত সাং-বাঙ্গড্ডা নাঙ্গলকোর্ট, কুমিল্লা।	ছেলের উপর শারীরিক নির্যাতন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর ও লুটপাট।	স্থানীয় জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০২ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত কুমিল্লা জেলার (চান্দিনা) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা কুমিল্লার স্মারক নং-৬৯৮১, তারিখঃ ২৪-০৮-২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২১১.	মোঃ সাদেক পিতা-আঃ আজিজ সাং-লক্ষীপুর চান্দিনা, কুমিল্লা।	আওয়ামী লীগ সমর্থন করায় ৫০.০০ হাজার টাকা চাদা দাবী করে এবং বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে।	√১। মোঃ শাহজাহান, পিতা-মোহাম্মদ আলী, √২। কবির হোসেন, পিতা-মৃত মুসলিম, √৩। হাবীব উল্লা, পিতা-মৃত আবুল হাসেম, √৪। ইয়াকুব, পিতা-আব্দুর রশিদসহ আরো ৪/৫ জন, সর্বসাং-লক্ষীপুর, চান্দিনা, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২১২.	মোঃ আলী আশরাফ পিতা-আকমত আলী সাং-কৈলান চান্দিনা, কুমিল্লা।	বাড়ীঘরে হামলা ভাংচুর লুটপাট, আমাকে ভয়ভীতি দেখাইয়া জমি দখল যার মূল্য ২.০০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে ৫০.০০ হাজার টাকা চাদা দাবী।	√১। হাবীব উল্লা, পিতা-আবুল হাসেম, √২। আলী ইমাম বুলু, পিতা-এস্কান্দার, √৩। মোঃ ইয়াকুব, পিতা-আব্দুর রশিদ, √৪। মোঃ জামাল, পিতা-মোঃ আলী, √৫। খোরসেদ আলম, পিতা-হাবীব উল্লাহসহ আরো ২০/২৫ জন, সর্বসাং-কৈলান, চান্দিনা, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত কুমিল্লা জেলার (দাউদকান্দি) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা কুমিল্লার স্মারক নং-৬৯৮১, তারিখঃ ২৪/০৮/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২১৩.	মোঃ শাহ আলম পিতা-মোঃ খোরসেদ আলম সাং-মহিষমারী দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	১১-১১-২০০১ তারিখ আমাকে প্রকাশ্যে মেরে ফেলার জন্য বন্দুক নিয়ে বাড়ীতে আসে আমি ঘরের ভিতর লুকিয়ে থাকলে বন্দুক দিয়ে গুলি করে ঘরের টিন ঝাঝরা করে দেয় এবং ২.০০ লক্ষ টাকা চাদার দাবীতে আমার আইসক্রীম ফ্যাক্টরী বন্ধ করে দেয়।	১। মোঃ মাহাবুব আলম, পিতা মৃত এমদাদুল হক, সাং-মহিষমারী, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনা মিথ্যা প্রমানিত হয়।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত কুমিল্লা জেলার (সদর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা কুমিল্লার স্মারক নং-৬৯৮১, তারিখঃ ২৪-০৮-২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২১৪.	পীর জামাতা মাষ্টার আলী আজম মজুঃ পিতা-মৃত আবদুল গনি মজুমদার সাং-ভুশ্চী আজমনগর সদর, কুমিল্লা।	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নৌকা প্রতীকের অফিস হওয়ায় ভাংচুর ও লুটপাট করে সমবায় কমপ্লেক্স এর মালামাল লুট ও গুলিবর্ষণ।	√১। মোঃ আব্দুল মালেক, পিতা-আলী আকবার, √২। মোঃ আবুল হারেছ ভুইয়া, পিতা-মৃত লাল মিয়া, ভুইয়া, √৩। মমতাজ উদ্দিন ভুইয়া, পিতা-লাল মিয়া ভুইয়া, সর্বষাং-ভুচ্ছি, সদর, কুমিল্লা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে কুমিল্লা জেলায় গত ০১-১০-২০০১ তারিখ হইতে ৩১-১২-২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
২১৫.	সুরুজ মিয়া পিতা-মৃত চাঁন মিয়া গ্রাম ঃ বাতাঘাছি। চান্দিনা, কুমিল্লা। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১৬-১০-২০০১ ইং তারিখ সকাল ০৭০০ ঘটিকার সময় সুরুজ মিয়া বাজারের ব্যাগ নিয়ে বাজারে গেলে আসামী বিএনপির সমর্থিত কর্মী ১। রাজ্জাক, ২। মান্নান, উভয় পিতা-মোহাম্মদ আলী, ৩। জাকির, পিতা-ফজলু মিয়া, ৪। রফিক, পিতা-সেকান্দার আলীসহ সর্বমোট ১৮ জন, সর্বসাং-বাতাঘাসি, চান্দিনা, কুমিল্লাদের সহিত কথা কাটাকাটি হয় পরে তিনি বাজার হইতে নিজ বাড়ীতে আসার পর উক্ত আসামীরা পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে ভিকটিমের বাড়ীতে বেআইনীভাবে প্রবেশপূর্বক ঘরের জিনিষ পত্র লুটপাট চুরি ক্ষতিসাধন করিয়া নিয়ে যায় এবং সুরুজ মিয়াকে মারধর করিয়া মারাত্মক জখম করিয়া হত্যা করে।	চান্দিনা থানার মামলা নং-১৩, তাং-১৬-১০-২০০১ ধারা ১৪৭/৪৪৭/৪৪৮/ ৩৭৯/৩৮০/৩০২/৪২৭/৩৪	সি/এস নং-৬২, তারিখ ২০/৬/০২ ধারা ১৪৭/৪৪৭/ ৪৪৮/৪৭৯/৩৮০/ ৩০২/ ৪২৭/৩৪	আসামীরা সকলেই চারদলীয় সমর্থক

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
২১৬.	ইব্রাহিম খলিল ইবু ছাত্রলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা।	গত ১৩-১২-২০০২ ইং তারিখ রাত ৯.০০ ঘটিকার সময় সেনা সদস্যরা তাকে কোটবাড়ীর রামপুরের বাসা হতে গ্রেফতার করে। ১৪-১২-২০০২ ইং তারিখ সেনা সদস্যরা তাকে আহত অবস্থায় থানায় সোপর্দ করে পুলিশ তাকে কচাইখালী হাসাপাতালে ভর্তি করেন। সেইখানে অবস্থার অবনতি হলে ১৬-১২-২০০২ ইং তারিখ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত ৯.০০ ঘটিকার সময় ইব্রাহিম খলিল মৃত্যুবরণ করেন।	সেনা সদস্যদের নির্যাতনের স্বীকার।		দৈনিক যুগান্তর ১৭/১২/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কক্সবাজার জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৮ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৯ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৯টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০১টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা(সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৭ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৩ টি
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৪ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০১টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত কক্সবাজার জেলার (চকরিয়া) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা কক্সবাজার স্মারক নং-৪৫১২, তারিখঃ ২৬-০৮-২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২১৭.	মোঃ ইসহাক গং সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদ মালুমঘাট, চকরিয়া, কক্সবাজার।	বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংসদ ও মালুমঘাট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে হামলা চালায়, ভাংচুর, লুটপাট করে জাতির জনকের ছবিসহ অফিসের যাবতীয় মালামাল, রেকর্ডপত্র ধ্বংস করে। ৮৫ টি দোকানের মালামাল প্রকাশ্যে লুটপাট করে নিয়ে যায়। মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাবাস। মামলা নং-১৬, তাং-১৫/১০/২০০১ ও মামলা নং-২৪, তাং-২১/১০/২০০১।	√১। নজির আহমদ, পিতা-মোঃ হোছন, √২। নুরুল আলম, পিতা-কবির আহমদ, √৩। আমির হোছন, পিতা-মোঃ হোচান, √৪। বাহাদুর মিয়া, পিতা-জামাল উদ্দিন, √৫। ছৈয়দ করিম, পিতা-আঃ জব্বার, √৬। মোঃ রফিক, পিতা-মোঃ জামাল উদ্দিন, √৭। শাহাব উদ্দিন, পিতা-বশির আহমদসহ আরো ১০/১২ জন সর্বসাং-ডুমখালী মালুমঘাট, চকরিয়া, কক্সবাজার।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত কক্সবাজার জেলার (কুতুবদিয়া) উপজেলার অভিযোগের বিবরণঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২১৮.	মোঃ কালা মিয়া পিতা-মৃত উজির আলী সাং-সন্দ্বিপীপাড়া কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।	বসতবাড়ী আগুন দিয়া পুড়িয়ে দেয়, অত্যাচার, নির্যাতন, জুলুমবাজি আরম্ভ করে, এমনকি আমাকে আমার স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূকে পর্যন্ত বেদম মারধর করে।	১। ছাবের আহম্মদ, পিতা-মৃত আজিজুর রহমান, ২। মোজাফ্ফর আহমদ, পিতা-মৃত খোশমত আলী, ৩। আবু ছৈয়দ, পিতা-মৃত ঠান্ডা মিয়া, ৪। আফজাল আহমদ, পিতা-মৃত ছালামত উল্লাহ সহ আরো অনেকে, সর্বসাং-সন্দ্বিপী পাড়া, আলী আকবার ডেইল, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় উল্লিখিত আসামীরা বিএনপি সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত কক্সবাজার জেলার (রামু) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা কক্সবাজার স্মারক নং-৪৫১২, তারিখঃ ২৬-০৮-২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২১৯.	মোঃ আনু মিয়া পিতা-মৃত সুলতান আহম্মদ সাং-ছোট জামছড়ি রামু, কক্সবাজার।	আওয়ামী লীগে ভোট দেওয়ার কারণে বসতবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট, আমাকে আমার স্ত্রী কে এবং দুই ছেলেকে দা দিয়ে কোপ, লাঠি দিয়ে আঘাত বর্তমানে আমি পঙ্গু হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীনযাপন করিতেছে।	মৌলভী মোক্তার আহম্মদ বর্তমানে উক্ত ইউনিয়নের বিএনপি'র সভাপতি ও চেয়ারম্যান।	অভিযোগের ঘটনার তারিখ ২০০১ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রায় ০৮ মাস পরের ঘটনা এটি কোন রাজনৈতিক ঘটনা নয় সম্পর্ন পারিবারিক ও সামাজিক ঘটনা বলে তদন্তে জানা যায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন শাখার আনু মিয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কিংবা এর কোন অংগ সংঘঠনের নেতাকর্মী কিংবা সমর্থক ছিলনা বলে জানা যায়।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত কক্সবাজার জেলার (সদর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা কক্সবাজার স্মারক নং-৬৩০৯/৭৮-২০০০, তারিখঃ ০২-১২-২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২২০.	সাবেকুন্নাহ স্বামী-মোঃ রুবেল সাং-ইছুলের ঘোনা পাহাড়তলী, কক্সবাজার। আওয়ামী লীগ কর্মীর স্ত্রী	গত ২১-০৪-২০০২ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ২২০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসীরা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ভিকটিম রুবেল, পিতা-আঃ হামিদ, সাং-এসএম পাড়া ইছুলের ঘোনা, পাহাড়তলী, কক্সবাজার ছাত্রলীগ কর্মীকে নিয়া আসামীরা জোর পূর্বক চাপিয়া ধরিয়া সুপারী কাটার ছত্রা দিয়া ভিকটিমের ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং তর্জনী সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া গুরুতর জখম করে। আসামীরা রুবেলের মৃত্যু হয়েছে ভাবিয়া তাকে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে চলে যায়।	১। জব্বার, পিতা-আনোয়ারুল হক, সাং-বাদসা ঘোনা, ২। জাকির মোস্তফা, পিতা-আবুল বাসার, সাং-দঃ গোনারপাড়া, ৩। শাহজাহান, পিতা-এ্যাডঃ মোহাম্মদ হোসেন, সাং-ঘোনারপাড়া, ৪। সিরাজ, পিতা-কাসেম আলী, ৫। আব্দুল করিম, পিতা-মৃত হোসেন, ৬। বসর, পিতা-কাসেম আরী, ৭। শওকত, পিতা-আবুল বসর, ৮। রহিম মিস্ত্রী, পিতা-অজ্ঞাতসহ মোট ১৭ জন। পাহাড়তলী, কক্সবাজার।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। মামলা হয়েছে।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত কক্সবাজার জেলার (উখিয়া) উপজেলার অভিযোগের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২২১.	নিরোধ বরন বড়ুয়া (অবঃ) শিক্ষক পিতা-অজ্ঞাত সাং-রুমখা পালং বড়ুয়া পাড়া উখিয়া, কক্সবাজার।	গত ০৭-১০-২০০১ ইং তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসীরা নিরোধ বরন বড়ুয়াকে নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে মারধর করে চরম অসম্মান করে এবং সারাশরীরে গরুর বিষ্টা লাগিয়ে দেয়।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে কক্সবাজার জেলায় গত ০১-১০-২০০১ তারিখ হইতে ৩১-১২-২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
২২২.	নুরুল আফসার যুবলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-চকরিয়া দরবেশ কাটা সদর, কক্সবাজার।	চকরিয়া জোট কর্মীদের দেয়া মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারের পর জেল হাজতে **প্রেরণ**করেন এবং পুলিশ বেদম মারধর ও নির্যাতন চালায় জেল হাজতে উপর্যুপরি চিকিৎসা না পেয়ে গত ০৯-০৫-২০০২ ইং তারিখ সকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।			দৈনিক জনকণ্ঠ ১০/০৫/২০০২ প্রকাশিত
২২৩.	মোঃ রুবেল যুবলীগ কর্মী সাং-বৈদ্যের ঘোনা সদর, কক্সবাজার।	গত ১৭-০৪-২০০২ ইং তারিখ সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল তাকে কক্সবাজার শহরের বৈদ্যের ঘোনা এলাকা থেকে তুলে নিয়ে হাতের দুইটি করে চারটি আঙ্গুল কেটে ফেলে এবং জীবন্ত বস্তার ভিতর ভরে লোহার রড দিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞাহীন ভাবে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে পরবর্তী তে তার মৃত্যু হয় এর পর সন্ত্রাসীরা তার লাশ বস্তাবন্দী অবস্থায় ঘোনার পাড়া গহীন পাহাড়ের গুহায় ফেলে দেয়।	সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল।		দৈনিক জনকণ্ঠ ২১/০৪/২০০২ প্রকাশিত
২২৪.	মঞ্জুর হোসেন ছাত্রলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-বালুখালী উখিয়া, কক্সবাজার।	বালুখালীতে ছাত্রলীগ নেতা ফজল কাদের এর মালিকানাধীন ২৪ একর চিংড়ী ঘের বিএনপি নেতা অধ্যাপক আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী অবৈধ দখল নেওয়ার চেষ্টা করলে বিষয়টি রাজনৈতিক রূপ নেয় এনিয়ে ১০-০২-২০০২ ইং তারিখ চিংড়ী ঘের এলাকায় দুপক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। উক্ত সংঘর্ষে ভিকটিম মঞ্জুর হোসেন প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত হন।	বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডার।		দৈনিক যুগান্তর ১১/০২/২০০২ প্রকাশিত

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে ফেনী জেলায় প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১১১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৭৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৩৬ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ ০১ টি।
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ৭২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ২৬ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ৪৮টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ১৫ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ১৪ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ ০১ টি।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৬০ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৩৮ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২২টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ৩৮ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ৩৮ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত ফেনী জেলার (সোনাগাজী) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা ফেনী স্মারক নং-৩৬৯০, তারিখঃ ০৫-০৯-২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২২৫.	মোঃ বেলায়েত হোসেন পিতা-ওমর আলী সাং-ছাড়াইয়েতকান্দি সোনাগাজী, ফেনী।	০২-১০-২০০১ তারিখে চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা আমাকে শারীরিক নির্যাতন মারধর করা,	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২২৬.	মোঃ কবির আহম্মদ পিতা-জাকির হেসেন সাং-ছাড়াইয়েতকান্দি সোনাগাজী, ফেনী।	০২-১০-২০০১ তারিখে চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা আমাকে শারীরিক নির্যাতন মারধর করা,	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২২৭.	মোঃ ওবায়দুল হক পিতা-মৃত আঃ ছালাম সাং-ছাড়াইয়েতকান্দি সোনাগাজী, ফেনী।	০২-১০-২০০১ তারিখে চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা আমাকে শারীরিক নির্যাতন মারধর করা,	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২২৮.	মোঃ সফি উল্লাহ পিতা-মৃত মোখলেছুর রহমান সাং-ছাড়াইয়েতকান্দি সোনাগাজী, ফেনী।	০২-১০-২০০১ তারিখে চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা আমাকে শারীরিক নির্যাতন মারধর করা,	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২২৯.	মোঃ ওয়াজেদ উল্লাহ পিতা-মৃত হাজী তোফাজ্জল সাং-ছাড়াইয়েতকান্দি সোনাগাজী, ফেনী।	০২-১০-২০০১ তারিখে চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা আমাকে শারীরিক নির্যাতন মারধর করা,	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৩০.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম পিতা-নুরুল ইসলাম সাং-ছাড়াইকান্দি সোনাগাজী, ফেনী।	০২-১০-২০০১ তারিখে চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা আমাকে আমাকে মনগাজী বাজার হইতে ডেকে নিয়ে যায় এবং আমার দুই হাত ভেঙ্গে ফেলে পরবর্তী তে মনগাজী বাজার সংলগ্ন দোকান লুটপাট করে।	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২৩১.	মোঃ এনামুল হক পিতা-মৃত ছিদ্দিকুর রহমান সাং-ছাড়াইয়েতকান্দি সোনাগাজী, ফেনী।	০২-১০-২০০১ তারিখে চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা আমাকে শারীরিক নির্যাতন মারধর করা,	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২৩২.	মোঃ আঃ সালাম খোকন পিতা-আবদুর রাজ্জাক সাং-পশ্চিম ছাড়াইতকান্দি সোনাগাজী, ফেনী।	মিথ্যা মামলায় আসামী করে গ্রেফতার করিয়ে অমানসিক পুলিশি নির্যাতন করাইয়া কারাবাস করায়। বসতবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করে।	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২৩৩.	মোঃ জমসেদ আলম ফিরোজ পিতা-সাহাআলম ভূইয়া সাং-সেনের খিল সোনাগাজী, ফেনী।	দারোগার হাট বাজারে দুই দুই বার আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। পনের টি দোকার পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, আওয়ামী লীগ সভাপতি হওয়ার কারণে দোকানে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং লুটপাট করে।	আসামীর সুনির্দিষ্ট নাম উল্লেখ নেই।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনা মিথ্যা প্রমানিত হয়।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৩৪.	মোঃ এনামুল হক পিতা-মৃত মৌলভী আঃ কাদের সাং-আহম্মদপুর সোনাগাজী, ফেনী।	আমার তিন ছেলেকে পর্যায়ক্রমে মারধর করে এবং আমার বাড়ীঘরে আসিয়া পরিবারের সবাইকে মারধর করিয়া মুক্তিযোদ্ধাসনদপত্র সহ জায়গা জমিনের কাগজপত্র নিয়া যায় এবং আহম্মদপুর বাজার সংলগ্ন বিস্কুট ফ্যাক্টরী ও চায়ের দোকান লুটপাট করে।	√১। মোঃ জাহাঙ্গীর, পিতা-জাকির আহমেদ, সাং-চরলামছি, √২। মোঃ বেলাল, পিতা-মৃত মনির আহমেদ, সাং-চরকৃষ্ণ জয়, সোনাগাজী, ফেনী। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৩৫.	মোঃ আব্দুর রব পিতা-মৃত মোহাম্মদ মিয়া সাং-আহম্মদ পুর সোনাগাজী, ফেনী।	আমার তিন ছেলেকে পর্যায়ক্রমে মারধর করে এবং আমার বাড়ীঘরে আসিয়া পরিবারের সবাইকে মারধর করিয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র-সহ জায়গা জমিনের কাগজপত্র নিয়া ও ০২টি হালের গরু নিয়া যায়।	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২৩৬.	মোঃ আবুল কাসেম পিতা-মৃত আঃ আজিজ সাং-আহম্মদ পুর সোনাগাজী, ফেনী।	নির্বাচনের ১৫/২০ দিন পর বসতবাড়ীতে হামলা ভাংচুর, লুটপাট বাজারের দোকান লুটপাট আমাকে বেধেঁ মারধর ।	√১। মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা-মৃত আঃ খালেক, সাং-আহম্মদপুর, √২। মোঃ আবুল কাসেম, পিতা-মৃত আঃ ছাত্তার, সাং-চরএলাহী, সোনাগাজী, ফেনী। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৩৭.	মোঃ রেজাউল করিম মাসুদ পিতা-মৃত আব্দুর শুকুর সাং-আহম্মদপুর সোনাগাজী, ফেনী।	বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট, চাদাদাবী, অকথ্যভাষায় গালিগালাজ প্রাণনাশের হুমকি।	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৩৮.	মোঃ হারুন-অর-রশিদ পিতা-মৃত ফজলুল করিম সাং-চরগনেশ সোনাগাজী, ফেনী।	০১-১১-২০০১ তারিখ আমার ভাইয়ের দোকানে হামলা চালাইয়া অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায় এক পর্যায়ে মারধর করিয়া গুরুতর জখম করে হত্যার চেষ্টা করে, ভাইয়ের নিকট ৬০.০০ হাজার টাকা জোর পূর্বক নিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে সোনাগাজী হাসপাতালে নিয়ে যায়।	√১। ইমাম গাজ্জালী শিবলু, পিতা-আইউব মিয়া, √২। আজিজুল হক, পিতা-আবদুস সোবাহান, √৩। মোঃ জেবল হক, পিতা-জালাল আহমদ, √৪। জনি, পিতা-হোসেন আহমদ, √৫। শিপলু, পিতা-মৃত আঃ খালেকসহ আরো ৪/৫ জন সর্বসাং-পূর্বতুলাতলী, সোনাগাজী, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৩৯.	মোঃ নুরুল আফসার পিতা-মৃত আবু আহমেদ সাং-চরগনেশ সোনাগাজী, ফেনী।	০৭-১০-২০০১ তারিখ ১৫/২০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী আমার বাড়ীতে হামলা দিয়ে পরিবারের লোকদের উপর অমানসিক নির্যাতন ও মারধর করে হাত, পা বেধেঁ ঘরের যাবতীয় মালামাল নিয়ে যায়।	√১। মোঃ দুলাল, পিতা-আঃ রশিদ, সাং-চরগনেশ, √২। মোঃ বাহার, পিতা-ঈমান আলী, সাং-তুলাতলি, সোনাগাজী, ফেনী। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৪০.	মোঃ রসুল আহমেদ পিতা-মৃত আঃ খালেক সাং-চরচুব্বা, সোনাগাজী, ফেনী।	আমার দুই ছেলেকে মারধর মেয়েকে নির্যাতন সবাইকে বেধে ঘরবাড়ী লুটপাট ভাংচুরসহ মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট নিয়ে যায়।	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২৪১.	মোঃ মোশারফ হোসেন পিতা-সাহাব উদ্দিন সাং-চরখোয়াজ সোনাগাজী, ফেনী।	০২-১০-২০০১ তারিখ আমার বৃদ্ধ পিতা এবং ছোট ভাইকে মারধর করে গুরুতর জখম করে ৫০.০০ হাজার টাকা চাদাদাবী করে। পুকুরের মাছ লুট করে নিয়ে যায়। ১২টি মহিষ ও ৪টি গরু নিয়ে যায়।	√১। শীর্ষ সন্ত্রাসী বোরহান উদ্দিনের নেতৃত্বদানকারী, পিতা-বেলায়েত হোসেন, √২। মানিক, পিতা-মোঃ মোস্তফা, সর্বসাং-সুজাপুর, √৩। মামুন, পিতা-অজ্ঞাত সহ আরো ২০/৩০ জন, সোনাগাজী, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৪২.	মোঃ রুহুল আমিন পিতা-মৃত মকবুল আহমদ সাং-চরচান্দিয়া সোনাগাজী, ফেনী।	০৫-১১-২০০১ তারিখ রাতে ২০/২৫ জন সন্ত্রাসী বাড়ীতে আক্রমণ করে অমানসিক নির্যাতন করে ঘরবাড়ীর আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়, ভাংচুর করে এ বিষয়ে মামলা করি সন্ত্রাসীরা ভয়ভীতি দেখিয়ে মামলা প্রত্যাহার করে নেয়।	√১। মোঃ মাসুদ, পিতা-বাসু মিয়া, √২। বোমা সিরাজ, পিতা-বজু মিয়া, √৩। মোঃ রুবেল আমিন, পিতা-আব্দুর রশিদ কসাই, সর্বসাং-চরচান্দিয়া, সোনাগাজী, ফেনী। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৪৩.	গাজী সালাউদ্দিন পিতা-মৃত আব্দুর রশিদ সাং-চরচান্দিয়া সোনাগাজী, ফেনী।	৩১-১২-২০০১ তারিখ আমাকে এবং আমার পুত্রকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বাড়ীতে হামলা চালায় আমাদেরকে না পেয়ে আমার ০৮ মাসের অন্তসত্তা স্ত্রী কে মারধর করে।	√১। মোঃ সোলায়মান, পিতা-মৃত সেকান্দার, √২। মোঃ গবি, পিতা-মৃত জেবল হক, সর্বসাং-চরচান্দিয়া, সোনাগাজী, ফেনী। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৪৪.	মোঃ আঃ মালেক পিতা-মৃত সুলতান আহমদ সাং-চরচান্দিয়া সোনাগাজী, ফেনী।	২০/২৫ জন সন্ত্রাসী দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে পরিবারের সকলকে মারধর করে বেধে ফলে এবং যাবতীয় মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২৪৫.	মোঃ আমির হোসেন খোকন পিতা-হাপেজ উল্লাহ সাং-চরচান্দিয়া সোনাগাজী, ফেনী।	আমার বসতবাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়া হামলা করে আমার মা, ভাই ও বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন করে আমাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া লোহার রড দিয়া হত্যার উদ্দেশ্যে গুরুতর ভাবে আহত করে।	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৪৬.	মোঃ মিজানুর রহমান সাজল পিতা-মৃত আজিজুল হক সাং-পূর্ব বড়ধলি, সোনাগাজী, ফেনী।	আমার দুই ভাই এবং আমার চাচাত ভাইকে দফায় দফায় মারধর করিয়া গুরুতর জখম করে পরবর্তী তে বাড়ীঘরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর লুটপাট করে এবং পুকুরের মাছ লুট করে নিয়ে যায়।	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২৪৭.	মোঃ ইসমাইল হোসেন পিতা-মৃত বজলের রহমান সাং-পালগিরী সোনাগাজী, ফেনী।	২০০১ সনের নির্বাচনেরর পরপর বসতবাড়ী লুট ও ভাংচুর।	√১। আবদুস সুফিয়ান, পিতা-মোঃ ইদ্রিস, সাং-ভোয়াগ, √২। জিয়া, পিতা-আবদুল হাদী, সাং-পালগিরী, √৩। নুরনবী, পিতা-মৃত আবুল খায়ের, সাং-মহেষচর, √৪। কামাল উদ্দিন স্বপন, পিতা-আবুল বাসার, সাং-মহেষচরসহ আরো ২০/২৫ জন, সোনাগাজী, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৪৮.	মোঃ আবুল বাসার পিতা-মৃত খোরসেদ আলম সাং-সুলাখালী সোনাগাজী, ফেনী।	০৫-১০-২০০১ তারিখ ১০/১৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাড়ীঘর ঘেরাও করে আমাকে মেরে ফেলার জন্য হামলা দেয় পরিবারের উপর অমানসিক নির্যাতন ও মারধর করে, বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে ৫০.০০ হাজার টাকা চাদাদাবী করে।	√১। মোঃ আব্দুস শুকুর, পিতা-সদিকের রহমান, √২। মোঃ উমর ফারুক, পিতা-কাতু মিয়া, সর্বসাং-সুলাখালী, সোনাগাজী, ফেনী। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৪৯.	কমান্ডার গোলাম রসুল পিতা-মৃত আবদুল জলিল সাং-পূর্বসাতবাড়ীয়া সোনাগাজী, ফেনী।	চাদাবাজি এলাকা ছাড়া মালামাল লুট। পেপার কাটিং আছে।	√১। শিপন প্রকাশ, √২। স্বপন, উভয় পিতা-মৃত আঃ মান্নান, √৩। মিজান, পিতা-মৃত মোঃ মোস্তফা, √৪। আকবার, পিতা-খোকন, √৫। রিপন, পিতা-আঃ মান্নান, সর্বসাং-পূর্ব সাদবাড়ীয়া, সোনাগাজী, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৫০.	মোঃ হোসেন আহমদ পিতা-মমতাজ উদ্দিন সাং-পশ্চিম মির্জাপুর সোনাগাজী, ফেনী।	রাত আনুমানিক ২.০০ ঘটিকার সময় আমার বসত বাড়ী ঘিরে ফেলে আমার স্ত্রী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে স্ত্রীকে মারধর করে আমাকে চোখ বাধিয়া নিয়া এলোপাথাড়ী মারধর করে।	√১। আবুবক্কর সিদ্দিক, পিতা-মৃত আঃ মালেক, √২। নুরআলম, পিতা-মৃত কাতু মিয়া, উভয় সাং-পশ্চিম মির্জাপুর, √৩। কামরুল ইসলাম, পিতা-আঃ মান্নান, √৪। লাল কাশেম, পিতা-আঃ হক, সর্বসাং-সমপুর, সোনাগাজী, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৫১.	একেএম মনির গাজী পিতা-মৃত হাবীবুল্লাহ পন্ডিত সাং-ফতেপুর সোনাগাজী, ফেনী।	শারীরিক নির্যাতন, বাড়ীঘর ভাংচুর, লুটপাট	১। মোঃ সরোয়ার হোসেন, পিতা-মৃত বদু মিয়া, সাং-নবাবপুর, √২। রসুল আহমদ, পিতা-মৃত মমতাজ উদ্দিন, সাং-রঘুনাথপুর, √৩। মোঃ ফারুক, পিতা-রসুল আহমদ, সাং-নাজিরপুরসহ আরো অনেকে।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৫২.	মোঃ জাকির হোসেন পিতা-আঃ রব সাং-সুজাপুর সোনাগাজী, ফেনী।	আমাকে মনগাজী বাজার হইতে ডেকে নিয়ে যায় এবং আমার দুই হাত ভেঙ্গে ফেলে পরবর্তী তে মনগাজী বাজার সংলগ্ন দোকান লুটপাট করে।	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৫৩.	ডাঃ বরকত উল্লাহ পাটোয়ারী পিতা-মৃত মোঃ ইচাহাক মিয়া সাং-জিতপুর সোনাগাজী, ফেনী।	শারীরিক নির্যাতন মারধর করা,	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২৫৪.	মোঃ আবদুল হক পিতা-মৃত মোঃ সোলায়মান সাং-চরমুয়াজ সোনাগাজী, ফেনী।	শারীরিক নির্যাতন মারধর করা,	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২৫৫.	এবি সিদ্দিকী পিতা-মৃত মোঃ সেখ আহম্মদ সাং-সুজাপুর সোনাগাজী, ফেনী।	শারীরিক নির্যাতন মারধর করা,	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২৫৬.	ডাঃ মোঃ কামাল উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, চরমজলেশপুর ইউনিয়ন শাখা, সোনাগাজী, ফেনী।	বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট, চাদাদাবী, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ প্রাণনাশের হুমকি।	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২৫৭.	মোঃ নুরমোহাম্মদ প্রকাশ সেলিম পিতা-মৃত মোঃ সাহাআলম সাং-মতিগঞ্জ সোনাগাজী, ফেনী।	সন্ত্রাসীরা বাড়ীঘর ঘেরাও করে আমাকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে হামলা করে আমি ভয়ে পালিয়ে যাই সন্ত্রাসীরা আমাকে না পেয়ে পরিবারের সকলের উপর নির্যাতন বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে।	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৫৮.	মোঃ আজিজুল হক পিতা-মোঃ নুরুল ইসলাম সাং-চরলক্ষিগঞ্জ সোনাগাজী, ফেনী।	আমাকে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে মারধর করে গুরুতর অবস্থায় ফেলে দেয়, স্থানীয় লোকজন আমাকে উদ্ধার করে ফেনী হাসপাতালে ভর্তি করেন।	১। ফারুক হোসেন, পিতা-রুহুল আমিন, ২। আবুল কালাম, পিতা-আঃ সোবাহান, উভয় সাং-চরলক্ষিগঞ্জ, ৩। জসীম উদ্দিন, পিতা-আবুল কালাম, সাং-চান্দলা, সোনাগাজী, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
২৫৯.	ওয়াজি উল্লাহ পিতা-মৃত সৈয়দ আহমদ সাং-বিষ্ণুপুর সোনাগাজী, ফেনী।	০৩-১০-২০০১ তারিখ আমার স্ত্রী, ভাই এর উপর অমানসিক নির্যাতন করে বাড়ীঘর ভাংচুর লুটপাট করে এবং বৃদ্ধ মাতা ও ছেলেকে আহত করে বাড়ীর দেকান ভাংচুর লূটপাট করে। ৩১-০৫-২০০২ তারিখ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে মারধর অশ্লিলতাহানি ও ভাংচুর লুটপাট করে। মামলা নং-০১, তাং-০১-০৬-২০০১।	১। জসীম উদ্দিন, পিতা-মৃত আবুল কালাম, সাং-চান্দলা, ২। ওসমান গনি, পিতা-সফি উল্লাহ, ৩। মোঃ একরাম, পিতা-অলি আহম্মদসহ আরো ৪/৫ জন। সর্বসাং-রাঘবপুর, সোনাগাজী, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে। ।
২৬০.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন খন্দকার পিতা-করিম উল্লাহ সাং-চরলক্ষীগঞ্জ সোনাগাজী, ফেনী।	রাস্তার উপর গুলি করে এলোপাথাড়ী কোপাইয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া মারিয়া চটের বস্তার ভিতর ভরিয়া ফেনী নদীতে ফেলে দেয়। আমার বাবা, মা, ভাই ও বোন কে নির্যাতন করে প্রাণ নাশের হমকি দিলে আমি মাটি রাঙ্গা গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করি।	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৬১.	মোঃ আইউব খান প্রকাশ রফিক সভাপতি আওয়ামী যুবলীগ ৭নং সোনাগাজী সদর ইউনিয়ন সোনাগাজী, ফেনী।	নির্বাচনের পর আচানকভাবে ৪০/৫০ জন সশস্ত্র লোক অবৈধবাবে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রাণে মারার জন্য এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। এতে আমার ডান পায়ে বন্দুকের কয়েকটি চররা গুলি বৃদ্ধ হলে আমি পালিয়ে যেতে সক্ষম হই। আমার স্ত্রীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তার উপর অমানসিক নির্যাতন চালায়, ঘরবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করে, পুকুরের মাছ লুট করে পরবর্তী তে আমার ডান পা কেটে ফেলে দেয়া হয়। ছবি সংযুক্ত।	চারদলীয় জোট সন্ত্রাসীরা	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
২৬২.	মোঃ আবদুল হাই পিতা-মৃত রুস্তম আলী সাং-চরগোপালগাঁও সোনাগাজী, ফেনী।	০২-০৪-২০০২ তারিখ জোরপূর্বক দখলকৃত সম্পত্তি এবং ১২-০৪-২০০৪ সালে আমার মালিকানাধীন জমিতে পাকা দালান নির্মান করিয়া জামাত শিবিরের তত্ত্বাবধানে আল-আমিন একাডেমী নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করে।	১। ছায়েদুর রহমান, পিতা-মৃত ফজলের রহমান, ২। আবুল কালাম, ৩। আবুল বাসার, ৪। আবুল হোসেন, উভয় পিতা-ফজলের রহমান, সর্বসাং-বিষ্ণুপুর, সোনাগাজী, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৬৩.	মোঃ দুলাল হোসেন পিতা-মোঃ আবু তাহের সাং-চর চান্দিয়া থানা-সোনাগাজী, ফেনী।	০২-০৮-২০০২ তারিখ রাত ০৯.০০ ঘটিকার সময় আমার বসতবাড়ীতে বিএনপি নামধারী সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে আমার ও আমার পরিবারের উপর পাষবিক নির্যাতন চালায়।	১। মোঃ হেলাল, পিতা-অজ্ঞাত, ২। বিল্লা মানিক, পিতা-অজ্ঞাত, ৩। আবু তাহের, পিতা-অজ্ঞাত, ৪। মিয়া সাহেব, পিতা-অজ্ঞাত, ৫। মাহফুজ, প্রামানিক, পিতা-অজ্ঞাত, সর্বসাং-চর চান্দিয়া, সোনাগাজী, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে আসামীরা জড়িত বিএনপি জোট জামাত সমর্থিত।
২৬৪.	সূলতানা রাজিয়া স্বামী-মৃত মাহবুবুল হক সাং-সফরপুর সোনাগাজী, ফেনী।	আমার স্বামী জুনিয়র বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন দপ্তরী হিসাবে কর্মরত থাকাকালে তাহার নিকট ৩০ হাজার টাকা চাদা দাবী করে চাদার টাকা দিতে অস্বীকার করলে ২২-০৪-২০০২ তারিখে সন্ত্রাসীগণ অস্ত্র সস্ত্র নিয়া উক্ত স্কুল ঘোরাও করে আমার স্বামীকে ধরে স্কুল মাঠে নিয়া বেধম মারধর করে, উক্ত সন্ত্রাসীদের ছাত্র-শিক্ষক বাধা প্রদান করলে প্রকাশ্যে সন্ত্রাসীরা আমার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করে।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে ফেনী জেলার দাগনভূইয়া উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৪ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৭ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৭ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ ০১ টি।
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৬ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৬ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

সংখ্যালঘু দুই গৃহবধুকে ধর্ষণ। সর্বস্ব হারিয়ে ৫০টি পরিবার গ্রাম ছাড়া ঃ-
ঘটনাস্থল ঃ ফেনীর দাগন ভূঞা

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী রাত ১২ টার দিকে মাতুভুঞা ইউনিয়নের উত্তর চাঁনপুর গ্রামের আবুল হোসেনের পুত্র বহু অভিযোগের আসামী **সন্ত্রাসী হারুনের** নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল মহেশপুর গ্রামে সংখ্যালঘু দাসপাড়াতে ধর্ষণ, হামলা ও লুটপাট চালায়। ভোর ৪ টা পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের নারকীয় তান্ডবে জয়বিহারী দাসের বাড়ি, ডাক্তার বাড়িসহ বিভিন্ন বাড়ির লোকজন দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। এ সময় সন্ত্রাসীদের একটি গ্রুপ তিন সন্তানের জননী পুতুল রানী দাসকে (৩২) তাঁর স্বামী-পুত্রের সামনে ঘরের দরজা বন্ধ করে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পুতুল বলেন, আমি আমার ইজ্জত রক্ষার জন্য সন্ত্রাসী হারুনের হাতে এক হাজার টাকা দিয়েও সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেনি। চাঁনপুর গ্রামের ফারুক, শাহআলম ও মোঃ ইউনুস একই সময় ধর্ষণ করে হেমন্ত কুমার দাসের স্ত্রী আলো রানীকে ও ধর্ষণ করে।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত ফেনী জেলার (দাগনভূইয়া) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা ফেনী স্মারক নং-৩৬৯০, তারিখঃ ০৫-০৯-২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৬৫.	মোঃ আবদুল আউয়াল পিতা-মৃত তোফাজ্জেল হোসেন সাং-চন্দ্রদ্বীপ দাগনভূইয়া, ফেনী।	১১/১০/২০০১ তারিখ রাত ০৮.০০ ঘাটিকার সময় আমার বড় ছেলে ইকবালকে বাড়ীর পার্শে রাস্তার উপর সন্ত্রাসীরা অমানসিক অত্যাচার নির্যাতন করে ও সিগারেটের আগুন দিয়া সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দেয় এবং ১২/১০/২০০১ তারিখ আমাকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে বাড়ীঘর ঘেরাও করে আমাকে না পেয়ে আমার স্ত্রী, মা, বোন, ভাইদের উপর অমানবিক নির্যাতন করে।	√১। মোঃ রফিক, পিতা-আবদুল আউয়াল, সাং-ওমরাবাদ, √২। জসিম, পিতা-মৃত আঃ রাজ্জাক, সাং-বৈঠারপাড়া, √৩। ইমাম হোসেন, পিতা-আরব আলী, সাং-মিঠাকুড়া, √৪। শাহাবউদ্দিন, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-ভবানীপুর, √৫। গিয়াস উদ্দিন, পিতা-আব্দুর রহমানসহ আরো ২০/২৫ জন, দাগনভূইয়া, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৬৬.	মোঃ গিয়াস উদ্দিন পিতা-মৃত আঃ ছাত্তার সাং-গজারিয়া দাগনভূইয়া, ফেনী।	আমাদের ভোগদখলীয় জমি জোর পূর্বক দখল করে ঘর তৈরি করে বাধা দিতে গেলে আমাকে এবং আমার ভাইকে গুরুতর আহত করে পঙ্গু করে দেয়।	√১। বজলুর রহমান, √২। কোরবান আলী, √৩। মোকছেদুর রহমান, উভয় পিতা-নাদের জামান, √৪। মোঃ হানিফ, √৫। ইয়াছিন মোল্লা, উভয় পিতা-বজলুর রহমানসহ আরো ৪/৫ জন, সর্বসাং-গজারিয়া বাজার, দাগনভূইয়া, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৬৭.	মোঃ ওহিদুর রহমান পিতা-মৃত হাজী হাবিব উল্লাহ সাং-গজারিয়া বাজার দাগনভূইয়া, ফেনী।	আমার ভোগদখলীয় জমি জোর পূর্বক দখল করে ঘর তৈরি করে বাধা দিতে গেলে আমাকে এবং আমার ভাইকে গুরুতর আহত করে পঙ্গু করে দেয়।	√১। বজলুর রহমান, √২। কোরবান আলী, √৩। মোকছেদুর রহমান, উভয় পিতা-নাদের জামান, √৪। মোঃ হানিফ, √৫। ইয়াছিন মোল্লা, উভয় পিতা-বজলুর রহমানসহ আরো ৪/৫ জন, সর্বসাং-গজারিয়া বাজার, দাগনভূইয়া, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৬৮.	মোঃ মোকছেদুর রহমান পিতা-মৃত দলু মিয়া সাং-গজারিয়া দাগনভূইয়া, ফেনী।	আওয়ামী লীগ পরিবারের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং মোটা অংকের চাদাদাবী। তার বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।	১। মোঃ ফখরুল ইসলাম, পিতা-মৃত আঃ মালেক, সাং-খুশিপুর, দাগনভূইয়া, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনা মিথ্যা প্রমানিত হয়।
২৬৯.	মোঃ আলী আহম্মদ পিতা-মৃত আঃ হাকিম সাং-পূর্ব চন্দ্রপুর দাগনভূইয়া, ফেনী।	আমাকে বাড়ী হইতে ধরিয়া চোখ বাধিয়া নিয়া যায় লোহার রড ও লাঠি দিয়া এলোপাতাড়ী ভাবে মারধর করে।	√১। নুরুল আফসার, পিতা-মৃত আঃ রশিদ, √২। মোহাম্মদ মিয়া, পিতা-মৃত এবাদুল হক, √৩। কুরফুলের নেছা, স্বামী মৃত-আবদুল হাকিম, √৪। সামছ উদ্দিন, পিতা-অজ্ঞাত, সর্বসাং-পূর্ব চন্দ্রপুর, দাগনভূইয়া, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৭০.	মোঃ সাইদুল হক পিতা-মাষ্টার আঃ আজিজ সাং-নারায়নপুর দাগনভূইয়া, ফেনী।	জোর পূর্বক ঘরবাড়ী দখল। বোমা ফাটাইয়া ত্রাস সৃষ্টি করে।	√১। মোঃ খোকন, পিতা-আবুল কাসেম, √২। নিজাম, পিতা-আবু মিয়া, √৩। মোহাম্মদ উল্লাহ, √৪। এরশাদ সহ আরো ১৫/১৬ জন, সর্বসাং-নারায়নপুর, দাগনভূইয়া, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৭১.	পুতুল রানী দাস স্বামী-অজ্ঞাত সাং-উত্তর চাঁনপুর, মাতু ভুঞা ইউপি দাগনভূইয়া, ফেনী।	গত ১৫/০২/২০০২ ইং তারিখ রাতে বিএনপির সন্ত্রাসী জনৈক হারুনের নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল তিন সন্তানের জননী পুতুল রানী দাস কে তার স্বামী ও পুত্রের সামনে গনধর্ষণ করে একই সময় হেমন্ত কুমারের স্ত্রী আলো রানী দাসকে ও তারা ধর্ষণ করে।	১। হারুন, পিতা-আবুল হোসেন, ২। ফারুক, ৩। সাহাআলম, ৪। ইউনুছ, সর্বপিতা-অজ্ঞাত, সর্বসাং-উত্তর চাঁনপুর, দাগনভূইয়া, ফেনী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত ফেনী জেলার (পরশুরাম) উপজেলার অভিযোগের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৭২.	মোঃ নুরনবী পিতা-কাজী জয়নাল আবেদীন সাং-মনীপুর পরশুরাম, ফেনী।	নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরপরই বাড়ীতে হামলা ভাংচুর লুটপাট করে বাবার নিকট চাদা দাবী করে চাদা দতিে অস্বীকার করলে মারধর করে এবং বাড়ীতে রাতের অন্ধকারে বোমা হামলাসহ ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে।	১। মনির হোসেন মিন্টু, ২। দাউদ, ৩। বাবুল প্রকাশ, ৪। রুহুল আমিন,সহ আরো ১০/১২ জন, সর্বসাং-মনীপুর, পরশুরাম, ফেনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৯ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৮ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত ফেনী জেলার (ছাগলনাইয়া) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(ও/সি ছাগলনাইয়া থানার মাধ্যমে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৭৩.	কাজী নুরুল আলম পিতা-মৃত আমির হোসেন সাং-হিছাছাড়া ছাগলনাইয়া, ফেনী।	০৩-১০-২০০১ তারিখ আমার ০৫টি পুকুর হইতে ৫.০০ লক্ষ টাকার মাছ লুট করিয়া নিয়ে যায় এবং ০৪/১০/২০০১ তারিখ আমার পরিচালিত নিজ মলিকানাধীন ''আলম'' ডেকোটরেটর এর সমস্ত মালামাল লুট করিয়া নিয়া যায়।	স্থানীয় বিএনপি দলীয় সন্ত্রাসী।	পুকুর হইতে মাছ লুট হওয়া ঘটনা সঠিক নয়। তবে ডেকোরেটরের মালামাল লুট হওয়ার ঘটনা সঠিক তবে কে বা কাহারা লুট করেছে নাম ঠিকানা পাওয়া যায় নাই।
২৭৪.	মোসাঃ খায়েরের নেছা স্বামী-শহীদ মকবুল আহমেদ সাং-রাস্তার খিল (মহাজন বাড়ী) সদর, ফেনী।	স্বামী শহীদ মুক্তিযোদ্ধা এবং আমার ছেলেরা আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত থাকায় গত ০১/১০/২০০১ ইং তারিখে বিএনপির স্থানীয় এমপি জয়নাল আবেদীন (ভিপি জয়নাল) এর নির্দেশে তার লালিত সন্ত্রাসী বাহিনী ভোট কেন্দ্রে যাইতে বাধা প্রদান করিয়া পিটিয়ে মারাত্মক জখম করে। ২-৩/১০/২০০১ তারিখ উক্ত সন্ত্রাসী বাহিনী বিজয় মিছিল করতে করতে আমার বাড়ীতে এসে ঘরে ও দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। ১০/১০/২০০১ ইং তারিখে বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আমাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ১৭-১৮/৬/২০০২ উক্ত সন্ত্রাসীরা আমার দোকানে মালামাল টাকা পয়সা লুটপাট ও ভাংচুর করে। ২৩/০৬/২০০২ ইং তারিখ বিএনপির হুমকির কারণে স্থানীয় থানায় মামলা নেয়নি।	১। জয়নাল আবেদীন (ভিপি জয়নাল), স্থানীয় এমপি নির্দেশদাতা, ২। আব্দুল আউয়াল, পিতা-সিদ্দিক আহমেদ, সাং-রাস্তারখিল, ৩। মোঃ জাহাঙ্গীর, ধর্মপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান, ৪। শাহাবুদ্দিন সিকদার, শর্শদী, ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান, সর্বথানা-সদর, জেলা-ফেনীসহ আরো অজ্ঞাত নামা ৫০/৬০ জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। ঘটনার সাথে বর্নিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে ফেনী জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	শফিউল্লা @ রিপন পিতা-শহিদুল্লাহ গ্রাম: সোনাপুর ছগলনাইয়া, ফেনী যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ছাত্রলীগ।	গত ২৩/২/২০০২ইং বিএনপির স্থানীয় সন্ত্রাসী ১। নুর আলম বেপারী, পিতা-শফিক উল্লাহ, সাং-গোতিয়া, সোনাপুর, ২। কেরানী জাহাঙ্গীর, ৩। মির হোসেন ও মিলনসহ মোট ১৪ জন ছাত্রলীগের সুমন ও রিপনকে ছুরিকাঘাত করে রাস্তার উপর ফেলে যায়। স্থানীয় গ্রামবাসী আহতদের প্রথমে ছাগলনাইয়া হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি ঘটলে উভয়কে ফেনী সদর হাসপাতালে । আনার পর রাত ৯টায় রিপন মারা যায়।	ছাগলনাইয়া থানার মামলা নং-১৭ (২)০২, ধারা ৩২৬/৩০২/৩২৫/ ৩০৭/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১১৭, তারিখ ২৮/১১/০২ দাখিল করা হয়।	আসামীরা সকলেই ছাত্রদলের ক্যাডার
২.	অবদুল করিম পিতা-মুসলিমুর রহমান গ্রাম:উত্তর রাজেসপুর পরশুরাম, ফেনী। দলীয় পরিচয়:যুবলীগ নেতা	গত ৩১/০১/২০০২ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকার সময় ছাত্রদলের ক্যাডার ১। কাজী জামাল উদ্দিন, পিতা-মফজলের রহমান, সাং-পাগলীর কুলসহ ০৩ জন ভিকটিম আবদুল করিমকে স্থানীয় রাজেশপুর বাজারে ঘেরাও পূর্বক মারধর করিয়া মারাত্মক জখম করিলে হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে নিহত হয়।	পরশুরাম থানার মামলা নং-১ (২) ০২, ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯/ ৩২৬/ ৩০২/ ৩৪ পিসি	সি/এস দাখিল করা হয় । বিচার শেষে আসামী জামাল উদ্দিনকে যাবতজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।	আসামীরা সকলেই ছাত্রদলের ক্যাডার

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	কালা মিয়া সদর, ফেনী। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ০৪/১০/২০০১ ইং তারিখ ছাত্রদলের অস্ত্রধারী ক্যাডার ভিকটিম কালামিয়াকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে।	এ ব্যাপারে থানায় কোন মামলা হয় নাই।		খুনীরা ছাত্রদলের অস্ত্রধারী ক্যাডার।
৪.	আবুল কাশেম পিতা-মৃত আব্দুর রশিদ গ্রাম ঃ আহমদপুর সোনারগাজী, ফেনী। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ০৩/১০/২০০১ ইং তারিখ দুপুর ১২৩০ ঘটিকার সময় বিএনপি সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনীর ১। বেলাল, পিতা-আব্দুল মান্নান, সাং-চরকৃষ্ণ জয়, সোনাগাজী, ফেনী এর নেতৃত্বে ১০ জনের একটি সন্ত্রাসী বাহিনী বেআইনী জনতাবদ্ধে ভিকটিম আবুল কাসেমকে মারপিট করতঃ রক্তাক্ত জখম করে হত্যা করে।	সোনাগাজী থানার মামলা নং-৩ (১০) ০১, ধারা ১৪৩/৩২৩/৩২৪/ ৩০২ পিসি	সি/এস দাখিল করা হয় । মামলাটি বিচারাধীন।	আসামীরা সকলেই ছাত্রদলের ক্যাডার
৫.	শরীয়তউল্লা মেম্বার পিতা-মৃত আমান উল্লাহ গ্রাম ঃ আড়কাইম সোনাগাজী, ফেনী। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ০৩/১০/২০০১ ইং তারিখ দুপুর ১২৩০ ঘটিকার সময় বিএনপি সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনীর ১। বেলাল, পিতা-আব্দুল মান্নান, সাং-চরকৃষ্ণ জয়, সোনাগাজী, ফেনী এর নেতৃত্বে অনুমান ১০০ জনের একটি সন্ত্রাসী বাহিনী বেআইনী জনতাবদ্ধে ভিকটিম শরিয়তুল্লাহকে তার নিজ বাড়ী হইতে অপহরণ করিয়া মারপিট করতঃ রক্তাক্ত জখম করে হত্যা করে।	সোনাগাজী থানার মামলা নং-৪ (১০) ০১, ধারা ১৪৩/৪৪৮/৩৬৪/ ৩০২/৩৪ পিসি	এফআরটি নং-১৫, তাং-২৯/০৪/২০০৩	আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৬.	রহমান সফি গ্রাম ঃ-বারাহিপুর। সদর, ফেনী। দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ কর্মী	গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ অজ্ঞাত নামা বিএনপির সন্ত্রাসীরা রহমান সফিকে অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করে ।	এ ব্যাপারে থানায় কোন মামলা হয় নাই।	-	খুনীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার।
৭.	সফিউল্লা, গ্রাম/ওয়ার্ড ঃ মধ্যম আহম্মদপুর । থানাঃ সোনাগাজী। জেলাঃ ফেনী। দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ কর্মী	গত ০৪/১০/২০০১ ইং তারিখ ১৩০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। মিয়াধন @ নাসির, পিতা-মফিজুর ইসলাম, সাং-মধ্যম আহম্মদপুর, সোনাগাজী, ফেনীসহ মোট ১১ জন ভিকটিম সফিউল্লাহসহ তার সঙ্গীও আওয়ামীলগি কর্মীদের ধারালো অস্ত্র দ্বারা কোপাইয়া মারাত্মক জখম করিলে ঘটনাস্থলেই সফিউল্লাহ নিহত হয়।	সোনাগাজী থানার মামলা নং-৫ (১০) ০১, ধারা ৩২৩/৩২৬/ ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস দাখিল করা হয়। মামলাটি বিচারাধীন।	আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার
৮.	সোহাগ, গ্রামঃ কাশ্মীর বাজার। সোনাগাজী, ফেনী। দলীয় পরিচয় ঃ যুবলীগ নেতা।	গত ০৭/১০/২০০১ ইং তারিখ কাশ্মীর বাজারে একদল বিএনপি সন্ত্রাসী কাশ্মীর বাজারের যুবলীগ নেতা সেহাগকে পিটিয়ে হত্যা করে।	এ ব্যাপারে থানায় কোন মামলা হয় নাই।	-	আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার
৯.	মাসুদ পিতা-রুহুল আমিন সাং-পালগিরি সোনাগাজী, ফেনী। আওয়ামী লীগ সমর্থক	গত ০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ ১৭০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসীরা একই উদ্দেশ্যে বেআইনী জনতাবদ্ধে ভিকটিম মাসুদকে অপহরণ পূর্বক নির্মমভাবে হত্যা করে।	সোনাগাজী থানার মামলা নং-৬ (১০) ০১, ধারা ১৪৩/৩৬৪/৩০২/ ৩৪ পিসি	সি/এস দাখিল করা হয় । মামলাটি বিচারাধীন।	আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১০.	আবু সায়েদ বাহার, পিতা-মৃত ইউনুছ @ ইয়াকুব মিয়া, গ্রাম/ওয়ার্ড ঃ ধর্মপুর। দাগনভুঞা, ফেনী। দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ কর্মী	গত ০৮/১০/২০০১ ইং তারিখ ২৩০০ ঘটিকার সময় স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা ভিকটিম আবু সায়েদ বাহারকে বাড়ী হতে অপহরণ করে নিয়ে বেপরোয় মারপিট করিয়া মারাত্মক জখম করে ফেলে রাখিলে হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে নিহত হয়।	এ ব্যাপারে থানায় কোন মামলা হয় নাই।		আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার
১১.	মোঃ নূরনবী পিতা-মৃত রুহুল আমিন গ্রাম -যাত্রাসিদ্ধি ফেনী সদর, ফেনী। সহ-সভাপতি, ৩ নং ওয়ার্ড যুবলীগ।	গত ১৩/১০/২০০১ ইং তারিখ যাত্রাসিদ্ধি গ্রামের বিএনপি টপ টেরর ১। জামাই ফারুকের নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একটি ক্যাডার বাহিনী ভিকটিম নুরনবীকে তার নিজ বাড়ীর পাশ্ববর্তী দোকান হইতে অপহরণ করে নিয়ে পাশ্ববর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে মসজিদের পার্শ্বে জমিতে মারপিট করিয়া মারাত্মক জখম করিলে হাসপাতালে নেওয়ার পথে সি নিহত হয়।	ফেনী সদর থানার মামলা নং-২৩(১০) ০১, ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস দাখিল করা হয় । মামলাটি বিচারাধীন।	আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার
১২.	লুৎফুন্নেসা স্বামী-আবুল কাসেম গ্রাম/ওয়ার্ড ঃ চন্দ্রদ্বীপ, পূর্ব চন্দ্রপুর। দাগনভুঞ্যা, ফেনী। দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেমের স্ত্রী।	গত ১৩ অক্টোবর ২০০১ ইং একদল বিএনপি সন্ত্রাসী দরজা ভেঙ্গে কাশেমের বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে। ঘটনা স্থলেই তাঁর স্ত্রী লুৎফুন্নেসা মারা যায় এবং আবুল কাসেম গুরুতর আহত হয়।	এ ব্যাপারে থানায় কোন মামলা হয় নাই।	-	আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১৩.	আবু ইউসুফ পিতা-মৃত আবুল কালাম গ্রাম/ওয়ার্ড ঃ চন্দ্রদ্বীপ, পূর্ব চন্দ্রপুর। দাগনভূঞ্যা, ফেনী। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১২/১০/২০০১ ইং তারিখ ১৭৩০ ঘটিকার সময় একই উদ্দেশে ভিকটিম আবু ইউসুফকে খুন করার জন্য বিএনপি সন্ত্রাসী ১। শহীদ, পিতা-আব্দুর রহিম, সাং-চন্দ্রদ্বীপ এর নেতৃত্বে ২৪/২৫ জনের একটি সশস্ত্র কাড্যার বাহিনী আবু ইউসুফকে মারাত্মক জখম করে হত্যা করে।	দাগনভুইয়া থানার মামলা নং-০৮(১০) ০১, ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এ নং-১১৯, তারিখ ০৮/৮/২০১০	আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার
১৪.	মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কবির আহমেদ গ্রাম ঃ বড় হালিয়া সোনারগাজী, ফেনী । আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১৯/১০/২০০১ ইং তারিখ দুপুর ১২০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী হাবিব উল্লাহ পারভেজ, পিতা-লকিয়ত উল্লাহ, সাং-আড়কাইম, সোনাগাজী, ফেনী এর নেতৃত্বে ৩৩ জনের বিএনপির একটি সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভিকটিম কবির আহমেদ বাড়ীতে বেআইনী জনতাবদ্ধে অনধিকার প্রবেশ করতঃ বোমা ফাটাইয়া মারাত্মক জখম করে হত্যা করে।	সোনাগাজী থানার মামলা নং-১২ (১০) ০১, ধারা ১৪৩/৪৪৭/৩২৩/ ৩২৫/ ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস দাখিল করা হয় । মামলাটি বিচারাধীন।	আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার
১৫.	মোহাম্মদ ইউসুফ পিতা-মৃত আবুল খায়ের গ্রাম ঃ খায়ের @ এনায়েত নগর দাগননভূঞা, ফেনী আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ২৪/১০/২০০১ ইং তারিখ সকালে স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা মোহাম্মদ ইউসুফকে বাড়ী হতে অপহরণ করে নিয়ে মারধর করিয়া মারাত্মক জখম করে সেনবাগ থানা এলাকায় ফেলিয়ে দেয় পরবর্তী তে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।	এ ব্যাপারে থানায় কোন মামলা হয় নাই।		আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১৬.	হাজি আবদুর রশিদ পিতা-মৃত হাজী তায়েজ আহমেদ গ্রাম ঃ চনসোনাপুর সোনাগাজী, ফেনী। আওয়ামী লীগ নেতা	গত ০১/১১/২০০১ ইং তারিখ ১৯৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। মজিবুর রহমান, পিতা-নুর করিম, সাং-চরকৃষ্ণ জয়, সোনাগাজী, ফেনী এর নেতৃত্বে মোট ০৯ জন বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বেআইনী জনতাবদ্ধে ভিকটিমের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ পূর্বক অপহরণ করে নিয়ে তাহার অভিভাবকের নিকট মুক্তিপন দাবী করে। মুক্তিপন না দিলে হাজী আবদুর রশিদকে হত্যা করিয়া ফেলিবে বলে হুমকি দেয়। মুক্তিপন দিতে না পারিলে হাজী আবদুর রশিদকে মারাত্মক জখম করিয়া হত্যা করে।	সোনাগাজী থানার মামলা নং-০১ (১১) ০১, ধারা ১৪৩/৩৪১/৩৮৫/ ৩৬৪/ ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস দাখিল করা হয়। মামলাটি বিচারাধীন।	আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার
১৭.	বাদল পিতা-আব্দুর রউফ সাং-পূর্ব ছিলনিয়া ফেনী সদর, ফেনী। যুগ্মসম্পাদক,ধনুয়া ইউনিয়ন ছত্রলীগ	গত ০৮/১১/২০০১ ইং তারিখ এলাকার বিএনপি সন্ত্রাসীরা বেআইনী জনতায় দলবদ্ধ হয়ে ভিকটিম বাদলকে তার নিজ বাড়ী হইতে অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলে।	ফেনী সদর থানার মামলা নং-০৮ (১১) ০১, ধারা ১৪৩/৩৬৪/১১৪/ ৩০২/২০১ পিসি	সি/এস দাখিল করা হয়। মামলাটি বিচারাধীন।	আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১৮.	মাহবুবুল হক গ্রাম ঃ সফরপুর। সোনাগাজী, ফেনী। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ২২/০৪/২০০২ ইং তারিখ ১৪০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী জাহাঙ্গীর আলম, পিতা-আব্দুর রশিদ, সাং-সফরপুর এর নেতৃত্বে ০৯ জনের একটি অস্ত্রধারী দল বেআইনী জনতাবদ্ধে পূর্ব পরিকল্পিতবাবে মাহবুবুল হককে খুন করে।	সোনাগাজী থানার মামলা নং-০৬(০৪)০২, ধারা ১৪৩/৩২৩/৩২৫/ ৩০২/১০৯/৩৪ পিসি	সি/এস দাখিল করা হয় । মামলাটি বিচারাধীন।	আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার
১৯.	দেলোয়ার হোসেন (৩৫), সাং-রামপুর সোনাগাজী, ফেনী। আওয়ামী লীগ নেতা	গত ১৮/০৬/২০০২ ইং তারিখ বিএনপির ৭/৮ জনের একটি অস্ত্রধারী দল ভিকটিম দেলোয়ার হোসেনকে নিজ বাড়ী হইতে অপহরণ করিয়া ফেনী -সোনাগাজী সড়কের পালবাড়ী নামক স্থানে নিয়া পিটিয়ে হত্যা করে।	সোনাগাজী থানার মামলা নং-৩৩ (০৬) ০২, ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস দাখিল করা হয় । মামলাটি বিচারাধীন।	আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার
২০.	সাইফুল ইসলাম পিতা-মফিজুল হক সাং-আড়কাইম থানা: সোনাগাজী, জেলা-ফেনী দলীয় পরিচয়: ছাত্রলীগ নেতা।	গত ২৩/০২/২০০২ ইং তারিখ ৯৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসামী ১। রুহুল আমিন @ রুহুল্যা, পিতা-মৃত ইচাহাক, সাং-মঙ্গল কান্দির নেতৃত্বে ০৬ জন বেআইনী জনতাবদ্ধে ভিকটিম সাইফুলকে আটক করিয়া ধারালো অস্ত্র দ্বারা গুরুতর জখম করিয়া হত্যা করে।	সোনাগাজী থানার মামলা নং-১০ (০২) ০২, ধারা ১৪৩/৩২৩/৩২৫/ ৩০২/১১৪/ পিসি	সি/এস দাখিল করা হয় । কিন্তু আসামীরা খালাস পাইয়াছে।	আসামীরা সকলেই বিএনপি ক্যাডার

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
২১.	মোঃ সেলিম ঝন্টু যুবলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-মধ্যম ধলিয়া ফেনী সদর, ফেনী।	গত ০৯/১২/২০০২ ইং তারিখ ভিকটিম মোঃ সেলিম ঝন্টু গ্রামের এনামুল হকের চায়ের দোকানের সামনে বসে ছিল সেখান থেকে যবদল ক্যাডাররা ভিকিটমকে ধরে পালবাড়ী এলাকার অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে হাত পা ভেঙ্গে হত্যা করে।	স্থানীয় যুবদল ক্যাডার।		দৈনিক যুগান্তর ১০/১২/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
২২.	শাহাদাত হোসেন তারেক ছাত্রলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত ছাগলনাইয়া, ফেনী।	গত ১৫-০৯-২০০২ ইং তারিখ সন্ধ্যায় চম্পক নগর রাস্তা থেকে একই এলাকার সন্ত্রাসী নাসির সহ ৭/৮ জন অস্ত্রের মুখে ভিকটিমকে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। ২৩/০৯/২০০২ ইং তারিখ ফেনী জেলার পাশ্ববর্তী ভারতের সীমানার নিকট ভিকটিমের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করা হয়।	নাসির সহ ৭/৮ জন জোট সন্ত্রাসী।		দৈনিক যুগান্তর ২৪/০৯/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
২৩.	মোঃ আনোয়ার হোসেন ছাত্রলীগ কর্মী পিতা-সারোয়ার হোসেন সাং-কালির হাট ফুলগাজী, ফেনী।	গত ২৩/০১/২০০২ তারিখ রাতে জোট সন্ত্রাসীদের হামলায় ছাত্রলীগ কর্মী আনোয়ার হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। অপরদিকে একই দিন ফুলগাজী থানার কালীরহাটে একদল বিএনপি সন্ত্রাসী আওয়ামীলাগ কর্মী মোঃ ইয়াছিনের উপর হামলা চালালে সে গুরুতর আহত হয়।	জোট সন্ত্রাসী।		দৈনিক ইনকিলাব ২৫/০১/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
২৪.	খোরশেদ আলম ভূইয়া শ্রমিক লীগ পিতা-অজ্ঞাত সাং-দীঘিরপাড় আলীপুর দাগনভূঁঞা, ফেনী।	গত ০২/০১/২০০২ তারিখ ফেনীর দাগনভূঞা থানার সন্ত্রাসীরা দীঘিরপাড়, আলীপুরে খোরশেদ আলমকে বাড়ি যাওয়ার পথে রিকশা থেকে নামিয়ে মারধর করে হাত-পা ভেঙ্গে দেয়। ভিকটিমকে মুমূর্ষ অবস্থায় ঢাকায় প্রেরণ করার পর সে মারা যায়।	বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক ইত্তেফাক ০৬/০১/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
২৫.	আবুল কালাম পিতা-অজ্ঞাত সোনাগাজী, ফেনী।	গত ০৩/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসীদের হামলায় আবুল কালাম নিহত হন এছাড়া পৃথক পৃথক ঘটনায় বিএনপি সন্ত্রাসী দ্বারা মারাত্মক আহত হন আওয়ামী লীগ কর্মী আবুল বাসার, সুরুজ ও হাসিনা খাতুন।	বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক যুগান্তর ০৪/১০/২০০১ প্রকাশিত
২৬.	শাহআলম যুবলীগ কর্মী পিতা-সেকান্দার মিয়া ধলিয়া বাজার সদর, ফেনী।	গত ০১/১০/২০০১ ইং তারিখ ধলিয়া বাজার থেকে একদল বিএনপির সন্ত্রাসী যুবলীগ কর্মী শাহআলম, আবুল বাসার ও হাফেজ আহমেদকে অপহরণ করে রাতভর নির্যাতন করে সকালে আশংঙ্কা জনক অবস্থায় এই তিনজনকে ধলিয়া বাজারে রাস্তার পাশে ফেলে যায়। ফেনী সদর হাসপাতালে আনার পর কর্তব্যরত ডাক্তার শাহআলমকে মৃত ঘোষণা করেন।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক জনকণ্ঠ ০৪/১০/২০০১ প্রকাশিত

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে খাগড়াছড়ি জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৪৮ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৪০ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৮ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১টি।**
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ৩৬ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৩ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ৩৬ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০১ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৪৪ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৩৬ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৮ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১টি।**
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ৩৫ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০২ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ৩৩ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০১ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত খাগড়াছড়ি জেলার (রামগড়) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

(জেলা বিশেষ শাখা খাগড়াছড়ি স্মারক নং-২৯১৯, তারিখঃ ১৩/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৭৫.	আবদুল গফুর সরদার পিতা-মৃত গুড়ামিয়া সাং-রামগড় আবাসিক এলাকা রামগড়, খাগড়াছড়ি।	নির্যাতন, ২ ছেলে এলাকায় ছাড়া, নির্যাতন সহ্য করতে না পেড়ে স্ত্রীর মৃত্যু মায়ের জানাজায় আসতে পাড়েনি ছেলেরা। পরবর্ত্তীতে বাড়ীঘর ভাংচুর, লুটপাট, গাছপালা কেটে নেয়।	১। বেলায়েত হোসেন ভূইয়া গং, √২। নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী গং, সর্বসাং-রামগড় বাজার, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৭৬.	সামছ উদ্দিন মিলন পিতা-মৃত সুজাত আলী সওদাগর সাং-রামগর আবসিক এলাকা রামগড়, খাগড়াছড়ি।	১০/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীঘরে হামলা করিয়া পরিবারের লোকজনের উপর অমানসিক নির্যাতন চালায় এবং বসতবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করে সংবাদ পেয়ে রামগড় এলাকায় আসিলে সন্ত্রাসীরা আমার চোখ বেধে নিয়ে আমার উপর অমানসিক নির্যাতন চালায়।	১। তৎকালীন উপজেলা বিএনপি সভাপতি বেলায়েত ভুইয়া, ২। ওয়াদুদ ভুইয়া, √৩। দাউদ, √৪। পরহাদ, √৫। মুরদ গং, √৬। বাহা মাষ্টার, √৭। আলাউদ্দিন, ৮। আবুল, সর্বসাং-রামগড় আবসিক এলাকা, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৭৭.	মোঃ ফারুক আহমেদ পিতা-মৃত আঃ হামিদ সাং-রামগড় আবাসিক এলাকা রামগড়, খাগড়াছড়ি।	০৩/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীতে হামলা করে প্রকাশ্য দিবালোকে বাড়ীঘর ভাংচুর লুটপাট করে দখল করে নেয়। ১৬/১১/২০০৫ সনে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।	১। বেলায়েত হোসেন, √২। শাহবুদ্দিন, ৩। দাউদ ইসলাম, √৪। মুরাদ, পিতা-সাহেব আলী, রামগড় আবাসিক এলাকা, রামগড়, খাগড়াছড়ি। (৪ নং তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৭৮.	হরিপদ শর্মা পিতা-মৃত অতুল চন্দ্র শীল সাং-রামগড় আবসিক এলাকা রামগড়, খাগড়াছড়ি।	বসতবাড়ীর আসবাবপত্র ভাংচুর লুটপাট, পরিবার বর্গের উপর শারীরিক নির্যাতন, মিথ্যা মামলায় হয়রানি ও চাদাদাবী। পেপার কাটিং ও ছবি সংযুক্ত।	১। তৎকালীন উপজেলা বিএনপি সভাপতি বেলায়েত ভুইয়া, ২। ওয়াদুদ ভুইয়া, ৩। দাউদ, ৪। শহিদুল ইসলাম ফরহাদ, সর্বসাং-রামগড় আবসিক এলাকা, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	২০০১ সনের ঘটনায় দরখাস্তকারী ২০০৭ সালে রামগড় থানায় মামলা করে মামলা নং-৬, তাং-২১/০২/২০০৭ যাহা বিবাদী হাইকোর্টের আদেশে স্থগিত রাখিয়াছেন।
২৭৯.	মোঃ ফজলুল হক লিডার পিতা-মৃত ইউনুছ মল্লো সাং-মধ্যম লামকুপাড়া রামগড়, খাগড়াছড়ি।	রোপনকৃত সেগুন, গর্জন, গামারী, বেলজিয়াম ও বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা কর্তন করে নিয়ে যায় এবং পুকুরের মাছ লুট করে নিয়ে যায়। আমার নামীয় গুচ্ছ গ্রামের রেশন কার্ডের ২০ ডিও জোর পূর্বক নিয়ে যায়।	১। তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া, √২। বেলায়েত ভুইয়া, পিতা-মৃত সালেহ ভূইয়া, সাং-রামগড় আবাসিক এলাকা, √৩। মোঃ অদুদ, √৪। মোঃ মজিদ, √৫। করিম উল্লাহ, রামগড়, খাগড়াছড়ি। (৩-৫ নং তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৮০.	আঃ কাদের পিতা-মৃত আনার উল্লাহ সাং-উত্তর লামকুপাড়া রামগড়, খাগড়াছড়ি।	০৩/১০/২০০১ তারিখে সংসদ সদস্য ওবায়দুদ ভুইয়ার নির্দেশে বিএনপি সন্ত্রাসীরা বাড়ীতে হামলা চালায়। বাড়ীঘরের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। পরবর্তী তে চাদা দাবী করে।	১। বেলায়েত হোসেন ভুইয়া, পিতা-মৃত সালেহ আহমেদ ভুইয়া, √২। দেলোয়ার হোসেন, পিতা-মৃত মুসলিম মিয়া, √৩। আনোয়ার, পিতা-মৃত সামছু মিয়া, √৪। রহমান, পিতা-মৃত গফুর মিয়া, √৫। নুরুল আমিন মেম্বার, পিতা-মৃত জমির আলী, সর্বসাং-কলাডোবাসহ আরো ৪/৫ জন, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৮১.	মোঃ আসলাম পিতা-মৃত নুর আহম্মদ সাং-উত্তর লামকুপাড়া রামগড়, খাগড়াছড়ি।	নজির টিলা মসজিদের বাউন্ডারীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া মারধর করে গুরুতর জখম করে।	১। বেলায়েত হোসেন, ২। দাউদ হোসেন, ৩। নূর হোসেন, পিতা-মৃত নুরুল হক, ৪। শাহজাহান, ৫। নুরুল হুদা, ৬। লিটন, উভয় পিতা-মৃত খায়েজ আহমেদ সহ আরো ১০/১২ জন, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
২৮২.	ফকির আহমেদ পিতা-মৃত মোখলেছুর রহমান সাং-উত্তর লামকুপাড়া রামগড়, খাগড়াছড়ি।	আমার নিকট ২০.০০ হাজার টাকা চাদা আদায় করে এবং কলাডোবা বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে বেদম প্রহার করে একপর্যায়ে আমার পুরুষ লিঙ্গ কাটিয়া যায়।	১। আঃ মান্নান, পিতা-অজ্ঞাত, ২। নুর মোহাম্মদ, পিতা-অজ্ঞাত, ৩। মজিবুল হক, পিতা-সৈয়দ আহম্মদ, সর্বসাং-উত্তর লামকুপাড়া, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে জড়িত বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
২৮৩.	মোঃ রফিক আহম্মদ পিতা-মৃত সিদ্দিকুর রহমান সাং-উত্তর লামকুপাড়া রামগড়, খাগড়াছড়ি।	নজির টিলা মসজিদের বাউন্ডারীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া মারধর করে গুরুতর জখম করে।	তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া ও তার বড় ভাই বেলায়েত ভুইয়া, শাহজাহান, নুরুল হুদা, লিটন, নুরুল আলম, ফারুক সহ তাদের দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি।
২৮৪.	ইউসুফ মিয়া পিতা-মৃত আঃ করিম সাং-উত্তর লামকুপাড়া রামগড়, খাগড়াছড়ি।	নজির টিলা মসজিদের বাউন্ডারীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া মারধর করে গুরুতর জখম করে।	√১। তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া √২। বেলায়েত ভুইয়া, √৩। শাহজাহান, √৪। নুরুল হুদা, √৫। লটন, √৬। নুরুল আলম, √৭। ফারুক সহ তাদের দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৮৫.	বাহার উল্লাহ মজুমদার পিতা-মৃত সেখ আহমদ মজুমদার সাং-ফেনীরকুল রামগড়, খাগড়াছড়ি।	২০/১২/২০০১ তারিখ রাতে বাড়ীঘর আক্রমণ করে রান্না ঘরে ঢুকে খাবারে বিষ প্রয়োগ করে আমার স্ত্রী ছেলে ও মেয়ে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে।	√১। নুরহোসেন, পিতা-নুরুল হক, সাং-বাগানটিলা সোনাইপুল, √২। আবুল কাসেম, পিতা-মৃত এবাদ উল্লাহ, √৩। ছুটরী মিয়া, পিতা-মৃত আঃ ছাত্তার, √৪। ফয়েজ আহমেদ, পিতা-মৃত নজির আহমেদ সহ আরো ৫/৬ জন, সর্বসাং-ফেনীরকুল, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৮৬.	কাজী রুহুল আমিন পিতা-মৃত হাজী আঃ সোবাহান সাং-ফেনীরকুল রামগড়, খাগড়াছড়ি।	বসতবাড়ী ভাংচুর লটপাট, জমি জবর দখল, বাগানের গাছ লূট, পুকুরের মাছ লুট, শারীরিক নির্যাতন, নিজ খরিদকৃত জমিতে জোর পূর্বক জিয়াস্মরণী নির্মাণ।	√১। বিএনপি দলীয় এমপি ওয়াদুদ ভূইয়া, √২। বেলায়েত হোসেন ভূইয়া, √৩। মোঃ মুরাদ, √৪। মোঃ দাউদ, উভয় পিতা-সাহেব আলী, √৫। মোঃ সাহেব আলী, সর্বসাং-রামগড়, খাগড়াছড়ি। (৩-৫ নং তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৮৭.	মোঃ আলমগীর হোসেন পিতা-গিয়াস উদ্দিন সাং-ফেনীরকুল রামগড়, খাগড়াছড়ি।	আমার নিকট ২.০০ লক্ষ টাকা চাদা দাবী করে নগদ ১.০০ লক্ষ টাকা নিয়া যায়। বাকী ১.০০ লক্ষ টাকা দিতে অপারগ হলে আমাকে বেদম মারপিট করে এর পর বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট করে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করে।	১। দাউদুল ইসলাম ভূইয়া, পিতা-শাহবুদ্দিন মেম্বার, সাং-রামগড় আবাসিক এলাকা, ২। রুহুল আমিন, পিতা-আবুল কাসেম, সাং-ফেনীরকুলসহ দলীয় লোকজন, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে জড়িত বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৮৮.	মোঃ বেলায়েত হোসেন মজুমদার পিতা-সৈয়দ আহমদ মজুমদার, সাং-থলিবাড়ী রামগড়, খাগড়াছড়ি।	মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট অগ্নিসংযোগ গাছপালা কাটিয়া নেয়া পরিবারের উপর শারীরিক নির্যাতন।	১। মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পিতা-মৃত সিরাজুল হক, ২। মিজানুর রহমান, পিতা-জয়নাল আবেদীন মুন্সী, ৩। রফিকুল ইসলাম, পিতা-মৃত মনা মিয়া সহ আরো অনেকে সর্বসাং-থলিবাড়ী, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি।
২৮৯.	ইমান হোসেন বাবুল পিতা-মোঃ আঃ সোবাহান সাং-থলিবাড়ী রামগড়, খাগড়াছড়ি।	মিথ্যা মামলায় হয়রানি করে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করে পরবর্তী তে পরিবারের উপর নির্যাতন, বসতবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট বাগানের গাছ কাটিয়া নেয়।	তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া ও তার বড় ভাই বেলায়েত ভুইয়াসহ তাদের দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে জড়িত বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
২৯০.	হাজী আবদুল কাইয়ুম পিতা-হাফেজ অহিদের রহমান সাং-বৈরাগি টিলা রামগড়, খাগড়াছড়ি।	১৬/১০/২০০১ তারিখ রাত আনুমানিক ১২.০০ ঘটিকার সময় আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মেশিনের আসবাবপত্র নিয়ে যায়। ২৫/৯/২০০৫ তারিখ মোটর সাইকেল করে নুরইসলাম পাটোয়ারী চেয়ারম্যানের বাড়ীতে নিয়ে মারধর করে।	১। বেলায়েত হোসেন ভূইয়া, পিতা-মৃত ছালেহ ভুইয়া, সাং-রামগড় আবাসিক এলাকা, ২। এনাম, পিতা-মৃত সোলেমান, সাং-কালাডোবা, √৩। নুরুল আলম, পিতা-সাহাব উদ্দিন, সাং-বৈরাগী, ৪। মোশারফ, পিতা-শরিয়ত উল্যা, সাং-চৌধূরীপাড়া, √৫। মোঃ মুরাদ, পিতা-সাহেব আলী, √৬। মোঃ সুরুজ, পিতা-অজ্ঞাত, রামগড় আবাসিক এলাকা, রামগড়, খাগড়াছড়ি। (৫ ও ৬ নং তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৯১.	মোঃ আহসান উল্লা পিতা-মৃত আবদুর রউফ সাং-খাগড়াবিল রামগড়, খাগড়াছড়ি।	পরিবারের উপর অমানসিক নির্যাতন, আমার ভাই মোঃ নুরুল আলমকে ০৭/১০/২০০১ তারিখ জবাই করে হত্যা করে, পরবর্তী তে ঘরের আসবাবপত্র লুটপাট ও ভাংচুর করে পরিবার ও পরিজনের উপর হুমকি প্রদর্শন করে।	তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া ও তার বড় ভাই বেলায়েত ভুইয়াসহ তাদের দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে জড়িত বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
২৯২.	মোঃ সিদ্দিক উল্লাহ পিতা-মৃত আসাদ উল্লাহ সাং-থানা চন্দ্রপাড়া রামগড়, খাগড়াছড়ি।	রোপনকৃত সেগুন, গর্জন, গামারী, বেলজিয়াম ও বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা কর্তন করে নিয়ে যায়। বসতবাড়ী ভাংচুর রুটপাটসহ প্রাণনাশের হুমকি দেয়।	তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া ও তার বড় ভাই বেলায়েত ভুইয়াসহ তাদের দলীয় বাহিনী।	থানায় মামলা হয়েছে মামলা নং-৯, তাং-০৩/০২/২০০৭
২৯৩.	মোঃ জয়নাল আবেদীন মোল্লা পিতা-মৃত ছেরু মিয়া সাং-তৈচালাপাড়া রামগড়, খাগড়াছড়ি।	পরিবারের উপর অমানসিক নির্যাতন চালিয়ে বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট করে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করে । এর পরিপ্রেক্ষিতে জায়গাজমির দলিলপত্র আত্মসাৎ করে তার নামে জাল দলিল সৃজন করে।	১। তৎকালীন উপজেলা বিএনপি সভাপতি বেলায়েত ভুইয়া, ২। ওয়াদুদ ভুইয়া, ৩। দাউদ, ৪। শহিদুল ইসলাম ফরহাদ গং, সর্বসাং-রামগড় আবসিক এলাকা, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	ঘটনার ব্যাপারে দরখাস্তকারী ২০০৭ সালে মামলা করে। মামলায় আসামীর সাজা হয়েছে।
২৯৪.	হাজী মোঃ তছলিম উদ্দিন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উপজেলা আওয়ামী লীগ, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	২০০১ সনের মিথ্যা মামলায় হয়রানি করে এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য করে। শশুর কে মারধর করে। টিলা ভূমির বাগান হইতে গাছকাটিয়া নেয়। পেপার কাটিং সংযুক্ত।	১। মমিনুল হক (চেয়ারম্যান), ২। কামাল উদ্দিন, পিতা-মৃত আলী আজম, ৩। মোতালেব হোসেন সেলিম, পিতা-জামাল খলিফা, ৪। আঃ রহিম, পিতা-জামাল খলিফাসহ আরো ৪/৫ জন, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে জড়িত বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৯৫.	মোঃ শাহাদাত হোসেন পিতা-মোঃ শহিদুল্লাহ সাং-ঢাকাইয়া কলোনী রামগড়, খাগড়াছড়ি।	মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি পরিবারের উপর শরীরিক নির্যাতন বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট গাছপালা কেটে নেয়া ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া এলাকা ছাড়তে বাধ্য করে।	তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া ও তার বড় ভাই বেলায়েত ভুইয়াসহ তাদের দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি।
২৯৬.	মোঃ শাহ আলম মজুমদার পিতা-মৃত মজিবুল্লাহ মজুমদার সাং-সদুকাবাড়ীপাড়া রামগড়, খাগড়াছড়ি।	৫.০০ লক্ষ টাকা চাদাদাবী করে আমি চাদা দিতে অস্বীকার করলে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয় পরবর্তী তে আমার পিতার নিকট ২.০০ লক্ষ টাকা চাদা আদায় করে বাকি ৩.০০ লক্ষ টাকা আদায় করার জন্য পিতাকে মারধর ও বাড়ীঘর লুটপাট করে।	১। বেলায়েত হোসেন, পিতা-মৃত হাজী সালেহ আহমেদ, √২। আঃ ওহাব, পিতা-অজ্ঞাত, ৩। দেলোয়ার হোসেন, পিতা-মৃত নজির আহম্মদ, ৪। ফয়েজ আহম্মদ, পিতা-মৃত নজির আহম্মদ, সর্বসাং-সাদুকাবাড়ীপাড়া, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
২৯৭.	মোঃ নজরুল ইসলাম পিতা-মৃত সুলতান আহমেদ সাং-নাকাপা রামগড়, খাগড়াছড়ি।	জোরপূর্বক জমি দখল মিথ্যা মামলায় হয়রানি মারধর, খামারের গরু ছাগল লুট, বাগানের গাছ কাটিয়া নেয়া, মেয়েকে নির্যাতন করার পর মারা যায়।	তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ। ভুইয়া ও তার বড় ভাই বেলায়েত ভুইয়াসহ তাদের দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে জড়িত বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
২৯৮.	মোঃ মুছা মিয়া পিতা-মৃত হাবিব উল্লা সাং-বল্টুরাম টিলা রামগড়, খাগড়াছড়ি।	বসতবাড়ী থেকে আমাকে উচ্ছেদ করার জন্য মিথ্যা মামলায় হয়রানি, নির্যাতন, লুটপাট করে আমার সর্বস্ত্র নিয়ে যায়।	তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া ও তার বড় ভাই বেলায়েত ভুইয়াসহ তাদের দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
২৯৯.	কাজী মোঃ ইলিয়াছ পিতা-মৃত হাজী আঃ সোবাহান সাং-কলাডোবা রামগড়, খাগড়াছড়ি।	শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ভূ - সম্পত্তি জবর দখল, চাদাদাবী, মারধর।	√১। বেলায়েত হোসেন, ২। দেলোয়ার হোসেন, ৩। আনোয়ার হোসেন, ৪। নজরুল ইসলাম, ৫। হাজী নুরুল ইসলাম, √৬। নুরনবী, √৭। ওহাব মিয়া, √৮। রবি মহাজন, √৯। এমরান কমিশনার, সর্বসাং-রামগড়, রামগড়, খাগড়াছড়ি। (৭-৯ নং তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি’র সমর্থিত।
৩০০.	মোঃ শাহআলম পিতা-অজ্ঞাত সাং-মাষ্টার পাড়া রামগড় পৌরসভা রামগড়, খাগড়াছড়ি।	মিথ্যা মামলায় হয়রানি করে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করে পরবর্তীতে পরিবারের উপর নির্যাতন, বসতবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট বাগানের গাছ কাটিয়া নেয়, বাবাকে অপহরণ করে নিয়ে বেদম মারধর, প্রান নাশের ভয় দেখিয়ে ২.০০ লক্ষ টাকা চাদা আদায়।	তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া ও তার বড় ভাই বেলায়েত ভুইয়াসহ তাদের দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে জড়িত বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
৩০১.	মোঃ নুরুল ইসলাম পিতা-মৃত মোঃ ইব্রাহিম সাং-চৌধুরীপাড় রামগড়, খাগড়াছড়ি।	আমাকে মারধর করিয়া ২০.০০ হাজার টাকা চাদা নিয়া এলাকা ছাড়া করে পরবর্তী তে রামগড় বাজারস্থ মুদি দোকান ও ফার্নিচারের দোকন লুটপাট করিয়া নেয়।	√১। তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া √২। বেলায়েত ভুইয়া, √৩। শাহজাহান, √৪। নুরুল হুদা, √৫। লটন, √৬। নুরুল আলম, √৭। ফারুক সহ তাদের দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি’র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩০২.	করিম উল্লাহ পিতা-মৃত জমিদার মিয়া সাং-দাতারামপাড়া (মধুপুর) রামগড়, খাগড়াছড়ি।	আমার পরিবারসহ বাড়ীঘর থেকে উচ্ছেদ করে, বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে বাগানের গাছ কাটিয়া নেয়।	আসামীর সুনির্দিষ্ট কোন নাম উল্লেখ নেই।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
৩০৩.	মোঃ আবুল হাসেম পিতা-ইউনুছ মোল্লা সাং-থানা চন্দ্রপাড়া রামগড়, খাগড়াছড়ি।	নির্যাতন, গাছপালা কাটিয়া নেয়া	তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া ও তার বড় ভাই বেলায়েত ভুইয়াসহ তাদের দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে জড়িত বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
৩০৪.	মোঃ আইউব আলী পিতা-মৃত আবুল হোসেন সাং-উত্তর গর্জনতলি রামগড়, খাগড়াছড়ি।	আওয়ামী লীগ এর সমর্থন করায় প্রতি হিংসার বশতঃ আমার জমি জবর দখল করিয়া নেয় এবং বাগানের গাছপালা কাটিয়া নেয়।	√১। আহসান উল্লা, পিতা-সোনা মিয়া, সাং-লামকুপাড়া, √২। ফরিদ আলম, পিতা-মৃত লাল মিয়া, সাং-দঃ গর্জনতুলি, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩০৫.	মোঃ নুরুল ইসলাম পিতা-মৃত মোঃ ইব্রাহিম সাং-চৌধুরীপাড় রামগড়, খাগড়াছড়ি।	আমাকে মারধর করিয়া ২০.০০ হাজার টাকা চাদা নিয়া এলাকা ছাড়া করে পরবর্তী তে রামগড় বাজারস্থ মুদি দোকান ও ফার্নিচারের দোকন লুটপাট করিয়া নেয়।	√১। তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া √২। বেলায়েত ভুইয়া, √৩। শাহজাহান, √৪। নুরুল হুদা, √৫। লটন, √৬। নুরুল আলম, √৭। ফারুক সহ তাদের দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩০৬.	মনিন্দ্র ত্রিপুরা পিতা-অজ্ঞাত সাং-তৈছকিয়া পাড়া রামগড়, খাগড়াছড়ি।	মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে এলাকা ছাড়া করে বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট কে গাছপালা কেটে নেয়া পরিবারের সদস্যদের মারধর।	√১। তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া √২। বেলায়েত ভুইয়াসহ তাদের দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩০৭.	মোঃ নুরুল হক গং পিতা-আঃ মান্নান সাং-শশানটিলা রামগড়, খাগড়াছড়ি।	মিথ্যা ঘটনা সাজিয়ে মারধর, মিথ্যা মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ।	তৎকালীন সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া ও তার বড় ভাই বেলায়েত ভুইয়া, শাহজাহান, নুরুল হুদা, লিটন, নুরুল আলম, ফারুকসহ তাদের দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি।
৩০৮.	মোঃ হারেছ আলী পিতা-নাসির আহম্মদ সাং-বদ্যটিলা রামগড়, খাগড়াছড়ি।	মারধর করিয়া পঙ্গু করে	√১। সাইফুল ইসলাম, পিতা-নুরুজ্জামান, √২। নুরুজ্জামান, পিতা-মৃত ইউনুছ, সাং-বদ্যটিলা, √৩। আঃ ওহাব ভূইয়া, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩০৯.	মোঃ আবু তাহের ভূইয়া পিতা-মৃত আব্দুল রুপ ভূইয়া সাং-ওয়াইপা পাড়া রামগড়, খাগড়াছড়ি।	১.০০ লক্ষ টাকা চাদা দাবী করে দিতে অপারগ হলে মারধর করে গুরুতর আহত করে।	১। আবুল কাসেম, পিতা-মৃত আফাজ উদ্দিন, সাং-লালছড়িপাড়া, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে খাগড়াছড়ি জেলার রুমা উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০২ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত খাগড়াছড়ি জেলার (রুমা) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩১০.	মোঃ আঃ হানিফ ও ইছাহাক উভয়ই বোর্ট চালক, সাং-বাগানপাড়া রুমা, খাগড়াছড়ি।	গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপি জামাত জোটের ১০/১২ জন সন্ত্রাসী আগ্নেয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া খাগড়াছড়ি জেলার রুমা থানাস্থ বাগানপাড়া নামক স্থানে ভিকটিম হানিফ ও ইছাহাক উভয়ই বোর্ট চালকদ্বয়কে অপহরণসহ তাদের দুইটি বোর্ট ডাকাতি করে নিয়ে যায় এবং যাওয়ার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী দল ফাকা গোলা বর্ষণ করতে করতে চলে যায়।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ **০১ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র **দাখিল সি/এস**	ঃ
(ii)	**চূড়ান্ত** রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত খাগড়াছড়ি জেলার (সদর) উপজেলার অভিযোগের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩১১.	মোঃ রফিকুল আলম ভাংগ্রা ব্রীজ এলাকার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, সদর, খাগড়াছড়ি।	গত ০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসীরা আগ্নেয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া খাগড়াছড়ি জেলার সদর থানাস্থ ভাংগা ব্রীজ এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা এলাকার রফিকুল আলমকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে এবং এলোপাথাড়ী ১০/১২ রাউন্ড গুলি করে।	১। বেলাল, ২। রফিক, উভয় পিতা-অজ্ঞাতসহ আরো অনেকে।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে খাগড়াছড়ি জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	মো ঃ ইয়াসিন পিতা-মৃত চকু মিয়া গ্রাম ঃ আচালং ডিপিপাড়া। মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি। ইউপি মেম্বার ও যুবলীগ নেতা।	গত ০৮/১১/২০০১ ইং তারিখ ভোর ৪২০ ঘটিকার সময় খাগড়াছাড়র মাটিরাঙ্গা উপজেলার আচালং ডিপিপাড়ায় একদল চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী ১। মোঃ সিরাজুল @ সিরাজ, পিতা-মৃত আজিজ, ২। কালাম, পিতা-মৃত সুন্দর আলী, ৩। মনির, পিতা-মৃত আমির হোসেন, ৪। রফিক, পিতা-মৃত আমির হোসেন, ৫। কালাম, পিতা-মৃত ছলিম উদ্দিনসহ মোট ১৫ জন, সর্বসাং-উত্তর আচালং, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়িগন ভিকটিমের বাড়ীতে বেআইনীভাবে প্রবেশ পূর্বক ভিকটিমকে কুপিয়ে হত্যাসহ ঘরবাড়ী লুটসহ ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ইউপি মেম্বার ও যুবলীগ নেতা মোঃ ইয়াসিনকে কুপিয়ে হত্যা করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা ৪ জনকে আহত ও ৫টি বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে। আহতরা সবাই নিহতের আত্মীয়। আহতরা হলো আয়শা বিবি, তাজুল ইসলাম, লিটন মিয়াও সিদ্দিক।	মাটিরাঙ্গা থানার মামলা নং-০৫, তাং-০৮/১১/০১ ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯/ ৩২৩/৩২৪/৩২৬/৪৪৭/ ৪৪৮/৪৩৬/৩০২ পিসি।	সি/এস নং-২২ (১৫), তাং-২৯/০৬/০২ দাখিল করা হয়।	আসামীরা বিএনপি নেতা ও সমর্থক

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
২.	বৌদ্ধ ধর্মগুরু গোপাল গোস্বামী (মদন গোপাল গোস্বামী) মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি	গত ২৯/০৪/২০০২ ইং তারিখ অজ্ঞাত ছাত্রদল ক্যাডার ভিকটিম বৌদ্ধ ধর্মগুরু গোপাল গোস্বামী, (মদন গোপাল গোস্বামী) নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করেন।			
৩.	নুরুল আমিন ছাত্রলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-নাকাপা রামগড়, খাগড়াছড়ি।	গত ০৪/১০/২০০১ ইং তারিখ রামগড় সীমান্তে নাকাপা এলাকায় নুরুল আমিনকে বিএনপির সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে পাহাড়ে নিয়ে রাতেই তাকে খুন করা হয়।	বিএনপির সন্ত্রাসী।		দৈনিক ভোরের কাগজ ০৬/১০/২০০১ প্রকাশিত

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নোয়াখালী জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৭ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৭ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৭ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৩ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৪ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৩ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৩ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নোয়াখালী জেলার (চাটখিল) উপজেলার অভিযোগের বিবরণী ঃ
(পুলিশ সুপারের কার্যালয় নোয়াখালী স্মারক নং-৪০৪১, তারিখঃ ০৪/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩১২.	মোঃ খালিদ হোসেন জুয়েল পিতা-আমির হোসেন মাষ্টার সাং-নোয়াখালী চাঁটখিল, নোয়াখালী।	৩.০০ লক্ষ টাকা চাদাদাবী করে। চাদার টাকা দিতে না পারলে আমার মা ও বাবাকে হুমকি প্রদান। পরবর্তী তে ১.০০ লক্ষ টাকা চাদা জোরপূর্বক নিয়ে যায়। বাকী ২.০০ লক্ষ টাকা না দেওয়ায় বাড়ীঘর ভাংচুর লুটপাট করে। পেপার কাটিং আছে।	√১। ফিরোজ পাটোয়ারী, পিতা-আবুল কাশেম, ২। আবু কালাম মোম্বার, পিতা-মৃত আব্দুল মজিদ, সর্বসাং-নোয়াখালী, চাঁটখিল, নোয়াখালী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩১৩.	মোঃ হারুন-আর-রশিদ পিতা-মোঃ আব্দুল হাকিম সাং-দত্তরাবাগ চাঁটখিল, নোয়াখালী।	৩১/১০/২০০১ তারিখ সন্ধা ৭.০০ ঘটিকার সময় দোকান থেকে অস্ত্র ঠেকিয়ে অপহরণ করে নিয়ে বাম পায়ে গুলি করে পঙ্গু করে দেয়।	√১। মাসুদ, √২। বিল্লাল, উভয় পিতা-সুলতান আহমেদ, √৩। নুর মোহাম্মদ, পিতা-ওবায়দুল্লা পাটোয়ারী, সর্বসাং-খিলপাড়াসহ আরো ৬/৭ জন। চাঁটখিল, নোয়াখালী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩১৪.	মোঃ আজাদ পিতা-অজ্ঞাত সাং-পশ্চিম শুলাকিয়া সদর, নোয়াখালী।	গত ১২/১০/২০০১ ইং তারিখ জোট সন্ত্রাসীরা আতর্কিত ভাবে ভিকটিম মোঃ আজাদকে আক্রমণ করে ডান পা কেটে দেয় এবং মিথ্যা মামলায় এক বছর কারারুদ্ধ করে রাখে।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগেরসংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নোয়াখালী জেলার (কোম্পানীগঞ্জ) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণীঃ

(পুলিশ সুপারের কার্যালয় নোয়াখালী স্মারক নং-৪০৪১, তারিখঃ ০৪/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩১৫.	এরফানুল হক পিতা-মৃত হাজী ছেরাজুল হক,সাং-মুছাপুর কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।	০৭/১০/২০০১ তারিখে রামপুর ইউনিয়নের হক সাহেবের বাড়ীর সামনে মারধর করে, কিল ঘুষি মারিয়া ফুলা জখম করে। এলাকা ছাড়া করে।	১। মোস্তাফিজুর রহমান, পিতা-মৃত আব্দুল আহাদ, সাং-রামপুর, √২। মাঈন উদ্দিন, পিতা-মৃত আব্দুল খালেক, সাং-পশ্চিম চরদরবেশ, √৩। সুমন, পিতা-আজাদ, সাং-মুছাপুর, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে নোয়াখালী জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	দাইয়ুম উল্লাহ পিতা-মৃত ইউনুছ মিয়া গ্রাম ঃ মধ্যম একলাশপুর। বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১৭/১২/২০০১ ইং তারিখ বেগমগঞ্জ থানাধীন মধ্যম এখলাসপুর গ্রামে চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী ১। জহির, পিতা-মেহের উল্লাহ, ২। বাছেত, পিতা-ফখরুল ইসলাম, ৩। সেলিম, পিতা-মৃত বেচু মিয়া, সর্বসাং-পূর্ব এখলাশপুর পূর্ব রাজনৈতিক বিরোধের কারণে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল ওহাবকে মারধর করিয়া মারাত্মক জখম করে উক্ত সময় আওয়ামী লীগ সমর্থক ভিকটিম দাইয়ুম উল্লাহ তাকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসলে বর্ণিত সন্ত্রাসীরা দাইয়ুম উল্লাহকে ও মারধর করিয়া মারাত্মক জখম করে তাকে দ্রুত ডাঃ আব্দুল ওহাব ভুইয়ার নিকট নিয়া গেলে তার নিকট চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।	বেগমগঞ্জ থানার ডাইরী নং-৬৯৫, তাং-১৭/১২/০১	মামলা হয় নাই।	আসামীরা সকলেই চারদলীয় সমর্থক (ভিকটিম দাইয়ুম উল্লাহ পিএম রিপোর্ট সংগ্রহ পূর্বক মামলা রুজু করা যাইতে পারে।
২.	চায়েছ উল্লাহ আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-এখলাছপুর বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।	গত ২৫/১২/২০০১ ইং তারিখ ঈদের নামাজ শেষে বাড়ী ফেরার পথে ১০/১৫ জন বিএনপি সন্ত্রাসী আব্দুল ওহাবের উপর হামলা চালায় এসময় আওয়ামী লীগ সমর্থক চায়েছ উল্লাহ সন্ত্রাসীদের বাধা দিতে গেলে তাকে এলোপাথাড়ী মারধর করে এতে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও পরবর্তী তে তিনি মৃত্যুবরন করেন।	জোট সন্ত্রাসী।		দৈনিক সংবাদ ২৫/১২/২০০১ প্রকাশিত
৩.	মোঃ ইউসুফ, যুবলীগ কর্মী, পিতা-অজ্ঞাত সাং-মিদার এলাকা সেনবাগ, নোয়াখালী।	গত ২৪/১০/২০০১ তারিখ সেনবাগ উপজেলার বিরামপুর ভিকটিমকে তার শশুর বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে ব্যাপক মারধর করে দাগনভূইয়া উপজেলার মিদার এলাকায় রেখে চলে যায়। ইউসুফকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করলে সেখানে সে সকাল ১০.০০ ঘটিকার সময় মৃত্যুবরণ করেন।	সন্ত্রাসীরা।		ডেইলী অবজারভার ২৬/১০/২০০১ প্রকাশিত

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে বি-বাড়ীয়া জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০১টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০১ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে বি-বাড়ীয়া জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	মোঃ ধনু মিয়া মাষ্টার সাং-ভলাকুট নাসিরনগর, বি-বাড়ীয়া ভলাকুট, ইউ,পি আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও চেয়ারম্যান।	গত ১৫/০৩/২০০২ ইং ধনু মিয়ার নিজ বাড়ীতে চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী ১। সোহাগ মিয়া, ২। তিতু মিয়া, ৩। জাহিদ মিয়া, সর্বপিতা-মৃত রওশন আলী, ৪। লিটু মিয়া, ৫। গাজী মিয়া, উভয় পিতা-ইউনুছ মিয়া, ৬। মাসুক মিয়া, পিতা-গাজী মিয়া, ৭। মজু মিয়া, পিতা-রওশন আলী, সর্বসাং-খাপালিয়া, ভিকটিম ধনু মাষ্টারের বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে বেআইনী ভাবে প্রবেশ করতঃ এলোপাথাড়ী কুপিয়ে ও ছুরিকাঘাত করে খুন করে এবং ঘরের মূল্যবান জিনিষপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায় এবং ভাংচুর করে।	নাসিরনগর থানার মামলা নং-০৫, তাং-১৫/০৩/০২ ধারা ৪৪৯/৪৬০/৩০২/৩৮০/৪২৭/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৩৬, তারিখ ১২/০৬/০২ ধারা ৪৪৯/৪৬০/৩০২/৩৮০/৪২৭/৩৪ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই চারদলীয় সমর্থক

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে লক্ষীপুর জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৭ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৪ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ১২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৯ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৩ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০৭ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০৬ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ ০১ টি।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে লক্ষিপুর জেলার সদর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৯ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৫ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৪ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১টি।**
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৩ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৩ টি। (ছেলেকে হত্যা করে বাবা বাদী হয়ে মামলা করলে পরবর্তীতে তাকেও গুলি করে হত্যা করা হয়)।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০২ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০১টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০১টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত লক্ষীপুর জেলার (সদর) উপজেলার অভিযোগের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩১৬.	মোসাঃ নাসিমা আক্তার স্বামী-মৃত বীরমুক্তিযোদ্ধা হাজী নূরনবী সাং-দত্তপাড়া সদর, লক্ষীপুর।	১০/০১/২০০২ তারিখ আমার ছেলে (ইকবাল বাহার চৌধুরী) কলেজ থেকে বাড়ী ফেরার পথে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে হাতুড়ী দিয়ে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ বিষয়ে হত্যা মামলা করিলে সন্ত্রাসীরা আক্রোশ বশতঃ হইয়া মামলার বাদী আমার স্বামীকে ও ১৩/০৯/২০০২ তারিখ গুলি করিয়া হত্যা করে। বসতবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করে বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে দেয়। পেপার কাটিং, মামলার কাগজপত্র সংযুক্ত আছে।	১। মোঃ আবু তাহের, ২। নুরুল আবেদীন পরান, ৩। আঃ সহিদ, ৪। আহম্মদ, ৫। জাহাঙ্গীর আলম, ৬। মাকসুদুর রহমান, ৭। শামীম, ৮। শাহাদাত হোসেন, ৯। আনোয়ার হোসেন, ১০। কামরুল ইসলাম, ১১। চুল কালাম, ১২। খোরসেদ আলম, ১৩। গোলাম মাওলা, ১৪। আবুল কাসেম জিহাদী, সর্বথানা-সদর, লক্ষীপুর।	লক্ষীপুর থানার মামলা নং-১৫, তাং-১৪/০১/২০০২, জিআর নং-৩৪/২০০২, এসটি-১২৭/২০০২ ও মামলা নং-১৭ , তাং-১৪/০৯/২০০২, জিআর নং-৬৭৮/২০০২, এসটি-৫০/২০০৩। বিচার শেষে আসামীদের খালাস দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত। স্থানীয় বিজ্ঞ পিপির মাধ্যমে আপীল করার পদক্ষেপ নেয়া যায়।
৩১৭.	মোঃ ইউসুফ আলী হাওলাদার পিতা-আলহাজ আলী আকবার হাং সাং-খাগুরিয়া সদর, লক্ষীপুর। বর্তমান ঠিকানা ঃ ইউসুফ আলী হাওলাদার প্লট নং-১, রোড নং-৩, ব্লক-খ, দুয়ারীপাড়া, পল্লবী, ঢাকা।	০২/১০/২০০১ তারিখ শতাধিক বিএনপি সন্ত্রাসী অস্ত্রশস্ত্র নিয়া হত্যার উদ্দেশ্যে আমার বাড়ীতে আক্রমণ করে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় প্রাণে বেঁচে যাই। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে থানায় মামলা করতে গেলে মামলা গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে সন্ত্রাসীরা বাড়ীঘর দখল করিয়া বাড়ীঘরের মালামাল লুটপাট করিয়া নেয়। ঢাকায় এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে আমার সার্বিক অবস্থা নেত্রীকে জানাই। তিনি আমাকে সান্তনা দেন। পেপার কাটিং আছে।	বিএনপি’র তৎকালীন ইউনিয়ন সভাপতি √১। গোলাম সরোয়ার এর নেতৃত্বে শতাধিক বিএনপি সন্ত্রাসী বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি’র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩১৮.	আলহাজ নুরুল আলম নান্টু কাজী পিতা-মৃত কাজী আব্দুল খালেক সাং-বাঞ্জানগর সদর, লক্ষীপুর।	প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া আমার বাসায় বোমা হামলা করে এবং বাড়ীঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করে চাঁদা দাবী করে। মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি।	√১। নুরুল আলম (নুরু), পিতা-আবু সিদ্দিক রাজাকার, সাং-বাঞ্জানগর, √২। হারুন, পিতা-হাসানুজ্জামান, সাং-হাসনদী, √৩। সিরাজ ড্রাইভার, পিতা-নুরনবী পাটোয়ারী, √৪। বশির আহমেদ, পিতা-মজিবুল হক, √৫। জিল্লুর রহমান, পিতা-আবুল খায়ের, সর্বসাং-মান্দারী,সহ আরো ৪/৫ জন, সদর, লক্ষীপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত। থানায় মামলা হয়েছে তদন্ত শেষে চার্জশিট দাখিল হয়েছে। সি/এস নং-১৪৪, তাং-২৯/০৫/২০০৩।
৩১৯.	বিধান চন্দ্র সাহা পিতা-বঙ্কিম চন্দ্র সাহা সাং-দঃ হামসাদি সদর, লক্ষীপুর।	অত্যাচার নির্যাতন, বসতবাড়ী, পুকুর, জমি জোরপূর্বক জবর দখল।	১। আহসান উল্লা খা, পিতা-মৃত আহমদ উল্লা খা, সাং-দঃ হামসাদি, সদর, লক্ষীপুর।	২৩/০৭/২০০২ তারিখে ভিপি সম্পত্তির লীজ নিয়া বিরোধ।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে লক্ষিপুর জেলার কমলনগর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত লক্ষীপুর জেলার (কমলনগর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা লক্ষীপুর স্মারক নং-১৮৬৪, তারিখঃ ২৪/০৮/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩২০.	হাজী নুরুল ইসলাম পিতা-মৃত হাজী নুরুল আলম সাং-চরলরেন্স বাজার কমলনগর, লক্ষীপুর।	০২/১০/২০০১ তারিখ সকাল ৯.৩০ ঘটিকার সময় আওয়ামীলীগের নির্বাচনী অফিস হামলা করে ভাংচুর ও লুটপাট করে পরবর্তী তে আমার বাড়ীঘর ভাংচুর লুটপাট সহ দোকানের ক্যাশ টাকা লুট করিয়া নিয়া যায় এমনকি বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ছবি ভাংচুর করে। পেপার কাটিং সংযুক্ত।	√১। ইসমাইল হোসেন লিটন, √২। আনোয়ার হোসেন, নিসাত, উভয় পিতা-মোঃ আলী পাটোয়ারী, √৩। রিয়াজ উদ্দিন, পিতা-আলী হোসেন, √৪। মিল্লাত হোসেন, √৫। মুরাদ হোসেন, উভয় পিতা-মৃত হাজী ফজলুল হাওলাদার, সর্বসাং-চরলরেন্স, কমলনগর, লক্ষীপুরসহ আরো ২০/২৫ জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে লক্ষীপুর জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	ইকবাল হোসেন বিপ্লব পিতা-হাজী নুরনবী গ্রাম : দত্তপাড়া লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর, ছাত্রলীগ কর্মী।	গত ১০/০১/২০০২ ইং তারিখ ভিকটিম ইকবাল হোসেন বিপ্লব দত্তপাড়া কলেজ হইতে পরীক্ষা দিয়া বাড়ী যাবার পথে বিএনপি সন্ত্রাসী ১। কাওছার, পিতা-আঃ আজিজ, সাং-সৈয়দপুর, ২। মাসুদ, পিতা-ফজল, সাং-দত্তপাড়া, ৩। শাহআলম, পিতা-মোহাম্মদ উল্লাহ, সাং-করইতলা, চুল কামাল, পিতা-মৃত নুর মোহাম্মদ, সাং-শ্রীপুরগণ ভিকটিমকে অপহরণ করে নিয়ে হাতুড়ী দিয়া পিটাইয়া গুরুতর জখম করিলে হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় ১৩/০১/২০০২ ইং তারিখ নিহত হন।	লক্ষীপুর থানার মামলা নং-১৫, তাং-১৪/০১/০২ ধারা ৩৬৪/৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১৩৭, তারিখ ১৪/০৪/০২ দাখিল করা হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির সন্ত্রাসী।
২.	মোহাম্মদ ইউসুফ আলী পিতা-মোঃ ইরফ হোসেন গ্রাম : নন্দীগ্রাম লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর আওয়ামী লীগ কমী।	গত ১৯/০১/২০০২ ইং তারিখ ২৩.৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। খোরসেদ আলম@ সাগর, পিতা-হানিফ, ২। কোরবান আলী @ লিটন, পিতা-ফজলুল হক, ৩। আনোয়ার @ জাহিদ, পিতা-ড্রাইভার আবুল কালাম, ৪। হানিফ, পিতা-গফুর, সর্বসাং-নন্দীগ্রাম, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বর্ণিত আসামীরা আওয়ামী লীগ কর্মী হওয়ার কারণে ইউসুফ কে গুলি করে হত্যা করে।	লক্ষীপুর থানার মামলা নং-২৬, তাং-২০/০১/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১২৫,(৪) তারিখ ৭/৪/০২ দাখিল করা হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির সন্ত্রাসী।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	নূরুল হক গ্রাম ঃ কল্যাণপুর। লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর যুবলীগ কর্মী	গত ১৮/১০/২০০১ ইং তারিখ বেলা আনুমানিক ১৩.৩০ ঘটিকার সময় যুবলীগ কর্মী নুরুল হক নিজ বাড়ীতে গোসল করার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। শামসুর রহমান, পিতা-নোয়াব আলী, ২। মুনসুর আহমেদ, পিতা-মৃত আলী হোসেন, ৩। ফারুক, পিতা-মুনসুর, ৪। আজাদ, পিতা-নোয়াব আলী, সর্বসাং-কল্যাণপুর, ৫। দুলাল, পিতা-আব্দুর রব, সাং-সৈয়দপুরগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভিকটিমের বাড়ীতে বেআইনী ভাবে প্রবেশপূর্বক চাইনিজ কুড়াল দিয়া কুপিয়ে হত্যা করে।	লক্ষ্মীপুর থানার মামলা নং-৩৬, তাং-১৯/১০/০১ ধারা ১৪৭/১৪৮/ ১৪৯/৩০২ পিসি	সি/এস নং-২২৯,(৫) তারিখ ১২/৬/০২ দাখিল করা হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির সন্ত্রাসী।
৪.	মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ নুরনবী, আওয়ামী লীগ নেতা, পিতা-অজ্ঞাত সাং-দত্তপাড়া, লক্ষিপুর সদর, লক্ষিপুর।	গত ১৩/০৯/২০০২ ইং তারিখ রাতে সন্ত্রাসীরা নুরনবীর বাড়ীতে এসে মুরগীর খোয়ারের মুরগী ছেড়ে দিয়ে ভিকটিমের পরিবারের ঘুম ভেঙ্গে যায় তাৎক্ষণিকভাবে ভিকটিম ও তার স্ত্রীর ঘর থেকে বের হলে সন্ত্রাসীরা নুরনবীকে মাটিতে ফেলে গুলি করলে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক ইত্তেফাক ১৫/০৯/২০০২ প্রকাশিত
৫.	শামসুদ্দোহা পাটোয়ারী গ্রাম ঃ সোনাপুর সদর, লক্ষ্মীপুর আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১১/১২/২০০১ ইং তারিখ ভোর রাতে সন্ত্রাসীরা লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পাবর্ততীনগর ইউনিয়নের সোনাপুর গ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী শামসুদ্দোহা পাটোয়ারীকে গুলি করিলে মারাত্মক জখম প্রাপ্ত হইয়া হাসপাতালে চিকিঃসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।	থানায় মামলা হয় নাই।		দলীয় পরিচয় নাই।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৬.	শাহজাহান সাজু গ্রাম ঃ মহাদেবপুর লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর। দলীয় পরিচয় ঃ যুবলীগ কর্মী।	গত ১১ ডিসেম্বর ২০০১ ইং রাত ১০টায় লক্ষীপুর সদর উপজেলার মহাদেবপুর গ্রামে অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন যুবলীগ কর্মী শাহজাহান সাজু।	লক্ষীপুর থানার মামলা নং-২৭, তাং-১২/১২/০১ ধারা ৩০২ পিসি	সি/এস নং-৮৮, তারিখ ১৬/৬/০২ দাখিল করা হয়।	অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী
৭.	সিরাজ উল্লাহ পিতা-মোঃ রুহুল আমিন গ্রাম ঃ জালিয়াকান্দি লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর। যুবদল কর্মী।	গত ১৫/১২/২০০১ ইং তারিখ ভিকটিম সিরাজ উল্লাহর বাড়ীতে বেআইনী ভাবে প্রবেশপূর্বক রাজনৈতিক প্রতি হিংসার কারণে বিএনপির সন্ত্রাসী ১। তালেব আলী, পিতা-মৃত তরিক উল্লাহ, ২। এরশাদ, পিতা-তাহের আহেমদ মোল্লা, উভয় সাং-ইটখোলা, ৩। আজাদ, পিতা-নোয়াব আলী, ৪। মাসুদ, পিতা-নোয়াব আলী, উভয় সাং-কল্যাণপুর, ৫। দুলাল, পিতা-আব্দুর রব, সাং-সৈয়দপুর, ৬। নাসির, পিতা-লেদু মিয়া, সাং-রমাপুরগণ দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।	লক্ষীপুর থানার মামলা নং-৩৭, তাং-১৯/১২/০১ ধারা ৪৪৭/৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১০৮, তারিখ ২০/০৩/০২ দাখিল করা হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপি সন্ত্রাসী।
৮.	মোঃ নুরুল ইসলাম সাং-চরআফজল রামগতি, লক্ষিপুর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যার ও আওয়ামী লীগ নেতা।	গত ১৮ জুন, ২০০২ ইং, মঙ্গলবার, রাত, লক্ষীপুরের রামগতিতে ১৮ জুন রাতে অজ্ঞাত নামা বিএনপি সন্ত্রাসীরা উপর্যুপরি কুপিয়ে প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ সমর্থক আলাহজ্ব নুরুল ইসলামকে হত্যা করে । রাস্তার ওপরেই উপর্যুপরি কুপিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।	রামগতি থানার মামলা নং-০৮, তাং-১৯/০৬/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	এফআরটি দাখিল করা হয়েছে।	বিএনপি অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে বান্দরবান জেলার সদর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ ০১ টি।
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ **০১ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত বান্দরবান জেলার (সদর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩২১.	ব্রাসাই মার্মা পিতা-অজ্ঞাত সাং-তুমব্রুপাড়া সদর, বান্দরবান।	গত ১৩/১০/২০০১ ইং তারিখ গভীর রাতে বান্দরবান জেলা সদরের তুমব্রুপাড়া গ্রামের বিএনপির সন্ত্রাসীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ব্রাসাই মার্মার বাড়ীতে ডাকাতি করে এবং তাহার স্কুল পড়ুয়া ১৯ বছরের যুবতীকে পৈশাচিক ভাবে **ধর্ষণ** করে উল্লাস করে।	স্থানীয় চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
৩২২.	মোসাঃ রাজিয়া বেগম স্বামী-শহিদুল্লাহ সাং-তুমব্রুপাড়া সদর, বান্দরবান।	গত ১৪/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপি ও জামায়াতের সন্ত্রাসীরা বান্দরবানস্থ সেনানিবাস সংলগ্ন ফরেষ্ট্র ষ্ট্রেশন তুমব্রুপাড়ায় হামলা চালিয়ে শহিদুল্লাহ কাওসারের গর্ভবর্তী স্ত্রীকে বেদম মারপিট করে।	স্থানীয় চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত
৩২৩.	আঃ রশিদ আহমেদ আওয়ামী লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত নাইক্ষ্যংছড়ি, পার্বত্য বান্দরবান।	গত ২৫-০৯-২০০২ ইং তারিখ বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি রামু সড়কে আওয়ামী লীগ নেতা রশিদ আহমেদকে জোট সন্ত্রাসীরা ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে।	জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।	দৈনিক যুগান্তর ২৫-০৯-২০০২ প্রকাশিত

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে গাজীপুর জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৬ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৪ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০২ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ১২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৮ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৪ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০৫ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০৫ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০১টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০১ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত গাজীপুর জেলার (জয়দেবপুর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা গাজীপুর স্মারক নং-৩২৩৯, তারিখঃ ০৬/১০/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩২৪.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) কাজী মাহ্মুদ হাসান পিএসসি পিতা-মৃত্যু কাজী আজিম উদ্দিন আহ্ম্মদ, সাং-মধ্য জয়দেবপুর জয়দেবপুর, গাজীপুর।	৩০/১২/২০০১ তারিখে সহিংসতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে লোকজনদের তাড়াইয়া দিয়া বাড়ীঘর ও জমি জমা দখল করে।	১। মোঃ মোকারম আলী, পিতা-অজ্ঞাত, ২। মোঃ আতিকুর রহমান, পিতা-মোকরম আলী, ৩। মোঃ ইব্রাহিম, পিতা-মৃত আলী আহম্মদ, ৪। মোঃ ইসমাইল, পিতা-মৃত আলী আহম্মদ, ৫। মোসাঃ রেহানা বেগম, স্বামী-অজ্ঞাত, ৬। মোঃ ফারুক আহমেদ, পিতা-অজ্ঞাত, সর্বসাং-ভাষানটেক, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।	জমিজমার মালিকানা নিয়ে পূর্ব হইতে বিরোধ চলিতেছিল। ২০০১ জাতীয় নির্বাচনের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আসামীরা দখল করিয়া নেয়। এ ব্যাপারে জমীর মালিকানা নিয়া দেওয়ানী আদালতে মামলা চলিতেছে।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০২ টি।**
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত গাজীপুর জেলার (কালিয়াকৈর) উপজেলার অভিযোগের বিবরণী ঃ

(জেলা বিশেষ শাখা গাজীপুর স্মারক নং-৩২৩৯, তারিখঃ ০৬/১০/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩২৫.	যাদব রায় পিতা-মৃত বাবু লাল রায় সাং-গোলয়া কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	০৩/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীঘরে আক্রমণ, ভাংচুর, মূল্যবান মালামাল লুটপাট, স্ত্রী ও মেয়েকে মারধর, পেপার কাটিং আছে।	√১। রায়হান মিয়া, পিতা-মৃত আব্দুল বেপারীসহ তার দলীয় বাহিনী, সাং-কোন্দাঘাটা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩২৬.	ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় পিতা-অজ্ঞাত সাং-গোলয়া কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	০৪/১০/২০০১ তারিখ বিভিন্ন অস্ত্র সস্ত্র নিয়া আমার বাড়ীতে আক্রমণ করে বাড়ীঘর ভাংচুর লুটপাট করে, বাবা ও ছোট ভাইকে মারধর করে। পেপার কাটিং আছে।	√১। মোঃ মজিবর রহমান, পিতা-আব্দুল হামিদ মাষ্টার, √২। জমির উদ্দিন, পিতা-আঃ হক মিয়া, √৩। হযরত আলী, পিতা-ভেলু মিয়াসহ তাদের দলীয় বাহিনী, সর্বসাং-পিপড়া ছিট।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩২৭.	মোঃ আঃ হান্নান পিতা-মৃত আঃ মজিদ সাং-টালাবহ কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	২৪/১০/২০০১ তারিখে ১.০০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে। চাঁদার টাকা দিতে অস্বীকার করলে আমাকে মারধর করে এবং বাড়ীঘর ভাংচুর লুটপাট করে।	√১। লাবিব উদ্দিন লাবু, পিতা-মইজুদ্দিন ইয়া, √২। ওয়াসীম হোসেন, পিতা-লাবিব উদ্দিনসহ আরো ১৫/২০ জন। সাং-টালাবহ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে গাজীপুর জেলার টঙ্গী উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত গাজীপুর জেলার (টঙ্গী) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

(জেলা বিশেষ শাখা গাজীপুর স্মারক নং-৩২৩৯, তারিখঃ ০৬/১০/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩২৮.	মো: তরিকুল ইসলাম পিতা-মৃত নজরুল ইসলাম সাং-চরলক্ষীপুর টঙ্গী, গাজীপুর।	১৬/০২/২০০২ তারিখে জোর পূর্বক আমাদের বাড়ীর জমি দখল করে জমিতে ঘর নির্মাণ করে মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা দাবী ও লুটপাট করে এবং মারধরপূর্বক প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে।	√১। মোঃ সাইফুল ইসলাম মিশু, পিতা-মৃত মোসলেম উদ্দিন, √২। নুরুল আমিন ভূইয়া, পিতা-মৃত সুজাত আলী ভূইয়া, √৩। এমএম রফিকুল ইসলাম, পিতা-অজ্ঞাত সর্বসাং-বড় দেওড়া, টঙ্গী, গাজীপুর।	তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

বিএনপি সন্ত্রাসী কর্তৃক শ্রীপুর থানা এবং আওয়ামী লীগ অফিস সহ প্রতিমন্ত্রীর বাড়ী ভাংচুর ঃ

ঘটনাস্থল ঃ গাজীপুর

গত ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের পরে ১লা ডিসেম্বর/০১ তারিখে জননিরাপত্তা আইন বাতিলের প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর বোন শেখ রেহানার ক্ষতির আশংকায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (বর্তমান বিরোধী দলীয় নেত্রী) বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে তানজিম আহম্মেদ সোহেল তাজ এম,পি এবং রহমত আলী (সাবেক প্রতিমন্ত্রী) এম,পিদ্বয় যথাক্রমে কাপাসিয়া থানায় এবং শ্রীপুর থানায় পৃথক দুইটি সাধারণ ডাইরী করেন। উক্ত ডাইরীর বিষয় প্রকাশ পেলে স্থানীয় বিএনপি নেতা মাওলানা রুহুল আমীনের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী (বিএনপি সমর্থিত) স্থানীয় আওয়ামী লীগ অফিস, সাবেক প্রতি মন্ত্রী বর্তমান সংসদ সদস্য জনাব রহমত আলীর বাড়ী এবং শ্রীপুর থানা অফিসসহ বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। এমনকি তারা শ্রীপুর থানা অফিসে ঢুকে ভাংচুর করে । থানা পুলিশ অসহায় অবস্থায় পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় আওয়ামী লীগ অর্ধবেলা হরতাল আহ্বান করে এবং ঢাকা ময়মনসিংহ রোডে সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত গাজীপুর জেলার (শ্রীপুর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা	কথিত অভিযোগ	কথিত বিবাদীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩২৯.	তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ (এমপি) গাজীপুর। এ্যাডভোকেট রহমত আলী এমপি ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী।	০১/১০/২০০১ ইং তারিখ জননিরাপত্তা আইন বাতিলের প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তার বোন শেখ রেহেনার ক্ষতির আশংকায় তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ এবং এ্যাডভোকেট রহমত উল্লাহদ্বয় কাপসিয়া ও শ্রীপুর থানায় পৃথক দুইটি সাধারণ ডায়েরী করেন। বিষয়টি প্রকাশ পেলে জনৈক বিএনপি নেতা মাওলানা রুহুল আমিনের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী স্থানীয় আওয়ামী লীগ অফিস, শ্রীপুর থানা অফিস ও সংসদ সদস্য জনাব রহমত উল্লাহর বাড়ী ভাংচুর করে।	জনৈক বিএনপি নেতা মাওলানা রুহুল আমিনের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী বাহিনী।	ঘটনা সত্য।
৩৩০.	মোঃ মনির হোসেন পিতা-মোঃ গিয়াস উদ্দিন সাং-বরমী শ্রীপুর, গাজীপুর	১৪/১২/২০০১ ইং তারিখ আমার বরমী বাজারের মুদি দোকান ভাংচুর ও লুটপাট করে।	১। মোঃ রফিক বেপারী, পিতা-আক্কাছ আলী বেপারী, ২। মোঃ হারুন বেপারী, পিতা-লালু বেপারী, ৩। মোঃ আনোয়ার হোসেন, পিতা-হেলাল উদ্দিন মেম্বার, সাং-বরমী, শ্রীপুর, গাজীপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে আসামীরা জড়িত বিএনপি জামাত সমর্থিত জোট।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে গাজীপুর জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	মোসলেম উদ্দিন গ্রাম/ওয়ার্ড ঃ নিশ্চিন্তপুর, মৌচাক। কালিয়াকৈর, গাজীপুর যুবলীগ কর্মী	গত ০৭/১০/২০০১ ইং তারিখ যুবলীগকর্মী মোসলেম উদ্দিনকে এলাকার বিএনপির সন্ত্রাসীরা বেআইনী জনতাবদ্ধে পূর্বপরিকল্পিত ভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভিকটিম মোসলেম উদ্দিনের বাড়ীতে প্রবেশ পূর্বক তাহাকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।	কালিয়াকৈর থানার মামলা নং-০৩ (১০)০১ ধারা ১৪৩/৪৪৭/৩২৩/ ৩২৫/৩২৬/৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৮১ (৬), তাং-৩১/০৫/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির দলীয় নেতা ও সমর্থক।
২.	আক্তার হোসেন গ্রাম/ওয়ার্ড ঃ শালদই উপজেলা ঃ কাপাসিয়া জেলাঃ গাজীপুর যুবলীগ কর্মী।	গত ১৪ অক্টোবর ২০০১ ইং বিএনপির সন্ত্রাসীদের আক্রমণের ভয়ে ৩নং ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি আক্তার হোসেন বাড়িছাড়া ছিল। বৃহস্পতিবার সে বাড়ি ফিরে আসে। বাজারে একটি চায়ের দোকানে বিএনপির সন্ত্রাসীরা শুক্রবার তার খোঁজ করে। পরদিন শনিবার সকালে পুলিশ তার ক্ষতবিক্ষত লাশ বিল থেকে উদ্ধার করে। ইহা একটি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড।	কাপাসিয়া থানার মামলা নং-১৪ (১০)০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৭২ (৬), তাং-৩১/০৫/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির দলীয় নেতা ও সমর্থক।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	মোঃ ইলিয়াস গ্রাম ঃ টঙ্গী বাজার তহশিল অফিসের সামনে, টঙ্গী, গাজীপুর, যুব লীগ নেতা।	গত ০১/১১/২০০১ ইং তারিখ সন্ধা ৭.০০ ঘটিকার সময় অজ্ঞাতনামা বিএনপির সন্ত্রাসীরা টঙ্গীবাজার তহশিল অফিসের সামনে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়। ইহা একটি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড।	টঙ্গী থানার মামলা নং-০২ (১১)০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১৮৮ (৫), তাং-৩১/০৫/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির দলীয় নেতা ও সমর্থক।
৪.	সৈয়দ গোলম মোস্তফা গ্রাম ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি,সদর, গাজীপুর, বিআইটি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক।	গত ০৪/১১/২০০১ ইং তারিখ ছাত্র দলের জোট সন্ত্রাসীদের গুলিতে ভিকটিম সৈয়দ গোলাম মোস্তফা নিহত হয়। ইহা একটি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড। গোলাম মোস্তফার অন্যান্য সহযোগী ছাত্রলীগের কর্মীরা গুলিতে মারাত্মক জখম প্রাপ্ত হয়।	জয়দেবপুর থানার মামলা নং-২৩ (১১)০১ ধারা ১৪৭/৩০২/৩২৬/ ৪২৭/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৩৪১ (৬), তাং-০৭/০৫/২০০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির দলীয় নেতা ও সমর্থক।
৫.	জয়নাল আবেদীন গ্রাম/ওয়ার্ড/স্থান: বরুন কাপাসিয়া, গাজীপুর যুবলীগ কর্মী	গত ২৪/০৫/২০০২ ইং তারিখ কাপাসিয়ার বরুণ গ্রামে বিএনপি কর্মী একটি বিতর্কিত জমির গাছের কাঁঠাল কাটাকে কেন্দ্র করে ২৪ মে সকালে বিএনপি কর্মী সিদ্দিক, রাসেল, মোস্তফা, গিয়াস জাকির ও দেলোয়ারসহ ৮/৯ জন ধারালো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বেআইনী জনতায় দলবদ্ধ হইয় ভিকটিমের বাড়ীতে প্রবেশ পূর্বক ভিকটিমকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে হত্যা করে এবং ঘরের মালামাল নগদ টাকা পয়সা স্বর্ণলংকার লুটপাট করে নিয়ে যায়।	কাপাসিয়া থানার মামলা নং-২৬ (০৫)০২ ধারা ১৪৩/৪৪৭/৩২৩/ ৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/ ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১৭৪ (৬), তাং-২৩/১১/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির দলীয় নেতা ও সমর্থক।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৬.	আব্দুস সালাম যুবলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-দক্ষিণ খাইলকুর সদর, গাজীপুর।	গত ৩১/১২/২০০২ ইং তারিখ রাত ১০ ঘটিকার সময় ভিকটিম ও তার দুই সঙ্গীসহ মোটর সাইকেলে বাড়ী ফেরার পথে দক্ষিণ খাইলকুর এলাকায় জয় বাংলা সড়কে কয়েকজন সন্ত্রাসী তাকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে এতে তার মাথায় দুইটি ও পিঠে তিনটি গুলি লাগলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।	বিএনপি সন্ত্রাসী		দৈনিক সংবাদ ০২/০১/২০০৩ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৭.	মোঃ কাসেম আলী আওয়ামী লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-গয়েসপুর শ্রীপুর, গাজীপুর।	গত ০৫/০৬/২০০২ ইং তারিখ রাত ৯.০০ ঘটিকার সময় ১৫ জনের একদল বিএনপি সন্ত্রাসী লাঙ্গলবান্ধ বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথে ভিকটিম কাসেম আলীকে গুলি করে হত্যা করে।	বিএনপি সন্ত্রাসী		দৈনিক ভোরের কাগজ ০৮/০৬/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৮.	মোঃ জামাল উদ্দিন পকির ছাত্রলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-শীতলক্ষা নদী কাপাসিয়া, গাজীপুর।	গত ০২/০৪/২০০২ ইং তারিখ গাজীপুরের কাপাসিয়ায় শীতলক্ষা নদী থেকে জামাল উদ্দিন ফকিরের লাশ উদ্ধার করা হয়।			দৈনিক যুগান্তর ২০/০৪/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে জামালপুর জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৪ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৬ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৮ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৪ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০২ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৪ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০২টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত জামালপুর জেলার (মাদারগঞ্জ) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণীঃ
(জেলা বিশেষ শাখা জামালপুর স্মারক নং-৩০৪৭/৭-১০(৪), তারিখঃ ১০/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৩১.	মোঃ রুস্তম আলী ফকির পিতা-মৃত আবুল হোসেন ফকির সাং-তেঘরিয়া মাদারগঞ্জ, জামালপুর।	গ্রাম থেকে চলে যাবার হুমকি, না যাওয়ার কারণে পরিবারের উপর নির্যাতন, জোর পূর্বক জমি দখল করে পরবর্তী তে বাড়ীতে হামলা চালিয়ে স্ত্রী. শালিকা ও মেয়েকে রানদা দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে বাড়ীর মালামাল ভাংচুর ও লুটপাট করে নিয়ে যায়। পেপার কাটিং ও ছবি আছে।	√১। মোঃ মজনু ফকির, পিতা-মৃত মজিবর রহমান ফকির, √২। মোঃ সফিকুল ইসলাম, পিতা-মৃত আলতাপ সরকার, √৩। মোঃ তোপাজ্জল ফকির, পিতা-মৃত আফজাল ফকির, √৪। মোঃ মোবারক হোসেন, পিতা-মৃত মজিবুর রহমান ফকির, √৫। সুলতান ফকির, পিতা-মৃত ইসকর ফকির সর্বসাং-তেঘরিয়া, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৪ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৩ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৩ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত জামালপুর জেলার (সরিষাবাড়ী) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণীঃ
(জেলা বিশেষ শাখা জামালপুর স্মারক নং-৩০৪৭/৭-১০(৪), তারিখঃ ১০/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৩২.	মোঃ বাবুল মিয়া পিতা-মৃত রাজমাহ্মুদ মিয়া সাং-বাশুরিয়া সরিষাবাড়ী, জামালপুর।	আমার ও আমার আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীঘর ভাংচুর, লুটপাট, গাছপালা কেটে নেওয়া, মিথ্যা মামলায় হয়রানী করে।	১। মোঃ কুরান আলী, ২। আব্দুল আজিজ, ৩। মোঃ হায়দার আলী, ৪। মোঃ ইউনোজ আলী, ৫। মোঃ ইউছুফ আলী।	ঘটনাটি সত্য নহে।
৩৩৩.	মোঃ শাহজাহান আলী আকন্দ সভাপতি, আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগ ৫নং পিংনা ইউনিয়ন, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।	দোকান ঘর ভাংচুর লুটপাট বাড়ীতে প্রবেশ করে ভাংচুর বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ছবিতে প্রসাব করে দেয়া, স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের মারপিট প্রাণনাশের হুমকি। পেপারকাটিং আছে।	√১। মোঃ আঃ রশিদ, √২। মোঃ রহমত আলী, √৩। মোঃ লিটন মিয়া, উভয় পিতা-মোঃ নওজেস আলী, √৪। মোঃ হিরা মিয়া, পিতা-ইউনুছ আলী, √৫। মোঃ বাবু মিয়া, পিতা-মৃত চাঁন মিয়া, সর্বসাং-পদ্মপুর সহ আরো ৫/৬ জন, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩৩৪.	মোঃ রমিজ উদ্দিন পিতা-মোঃ আঃ গনি সাং-বয়রা সরিষাবাড়ী, জামালপুর।	মেসার্স আশর ট্রেডার্স এর টেন্ডারকৃত কাজের সমস্ত মালামাল লুট করিয়া নিয়া যায়।	১। মোঃ আনোয়ার ইসলাম (বাবুল), পিতা-মৃত কাজেম উদ্দিন, সাং-বয়রা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।	ঘটনাটি সত্য নহে।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জামালপুর জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	রজব আলী পিতা-বনেদ আলী মন্ডল গ্রাম ঃ দোলপুর সরিষাবাড়ি, জামালপুর। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১৭/১০/০১ ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ০৬.০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী আব্দুর রশিদ, ২। আজগার আলী উভয় পিতা-মৃত গাদু মন্ডল, ৩। বেলাল হোসেন, পিতা-মৃত রেয়াজ উদ্দিন মুন্সী, ৪। আঃ কাদের , পিতা-মৃত আউজ উদ্দিন, ৫। হালিম, পিতা-শুকুর আলীসহ মোট ১১ জন, সর্বসাং দৌলতপুর, সরিষাবাড়ী, জামালপুরগন বেআইনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পূর্ব শত্রুতার জের ধরিয়া কামারিয়া গ্রামে ভিকটিম রজব আলীকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা কোপাইয়া মারাত্মক জখম করে ভিকটিম রজব আলী চিৎকারে আশপাশের লোক এগিয়ে আসলে আসামীরা পলায়ন করে। ভিকটিমকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।	সরিষাবাড়ী থানার মামলা নং-১৩, তাং-১৭/১০/০১ ধারা ১৪৮/৩৪১/ ৩২৩/ ৩২৫/৩২৬/ ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১১৩ তাং-২৪/০৬/০৩ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির দলীয় নেতা ও সমর্থক।
২.	সাহেবানি বেগম স্বামী-মৃত মফিজ উদ্দিন সাং-বৈন্নাফৈর সরিষাবাড়ী, জামালপুর নিহত ব্যক্তির ছেলে পুগলদিয়া ইউ,পি আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক।	গত ২২/১২/২০০১ ইং তারিখ সন্ধা আনুমানিক ১৯.০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী বেআইনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসামী ১। শিশু, পিতা-ফজলুর রহমান, ২। বিপ্লব, ৩। হাফিজুর রহমান, ৪। শাহজাদা, সর্বপিতা-আতিয়ার রহমান, সর্বসাং-চর সরিষাবাড়ী, ৫। আবদুল্লাহ, পিতা-মজনু মুন্সীসহ মোট ১৫ জন ভিকটিমের নিজ বাড়ীতে প্রবেশ পূর্বক ঘরের মালামাল লুটপাট মারধর এবং ভিকটিমকে অপহরণ করে নিয়ে বাড়ীর পাশে লাঠিপেটা করে হত্যা করে।	সরিষাবাড়ী থানার মামলা নং-০৯, তাং-২৩/১২/০১ ধারা ১৪৮/৪৪৭/৪৪৮/ ৩২৩/৩৮০/৩০২/ ১১৪/৩৪/ ৫০৬ পিসি	সি/এস নং১৩৫ তাং-২২/০৭/০৮ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির দলীয় নেতা ও সমর্থক।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৯ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৯ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১ টি।**
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৮ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৩ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০৫ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০৪ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০৪ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত মাদারীপুর জেলার (সদর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণীঃ
(জেলা বিশেষ শাখা মাদারীপুর স্মারক নং-৩৩৩৭, তারিখঃ ২২/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৩৫.	মোঃ মুজাম খা পিতা-আবুল কাসেম খা সাং-বাবনাতলা সদর, মাদারীপুর।	আওয়ামীলীগের পক্ষে ভোট প্রদান করায় আমার বাড়ীতে আসিয়া ভাংচুর লুটপাট করে পরবর্তী তে ২.০০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে না দিলে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। প্রাণের ভয়ে ১.০০ লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে বাধ্য হই।	১। আলী আহম্মদ মাতুব্বর, পিতা-মৃত কালাচান মাতুব্বর, ২। কামাল মুন্সী, পিতা-সামছু মুন্সী, ৩। মতিউর রহমান মাতুব্বর, পিতা-মৃত হাসেম মাতুব্বর, ৪। ফারুক মুন্সী, পিতা-সামছু মুন্সী, ৫। সুলতান সরদার, পিতা-মৃত ওয়াজ উদ্দিন সরদারসহ আরো ২৫/৩০ জন, সর্বসাং-চরগোবিন্দপুর, সদর, মাদারীপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি।
৩৩৬.	মোঃ আজিজুল হক খান পিতা-আঃ কাসেম খান সাং-বাবনা তলা সদর, মাদারীপুর।	আওয়ামীলীগের পক্ষে ভোট প্রদান করায় আমার বাড়ীতে আসিয়া ভাংচুর লুটপাট করে পরবর্তী তে ২.০০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে না দিলে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। প্রাণের ভয়ে ২.০০ লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে বাধ্য হই।	√১। আলী আহম্মদ মাতুব্বর, পিতা-মৃত কালাচান মাতুব্বর, √২। কামাল মুন্সী, পিতা-সামছু মুন্সী, √৩। মতিউর রহমান মাতুব্বর, পিতা-মৃত হাসেম মাতুব্বর, √৪। ফারুক মুন্সী, পিতা-সামছু মুন্সী, √৫। সুলতান সরদার, পিতা-মৃত ওয়াজ উদ্দিন সরদারসহ আরো ২৫/৩০ জন, সর্বসাং-চরগোবিন্দপুর, সদর, মাদারীপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত। থানায় মামলা হয়েছে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত পূর্বক আদালতে সত্য বলে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৩৭.	আঃ রব বেপারী পিতা-মৃত আইজদ্দিন বেপারী সাং-খোয়াজপুর টেকেরহাট সদর, মাদারীপুর।	আওয়ামীলীগের পক্ষে ভোট প্রদান করায় আমার বাড়ীতে আসিয়া ভাংচুর লুটপাট করে পরবর্তী তে ৩.০০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে না দিলে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। প্রাণের ভয়ে ২.০০ লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে বাধ্য হই।	১। আলী আহম্মদ মাতুব্বর, পিতা-মৃত কালাচান মাতুব্বর, ২। কামাল মুন্সী, পিতা-সামছু মুন্সী, ৩। মতিউর রহমান মাতুব্বর, পিতা-মৃত হাসেম মাতুব্বর, ৪। ফারুক মুন্সী, পিতা-সামছু মুন্সী, ৫। সুলতান সরদার, পিতা-মৃত ওয়াজ উদ্দিন সরদারসহ আরো ২৫/৩০ জন, সর্বসাং-চরগোবিন্দপুর, সদর, মাদারীপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি।
৩৩৮.	দীলিপ কুমার রায় পিতা-মৃত হেমলাল রায় সাং খোয়াজপুর সদর, মাদারীপুর।	আওয়ামীলীগের পক্ষে ভোট প্রদান করায় আমার বাড়ীতে আসিয়া ভাংচুর লুটপাট করে পরবর্তী তে ১০.০০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে না দিলে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। প্রাণের ভয়ে ৮.০০ লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে বাধ্য হই।	√১। আলী আহম্মদ মাতুব্বর, পিতা-মৃত কালাচান মাতুব্বর, √২। কামাল মুন্সী, পিতা-সামছু মুন্সী, √৩। মতিউর রহমান মাতুব্বর, পিতা-মৃত হাসেম মাতুব্বর, √৪। ফারুক মুন্সী, পিতা-সামছু মুন্সী, √৫। সুলতান সরদার, পিতা-মৃত ওয়াজ উদ্দিন সরদারসহ আরো ২৫/৩০ জন, সর্বসাং-চরগোবিন্দপুর, সদর, মাদারীপুর।	প্রাথমিক তদন্তে চাদাবাজির ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, তবে বাড়ীঘর ভাংচুরের ঘটনা মিথ্যা। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৩৯.	মোঃ আলী মুন্সী সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ খোয়াজপুর ইউনিয়ন শাখা সদর, মাদারীপুর।	আওয়ামীলীগের পক্ষে ভোট প্রদান করায় আমার বাড়ীতে আসিয়া ভাংচুর লুটপাট করে পরবর্তী তে ৪.০০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে না দিলে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। প্রানের ভয়ে ৩.০০ লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে বাধ্য হই।	√১। আলী আহম্মদ মাতুব্বর, পিতা-মৃত কালাচান মাতুব্বর, √২। কামাল মুন্সী, পিতা-সামছু মুন্সী, √৩। মতিউর রহমান মাতুব্বর, পিতা-মৃত হাসেম মাতুব্বর, √৪। ফারুক মুন্সী, পিতা-সামছু মুন্সী, √৫। সুলতান সরদার, পিতা-মৃত ওয়াজ উদ্দিন সরদারসহ আরো ২৫/৩০ জন, সর্বসাং-চরগোবিন্দপুর, সদর, মাদারীপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ৩নং কলামে বর্ণিত আসামীরা মঠের বাজারের একটি দোকানঘর (স্থানীয় জব্বার শেখের মালিকানাধীন) নির্বাচন পরিচালনার জন্য ভাড়া নেন যা নির্বাচনের পরে ভাংচুর করে তবে দরখাস্তকারীর বাড়ীঘর ভাংচুর ও চাঁদা দাবীর ঘটনা মিথ্যা। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩৪০.	মোঃ ফরিদ হাওলাদার পিতা-চাঁন মিয়া হাং সাং-কুলপদ্দি সদর, মাদারীপুর।	গত ০৪/১০/২০০১ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ০৮৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসীরা বেআইনী জনতাবদ্ধে ২৫/২৬ জন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া জোরপূর্বক ভিকটিম ফরিদ হাওলাদারকে ঘর হইতে টেনে হিছড়ে বাহির করিয়া ধারালো অস্ত্রদ্বারা কোপাইয়া ডান পা, মাজা, বাম হাটু, মাথা ও হাতের ভিভিন্ন স্থানে কোপাইয়া মারাত্মক রক্তাক্ত জখম করে এবং বোমা বিস্ফোরন ঘটায়।	১। বজলু মাতুব্বর, পিতা-মৃত আলতাজ মাতুব্বর, ২। রাসেল মাতুব্বর, পিতা-বজলু মাতুব্বর, ৩। আলমগীর মাতুব্বর, পিতা-আবু মাতুব্বর, ৪। সাহাদাত হাওলাদার, ৫। রিপন হাওলাদার, ৬। লিটন হাং, ৭। কুদ্দুছ হাং, ৮। সাখাওয়াত হাং, ৯। আরিফ খান, ১০। শাহাজাহান মাতুব্বরসহ আরো অজ্ঞাত নামা ১৫/১৬ জন, সর্বসাং-কুলপদ্দি, সদর, মাদারীপুর।	প্রাথমিক তদন্তে চাদাবাজির ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, বর্ণিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে মাদারীপুর জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	আমীর মাতুব্বর পিতা-আয়নাল হক মাতুব্বর গ্রামঃ মহিষের চর , কুলপদ্দি মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর ছাত্রলীগ কর্মী।	গত ১৮/০১/২০০২ ইং তারিখ বিকাল আনুমানিক ১৭.৩০ ঘটিকার সময় রাজনৈতিক শত্রুতার জের ধরিয়া বিএনপির সন্ত্রাসী ১। বজলু মাতুব্বর, পিতা-মৃত আলতাজ মাতুব্বর, ২। আসাদ, পিতা-মৃত ফজল খান, সাং-চরকুলপদ্দি, ৩। রাসেল, পিতা-বজলু মাতুব্বর, সাং-কুলপদ্দি, ৪। মাসুদ, পিতা-সামছ উদ্দিন হাওলাদার, সাং-চরকুলপদ্দিসহ মোট ২৮/২৯ জন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভিকটিম আমীর মাতুব্বরকে কুলপদ্দি পানীছত্র জেলা অ্যাডজুটান্ট এর সামনে রানদা, ছেনদা, লোহার রড, চাকু, ছুরি দিয়ে মারাত্মক রক্তাক্ত জখম করিলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঐ দিন রাতে ২০০০ ঘটিকার সময় নিহত হন।	মাদারীপুর থানার মামলা নং-২৩, তাং-১৯/০১/০২ ধারা ১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩০২/১১৪/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১৯৭, তাং-২৩/০৭/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির দলীয় নেতা ও সমর্থক।
২.	দেলোয়ার হোসন ভুঁইয়া@ আমিনুল পিতা-মৃত হাসেম ভুইয়া সাং-চর কামারকান্দি শিবচর, মাদারীপুর। আওয়ামী লীগ নেতা ও নিলক্ষি ইউ,পি চেয়ারম্যান।	গত ১৮/১২/২০০১ ইং তারিখ বিকাল ৫৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। হারুন ভুইয়া, পিতা-সোনম উদ্দিন, ২। মনু মাতুব্বর, পিতা-মৃত রহমান মাতুব্বর, ৩। সেলিম মাতুব্বর, পিতা-মনু মাতুব্বর, ৪। কাজী রইচ উদ্দিন, পিতা-আনিছুর হক কাজী, ৫। রোকন কাজী, পিতা-মৃত জিন্নাত আলী কাজী, সর্বসাং-দঃ চরকামারকান্দিসহ মোট ২০ জন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভিকটিমের মাথায় ও পিঠে গুলি করিয়া নির্মম ভাব হত্যা করে।	শিবচর থানার মামলা নং-২৪, তাং-১৮/১২/০১ ধারা ৩২৬/৩০২/৩৪ পিসি	এফআরটি নং-১৪৪, তাং-১৮/০৭/২০০২ দাখিলকরিলে বাদী নারাজির প্রেক্ষিতে এফআরটি গৃহীত না হইয়া রিভিশন হইয়া বর্তমানে মাদারীপুর দায়রা জেলা জজ আদালতে বিচারাধীন।	আসামীরা সকলেই বিএনপির দলীয় নেতা ও সমর্থক।
৩.	মোঃ ফরিদ হাওলাদার পিতা-অজ্ঞাত সাং-কুলপদ্দি সদর, মাদারীপুর।	গত ০৪/১০/২০০১ ইং তারিখ দুপুরে সন্ত্রাসীরা ভিকটিম ফরিদ হাওলাদারের পেটের মধ্যে রড ঢুকিয়ে মারাত্মক আহত করে আশংকাজনক অবস্থায় ফরিদপুর হাসপাতালে ভর্তি করার পর তিনি মারা যান।	বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক ইনকিলাব ০৬/১০/২০০১ইং তারিখ প্রকাশিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের **বিবরণ ঃ**

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০২ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্যগঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত মানিকগঞ্জ জেলার (দৌলতপুর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণীঃ
(জেলা বিশেষ শাখা মানিকগঞ্জ স্মারক নং-২৫২৭, তারিখঃ ২২/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৪১.	মোঃ আঃ কুদ্দুছ পিতা-মৃত কলিম সেখ সাং-সুবুন্দিয়া দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।	০৩/১১/২০০১ তারিখ সকাল আনুমানিক ১১.০০ ঘটিকার সময় আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে লাঠি, টেডা ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আমার লোকজন দৌলতপুর থানায় মামলা করতে গেলে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান উপরের নির্দেশ আছে মামলা নেয়া যাবে না।	√১। মোঃ সামছুল আলম ওরফে মতিয়ার মাষ্টার, পিতা-মৃত সমির মোল্লা, √২। আব্দুল হাকিম, পিতা-মৃত সোহরাব মুন্সী, √৩। আবুল কালাম, পিতা-মোঃ দেলোয়ার, √৪। আঃ লতিব, √৫। সবু মোল্লা, উভয় পিতা-দেলোয়ারসহ আরো ১৫/২০ জন সর্বসাং-সুবুন্দিয়া, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩৪২.	মোঃ রওশন আলী পিতা-মোঃ দেলোয়ার সাং-বাচামার দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।	০২/১০/২০০১ তারিখ সকাল আনুমানিক ৯.৩০ ঘটিকার সময় আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে লাঠি, টেডা ও অন্যনাণ্য ধারালো অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আমার লোকজন দৌলতপুর থানায় মামলা করতে গেলে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান উপরের নির্দেশ আছে মামলা নেয়া যাবে না।	√১। মোঃ সামছুল আলম ওরফে মতিয়ার মাষ্টার, পিতা-মৃত সমির মোল্লা, √২। আব্দুল হাকিম, পিতা-মৃত সোহরাব মুন্সী, √৩। আবুল কালাম, পিতা-মোঃ দেলোয়ার, √৪। আঃ লতিব, √৫। সবু মোল্লা, উভয় পিতা-দেলোয়ারসহ আরো ১৫/২০ জন সর্বসাং-সুবুন্দিয়া, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে ময়মনসিংহ জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৭ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৪ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ১৪ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৫ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০৯ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৯ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৯ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০৯ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত ময়মনসিংহ জেলার (গফরগাঁও) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা ময়মনসিংহ স্মারক নং-২৮১১, তারিখঃ ২৯/০৮/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৪৩.	মোঃ নজরুল ইসলাম পিতা-ফয়েজ উদ্দিন সাং-ছআনী রসুলপুর। গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	১৬/১০/২০০১ তারিখ বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র নিয়া আমার বসতবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান করে এবং আমার মাকে মারধর করে আহত করে বসতবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করে। পেপার কাটিং আছে।	√১। মোতালেব, পিতা-আঃ গফুর, √২। সফি, √৩। কুদ্দুছ উভয় পিতা-আলাউদ্দিন, √৪। সাদিক, ৫। আজিজুল, উভয় পিতা-আবুল হোসেন সহ আরো ৫/৬ জন সর্বসাং-ছআনী রসুলপুর, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩৪৪.	মোঃ আফতাব উদ্দিন আকন্দ পিতা-মোঃ গিয়াস উদ্দিন আকন্দ সাং-হাটুরিয়া গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	০৩/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীতে আক্রমণ করে পরিবারের সদস্যদের মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে বাড়ীঘর লুটপাট ও ভাংচুর করে। পেপার কাটিং আছে।	√১। মোঃ কামরুল ইসলাম, পিতা-তোফাজ্জেল হোসেন, √২। মোঃ জসিম উদ্দিন আখন্দ, পিতা-মৃত আঃ মজিদ আখন্দ, √৩। আরফান মিয়া, পিতা-মৃত সফির উদ্দিন মিয়া, √৪। আবদুর রউফ, পিতা-সুজাত আলীসহ আরো ৪/৫ জন, সর্বসাং-হাটুরিয়া, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩৪৫.	কাজী মোঃ মোরসেদ উদ্দিন পিতা-মৃত কাজী কাছির উদ্দিন মাষ্টার সাং-হাটুরিয়া গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	০৩/১০/২০০১ তারিখ দোকানে আক্রমণ পরিবারের সদস্যদের রক্তাক্ত জখম করে বসতবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট অগ্নিসংযোগ করে।	√১। কামরুল ইসলাম সিকদার, পিতা-তফাজ্জল হোসেন সিকদার, √২। মোঃ ফারুক সরকার, পিতা- মৃত আঃ লতিফ সরকার, √৩। মোঃ রোফ মিয়া, পিতা-মৃত সূর্য্য আলী, সর্বসাং-হাটুরিয়া, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৪৬.	মোঃ মফিজ উদ্দিন পিতা-মৃত শরীয়ক উল্লাহ বেপারী সাং-ছআনী গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	২৮/১১/২০০১ তারিখ বাড়ীঘর ভাংচুর লুটপাট গাছপালা কেটে নেয়া।	√১। মোঃ নুরুল ইসলাম, √২। নেওয়াজ আলী, উভয় পিতা-তনু সেখ, √৩। মোঃ জিন্নাহ, √৪। তায়েজ উদ্দিন, √৫। মোঃ আনোয়ারুল, উভয় পিতা-নুরুল ইসলাম, √৬। মোঃ সুয়ের, পিতা-আলাল উদ্দিন, সর্বসাং-ছআনী, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩৪৭.	মোঃ হযরত আলী পিতা-মৃত শরীয়ক উল্লাহ বেপারী সাং-ছআনী গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	২৮/১১/২০০১ তারিখ বাড়ীঘর ভাংচুর লুটপাট গাছপালা কেটে নেয়া।	১। মোঃ নুরুল ইসলাম, ২। নেওয়াজ আলী, উভয় পিতা-তনু সেখ, √৩। মোঃ জিন্নাহ, ৪। তায়েজ উদ্দিন, ৫। মোঃ আনোয়ারুল, উভয় পিতা-নুরুল ইসলাম, ৬। মোঃ সুয়ের, পিতা-আলাল উদ্দিন, সর্বসাং-ছআনী, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩৪৮.	মোঃ আঃ খালেক পিতা-মৃত মফিজ উদ্দিন সাং-পাচুয়া গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	০৪/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আমাকে ও আমার ভাবীকে বেদম মারধর করে বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে নিয়ে যায়।	√১। জালাল উদ্দিন, √২। মফিজ উদ্দিন, √৩। হেলাল উদ্দিন, উভয় পিতা-মৃত সিরাজ উদ্দিন, √৪। আবুল মনছুর, √৫। মঞ্জুর আলী, উভয় পিতা-মফিজ উদ্দিনসহ আরো ৫/৬ জন, সর্বসাং-পাচুয়া, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৪৯.	মোঃ তাইজুল পিতা-মৃত আঃ হামিদ সাং-দিঘীরপাড় গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	১৫/১০/২০০১ তারিখ বসতবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে মারধর করে নগদ ২৮.০০ হাজার টাকাসহ বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে। ০১টি গরু নিয়া জবাই করিয়া মাংস বন্টন করিয়া নেয় উক্ত জবাইকৃত মাংস থানা পুলিশ উদ্ধার করে।	√১। আঃ ছালাম, পিতা-মৃত আসান, সাং-দিঘীরপাড়, √২। আঃ গনি, পিতা-মৃত সৈয়দ আলী, √৩। সাহাব উদ্দিন, উভয় পিতা-মৃত আঃ কাশেম, √৪। সফির উদ্দিন, পিতা-আঃ রশিদ, √৫। মজলু, পিতা-আঃ ছালামসহ আরো ১৫/২০ জন সর্বসাং-আমাটিয়া, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি’র সমর্থিত।
৩৫০.	ক্বারী মোঃ রুহুল আমিন পিতা-মোঃ কাজীম উদ্দিন সাং-নামালংগাইর গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	২৫/১০/২০০১ তারিখে আমার নিকট হতে ১.০০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে প্রাণ নাশের হুমকি পরবর্তীতে বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে বৃদ্ধ মা ও বোন কে কুপিয়ে আহত করা, গরু ছাগল লুট। পেপার কাটিং আছে।	√১। মোঃ আঃ হামিদ, √২। মোঃ ফরিদ, উভয় পিতা-মৃত হাসমত খলিফা, √৩। মোঃ রুহুল, √৪। মোঃ ওয়াদুদ, উভয় পিতা-মৃত সাহেদ আলী, √৫। কাজল, পিতা-মৃত কাজিম উদ্দিন, √৬। সোহেল, পিতা-সেকান্দারসহ আরো ৫/৬ জন, সর্বসাং-নামালংগাইর, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি’র সমর্থিত।
৩৫১.	মোঃ কামরুজ্জামান যুবলীগকর্মী গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	নির্বাচনের পরপর স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা ভিকটিম মোঃ কামরুজ্জামানের আওয়ামী লীগ করার অপরাধে দুই হাতের ১০ টি আঙ্গুল কেটে দেয়।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী।	সূত্র ঃ রেফ অব এ নেশন।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে ময়মনসিংহ জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	ওয়াসিকুল আজাদ পিতা-জালাল উদ্দিন আকন্দ গ্রাম ঃ বরবরা গফরাগাঁও, ময়মনসিংহ ছাত্রলীগ নেতা ঢাকা ডেন্টাল কলেজ	গত ০৯/১০/২০০১ ইং তারিখ রাত আনুমানিত ১১০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডার ১। নাজমুর হক, পিতা-নাসির উদ্দিন, ২। মোতালেব, পিতা-মৃত কেতু সেখ, ৩। ফজলুর রহমান, পিতা-আব্দুল মজিদ মাষ্টার, সাং-রসুলপুর চকপাড়া, ৪। গোলাপ, পিতা-আব্দুল মোতালেবসহ মোট ২৫/৩০ জন ভিকটিমের বাড়ীতে ডাকাতি কালে ঘরের মালামাল নগদ টাকাসহ লুটপাট করিয়া নিয়া যায় এবং ভিকটিম ওয়াসিকুল আজাদকে খুন করে ।	গফরগাঁও থানার মামলা নং-১২, তাং-১০/১০/০১ ধারা ৩৯৬ পিসি	মামলাটি পুনঃ তদন্তাধীন।	আসামীরা সকলেই বিএনপির ডাকাত ও সন্ত্রাসী
২.	রাজীব আহমেদ কনক পিতা-মৃত মোঃ আবু তাহের সাং-চরপাড়া কোতয়ালী, ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ০৬/১২/২০০১ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ০৪/০৫ ঘটিকার সময় রমজান মাসে সেহরী খাইতে উঠিলে ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র সংসদের এজিএস এবং স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা রাজীব আহমেদ কনককে পলিটেকনিকের খায়রুল আলম ছাত্রবাসে ছাত্রদলের অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারীরা গলায় গামছা পেঁচিয়ে হত্যা করে।	কোতয়ালী থানার মামলা নং-১৪, তাং-০৭/১২/০১ ধারা ৩০২ পিসি	এফআরএমএফ নং-৭০ তাং-৩০/০৪/০২	আসামীরা সকলেই পলিটেকনিক্যাল ছাত্রদলের ক্যাডার

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	কামাল মিয়া পিতা-মোঃ তোতা মিয়া সাং-আকুয়া দরবার শরীফ রোড কোতয়ালী, ময়মনসিংহ। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১৯/১২/২০০১ ইং তারিখ সন্ধ্যা ১৯.৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। মেহেদী হাসান, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-হাজীপাড়া, ২। রবিউল, পিতা-মল্লিক মিয়া, সাং-ভাংগাপুল, ৩। এলিট, পিতা-ফখরুদ্দিন @ ফারুক, ৪। নজরুল, পিতা-নুরু মিয়া, সাং-দরবার শরীফ রোডসহ জ্ঞ জন পূর্ব পরিকল্পিতভাবে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ভিকটিম কামালকে হত্যা করে।	কোতয়ালী থানার মামলা নং-৪৬, তাং-২০/১২/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১৬৯(০৬) তাং-০৪/০৪/২০০৩ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি।	আসামীরা সকলেই বিএনপির সন্ত্রাসী
৪.	আব্দুস সোবাহান আওয়ামী লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-পূর্বধারা, হালুয়াঘাট, ময়মনঃ	গত ১৪/০৭/২০০২ তারিখ রাত ১১.৩০ ঘটিকার সময় গ্রাম্য সালিশ শেষে ভিকটিম তার দুই ছেলে মেয়ের জামাতা ও চাচাত ভাইসহ বাড়ী ফিরছিলেন সে সময় দুর্বৃত্তরা তাকে এলাপাথাড়ী কুপিয়ে হত্যা করে।	জোট সন্ত্রাসী।		দৈনিক ইত্তেফাক ১৫/০৭/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৫.	মোঃ আলমগীর হোসেন আওয়ামী লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।	অপহরনের তিনদিন পর ০৯/১১/২০০১ ইং তারিখ মুক্তাগাছা থেকে পুলিশ আওয়ামী লীগ নেতা আলমগীরের লাশ উদ্ধার করে।	অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসী।		দৈনিক ইত্তেফাক ১১/১১/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নারায়নগঞ্জ জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগেরসংখ্যা	ঃ ১৬ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৪ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগেরসংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ১৩ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৯ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০৪ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০ ৫ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০৫ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নারায়নগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০১টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নারায়নগঞ্জ জেলার (বন্দর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৫২.	মোঃ আবুল বাশার পিতা-মৃত মোঃ হোসেন মোল্লা সাং-লক্ষণ খোলা বন্দর, নারায়নগঞ্জ।	১২/১০/২০০১ তারিখ রাজনৈতিক শত্রুতার জের ধরে বিভিন্ন অস্ত্র সস্ত্র নিয়া আমার ভাইকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে ডান পা ও ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে মৃত মনে করে ফেলে রেখে যায়। পেপার কাটিং ও ছবি আছে।	১। মোঃ মাহবুব্বর, পিতা-কলিমদ্দিন, ২। মোঃ ফারুক, পিতা-আব্দুল হক, ৩। আঃ সালাম, পিতা-আব্দুল হক, ৪। শফি, পিতা-মৃত আঃ রাজ্জাক, ৫। বাবুল, ৬। সালাউদ্দিন, উভয় পিতা-সোবান ফোরম্যান, ৭। মজিবুর রহমান, ৮। ফজু, ৯। আদু, ১০। আব্দুল হক, উভয় পিতা-কলিমদ্দীনসহ আরো ৮/১০ জন। সর্ব সাং-দক্ষিণ লক্ষণ খোলা, বন্দর, নারায়নগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নারায়নগঞ্জ জেলার ফতুল্লা উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নারায়নগঞ্জ জেলার (ফতুল্লা) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৫৩.	মোঃ ইউছুফ আলী পিতা-মৃত লাল মিয়া মুন্সী সাং-ধর্মগঞ্জ ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।	০৫/১০/২০০১ তারিখ ধর্মগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী অংশ হিসেবে চাল ও গম বিতরণের সময় জোট সন্ত্রাসীরা আমার নিকট চাদাদাবী করে। আমি চাদা দিতে অস্বীকার করলে এলোপাথারি মারপিট করে হাত পা ভেঙ্গে জখম করে। ছবি আছে।	১। শওকত হোসেন জুম্মন, পিতা-মৃত ইসা খাঁ, ২। খোরশেদ, পিতা-ফজল সিপাই, ৩। ফেরার খোকন, পিতা-হামিদ সিপাই, ৪। শহিদুল, পিতা-রমজান মল্লিক, ৫। শাহীন, পিতা-লাল মিয়া, সর্বসাং-ধর্মগঞ্জ, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নারায়নগঞ্জ জেলার (রূপগঞ্জ) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৫৪.	মোঃ হাসান আহমেদ পিতা-মৃত সিরাজুল ইসলাম সাং-মাশাবো রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ বর্তমান ঠিকানাঃ ৫১ নং মীর হাজীরবাগ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	গত ০৫/১০/২০০১ তারিখ বিএনপির জনৈক আসাব উদ্দিন ও তার দলীয় লোকজন নিয়ে রূপগঞ্জ থানাধীন মাশাবো মৌজায় ৪৩৩ ও ৪৩৫ নং দাগের মোট ৩৪ শতাংশ জমি ও নির্মিত ঘর দখল করে নেয় মালামাল লুটপাট করে এবং বেদম মারপিট করে এবং প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে।	১। মোঃ আশাব উদ্দিন, পিতা-মৃত শওকত আলী, সাং-৪৪নং হাজারীবাগ, ঢাকাসহ তার দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নারায়নগঞ্জ জেলার (সদর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৫৫.	আবুল হাসনাত সায়েম মোঃ বাবুল, জেলা যুবলীগ সাধারন সম্পাদক, সাং-কোর্ট বিল্ডিং সদর, নারায়নগঞ্জ।	গত ২১/০৪/২০০২ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকার সময় ভিকটিম আবুল হাসনাত সায়েম মোঃ বাবুল নারায়নগঞ্জ সদর কোর্টে যাওয়ার পথে একদল সন্ত্রাসী তাকে তিন রাউন্ড গুলি করে মারাত্মক জখম করে পলায়ন করে।	একদল অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে নারায়নগঞ্জ জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	মোসাব্বের ভুইয়া আরজু পিতা-হাজী মোঃ আবুল কাসেম গ্রাম:ইসদাইর ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা	গত ২১/২/২০০২ইং বিকাল ১৬৩০ ঘটিকার সময় ভিকটিম তার ব্যবসায়ী পার্টনারদের নিয়া ইসদাইর বাজারে ব্যবসা করার সময় বিএনপির অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ১। মাইদুল করিম, পিতা-মৃত আবু সিদ্দিক, সাং-উত্তর মাজদাইর, ২। সৈয়দ আসলাম, পিতা-আবু মিয়া, সাং-পোষ্ট অফিস রোড, ৩। দিপুর @ তারেক, পিতা-সামছ উদ্দিন, সাং-উত্তর মাজদাইরসহ মোট ৬ জন ইজদাইর বাজারে আসিয়া ভিকটিম মোশারেফ ভুইয়া আরজুকে এলোপাথাড়ি ভাবে গুলি করলে সে নিহত হয়।	ফতুল্লা থানার মামলা নং-৩৯, তাং-২১/০২/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-২৭২, তাং-১৭/০৮/২০০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী
২.	বাদল পিতা-সরাফত আলী গ্রাম:জালাকান্দি আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ ছাত্রলীগ নেতা।	গত ১২/০৩/২০০২ ইং সকাল ৮৩০ ঘটিকার সময় ভিকটিম বাদল ও বারেকদ্বয়কে বিএনপির অস্ত্রধারী ক্যাডার ১। আমির হোসেন, পিতা-সোবাহান, সাং-গোপালদী, ২। আবুল কালাম, পিতা-নুরুল ইসলাম, সাং-লক্ষিবর্দী, ৩। রফিক, পিতা-হোসেন মিয়া, ৪। গোলাম আজম, পিতা-মৃত সুলতান মিয়াসহ মোট ২৩ জন তাহাদের ডেকে নিয়ে পূর্বপরিকল্পিত ভাবে আওয়ামী লীগ কর্মীদের হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। তারা বারেকের হাত-পা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ঘটনাস্থলেই ভিকটিমদ্বয় নিহত হয় ।	আড়াইহাজার থানার মামলা নং-০৬, তাং-১৩/০৩/০২ ধারা ৩০২/৩২৬/৩০৭/ ৩৪ পিসি	সি/এস নং-১৬৫, তাং-২৮/১২/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির অস্ত্রধারী ক্যাডার

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	বারেক পিতা-আজগার আলী মেম্বার গ্রাম:জালাকান্দি আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ ছাত্রলীগ নেতা।	গত ১২/০৩/২০০২ ইং সকাল ৮৩০ ঘটিকার সময় ভিকটিম বাদল ও বারেকদ্বয়কে বিএনপির অস্ত্রধারী ক্যাডার ১। আমির হোসেন, পিতা-সোবাহান, সাং-গোপালদী, ২। আবুল কালাম, পিতা-নুরুল ইসলাম, সাং-লক্ষিবর্দী, ৩। রফিক, পিতা-হোসেন মিয়া, ৪। গোলাম আজম, পিতা-মৃত সুলতান মিয়াসহ মোট ২৩ জন তাহাদের ডেকে নিয়ে পূর্বপরিকল্পিত ভাবে আওয়ামী লীগ কর্মীদের হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। তারা বারেকের হাত-পা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ঘটনাস্থলেই ভিকটিমদ্বয় নিহত হয়।	আড়াইহাজার থানার মামলা নং-০৬, তাং-১৩/০৩/০২ ধারা ৩০২/৩২৬/৩০৭/ ৩৪ পিসি	সি/এস নং-১৬৫, তাং-২৮/১২/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির অস্ত্রধারী ক্যাডার
৪.	দিলীপ পিতা-মনোরঞ্জন সরকার সাং-চরশিলা মন্দা মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ এ/পি-মোবারক শাহ রোড ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। আওয়ামী লীগ কর্মী।	১২/১০/২০০১ ইং তারিখ ২১১০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। পলাশ চন্দ্র মন্ডল, পিতা-মৃত আকাশ চন্দ্র মন্ডল, সাং-মোবারক শাহ রোড, ২। রনি, পিতা-ওসমান ড্রাইভার, সাং-নগর খানপুর, ৩। আপন, পিতা-আমিরুল ইসলাম, সাং-ওয়াপদা হল কাইয়ুমপুর, ৪। লিটন, পিতা-সামছুল হক, সাং-দূর্গাপাড়া, ৫। নারায়নচন্দ্র, পিতা-সুকুমার চন্দ্র, সাং-নগরখানপুরগন ভিকটিম দিলীপের কাছে বিজয় দিবস উপলক্ষে চাঁদা দাবি করে ব্যর্থ হলে তাকে পিটিয়ে হত্যা করে।	নারায়নগঞ্জ মডেল থানার মামলা নং-১০, তাং-১৩/১০/২০০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১৯০(৫) তাং-৩১/০৭/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির অস্ত্রধারী ক্যাডার

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৫.	আফতাব উদ্দিন পিতা-মৃত হাজী শহর আলী সাং-নগরপাড়া রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১৪/১১/২০০১ ইং তারিখ বিকাল আনুমানিক ১৭০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। নুর আহমেদ, ২। নুর মোহাম্মদ, উভয় পিতা-মৃত আব্দুল করিম, ৩। আলমগীর, ৪। জাহাঙ্গীর, উভয় পিতা-মৃত মোতাহের হোসেন, ৫। মিজান, পিতা-আছিম উদ্দিনসহ মোট ১০/১২ জন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয় ভিকটিম আফতাব উদ্দিনকে ধারালো কিরীজ, চাকু, ও ছোড়া দিয়া কুপিয়ে হত্যা করে।	রূপগঞ্জ থানার মামলা নং-১৩, তাং-১৫/১১/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির অস্ত্রধারী ক্যাডার
৬.	আমির হামজা ওরফে মঞ্জু যুবলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-ধামগড় ইস্পাহানি বাজার বন্দর, নারায়নগঞ্জ।	গত ১০/১২/২০০২ ইং তারিখ সকালে ভিকটিম ধামগড় ইস্পাহানি বাজারে চা খাচ্ছিলেন ঠিক তখন শতশত মানুষের সামনে একদল সন্ত্রাসী ভিকটিমকে প্রথমে গুলি ও পরে কুপিয়ে হত্যা করে।	স্থানীয় বিএনপি সন্ত্রাসী সামছুল ওরফে পাঠা সামছুল, জলিল, শহিদুল, মিজানসহ আরো অনেকে।		দৈনিক যুগান্তর ১১/১২/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৭.	আবুল হাসনাত সায়েদ মোঃ বাবুল যুবলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-কোট বিল্ডিং সদর, নারায়ণগঞ্জ।	গত ২১/০৪/২০০২ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকার সময় ভিকটিম আবু হাসনাত জেলা জর্জ কোর্টে একটি মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করতে যাচ্ছিল ঠিক সে সময় একদল সন্ত্রাসী ভিকটিমকে তিনটি গুলি করে পালিয়ে যায়। পরবর্তী তে তার মৃত্যু হয়।	একদল সন্ত্রাসী।		ডেইলী অবজারভার ২১/০৪/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৮.	মোঃ কবির হোসেন ছাত্রলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-জালাকান্দি আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ।	গত ১২-০৩-২০০২ ইং তারিখ ভিকটিম কবিরসহ তারাসহযোগী দুইজনের সঙ্গে নিজ বাড়ীতে কথা বলছিল সে সময় ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ডেকে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয়। ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয়। আশংঙ্কাজনক অবস্থায় কবির ও অপরজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রাতেই তারা মারা যায়।	বিএনপির ছাত্রদলের সন্ত্রাসী।		দৈনিক জনকণ্ঠ ১৩/০৩/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৯.	মাসুম যুবলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।	গত ১৫/১০/২০০১ ইং তারিখ মাসুমকে তার শশুরবাড়ী থেকে অপহরণ করে নিয়ে দাপা সংলগ্ন বুড়িগংগা নদীর রূপ চাঁন বেপারীর ঘাটে নিয়ে যান সেখানে সন্ত্রাসীরা তাকে প্রচন্ড প্রহার করে হাত পায়ের রগ কেটে কুপিয়ে হত্যা করে বুড়িগংগা নদীতে ফেলে দেয়।	যুবদল নেতা তুষার আহমেদ মিঠু, রিয়াদ, গোলাম মোস্তফা, অরুন, শহীদ হোসেন, দ্বীন ইসলাম।		দৈনিক সংবাদ ১৭/১০/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।
১০.	মালেক আওয়ামী লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-পূর্ব বৈরাগী বাড়ী ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।	গত ০৯/১০/২০০১ ইং তারিখ ভিকটিম তার নিজ বাড়ীর সামনে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময় একদল সন্ত্রাসী তাদের উপর হামলা চালায় এবং প্রকাশ্যে ভিকটিম মালেক কে এলাপাথাড়ী কোপালে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়।	জোট সন্ত্রাসী।		দৈনিক জনকণ্ঠ ১০/১০/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নেত্রকোনা জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৭৬ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৪৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৩৩ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৫ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০২ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ ০১ টি।
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০২ টি।**
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ৩৯ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৩ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ৩৬ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০৬ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০৪ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	**ঃ ০১ টি।**

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৫২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৩১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২২ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০২ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২৯ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ২৯ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০১টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্যগঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নেত্রকোনা জেলার (দুর্গাপুর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণীঃ
পুলিশ সুপার নেত্রকোনা, স্মারক নং-২৩৪০/ই তারিখ ১৩/০৯/২০১০ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৫৬.	মোঃ ইয়াকুব আলী তাং পিতা-মৃত কমর উদ্দিন তাং সাং-গুজিরকোণা থানা-দুর্গাপুর জেলা-নেত্রকোণা।	শারীরিক নির্যাতন, মিথ্যা মামলায় হয়রানি, পুকুরের মাছ ও ধানের ফসল লুট, চাঁদাদাবী, নারী ধর্ষণ।	√১। মোঃ কিতাব আলী, পিতা-মৃত-সুরুজ আলী, √২। আঃ সাহেদ, পিতা-মৃত-ইদ্রিস আলী, √৩। শহিদুল ইসলাম, পিতা-আঃ রাজ্জাক সহ আরো ২০০/৩০০ জন, সাং-চরগাও, দূর্গাপুর, নেত্রকোণা। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৫৭.	মোসলেম উদ্দিন মাস্টার পিতা-মৃত মহিম উদ্দিন সাং-দেওসিংহা থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	আমার সিংহা বাজারস্থ দোকান ভাংচুর ও লুটপাটসহ নগদ টাকা নিয়া যায়।	√১। মোঃ কিতাব আলী, পিতা-মৃত সুরুজ আলী, √২। শহিদুল ইসলাম, পিতা-আঃ রাজ্জাকসহ আরো ১০/১২ জন, সর্বসাং-চারিগাঁওপাড়া, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৫৮.	মোঃ আবু হানিফা পিতা-অজ্ঞাত সাং-চরমুক্তারপাড়া থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	আমার দখলীকৃত জমি ও ঘরের মালামাল জোর পূর্বক দখল করে নেয়। তৎকালীন সময়ে ক্ষমতার দাপটে মামলা করিতে ব্যর্থ হয়।	√১। আনোয়ার হোসেন, পিতা-আমীর উদ্দিনসহ তার দলীয় বাহিনী, সাং-চরমুক্তারপাড়া, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৫৯.	মোঃ শাহজাহান খানা পিতা-মৃত মনির উদ্দিন খান,সাং-খরচকী থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	আমার জমির ফসল কেটে নেয়, ব্যবসা বন্ধের হুমকি ও চাঁদাদাবী।	√১। আব্দুল জব্বার আব্বাছী (নের্তৃত্ব দানকারী), √২। আব্দুছ সাহেদ, পিতা-মৃত ইদ্রিছ আলী, √৩। মঞ্জুল মিয়া, পিতা-অজ্ঞাত, সহ আরো অনেকে সর্বসাং-শৈলনারায়ন, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৬০.	মোঃ নাজিম উদ্দিন পিতা-সবুজ মিয়া সাং-করুনিয়া থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	আওয়ামী লীগ করার অপরাধে চাঁদা দাবী, মারপিট/রক্তাক্ত জখম করা, চিকিৎসা করতে না দেওয়া ও ০৬ মাস গৃহবন্দী করে রাখা।	√১। মোঃ আব্দুল বারেক, পিতা-মৃত মামুদ আলী, √২। আব্দুর রশিদ, পিতা-আব্দুল কুদ্দুছ, √৩। কেরামত আলী, মৃত ছুতি, সর্বসাং-নোয়াপাড়া, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৬১.	মোঃ চান মিয়া পিতা-সবুজ মিয়া সাং-করুনিয়া থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	আওয়ামী লীগ করার অপরাধে চাঁদা দাবী, মারপিট/রক্তাক্ত জখম করা, চিকিৎসা করতে না দেওয়া।	√১। আক্তার আলী, √২। মোহাম্মদ আলী, উভয় পিতা-মৃত সুরুজ আলী, সাং-করুনিয়া, √৩। আঃ রশিদ, পিতা-আঃ কাদির, √৪। মোস্তফা, পিতা-মৃত আঃ কাদের, √৫। কেরামত, পিতা-ছুতিসহ মোট ০৯ (নয়) জন, সর্বসাং-নোয়াপাড়া, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৬২.	মোঃ রইছুল হক পিতা-মৃত ছমির উদ্দিন সাং-কান্দাপাড়া থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	জোর পূর্বক পুকুর ও নদীর সমস্ত মাছ ও লিজকৃত নদী দখল করিয়া নেয়।	√১। মোঃ কিতাব আলী, (প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বিএনপি'র ইউপি সভাপতি), সাং-গাঁওকান্দিয়া, √২। হাসিদ কালা, পিতা-মৃত গনি শেখ, সাং-কালিকাবর, √৩। আজিজুল, পিতা-মৃত ফেলী সরকার, সাং-দুবরাজপুর, ৪। আব্দুল ছোবান, পিতা-মৃত মুনসুর আলী, সাং-কান্দাপাড়া, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৬৩.	মোঃ সুরুজ আলী পিতা-মৃত দুদু মিয়া সাং-কান্দাপাড়া থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	চারদলীয় জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা জোর পূর্বক পুকুরের সমস্ত মাছ ধরিয়া নিয়া যায়। আনুমানিক মূল্য-৭০,০০০/-	√১। মোঃ কিতাব আলী, (প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বিএনপি'র ইউপি সভাপতি), সাং-গাঁওকান্দিয়া, √২। আজিজুল, পিতা-মৃত ফেলী সরকার, সাং-দুবরাজপুর, √৩। হাসিদ কালা, পিতা-মৃত গনি শেখ, সাং-কালিকাবর, √৪। আব্দুল ছোবান, পিতা-মৃত মুনসুর আলী, সাং-কান্দাপাড়া, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৬৪.	মোঃ আরজ আলী পিতা-মৃত মফিজ উদ্দিন সাং-শিরবির থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	জোর পূর্বক চাঁদা দাবী ও থানায় গ্রেফতার করিয়া জমি দখল।	√১। সুরুজ আলী, পিতা-ইবর আলী, √২। হোসেন আলী, পিতা-হশর আলী, সাং-উবয় শিরবির, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৬৫.	মোঃ হারিছ মিয়া পিতা-মৃত সুরুজ আলী মুন্সী সাং-কচুয়াডহর থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	আমি আওয়ামী লীগ সমর্থিত হওয়ায় চাঁদা বাদী, মিথ্যা মামলা করে টাকা আদায় ও বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ।	√১। মোঃ সামছুদ্দিন, √২। মোঃ দুলাল মিয়া, উভয় পিতা-আব্দুল মন্নাফ, সাং-দাখিনাইল, √৩। হাবিজ মিয়া, পিতা-মৃত সুরুজ আলী মুন্সী, কচুয়াডহর, √৪। চাঁন মিয়া, পিতা-মৃত উদা শেখ, সাং-চারিয়া, সর্ব থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৬৬.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শাহীন পিতা-মোঃ আঃ হেকিম সাং-নয়াপাড়া থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	জোট সরকারের স্থানীয় এমপি সাহেবের নিজস্ব ক্যাডার দ্বারা অত্যাচার নির্যাতন, এমপি আঃ করিম আব্বাসী সাহেবের ভাতিজা আঃ লতিফ ভয়ভীতি দেখাইয়া জোর পূর্বক রড়, সিমেন্ট ও ইটসহ অন্যান মালামাল নিয়া যায়। মূল্য ১,০৫,০০০/-	√১। মোঃ আঃ লতিফ,-বিএনপি দলিয় সমর্থক, (তদন্তে প্রাপ্ত)।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৬৭.	আঃ রাজ্জাক (মন্টু) পিতা-মৃত আঃ রহমান সাং-রামনগর, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	আওয়ামী লীগ সর্মথক হওয়ায় বিভিন্ন মিথ্যা মামলা মোকাদ্দামায় হয়রানি, দোকান লুটপাট, জীবন নাশের হুমকি।	√১। রতন (২৪), পিতা-লালু মাস্তান, √২। জামাল (২৫), পিতা-মজিদ খা, উভয় সাং-বালিচন্দা, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা, (তদন্তে প্রাপ্ত)।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৬৮.	আঃ বারেক পিতা-মৃত শহর আলী সাং-দক্ষিণ চারগাওপাড়া থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	আওয়ামী লীগ সমর্থক হওয়ায় সার ডিজেল ও ধান ক্রয়ের দোকানে অনধিকার প্রবেশ করিয়া লুটপাট ও দোকান ভাঙ্গিয়া তছনছ করে।	√১। মোঃ কিতাব আলী, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-উত্তর চারিগাওপাড়া, √২। লালচান, ৩। মজিবর, √৪। এমদাত, পিতা-মৃত আবুল কাশেম, সর্বসাং দক্ষিণ চারগাঁওপাড়া, সর্বথানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৬৯.	অনিল চন্দ্র সরকার পিতা-মৃত হেম চন্দ্র সরকার, সাং-কেট্টা থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	অন্যায়ভাবে ভূমি দখল, ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দেওয়ার হুমকি, জীবন নাশের হুমকি প্রদান।	১। মোঃ রুস্তম আলী সরকার, পিতা-মৃত লুচু মিয়া সরকার, সাং-কেট্টা, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	ঘটনা সত্য ৮ম জাতীয় সংসদ পরবর্তী সহিংসতা নহে, বিষয়টি অত্র কমিশনের বিচার্য্য নহে।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৭০.	মোঃ মানিক মিয়া পিতা-আঃ গফুর সাং-বালিচান্দা থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	রাইচ মিল ভাঙ্গচুর, বসতবাড়ির মালামাল লুটপাট, বৃদ্ধ পিতা ও ভাইকে মারপিট, কোন প্রকার মামলা করে দেয় নাই। পেপার কাটিং সংযুক্ত।	√১। আবু সুপিয়ান, √২। হুসেন মুন্সী, √৩। আবুল বাশার পিতা-মৃত হাজী আমজাত আলী, √৪। মোঃ ছালাম, পিতা-মৃত আঃ মজিদ, √৫। ইসলাম উদ্দিন, পিতা-মৃত আঃ মজিদ, √৬। আঃ জব্বার, পিতা-কেলুমিয়া উক্ত ০৬ (ছয়) জনসহ আরো ০৬ (ছয়) জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৭১.	মোঃ আঃ ওয়াহাব পিতা-মৃত মফিজ উদ্দিন সাং-ছোট কাটুরী থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	কাপড়ের দোকান ভাঙ্গচুর, কাপড় ও নগদ টাকা লুটপাট।	√১। মোঃ জব্বার আব্বাসী গং, চেয়ারম্যান ০৫ নং বাকলজোড়া ইউ.পি, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৭২.	মোঃ আঃ গনি মন্টু পিতা-মৃত আমরুজ আলী, সাং-গুজিরকোনা থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	মিথ্যা ও ষরযন্ত্র মামলা, চাঁদাবাজি, নারী ধর্ষণ, পুকুরের মাছ লুটপাটসহ ঘরছাড়া, শারীরিক নির্যাতনসহ মিথ্যা মামলা দিয়ে ক্ষতিসাধন করে।	সুনির্দিষ্ট আসামির নাম উল্লেখ নাই।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৭৩.	মোঃ সেলিম পিতা-হাজী আঃ জব্বার সাং-খরচকি থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	আমার ধান কেটে নিয়ে যায়, নগদ টাকা, মারপিট ও ভয়ভীতি দেখাইয়া মামলা করতে দেয়নি।	√১। মোঃ আহম্মদ হোসেন মীর, √২। মোঃ মমতাজ মীর, √৩। মোঃ বাবুল মীর, সর্ব পিতা-মৃত রাজাকার লাল মীর, √৪। মোঃ রিপন মিয়া, √৫। মোঃ শামীম মিয়া, উভয় মন্তাজ আলী, সর্বসাং-কেট্রা, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৭৪.	রোকন উদ্দিন শাহ পিতা-মোঃ জহির উদ্দিন শাহ, সাং-কাকৈরগড়া থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	বিগত ২১/১০/২০০১ ইং তারিখে আমার বাড়িতে প্রকাশ্যে ভাংচুর, লুটপাট ও মেহগনি বাগানের ২০০ শত গাছ কেটে নিয়ে যায়। দুর্গাপুর ফৌজঃ আদালতে ৩১/১০/০১ ইং তারিখে মামলা করা হয়েছিল।	√১। আবুল হাসেম খান (প্রাক্তন চেয়ারম্যান), √২। সেকুল, পিতা-হাছেন আলী, √৩। নুরুল মিয়া, পিতা-বিরাজ আলী সহ আরো ২০/২৫ জন, সাং-কাকৈরগড়া, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৭৫.	মোঃ সুরুজ আলী (সভাপতি), পিতা-মোঃ আব্দুল রশীদ, সাং-বুরুঙ্গা থানা-দুর্গাপুর জেলা-নেত্রকোণা।	২০০১ সনের নির্বাচনের ০২ (দুই) দিন পর সন্ত্রাসীরা রিক্সা হইতে নামাইয়া বেদম মারপিট করে, জ্ঞান হারাইয়া ফেলে হাসপাতালে ভর্তি হয়।	√১। শহীদ মুন্সী, √২। রুক্কু মিয়া, √৩। তারা মিয়া সর্ব পিতা-রমালী, √৪। মাসুদ মিয়া, পিতা-শহীদ মুন্সী, √৫। আনোয়ার হোসেন (তদন্তে প্রাপ্ত) সর্বসাং-বুরুঙ্গা, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৭৬.	আবুল কাশেম পিতা-মোঃ সিরাজ আলী সাং-রামনগর থানা-দুর্গাপুর জেলা-নেত্রকোণা।	বিগত ০২/১০/২০০১ ইং তারিখে আমার কুমুদগঞ্জ বাজারস্থ দোকান ভাংচুর, মালামাল লুট, প্রাণনাশের হুমকি, মামলা দায়ের করলে, সুবিচার পেতে ব্যর্থ হয়।	√১। হোসেন ওরফে লাদেন, পিতা-হাজী আমজাদ আলী √২। সালাম, পিতা-আঃ মজিদ সহ আরো ২০/২৫ জন, সাং-বাকলজোড়া, দূর্গাপুর, নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৭৭.	মোঃ আজিজুল হক পিতা-মৃত ইমাম আলী ফকির, সাং-ভাদুয়া থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	ব্যবসা না করতে দেওয়ার হুমকি, মিথ্যা হয়রানিমূলক মামলা, দোকানঘর ভাঙ্গীয়া ফেলে ও যাবতীয় মালামাল লুটপাট।	√১। মোঃ আঃ রেজাক খাঁ, √২। আঃ রউফ খাঁ, √৩। আবু তালেব খাঁ, ৪। আঃ কুদ্দুছ খাঁ, √৫। আঃ খালেক খাঁ, সর্ব পিতা-মৃত আলী নেওয়াজ খাঁ, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা। উপরোক্ত ০৫ (পাঁচ) জনসহ আরো ০৯ (নয়) জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৭৮.	মোঃ আলাল উদ্দিন পিতা-মৃত কমর উদ্দিন সাং-গুজির কোণা থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	২০০১ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর, আমি আওয়ামী লীগ সর্মথক হওয়ায় বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় হয়রানি, দোকান লুটপাট, জীবন নাশের হুমকি।	১। হোসেন ওরফে লাদেন, পিতা-হাজী আমজাদ আলী, √২। সালাম, পিতা-আঃ মজিদ, √৩। আবুল বাসার মেম্বর, সাং-বাকলজোড়া, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৭৯.	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন পিতা-মোঃ আঃ রশিদ সাং-কাকড়াকান্দা থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	১২/১০/২০০১ ইং তারিখ আওয়ামী লীগ করার কারণে শারীরিক নির্যাতন, চাঁদা দাবী, একপর্যায়ে জীবন রক্ষার্থে ৩০,০০০/-চাঁদা প্রদান করি। পরবর্তী তে আমার বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাটসহ ফসল কেটে নেয়। পেপার কাটিং আছে।	√১। আঃ আওয়াল, √২। বদিউজ্জামান, সর্ব পিতা-আঃ ছাত্তার, √৩। হাবিবুর রহমান, পিতা-মৃত আঃ রশিদ, √৪। হজরত আলী, পিতা-আঃ মজিত, √৫। নয়ন মিয়া, পিতা-মনির উদ্দিন, সর্ব সাং-কাকড়াকান্দা, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা। উপরোক্ত ০৫ (পাঁচ) জনসহ আরো ০৩ (তিন) জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৮০.	মোঃ আব্বাস আলী তালুকদার পিতা-মৃত হাজী হোসেন আলী তালুঃ সাং-নালিয়াকান্দা থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আমাকে জোর পূর্বক অপহরণ করে নিয়া যায়। এবং আমার নিকট থেকে জোর পূর্বক জমির দলিল করিয়া নেয়। পরবর্তী তে উক্ত জমি জোর পূর্বক ভোগ-দখল করে। পেপার কাটিং আছে।	√১। আঃ আওয়াল, √২। বদিউজ্জামান, সর্ব পিতা-আঃ ছাত্তার, √৩। আঃ মান্নান, পিতা-মৃত ইমান আলী, √৪। শিবলু মিয়া, পিতা-মৃত নুরুল ইসলাম, √৫। রইচ উদ্দিন, √৬। গিয়াস উদ্দিন, পিতা-আজিজুর রহমান, সর্ব সাং-কাকড়াকান্দা, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা। উপরোক্ত ০৬ (ছয়) জনসহ আরো ০৫ (পাঁচ) জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৮১.	মোঃ আঃ রাজ্জাক সরকার পিতা-হাজী মোঃ ইউনুস আলী সরকার সাং-গাঁওকান্দা থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	০৫/০১/২০০২ ইং তারিখ রিক্সা যোগে বাড়ি ফেরার পথে আমাকে খুন করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে। প্রাণের ভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাই। তারপরও সন্ত্রাসীরা আমাকে বিভিন্ন অস্ত্রসস্ত্র দিয়ে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে। সাথে থাকা টাকা পয়সা লুট করে নিয়ে যায়। সংযুক্ত ছবি ও পেপার কাটিং আছে।	√১। কিতাব আলী, পিতা-মৃত আবুল হোসেন, √২। আঃ খালেক সরকার, পিতা-হোসেন আলী সরকার, √৩। আঃ হাসিদ, পিতা-মৃত আঃ গণি, √৪। আঃ হেলিম, পিতা-আব্দুল হাসিদ, সর্বসাং-কালিকাবর, √৫। আজিজুল হক সরকার, পিতা-মৃত আঃ হেলিম সরকার, সাং-কালিকাবর, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা। উপরোক্ত ০৫ (পাঁচ) জনসহ আরো ০৩ (তিন) জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৮২.	মোঃ আকবর আলী পিতা-মৃত কালাচাঁন সাং-ছোটকাঠুরী থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	নগদ টাকা ও গাছপালা কেটে নেয়। বাড়িঘর ভাংচুর ও প্রাণনাশের হুমকি।	√১। মোঃ অসুম উদ্দিন, √২। আঃ মান্নাফ, √৩। আঃ জব্বার, উভয় পিতা-মৃত আমির হোসেন, √৪। আঃ কুদ্দুস, পিতা-মৃত সুরুজ আলী, √৫। আঃ গণি, পিতা-মিয়া হোসেন, সর্বসাং-ছোটকাঠুরী, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা। উপরোক্ত ০৫ (পাঁচ) জনসহ আরো ০৫ (পাঁচ) জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৮৩.	স্বরেস্বতী রানী দে স্বামী-অশ্বিনী চন্দ্র দে সাং-বালিকান্দা থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	নগদ টাকা পয়সা, পুকুরের মাছসহ বিভিন্ন ধরণের আসবাবপত্র লুট।	√১। হোসেন আলী মুন্সী, √২। মোঃ আবু সুফিয়ান, উভয় পিতা-মৃত হাজী আমজত আলী, √৩। আঃ সালাম, √৪। ইদ্রিস আলী, উভয় পিতা-হাজী মোঃ মজিদ, √৫। শাহাজাহান, পিতা-মোহাম্মদ আলী, সর্বসাং-বালিকান্দা, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা। উপরোক্ত ০৫ (পাঁচ) জনসহ আরো ১২ (বার) জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৮৪.	মোঃ গিয়াস উদ্দিন পিতা-মোঃ আঃ কাদির সাং-নোয়াড়াপা থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রথমে আমাকে মারধর করে। ১৫/১০/০১ ইং তারিখ আমার ০২ (দুই) ভাইকে মারধর করে আহত করে। আমি বাধা দিলে পরবর্তী আমাকেও মারধর করে।	√১। মোঃ ইসমাইল, √২। মোঃ নুরুল মিয়া, √৩। আবুল কাশেম, ৪। সিরাজ আলী, √৫। আব্দুর রহমান, সর্ব পিতা-একরাম হোসেন, সর্বসাং-নোয়াপাড়া, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৮৫.	মোঃ লিটন মিয়া পিতা-আব্দুর রাজ্জাক সাং-মেনকীফান্দা থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	০২/১০/২০০১ তারিখ আমার মোদি দোকান ভাংচুর, লুটপাট করে এবং বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা মামলা হয়রানি করে।	√১। কামাল উদ্দিন সরকার, পিতা-মৃত-নুরুল হক সরকার, √২। জালাল উাদ্দন, পিতা-মৃত-আফির উদ্দিন, √৩। মুনসুর আলী, √৪। সোহরাব উভয় পিতা-কামাল উাদ্দন, সর্ব সাং-মেনকীফান্দা, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৩৮৬.	হাফেজ মোঃ ইদ্রিস আলী পিতা-মৃত আঃ রহিম সাং-মেনকীফান্দা থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা।	ভোট গ্রহণ ও গণনা শেষ করে বাহিরে আসলে আমার উপর ধাওয়া করে। ০২ (দুই) দিন পর ০৩/১০/০১ ইং তারিখে আমার ছোট ভাইকে মারধর করে। পরবর্তী তে ২০০৩ সালে জোর পূর্বক আমার জমি দখল করে নেয়।	√১। মোঃ আঃ রশিদ, পিতা-মৃত আব্বাস আলী, √২। আঃ আজিজ, √৩। মোস্তাফা, উভয় পিতা-আঃ রশিদ, √৪। আঃ সালাম, √৫। আজিম উদ্দিন, উভয় পিতা-আইন উদ্দিন, সর্বসাং-সাং-মেনকীফান্দা, থানা-দুর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোণা। উপরোক্ত ০৫ (পাঁচ) জনসহ আরো ০৩ (তিন) জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৯ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৮ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ ০১ টি।
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্যগঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নেত্রকোনা জেলার (কলমাকান্দা) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
পুলিশ সুপার নেত্রকোনা, স্মারক নং-২৩৪০/ই তারিখ ১৩/০৯/২০১০ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৮৭.	শ্রী মায়া রানী দাস পিতা-মঙ্গল চন্দ্র দাস সাং-ভবানীপুর কলমাকান্দা, নেত্রকোণা।	০১/০২/২০০১ ইং তারিখ জোর পূর্বক বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে আমাকে ও আমার ভাইকে এলোপাথাড়ী মারধর করে। এবং ছেলে মেয়েদের অর্ধনগ্ন করে উল্লাস করে। ০৪/১০/২০০১ ইং তারিখ আমার বাড়িতে এসে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে ধর্ষণ করে। সংখ্যালঘু মেয়ে হওয়ার পরও প্রতি রাতে উক্ত ব্যক্তি ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন মিলনে বাধ্য করিত।	১। আবু সাইদ (নেতৃত্বদান কারী), √২। মোঃ জালাল উদ্দিন, √৩। মোঃ বাচ্চু মিয়া, উভয় পিতা-মৃত আমছর উদ্দিন, √৪। মোঃ রিপন মিয়া, √৫। শিপন মিয়া, উভয় পিতা-সিরাজুল ইসলাম √৬। সুজন মিয়া, √৭। হাবিবুর রহমান (তদন্তে প্রাপ্ত), সর্বসাং-সাং-ভবানীপুর, থানা-কলমাকান্দা, জেলা-নেত্রকোণা। উপরোক্ত ০৫ (পাঁচ) জনসহ আরো ০২ (দুই) জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৩৮৮.	মোছা ঃ রেহেনা বেগম স্বামী-মোঃ আব্বাছ আলী সাং-নালিয়া কান্দা দূর্গাপুর, নেত্রকোনা।	নভেম্বর/২০০২ মাসে আমার স্বামী সন্ত্রাসীদের ভয়ে আত্মগোপনে থাকায় আমাদের বাড়ীতে সন্ত্রাসীরা প্রবেশ করিয়া বাড়ী সংলগ্ন পুকুরের প্রায় ২.০০ লক্ষ টাকা মাছ জোর পূর্বক ধরিয়া নিয়ে যায়।	১। হানিফ মিয়া, ২। মোঃ বিল্লাল, ৩। মোঃ ইসমাইল হোসেন, ৪। মোঃ মিজান, সর্বপিতা-মৃত আঃ সোবাহান, ৫। মোঃ বকুল মিয়া, ৬। মোঃ চন্দন, উভয় পিতা-একিন আলীসহ আরো ০৬ জন, সর্বসাং-কাকড়াকান্দা, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে আসামীরা জড়িত বিএনপি জোট জামাত সমর্থিত।
৩৮৯.	মোঃ নেকবর হোসেন পিতা-মোঃ সোনা মিয়া সাং-কলমাকান্দা বাজার কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।	২৬/৮/২০০২ ইং তারিখ আমার বাড়ীতে হামলা চালিয়ে আমার স্ত্রী ও পুত্রকে শারীরিক নির্যাতন করিয়া জিম্মি করে রাখে এবং আমার ঘরের মূল্যবান আসবাবপত্র ভাংচুর ও লুটপাট করে।	১। মোঃ শরীফ মিয়া, পিতা-মোঃ শাহাজাহান, সাং-কলমাকান্দা, ২। মোঃ জনি, পিতা-মৃত সুলতান, সাং-চান্দুয়াইলসহ আরো ১০/১২ জন, সর্বসাং-কলমাকান্দা বাজার, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে আসামীরা জড়িত বিএনপি জোট জামাত সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৬ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৫ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৫ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৫ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্যগঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নেত্রকোনা জেলার (কেন্দুয়া) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণীঃ
পুলিশ সুপার নেত্রকোনা, স্মারক নং-২৩৪০/ই তারিখ ১৩/০৯/২০১০ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৯০.	মোঃ দেলওয়ার ইসলাম ভূইয়া পিতা-মৃত রিয়াজ উদ্দিন ভূইয়া সাং-কালিয়ান থানা-কেন্দুয়া, জেলা-নেত্রকোণা।	০১/১০/২০০১ ইং তারিখ পথের মধ্যে আমাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে। ঐ দিন রাতে বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে নিয়ে যায়।	চারদলীয় ঐক্য জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৩৯১.	মোঃ নজরুল ইসলাম ফকির পিতা-মৃত আফতাব উদ্দিন ফকির, সাং-দিগলী থানা-কেন্দুয়া, জেলা-নেত্রকোণা।	০১/১০/২০০১ ইং তারিখ আমার টেইলার্স এর দোকান ও বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাট করে।	চারদলীয় ঐক্য জোট সন্ত্রাসী বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৩৯২.	মোবারক হোসেন খান (আহবায়ক) আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগ ১১ নং চিরাং ইউনিয়ন শাখা, থানা-কেন্দুয়া, জেলা-নেত্রকোণা।	০১/১০/২০০১ ইং তারিখ রাতে আমার রাড়িঘরে হামলা, মামলা, ভাংচুর, লুটপাট করে।	√১। মোঃ হিরা, √২। মোঃ সেলিম, √৩। মোঃ মানিক, সর্ব সাং-১১ নং চিরাং ইউনিয়ন শাখা, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৯৩.	মোঃ খায়রুল আলম মিস্ত্রী পিতা-অজ্ঞাত সাং-বড়তলা থানা-কেন্দুয়া, জেলা-নেত্রকোণা।	০১/১০/২০০১ ইং তারিখ রাতে আমার রাড়িঘরে হামলা, মামলা, ভাংচুর, লুটপাট করে।	সুনির্দিষ্ট আসামির নাম উল্লেখ নাই।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৩৯৪.	খন্দকার দিলোয়ার আলম স্বপন পিতা-মৃত খন্দকার মজলুল হক সাং-ভাটলারা থানা-কেন্দুয়া, জেলা-নেত্রকোণা।	১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা চাঁদা দাবী, বৃদ্ধা মাকে হুমকি প্রদান, চিরাইকৃত কাঠ লুট।	√১। সোহাগ, √২। ফরহাদ, উভয় পিতা-অজ্ঞাত, সাং-ঘাটপাড়া, থানা-কেন্দুয়া, জেলা-নেত্রকোণা।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০২ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্যগঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নেত্রকোনা জেলার (মদন) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণীঃ
পুলিশ সুপার নেত্রকোনা, স্মারক নং-২৩৪০/ই তারিখ ১৩/০৯/২০১০ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৯৫.	মোঃ আব্দুস সামাদ পিতা-মৃত হাতেম আলী সাং-ফেকনী থানা-মদন, জেলা-নেত্রকোণা।	০১/১০/২০০১ ইং তারিখ থেকে শুরু করে দফায় দফায় বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাট করে। জমির চাষাবাদ বন্ধ রাখে, হত্যার হুমকি প্রদান করে।	√১। ইদ্রিস, পিতা-মৃত জনাব আলী, √২। ফেরদৌস, √৩। ইনছান মিয়া, উভয় পিতা-মৃত সাররবাপ, √৪। আঃ হামিদ, পিতা-মৃত আঃ গফুর, √৫। হীরন মিয়া, পিতা-আঃ সাত্তার, সর্বসাং-ফেকনী, থানা-মদন, জেলা-নেত্রকোণা। উপরোক্ত ০৫ (পাঁচ) জনসহ আরো ০৩ (তিন) জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৩৯৬.	মোঃ আঃ হেলিম পিতা-ধনাই মিয়া সাং-কুলিয়াটি থানা-মদন, জেলা-নেত্রকোণা।	০১/১০/২০০১ ইং তারিখ আমার মনোহারী দোকান ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে।	√১। জয়নাল আবেদীন, (মেম্বর), √২। দুলাল, উভয় পিতা-মৃত জবর আলী, √৩। আল-আমিন, পিতা-কাঞ্চন, √৪। মিন্টু, পিতা-মতি, √৫। এমরান ফকির, পিতা-রাজ্জাক, সর্বসাং-কুলিয়াটি, থানা-মদন, জেলা-নেত্রকোণা। উপরোক্ত ০৫ (পাঁচ) জনসহ আরো ০৩ (তিন) জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে নেত্রকোনা জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	উজ্জ্বল কান্তি তালুকদার পিতা-আনন্দ মোহন তালুকদার সাং-ধারাম থানাঃ বারহট্টা, নেত্রকোনা। দলীয় পরিচয় : ছাএলীগ কর্মী	১৫/০১/২০০২ ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ১০৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। বাবুল মিয়া, পিতা-মকরম আলী, ২। মকরম আলী, পিতা-ফজল আলী, ৩। লাল মিয়া, পিতা-মৃত মফিজ উদ্দিন, ৪। বাবুল, পিতা-আব্দুস সাত্তারসহ মোট ১৬ জন, লাঠিসোটা নিয়ে ভিকটিমের বাড়ীতে প্রবেশ পূর্বক জমি লিখে দেওয়ার হুমকি প্রদানসহ প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে চাদা দাবী করে উক্ত চাদার টাকা দিতে অস্বীকার করিলে ১নং আসামী ভিকটিম উজ্জ্বলকে ছুরা দিয়ে মারাত্মক জখম করিলে সে নিহত হয়।	বারহাট্টা থানার মামলা নং-০৭, তাং-১৮/০১/০২ ধারা ৩০২/১৪৮/ ১৪৯/৪৪৭/৩২৬/ ১১৪ পিসি	সি/এস নং-৯৭(০১) তাং-২৩/০৭/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির সন্ত্রাসী
২.	মুক্তিযোদ্ধা শফিউদ্দিন মানিক পিতা-মৃত মফিজ উদ্দিন তালুকদার সাং-মাখনা মদন, নেত্রকোনা দলীয় পরিচয়ঃআওয়ামী লীগ নেতা।	গত ২২/০২/২০০২ ইং তারিখ বিকাল আনুমানিক ১৬৩০ ঘটিকার সময় স্থানীয় সন্ত্রাসী ১। তরুন, ২। কামাল, ৩। সবুজ, ৪। সেলিম, সর্বপিতা-মৃত আইন মাষ্টার, ৫। বজলু, ।বুলবুর, উভয় পিতা-গনু, সর্বসাং-মাখনা, মদন, নেত্রকোনাগন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ঈদের কেনাকাটা শেষে বাড়ী ফেরার পথে আসামী তরুনের বাড়ীর পিছনে পৌছা মাত্র পূর্ব শত্রুতার কানে রামদা, কিরীজ, ছোরা ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা জখম করিলে সে নিহত হয়।	মদন থানার মামলা নং-০৩, তাং-২৩/০২/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-২৮ তাং-২৫/০৫/০২ দাখিল হয়।	আসামীদের কোন দলীয় পরিচয় নেই।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	রফিকুল বাক্কী খান পিতা-মৃত এনআই ছিদ্দিক খান সাং-হাসপাতাল রোড দৌলতপুর খান ম্যানশন মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা। সহ সভাপতি মোহনগঞ্জ পৌরসভা ছাত্রলীগ	গত ২১/০৩/২০০২ ইং তারিখ সন্ধা আনুমানিক ১৯৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির দুধর্ষ সন্ত্রাসী ১। শাহিন, পিতা-মজিবুর রহমান, সাং-টেংগা পাড়া, ২। হুমায়ুন, পিতা-হোসেন আলী, সাং-মুয়াহর, ৩। শাহিন খান পাঠান @ রেনু, পিতা-মৃত দাগর আলী, ৪। বিপ।রব মিয়া, পিতা-মাহতাব মিয়া, সর্বসাং-টেংগাপাড়াসহ মোট ১৩ জন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ছাত্রলীগ নেতা ভিকটিম রফিকুল বাক্কী খানকে ছোরা দিয়া মারাত্মক জখম করিলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিহত হয়।	মোহনগঞ্জ থানার মামলা নং-১৫, তাং-২৩/০৩/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৬৩ (০৫) তাং-১৪/০৬/২০১০ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির দুধর্ষ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী
৪.	স্বপন জোয়ারদার সভাপতি নেত্রকোনা জেলা যুবলীগ বাদী রনজিত জোয়ারদার পিতা-মৃত ভুগেন্দ্র রায় জোয়ারদার সাং-কালদোয়ার পূর্বধলা, নেত্রকোনা।	গত ২৮/১১/২০০১ ইং তারিখ নেত্রকোনা বাজার মোড় সৈয়দ ম্যানশনের সামনে ভিকটিম জেলা যুবলীগ সভাপতি স্বপন জোয়ারদার আওয়ামী লীগ কার্যালয় থেকে বাসয় ফেরার পথে বিএনপি সন্ত্রাসীর ১। জুয়ের ভুইয়া, পিতা-হাবীব ভুইয়া, সাং-স্বল্পসুনই, ২। মামুন, পিতা-ইদ্রিস আলী মাষ্টার, সাং-গাবুর গাছ, ৩। সোহেল, পিতা-খাজা আলী, ৪। লিটন, পিতা-জিকু মিয়া, ৫। এটিএম মোস্তফা চুন্নু, পিতা-মৃত মওলা মিয়া, সাং-পাটপট্টি, সদর, নেত্রকোনাগন উপর্যুপরি রিভলভারের গুলিতে তাকে হত্যা করে।	নেত্রকোনা মডেল থানার মামলা নং-০৪, তাং-০৩/১২/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	এফআরটি দাখিল হয়েছে।	আসামীরা সকলেই বিএনপি অস্ত্রধারী নেতা ও সন্ত্রাসী

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৫.	আব্দুল কুদ্দুস গ্রাম ঃ মৌগ্রাম। দুর্গাপুর, নেত্রকোনা। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১৯/১২/২০০১ ইং তারিখ ভোর রাতে চন্ডিগর ইউনিয়ন মৌগ্রাম এলাকায় প্রভাব বস্তারের জন্য বিএনপির সন্ত্রাসী ১। আব্দুল খালেক, পিতা-মৃত উমেদ আলী, ২। আব্দুল গনি, ৩। আঃ করিম, ৪। রহিম, ৫। হেকিম, সর্বপিতা-আঃ খালেক, ৬। আবুল হাসিম, পিতা-আঃ মজিদসহ মোট ২১ জন উক্ত গ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর হামলা করিলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের ৩০ জন গুরুতর মারাত্মক ও জখম প্রাপ্ত হয় এদের মধ্যে ১৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে গুরুতর আহত ভিকটিম আব্দুল কুদ্দুস নিহত হয়।	দুর্গাপুর থানার মামলা নং-১২, তাং-২২/১২/০১ ধারা ১৪৭/৩২৩/ ৩২৪/৩২৫/৩২৬/ ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৫৫(২২) তারিখ ১৬/০৫/০২ দাখিলহয় মামলাটি বিচারাধীন।	আসামীরা সকলেই বিএনপি অস্ত্রধারী নেতা ও সন্ত্রাসী
৬.	আব্দুস সালাম আওয়ামী লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত দূর্গাপুর, নেত্রকোনা।	গত ১২/১১/২০০১ ইং তারিখ দূর্গাপুর উপজেলার আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালাম বাড়ী থেকে বের হলে আব্দুল কুদ্দুস এর নেতৃত্বে বিএনপির একদল সন্ত্রাসী তাকে এলোপাথাড়ী কুপিয়ে হত্যা করে।	বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক ইত্তেফাক ১৪/১১/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নরসিংদী জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৯ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১টি।**
(খ)	অন্যান্য অভিযোগেরসংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ১৮ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৪ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ১৪ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০২ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৬ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ১২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ১২ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নরসিংদী জেলার (মনোহরদী) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(পুলিশ সুপারের কার্যালয় নরসিংদী স্মারক নং-৩৮২৮, তারিখঃ ২১/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৩৯৭.	মোঃ আবুল হাসানাত পিতা-অজ্ঞাত সাং-শুকুন্দী মনোহরদী, নরসিংদী।	নির্বাচনের ১০/১২ দিন পর মিথ্যা মামলায় বিভিন্ন লোকজনকে হয়রানী। প্রত্যাহারের আবেদন।	√১। সাবেক সংসদ সদস্য আঃ খালেক বকুল ও তার দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩৯৮.	মোঃ ইসমাইল হোসেন পিতা-মৃত হাসান উদ্দিন সাং-নলুয়া মনোহরদী, নরসিংদী।	১২/১০/২০০১ তারিখে সকল আসামীগণ একত্রিত হইয়া বিভিন্ন অস্ত্র সস্ত্র নিয়া আমার বাড়ীতে আক্রমণ করে। আমাকে না পেয়ে বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে সমস্ত কিছু নিয়া যায়।	√১। মোঃ আবু সাইদ, পিতা-মৃত আছমত আলী, √২। মোঃ মিলন মিয়া, পিতা-মৃত আঃ গফুর, √৩। মোঃ খোকা মিয়া, পিতা-মৃত চাঁন মিয়া, √৪। মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পিতা-মোঃ কাশেম আলী, √৫। মোঃ আবু তাহের, পিতা-মৃত হজরত আলীসহ আরো ৮/১০ জন। সর্বসাং-লাখপুর, মনোহরদী, নরসিংদী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৩৯৯.	মোঃ নাজমুল হুদা বিটু পিতা-অজ্ঞাত সাং-শরিফপুর মনোহরদী, নরসিংদী।	০৩/১০/২০০১ তারিখ আমার মুদির দোকান ভাংচুর ও লুটপাট করে, ০৪/১০/২০০১ তারিখ বসতবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করে, প্রাণ নাশের হুমকি দেয়, ২৪/১০/২০০১ তারিখ পানের বরজ লুট করে, ২৫/১০/২০০১ তারিখ বিভিন্ন প্রকার গাছ লুট করে, ০৯/১২/২০০১ তারিখে আমার পৈত্রিক সম্পত্তির সমস্ত ধান কাটিয়া নেয়। পেপার কাটিং আছে।	√১। মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা-মৃত আলামুদ্দিন, √২। মোঃ তারা মিয়া, পিতা-মৃত ছলুমুদ্দিন, √৩। আঃ হেকিম গং, সর্বসাং-শরিফপুর, মনোহরদী, নরসিংদী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪০০.	মোঃ শাহাব উদ্দিন পিতা-মৃত কাছম আলী সাং-শুকুন্দী মনোহরদী, নরসিংদী।	০১/১০/২০০১ তারিখে বাচ্চুর বাজারে আমাকে মারধর করে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে যায়।	√১। মোঃ মামুলুল হক, পিতা-মৃত ছাদত আলী, √২। মোঃ আবু কালাম, পিতা-মাউক্কা, √৩। রবু, পিতা-আঃ হক, √৪। মোঃ রাজিউদ্দিন রাজু, পিতা-মৃত আবদুল মজিদ, √৫। আব্দুল আউয়াল, পিতা-মাউক্কা, √৬। আবুল কাশেম, পিতা-আঃ হালিম, সর্বসাং-শুকুন্দী, মনোহরদী, নরসিংদী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪০১.	মোঃ মামুন মিয়া পিতা-মৃত আঃ গফুর সাং-শুকুন্দী মনোহরদী, নরসিংদী।	০১/১০/২০০১ তারিখে বাচ্চুর বাজারে আমাকে মারধর করে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে যায়।	√১। মোঃ এমাজ উদ্দিন, পিতা-আঃ আউয়াল, √২। মোঃ মামুন মিয়া, পিতা-আঃ মান্নন, উভয় সাং-ভিটিপাড়া, √৩। মোঃ আবুল কাশেম, পিতা-মৃত আঃ হালিম, সাং-গফুয়ারকান্দা, √৪। মোঃ আকরাম, পিতা-মোঃ কফিল উদ্দিন, উভয় সাং-কোনাপাড়া, মনোহরদী, নরসিংদী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪০২.	মাহবুবল আলম পিতা-মৃত আব্দুল কাদির সাং-বড় মির্জাপুর মনোহরদী, নরসিংদী।	০১/১০/২০০১ তারিখে আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অস্ত্র সস্ত্র নিয়া বাড়ীতে আক্রমণ করে। আমাকে না পেয়ে বাড়ীঘর ভাংচুর, লুটপাট করে।	√১। ডাঃ হন্নান, পিতা-মৃত হযরত আলী, √২। আতাহার আলী, পিতা-মৃত রহমত আলী, √৩। আলী নেওয়াজ, পিতা-মৃত হাছেন আলী, √৪। আঃ হক, পিতা-মৃত আঃ রহমান, √৫। ফজলুল হক, পিতা-আঃ হকসহ আরো ২০/২৫ জন। সর্বসাং-বড় মির্জাপুর, মনোহরদী, নরসিংদী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪০৩.	রাসেল সরকার সহ সাধারণ সম্পাদক পীরপুর তরুণ ছাত্র সংঘ পীরপুর, চালাকচর, মনোহরদী, নরসিংদী।	০১/১০/২০০১ তারিখে পীরপুর ক্লাবের ভিতরে নির্বাচনী ফলাফল দেখার সময় ক্লাবের ছাত্রদের ব্যাপক মারধর করে, ক্লাব ভাংচুর, লুটপাট করে।	√১। সোহাগ মিয়া, পিতা-মৃত আব্দুল কাদের, √২। রুহুল মিয়া, পিতা-আলিমুদ্দিন, √৩। কাজল মিয়া, পিতা-মকবুল হোসেন, √৪। আলাল মিয়া, পিতা-মৃত লাল মিয়া, √৫। দুলাল মিয়া, পিতা-আবুল হোসেনসহ আরো ১০/১২ জন। সর্বসাং-পীরপুর, মনোহরদী, নরসিংদী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪০৪.	মোঃ মিজানুর রহমান পিতা-মৃত মোঃ মিয়াজ উদ্দিন সাং-পীরপুর মনোহরদী, নরসিংদী।	০১/১০/২০০১ তারিখে বাড়ীর ভিতরে টিভিতে নির্বাচনী ফলাফল দেখার সময় আমার বাড়ীতে আক্রমণ করে আমাকে না পেয়ে বাড়ীঘর ভাংচুর, লুটপাট করে।	√১। সোহাগ মিয়া, পিতা-মৃত আব্দুল কাদের, √২। রুহুল মিয়া, পিতা-আলিমুদ্দিন, √৩। কাজল মিয়া, পিতা-মকবুল হোসেন, √৪। আলাল মিয়া, পিতা-মৃত লাল মিয়া, √৫। দুলাল মিয়া, পিতা-আবুল হোসেনসহ আরো ১০/১২ জন। সর্বসাং-পীরপুর, মনোহরদী, নরসিংদী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪০৫.	কাজী মোঃ আশরাফুল আলম পিতা-মৃত কাজী মোঃ মফিজ সাং-নলুয়া মনোহরদী, নরসিংদী।	০১/১০/২০০১ তারিখে আমার বাড়ীতে আক্রমণ করলে ভয়ে আমি পালিয়ে থানায় আশ্রয় নেই। থানার আনোয়ার দারোগা তার পুলিশ বাহিনী নিয়ে আমার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলে সন্ত্রাসী দল টের পেয়ে বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে।	√১। জিল্লুর রহমান, পিতা-কাজী রিয়াজ উদ্দিন, √২। মনির, পিতা-মৃত আঃ আউয়াল, √৩। মমরুজ, পিতা-কাজী নুরুল ইসলাম, √৪। কাজল, পিতা-আঃ হাসিম, সর্বসাং-নলুয়া, মনোহরদী, নরসিংদী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪০৬.	মোঃ দুলাল মিয়া পিতা-মৃত আশ্রাব আলী সাং-কালিয়াকুড়ি মনোহরদী, নরসিংদী।	০১/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীতে হামলা করে প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। ০৪/১০/২০০১ বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে।	√১। মোঃ আলফাজ উদ্দিন ডাক্তার, পিতা-মৃত মহর আলী, √২। আঃ ছাত্তার, পিতা-মৃত বাশির উদ্দিন, √৩। মোঃ আমিন মিয়া, পিতা-মৃত মোঃ আঃ আলী ক্বারী, ৪। মোঃ তারা মিয়া, √৫। সুরুজ মিয়া, √৬। মোঃ মতি মিয়া, উভয় পিতা-মৃত ফজর আলীসহ আরো ৪/৫ জন। সর্বসাং-কালিয়াকুড়ি, মনোহরদী, নরসিংদী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪০৭.	মোঃ জয়নাল আবেদীন পিতা-আঃ খালেক সাং-সিংরাকান্দি মনোহরদী, নরসিংদী।	মিথ্যা মামলায় হয়রানি, বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে।	√১। আঃ মান্নান, √২। মোঃ মুছা, উভয় পিতা-মৃত সিরাজ উদ্দন, √৩। আলমগীর, পিতা-নুরুল ইসলাম, √৪। রুহুল আমিন, পিতা-রুকুন উদ্দিন, √৫। বরমিয়া, পিতা-আঃ মান্নানসহ আরো ৪/৫ জন। সর্বসাং-সিংরাকান্দি, মনোহরদী, নরসিংদী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪০৮.	স্বপন চন্দ্র সূত্রধর পিতা-অজ্ঞাত সাং-রামচন্দ্রদী মনোহরদী, নরসিংদী।	জোর পূর্বক আমার কাছ থেকে সাদা ষ্ট্যাম্পে সহি করিয়ে নেয় এবং আমার বসতবাড়ী অত্মসাৎ করে নেয়।	১। মোঃ আবুল কাশেম, পিতা-মৃত আঃ হালিম, ২। হেলেনা বেগম, স্বামী-কোরবান মিয়া, উভয় সাং-শুকুন্দী, ৩। মোঃ লাভলু মিয়া, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-নড়াইদ, মনোহরদী, নরসিংদী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি।
৪০৯.	ইছব আলী পিতা-মৃত করম আলী সাং-ঘোষগাঁও মনোহরদী, নরসিংদী।	মিথ্যা মামলায় হয়রানি, জোর পূর্বক জমি দখল, ইউনিয়ন পরিষদের শালিশি রায়ে আমার জমির কাগজপত্র সঠিক পাইয়া আমাকে বুঝাইয়া দেয় কিন্তু তাদের অমান্য করে জমি জবর দখল করে।	√১। নুরুল ইসলাম, পিতা-মৃত নিজাম উদ্দিন, √২। চাঁন মিয়া, পিতা-মৃত রজব আলী, √৩। আঃ বাতেন, পিতা-মৃত আজিম উদ্দিন, √৪। সেলিম, পিতা-নুরুল ইসলাম, √৫। বাবু, পিতা-তারা মিয়াসহ আরো ৩/৪ জন। সর্বসাং-ঘোষগাঁও, মনোহরদী, নরসিংদী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে নরসিংদী জেলার রায়পুর উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০২ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত নরসিংদী জেলার (রায়পুর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

(পুলিশ সুপারের কার্যালয় নরসিংদী স্মারক নং-৩৮২৮, তারিখঃ ২১/০৯/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪১০.	মোঃ নাজিম উদ্দিন মেম্বার ৫ নং ওয়ার্ড সাবেক মেম্বার চরআড়ালিয়া ইউনিয়ন শাখা রায়পুর, নরসিংদী।	০১/১০/২০০১ ও ০২/১০/২০০১ বাড়ীতে হামলা, মামলা, ভাংচুর, লুটপাট করে।	√১। জহিরুল ইসলাম জাজু, পিতা-আকবর আলী মেম্বার, সাং-দাড়াইকান্দি, রায়পুর, নরসিংদী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪১১.	নুরুল আমিন ভূইয়া পিতা-অজ্ঞাত সাং-পোড়াদিয়া বেলাব, নরসিংদী।	গত ০৯/১০/২০০১ ইং তারিখ স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা ভিকটিম নুরুল আমিন ভূইয়ার উপর আক্রমণ করিলে তার মাথায় গুরুতর জখমপ্রাপ্ত হন।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী।	কমিশনের নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে নরসিংদী জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	সফিকুল ইসলাম ডুকার সাং-রায়পুরা থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রায়পুরা, নরসিংদী। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ০১/১০/২০০১ ইং তারিখ তেলিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্বাচন চলাকালীন সময়ে আনুমানিক ১৪২০ ঘটিকার সময় বিএনপির সমর্থিত সন্ত্রাসী ১। কাদির মিয়া, পিতা-মৃত আরাফাত আলী, সাং-তেলিপাড়া, ২। সিদ্দিক মিয়া, পিতা-মৃত আক্কাস আলী, সাং-কবির পুর, ৩। শিশু মিয়া, পিতা-তাহের মিয়া, সাং-তেলিপাড়া, ৪। আনোয়ার হোসেন, পিতা-মৃত আকবার মিয়া, সাং-কবিরপুর, ৫। শহিদ উল্লাহ, পিতা-মৃত আব্দুর রহমান, সাং-তেলিপাড়া, ৬। জাকির, পিতা-সৈজদ্দিন, সাং-তেলিপাড়া, ৭। রুহুল আমিন, পিতা-হবি মিয়া, সাং-আদিয়াবাদ, সর্বথানা-রায়পুরা, জেলা-নরসিংদী ভিকটিম সফিকুল ইসলাম আওয়ামী লীগ করার কারণে তাহাকে বেপরোয়া মারপিট করিয়া গুরুতর জখম করে পুলিশ সফিক এগিয়ে আসলে বর্ণিত আসামীরা পুলিশদেরও উপরও বেপরোয়া আক্রমণ করে আহত করে। পরে ভিকটিম সফিককে হাসপাতালে নেওয়ার পথিমধ্যে সে নিহত হয়।	রায়পুরা থানার মামলা নং-০৪, তাং-০২/১০/০১ ধারা ৪৭/১৪৮/৩৫৩/ ৩৩২/৩৩৩/৩০২/ ৪২৭ পিসি	সি/এস নং-২৮, তাং ০৯/০৩/০৪	আসামীরা সকলেই চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
২.	সিরাজ মিয়া মৃত-জাফর আলী সাং-গনেরগাঁও থানা ও জেলা নরসিংদী আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ২১/০৫/২০০১ রাত আনুমানিক ২২০০ ঘটিকার সময় মাধবদী বাজার থেকে গনেরগাঁওয়ে ভিকটিম সিরাজ মিয়া নিজ বাড়ীতে যাওয়ার পথে বিএনপির অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ১। জালাল, পিতা-হেলাল উদ্দিন, সাং-গনেরগাঁও, ২। হাতেম, পিতা-আহাদ আলী, ৩। মজিবর, পিতা-মৃত আশু, ৪। মোশারফ, পিতা-কুদ্দুস মোল্লা,সর্বসাং-শেখেরচর, ৫। হারুন, পিতা-মকছেদ আলী, ৬। মজিবর, ৭। বোরহান, উভয় পিতা-মৃত আউয়াল, সর্বসাং-গনেরগাঁও, থানা ও জেলা-নরসিংদীগণ পথরোধ করে এলোপাথাড়ী ভাবে ব্রাস ফায়ার করে হত্যা করে।	নরসিংদী মডেল থানার মামলা নং-৪০, তাং-২২/০৫/২০০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৩১৫(৬) তারিখ ৩/১১/২০০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী
৩.	রূপ মিয়া আওয়ামী লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-দূর্গম চরঅঞ্চল নীলক্ষা গ্রাম রায়পুরা, নরসিংদী।	গত ১৫/০৯/২০০২ ইং তারিখ রুক্ষা গ্রামে রূপ মিয়ার বাড়ীতে বিএনপির সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে হত্যা করে এবং ২.০০ লক্ষ টাকার মালামাল লুট করিয়া নিয়া যায়। এছাড়াও সন্ত্রাসীগণ আরও ২০ জনকে আহত করে।	বিএনপির সন্ত্রাসী		দৈনিক সংবাদ ১৭/০৯/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৪.	অর্জুন আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত, সাং-শ্রীনিধি রায়পুরা, নরসিংদী।	গত ১৩/১১/২০০১ ইং তারিখ রাতে অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসীরা শ্রীনিধি গ্রামের অর্জুনকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। পুলিশ মহিষ মারা ব্রীজের লাইনের নিকট থেকে তার লাশ উদ্ধার করে।	জোট সন্ত্রাসী।		দৈনিক ইত্তেফাক ১৬/১১/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে শেরপুর জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১০ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৮ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগেরসংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৮ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৬ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০২ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০৩ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্ততের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণীঃ

পুলিশ সুপার শেরপুর, স্মারক নং-২৪৯৪ তারিখ-২৮/১০/২০১০ খ্রিঃ মূলে যাচাইকৃত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪১২.	সাইফুল ইসলাম @ ইসমাইল পিতা-মৃত হামেদ আলী সাং-সালথা নকলা, শেরপুর।	গত ১০/১০/২০০১ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকার সময় নির্বাচন নিয়ে সংগঠিত দুই দলের সংঘর্ষে বিএনপি সন্ত্রাসীদের লাঠি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ঘটনা স্থলে মোজাফ্ফর হোসেন @ রঙ্গু, ২। আবুল কালাম, নিহত হয় এবং ভিকটিম সাইফুল ইসলাম মারাত্মক জখম প্রাপ্ত হয়।	√১। সাইদুল, পিতা-কফিল উদ্দিন, √২। কফিল উদ্দিন, পিতা-মৃত তমির উদ্দিন, √৩। শহিদুল, পিতা-কফিল উদ্দিন, √৪। সামেদুর, পিতা-কফিল উদ্দিন, √৫। লাল মিয়া, পিতা-এন্তাজ আলী, √৬। আন্তাজ আলী, পিতা-হাসেম আলী, √৭। আজাহার আরী, পিতা-আন্দাজ আরী, √৮। বদর, পিতা-মৃত হুরমুজ আলী সহ মোট ১৩ জন, সর্বসাং-সালথা, নকলা, শেরপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী উপজেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৪ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০২ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্যগঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত শেরপুর জেলার (শ্রীবর্দী) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণীঃ
পুলিশ সুপার শেরপুর, স্মারক নং-১৮৬৬/ই তারিখ-২০/০৯/২০১০ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪১৩.	মোসাঃ আছিয়া খাতুন স্বামী-মোঃ ওবায়দুল ইসলাম সাং-সাতানি শ্রীবর্দি, শেরপুর।	০১/১০/২০০১ তারিখ নির্বাচনের পর ভূমি জবর দখল করার হুমকি দেয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়া বাড়ী ঘেরাও করে ত্রাসের সৃষ্টি করে। অত্র ঘটনা ১৫/০৩/২০০৪ তারিখ (তদন্তে প্রাপ্ত)	√১। জাহাঙ্গীর, √২। আকতার, √৩। মাহবুব, √৪। কোকন, √৫। সুমন, √৬। সাইয়ুম, উভয় পিতা-মৃত তারা মিয়া, সর্বসাং-সাতানী, শ্রীবর্দি, শেরপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৪১৪.	মোসাঃ সফুরা বেগম স্বামী-মোঃ মফিজুল হক সাং-সাতানি শ্রীবর্দি, শেরপুর।	০১/১০/২০০১ তারিখ নির্বাচনের পর ভূমি জবর দখল করার হুমকি দেয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়া বাড়ী ঘেরাও করে ত্রাসের সৃষ্টি করে। অত্র ঘটনা ১৫/০৩/২০০৪ তারিখ (তদন্তে প্রাপ্ত)	√১। জাহাঙ্গীর, √২। আকতার, √৩। মাহবুব, √৪। খোকন, √৫। সুমন, √৬। সাইয়ুম, উভয় পিতা-মৃত তারা মিয়া, সর্বসাং-সাতানী, শ্রীবর্দি, শেরপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে শেরপুর জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	মোফাজ্জেল হোসেন রঙ্গু পিতা-মৃত শাহের আলী সাং-সালথা নকলা, শেরপুর দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ কর্মী	গত ১০/১০/২০০১ ইং বিকাল আনুমানিক ১৭০০ ঘটিকার সময় বিএনপির অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ১। সায়েদুল, পিতা-কফিল উদ্দিন, ২। কফিল উদ্দিন, পিতা-মৃত তমির উদ্দিন, ৩। সহিদুল, পিতা-কফিল উদ্দিন, ৪। সামেদুল, পিতা-কফিল উদ্দিন, ৫। লাল মিয়া, পিতা-ইন্তাজ আলী, সর্বসাং-লয়খাসহ মোট ১৩ জন বেআইনী জনতাবদ্ধে লাঠি, দা ডেগার, ইত্যাদিসহ ভিকটিম ১। মোফাজ্জেল হোসেন, ২। আবুল কালাম, ৩। সাইফুল ইসলাম, খুন করার উদ্দেশ্যে মারাত্মক জখম করিলে ঘটনা স্থলেই ভিকটিম মোফাজ্জেল হোসেন ও আবুল কালাম নিহত হয় এবং ভিকটিম সাইফুল ইসলাম, মারাত্মক জখমপ্রাপ্ত হয়ে উন্নত চিকিৎসায় সে প্রাণে বেঁচে যায়।	নকলা থানার মামলা নং-০৫, তাং-১১/১০/০১ ধারা ১৪৭/১৪৮/৩২৬/ ৩২৩/৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১৯ তাং-১৬/০২/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির সন্ত্রাসী
২.	আবুল কালাম পিতা-মৃত রিয়াজ উদ্দিন সাং-বারমাইসা নকলা, শেরপুর দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ কর্মী	গত ১০/১০/২০০১ ইং বিকাল আনুমানিক ১৭০০ ঘটিকার সময় বিএনপির অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ১। সায়েদুল, পিতা-কফিল উদ্দিন, ২। কফিল উদ্দিন, পিতা-মৃত তমির উদ্দিন, ৩। সহিদুল, পিতা-কফিল উদ্দিন, ৪। সামেদুল, পিতা-কফিল উদ্দিন, ৫। লাল মিয়া, পিতা-ইন্তাজ আলী, সর্বসাং-লয়খাসহ মোট ১৩ জন বেআইনী জনতাবদ্ধে লাঠি, দা ডেগার, ইত্যাদিসহ ভিকটিম ১। মোফাজ্জেল হোসেন, ২। আবুল কালাম, ৩। সাইফুল ইসলাম, খুন করার উদ্দেশ্যে মারাত্মক জখম করিলে ঘটনা স্থলেই ভিকটিম মোফাজ্জেল হোসেন ও আবুল কালাম নিহত হয় এবং ভিকটিম সাইফুল ইসলাম, মারাত্মক জখমপ্রাপ্ত হয়ে উন্নত চিকিৎসায় সে প্রাণে বেঁচে যায়।	নকলা থানার মামলা নং-০৫, তাং-১১/১০/০১ ধারা ১৪৭/১৪৮/৩২৬/ ৩২৩/৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১৯ তাং ১৬/০২/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির সন্ত্রাসী

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	হযরত আলী সাং-মোবারকপুর শেরপুর সদর, শেরপুর। আওয়ামী লীগ কর্মী ছিলেন।	গত ২৩/০৬/২০০২ ইং তারিখ বিকাল আনুমানিক ১৬১০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। হাবিবুর রহমান, পিতা-মৃত ফজর আলী, ২। জহির ইুদ্দন, পিতা-হাবিবুর রহমান, ৩। মজিবুর রহমান, পিতা-মৃত তেজ উদ্দিন, ৪। শাহজামাল, পিতা-মৃত ইয়াজ উদ্দিন, সর্বসাং-মোবারকপুর, থানা ও জেলা-শেরপুরসহ মোট ০৬জন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয় শেরপুর শহরের উপকণ্ঠে মোকবারকপুর মহল্লায় ২৩ জুন বিকেল তিনটায় জোট সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে হযরত আলী নামে এ আওয়ামী লীগ কর্মীকে রামদা দিয়ে কূপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ঘটনার সময় হযরতকে সন্ত্রাসীরা তাদের বাড়ির কাছে রাস্তায় একা পেয়ে প্রথমে বাম হাত ও বাম পায়ের রগ কেটে দেয় এবং একই সঙ্গে রামদা দিয়ে কূপিয়ে আহত করে। মারাত্মক আহত অবস্থায় সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি সেখানে মারা যান।	শেরপুর থানার মামলা নং-৩৭, তাং-২৩/০৬/০২ ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯/ ৪৪৭/৩০২/১১৪ পিসি	সি/এস নং-২৪১ তাং০৪/১২/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই বিএনপির সন্ত্রাসী
৪.	সাইফুল ইসলাম যুবলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত, সদর, শেরপুর।	গত ১০/১০/২০০১ তারিখ সকালে নির্বাচন নিয়ে সংঘটিত সংঘর্ষে বিএনপি কর্মী সাইলাম ও তার দল লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই আবুল মারা যায়।	বিএনপি কর্মী।		দৈনিক প্রথম আলো ১২/১০/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৫.	মোঃ ইসমাইল হোসেন আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত, সাং-বারমাইশা বাজার, নকলা, শেরপুর।	গত ১০/১০/২০০১ ইং তারিখ রাতে বারমাইশা বাজারে বিএনপি ক্যাডারদের সশস্ত্র হামলায় ইসমাইল নিহত হয়।	বিএনপি ক্যাডার সাইফুলের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী।		দৈনিক প্রথম আলো ১২/১০/২০০১ইং তারিখ প্রকাশিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে শরিয়তপুর জেলার মোট অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ১২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৭ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৫ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০৪ টি
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০৩ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে শরিয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৩ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৩ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত শরীয়তপুর জেলার (গোসাইরহাট) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

পুলিশ সুপার,শরিয়তপুর, স্মারক নং-১৮৯০/ই তারিখ-০৫/০৯/২০১০ খ্রিঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪১৫.	হোসনে আরা স্বামী-মৃত আবু বকর সরদার সাং-নাগের পাড়া গোসাইর হাট, শরীয়তপুর।	২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের পর ১৩/১০/২০০১ তরিখে সন্ধায় উত্তর নাগেরপাড়া বাজারে দপ্তরী বাড়ীর পাশে চা খাওয়ার সময় বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করিয়া মারপিট করিয়া ফেলিয়া যায়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরবর্তী তে ৩০/০৪/২০০২ তারিখে মুত্যুবরণ করেন। ঘটনার পর থানায় মামলা করিতে গেলে (১৬/১০/২০০১ তারিখে) থানা পুলিশ বেগম খালেদা জিয়ার এপিএস সামছুল আলমের তদবিরে মামলা নেয় নাই। পেপার কাটিং আছে।	√১। আঃ বারেক দপ্তরী, পিতা-মৃত আঃ রশীদ দপ্তরী, √২। ঝিলু দপ্তরী, পিতা-আঃ বারেক দপ্তরী, √৩। হানিফ মৃধা, পিতা-জয়নাল মৃধা, √৪। নান্টু চৌধূরী, পিতা-মৃত জোনাব আলী চৌকিদার, √৫। ঝিকু দফতরী, পিতা-আঃ আরেক দফতরীসহ আরো ১০/১২ জন। সর্বসাং-নাগেরপাড়া, গোসাইর হাট, শরীয়তপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪১৬.	মোঃ এনায়েতুল করিম গং সভাপতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নাগেরপাড়া ইউনিয়ন শাখা গোসাইরহাট, শরীয়তপুর।	১৩/১০/২০০১ তারিখ গোলা বারুদ নিয়ে আক্রমণ করেন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩০/০৪/২০০২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। ১৪/১০/২০০১ তারিখে তার বড় ভাই থানায় মামলা করতে গেলে সন্ত্রাসী জিল্লুর রহমান তার বড় ভাইকে অপমান করে থানা থেকে বিদায় করে দেয়। মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোখলেছুর রহমান মুন্সী, পিতা-আঃ রশীদ মুন্সী, সাং-ভন্দ্রের চাপকে শারীরিক নির্যাতন সহ মহিলাদের অত্যাচার, বাড়ীতে ডাকাতি, লুটপাট করে।	√১। এনামুল হক বাচ্চু, পিতা-মৃত মহসিন মাষ্টার, √২। মামুন খান, পিতা-হাসান মাষ্টার, √৩। হানিফ মুধা, পিতা-জয়নাল মৃধা, √৪। আলমগীর দফতরী, পিতা-মৃত রশিদ দফতরী, √৫। ধলু মাষ্টার ও তার তিন পুত্র, সর্বসাং-গোসাইর হাট, গোসাইর হাট, শরীয়তপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৪১৭.	সেকেন্দার বেপারী পিতা-মোঃ হাজী আবু কালাম সাং-উত্তর সৈয়দ বস্তা ডামুড্যা, শরীয়তপুর।	মিথ্যা মামলা দিয়া হয়রানি।	√১। মগবুল বেপারী, পিতা-মহিউদ্দিন বেপারী, √২। মোজ্জাম বেপারী, পিতা-মগবুল বেপারী, √৩। সিরাজ সরদার, পিতা-কালু সরদার, √৪। আরফাত আলী সরদার, পিতা-কালু সরদার, √৫। দেলোয়ার সরদার, পিতা-আরফাত আলী সরদারসহ আরো ১৫/২০ জন। সর্বসাং-উত্তর সৈয়দ বস্তা, ডামুড্যা, শরীয়তপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে শরিয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত শরীয়তপুর জেলার (জাজিরা) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

পুলিশ সুপার,শরিয়তপুর, স্মারক নং-১৮৯০/ই তারিখ-০৫/০৯/২০১০ খ্রিঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪১৮.	বাবু মাঝি গং পিতা-সোহরাব মাঝি সাং-লাউখোলা জাজিরা, শরীয়তপুর।	০১/১২/২০০১ তারিখ আমার পরিবারকে নির্মূল করার জন্য বাড়ীঘরে হামলা, বোমা নিক্ষেপ করে এতে শামসুর ভাবী মারাত্মক আহত হয় এবং পরবর্তী তে মারা যায় ও অন্যান্যরা মারাত্মক আহত হয়।	√১। বিএনপি সংসদ সদস্য জনাব হেমায়েত উল্যাহ √২। এসকান্দার আলী সরদারসহ তাদের দলীয় বাহিনী। জাজিরা, শরীয়তপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৪১৯.	মোঃ সিরাজ মাতুব্বর পিতা-আঃ হামিদ মাতুব্বর সাং-বালিয়াকান্দি জাজিরা, শরীয়তপুর।	আওয়ামী লীগ করার অপরাধে গত ০৬/১১/২০০১ ইং তারিখ সন্ধা ০৭০০ ঘটিকার সময় কাজীর হাট বাজারে গেলে আমার উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা করে নগদ ৩৫.০০ হাজার টাকা কেড়ে নেয় এবং আমাকে মারধর করে বাড়ীরঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে। বিভিন্ন রকম মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে। আমার প্রায় ২৫.০০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়।	১। মোঃ খলিল মোল্লা, ২। তোতা মোল্লা, উভয় পিতা-মকবুল মোল্লা, ৩। আইউব মোল্লা, পিতা-রবিউল মোল্লা, সর্বসাং-চরধুপুরিয়া, জাজিরা, শরীয়তপুর।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে শরিয়তপুর জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	জহিরুল হাসান @ রোমান শিকদার পিতা-আজিজুল হক গ্রাম: দঃ ডামুড্যা পৌরসভা ডামুড্যা, শরীয়তপুর সাংগঠনিক সম্পাদক, ডামুড্যা পৌরসভা ছাত্রলীগ	গত ২৬/০২/২০০২ ইং তারিখ সকাল ১০০০ ঘটিকার সময় ডামুড্যা বাসস্টান্ডে সবুজের চায়ের দোকানে বসা অবস্থায় দল পরিবর্তনের পূর্ব শত্রুতার জের হিসেবে আসামী ১। জামাল ঢালী, পিতা-মোতালেব হোসেন @ মধু ঢালী, ২। রুবেল মাতুব্বর, ৩। বাচ্চু মাতুব্বর, ৪। জুলহাস মাতুব্বর, ৫। বাদল মাতুব্বর, সর্বপিতা-দুলাল সাতুব্বরসহ সর্বমোট ২৯ জন, সর্বসাং-দঃ ডামুড্যা, শরিয়তপুর ভিকটিম জহিরুল হাসান @ রোমান শিকদার রানদা, চাইনিজ কুড়াল, চাপাতি ছেনদা, হকিষ্টিক দ্বারা কোপাইয়া হত্যা করে।	ডামুড্যা থানার মামলা নং-১, তাং ২৬/০২/২০০২ ধারা ১৪৩/৩২৩/৩২৪/ ৩০৭/৩০২/১১৪/৩৪ পিসি	-	আসামীদের দলীয় পরিচয় নাই।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
২.	এ্যাডঃ হাবিবুর রহমান, পিপি সাং-পালং পালং, শরিয়তপুর শরিয়তপুর জেলা আওয়ামী লীগ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।	গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ ১৭৩০ ঘটিকার সময় সংসদ নির্বাচন/২০০১ এ বিএনপির প্রার্থী হেমায়েত উল্লাহ আরঙ্গ জয় লাভ করিলে তাহার অস্ত্রধারী ক্যাডার ১। মোঃ সরোয়ার হোসেন, ২। ডাবলু, ৩। মন্টু, ৪। শহিদ, ৫। সোহাগ, সর্বপিতা-সামছ উদ্দিন তালুকদার, সাং-স্বর্ণ ঘোষ, ৬। বাবুল খান, ৭। দুলাল খান, ৮। টুলু খান, সর্বপিতা-আলিম উদ্দিন খান, সর্বসাং-চর ডোংসারসহ মোট ৪৯ জন এ্যাডঃ হাবিবুর রহমানের বাড়ীতে প্রবেশ পূর্বক এলোপাথাড়ী ব্রাস ফায়ার করে ইহাতে এ্যাডঃ হাবিবুর রহমান এবং মনির হোসেন ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং উক্ত অস্ত্রধারীরা ঘরের মালামাল স্বর্ণালংকার ও টাকা পয়সা লুটপাট করে নিয়ে যায় এবং মালামাল ভাংচুর ও মোটর সাইকেল আগুন দিয়ে ধরিয়ে নষ্ট করে ।	পালং থানার মামলা নং-৫, তাং-০৬/১০/২০০১ ধারা ১৪৭/১৪৮/৪৪৭/ ৩২৩/৩২৪/ ৩২৬/ ৩০৭/৩৮০/৪২৭/ ১১৪/৩০২/১০৯ পিসি	সি/এস নং-৭২, (৪৯) তাং-২৩/৩/০৩	আসামীরা সকলেই বিএনপির নেতা ও সমর্থক।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	মনির হোসেন সাং-পালং পালং, শরিয়তপুর শরিয়তপুর জেলা আওয়ামী লীগ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।	গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ ১৭৩০ ঘটিকার সময় সংসদ নির্বাচন/২০০১ এ বিএনপির প্রার্থী হেমায়েত উল্লাহ আরঙ্গ্ জয় লাভ করিলে তাহার অস্ত্রধারী ক্যাডার ১। মোঃ সরোয়ার হোসেন, ২। ডাবলু, ৩। মন্টু, ৪। শহিদ, ৫। সোহাগ, সর্বপিতা-সামছ উদ্দিন তালুকদার, সাং-স্বর্ণ ঘোষ, ৬। বাবুল খান, ৭। দুলাল খান, ৮। টুলু খান, সর্বপিতা-আলিম উদ্দিন খান, সর্বসাং-চর ডোংসারসহ মোট ৪৯ জন এ্যাডঃ হাবিবুর রহমানের বাড়ীতে প্রবেশ পূর্বক এলোপাথাড়ী ব্রাস ফায়ার করে ইহাতে এ্যাডঃ হাবিবুর রহমান এবং মনির হোসেন ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং উক্ত অস্ত্রধারীরা ঘরের মালামাল স্বর্ণালংকার ও টাকা পয়সা লুটপাট করে নিয়ে যায় এবং মালামাল ভাংচুর ও মোটর সাইকেল আগুন দিয়ে ধরিয়ে নষ্ট করে ।	পালং থানার মামলা নং-৫, তাং-০৬/১০/২০০১ ধারা ১৪৭/১৪৮/৪৪৭/ ৩২৩/৩২৪/ ৩২৬/ ৩০৭/৩৮০/৪২৭/ ১১৪/৩০২/ ১০৯ পিসি	সি/এস নং-৭২, (৪৯) তাং-২৩/৩/০৩	আসামীরা সকলেই বিএনপির নেতা ও সমর্থক।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৪.	আঃ মালেক চৌকিদার পিতা-মৃত কাদের চৌকিদার সাং-চরকোটাপাড়া নড়িয়া, শরিয়তপুর দলীয় পরিচয় নাই।	২৭/০৫/২০০২ ইং তারিখ বিকাল আনুমানিক ১৮০০ ঘটিকার সময় আসামী আমাজাদ আলী সরদার, পিতা-বেলাল আলী সরদার, সাং-পাগড়ীজোড়া, থানা-নড়িয়া, ২। আলী আহম্মদ খান, পিতা-মৃত লাল খান, সাং-পশ্চিম কোটাপাড়া, থানা-পালং, ৩। তাইজেল সরদার, পিতা-আফসের সরদার, ৪। আজগার খান, পিতা-লাল খানসহ মোট ৪৫/৫০ জন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পাগড়ীজোড়া ব্রীজের পশ্চিম পার্শ্বে মামুন ফরাজির মুদি দোকান লুট করিতে শুরু করে এ সময় মালেক উক্ত দোকানের পাশে চা পান করিতে ছিল ভিকটিমসহ উপস্থিত লোকজন বাধা দিলে ১নং আসামীর নির্দেশে ২নং আসামীর হাতে থাকা আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা ভিকটিম মালেক চৌকিদারকে মাথায় গুলি করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করে এবং অন্যান্য বাধাদানকারীদের এলোপাথাড়ী মারধর করিয়া মারাত্মক জখম করে।	নড়িয়া থানার মামলা নং-২১, তাং-২৮/০৫/০২ ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯/ ৩২৩/৩২৫/৩০২/ ৩৮০/৪২৭/১১৪/ ৩৪ পিসি	সি/এস নং-১২০ (৩৭) তাং-২৯/৮/০২	আসামীদের কোন দলীয় পরিচয় নাই।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৫.	সাহেদ আলী চৌকিদার যুবলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-চরকোড়ালতলী ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর।	গত ২৩/০৩/২০০২ ইং তারিখ সন্ধায় নিজ বাড়ী থেকে বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলে ভিকটিম নিখোজ হয়। নিখোজ হওয়ার ২০ ঘন্টা পর দুপুরে ভেদরগঞ্জ থানা পুলিশ খবর পেয়ে কোড়ালতলী গ্রামের ইরি ও বোরো খামার থেকে তার লাশ উদ্ধার করে। তার মুখে ও গলায় ক্ষত চিহ্ন রয়েছে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ জানায়।			দৈনিক বাংলা বাজার ২৪/০৩/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৬.	মোঃ জহিরুল ইসলাম আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-পাইক কাঠি ডামুড্যা, শরীয়তপুর।	গত ২৬/১০/২০০১ ইং তারিখ পাইককাঠি গ্রামের বিএনপি সন্ত্রাসীরা ভিকটিম জহুরুল ইসলামকে অপহরণ করে বেধড়ক পিটিয়ে পাইক কাঠি বিলে ফেলে রাখে মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনার পরপরই তার মৃত্য হয়।	বিএনপি সন্ত্রাসী		দৈনিক জনকণ্ঠ ২৯/১০/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে কিশোরগঞ্জ জেলার মোট অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৯ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৬ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৩ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০২ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০২ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত কিশোরগঞ্জ জেলার (ভৈরব) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ও/সি কিশোরগঞ্জ এর সাথে আলাপ করে যাচাইকৃত

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪২০.	মোঃ রতন মিয়া পিতা-আবু তাহের সাং-শিবপুর ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।	১৩/১০/২০০১ তারিখে টানকৃষ্ণপুর পশ্চিম পাড়ায় মোঃ কুদ্দুস মিয়ার বাড়ীতে এবং ১৫/১০/২০০১ তারিখে জামালপুর মধ্যে পাড়ায় (উভয় শিবপুর ইউপি থানা ভৈরব) মোঃ আহাদ মিয়ার দোকান সংলগ্ন সমাজ সেবা মূলক সংগঠন, বয়স্ক শিক্ষা পাঠদান প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র লুট করে ও ঘরের টিন খুঁটি ইত্যাদি নিয়ে যায়। এছাড়াও ১৫/১০/২০০১ তারিখে জামালপুর মধো পাড়ার লিটন মিয়ার বাড়ীতে নির্মিত প্রতিষ্ঠানেরও ক্ষয়ক্ষতি করে।	১। মোঃ মজিবুর রহমান, পিতা-হাফিজ উদ্দিন, সাং-রঘুনাথপুর, ২। বাদল মিয়া, পিতা-আব্দুল্লাহ, সাং-সম্ভুপুর, ৩। কবির মিয়া, পিতা-তাজুল ইসলাম, সাং-চাঁনপুর, √৪। সোহরাব হোসেন, পিতা-ইউনুছ মিয়া, ৫। মজিবুর, পিতা্-মৃত তাহের মিয়াসহ আরো ২০/২৫ জন। সর্বসাং-টানকৃষ্ণপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে কিশোরগঞ্জ জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	জুয়েনা খানম পিতা-সমেদ গ্রাম ঃ রায়খলা। কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১৫/১০/২০০১ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ০১৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসী আসামী ১। ইদ্রিস পিতা-আশরাফ আলী, ২। সবুজ মিয়া, পিতা-ইদ্রিস, ৩। কুদ্দুস, পিতা-মৃত আসেব আলী, ৪। ধলু, পিতা-মৃত আক্কাছ, ৫। কালা মিয়া, ৬। মলু মিয়া, ৭। সদু মিয়া, ৮। জিলু মিয়া, ৯। মিলন মিয়া, ১০। নুরু মিয়া, ১১। স্বপন মিয়া, ১২। জসিম মিয়া, ১৩। শাহজাহান মিয়া, সর্বপিতা-কালা মিয়া, সর্বসাং-রায়খলা, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জগণ সংগোপনে ভিকটিম জুয়েনা খানমের ঘরে প্রবেশ পূর্বক ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করে।	কটিয়াদী থানার মামলা নং-০৫, তাং-১৬/১০/০১ ধারা ৩০২/৩৪/ ৪৫৮ পিসি	সি/এস দাখিল হয় মামলাটি বিচারাধীন	আসামীরা সকলেই বিএনপি সমর্থিত সন্ত্রাসী
২.	মোহাম্মদ আব্দুস সমেদ পিতা-মৃত আঃ হেকিম সাং-মধ্য অষ্টগ্রাম কলাপাড়া অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১০/১২/২০০১ ইং তারিখ সন্ধা আনুমানিক ১৯৩০ ঘটিকার সময় আসামী মীর মোশারফ হোসেন বাবুল, পিতা-মীর মাহমুদ হোসেন, ২। মীর আহম্মদ হোসেন, পিতা-মীর নবী হোসেন, ৩। মীর মঙ্গনুল হোসেন, পিতা-মীর মাহমুদ হোসেনসহ মোট ৯ জন, সর্বসাং-মধ্য অষ্টগ্রাম বর্ধমান পাড়া, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জগণ বর্ধমান পাড়ার বাচ্চু খা বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বের রাস্তায় ভিকটিম আঃ সমেদকে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ধারালো অস্ত্র দ্বারা রক্তাক্ত জখম করিলে সমেদ নিহত হয়।	অষ্টগ্রাম থানার মামলা নং-০২, তাং-১১/১২/০১ ধারা ৩০২/৩৪/ ১১৪ পিসি	সি/এস নং-১৩ (৯) তাং-১৮/০৩/২০০২ ধারা ১৪৭/১৪৮/ ১৪৯/৩০২/৩৪/১১৪ দাখিল হয়	আসামীদের কোন দলীয় পরিচয় নেই।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে মুন্সিগঞ্জ জেলার অভিযোগের **বিবরণ ঃ**

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৩১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২৮ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৪ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৪ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ২৪ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৩ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ২১টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০১ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ ০১ টি।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১ টি।
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত মুন্সীগঞ্জ জেলার (গজারিয়া) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা মুন্সীগঞ্জ স্মারক নং-৩৪১০, তারিখঃ ২৬/০৮/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪২১.	শ্রী জগৎলাল দেবনাথ পিতা-মৃত রমনী মোহন দেবনাথ সাং-ভবেরচর গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।	২০০১-২০০২ সালের বিভিন্ন সময়ে মোটা অংকের চাদাদাবী করে প্রাণের ভয়ে ৫০.০০ হাজার টাকা চাঁদা প্রদান করি, বসতবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করে পরিবারের সদস্যদের মারধর করে, বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখাইয়া জোর পূর্বক জায়গা জমি দখল করে নেয়। ভাংচুর করাকালীন সময়ের ছবি সংযুক্ত।	√১। মোঃ মজিবুর হমান, পিতা-মৃত আঃ রব, সাং-লক্ষীপুরা, √২। মোজাম্মেল হক, পিতা-শহীদুল্লা, √৩। শহীদুল্লা মোল্লা, পিতা-মৃত রহিম উদ্দিন, উভয় সাং-ভবেরচর, √৪। মাসুদ মিয়া, পিতা-তাইজুদ্দিন, সাং-চরপাতালিযা √৫। মোকলেছ ঢালী, পিতা-গিয়াস উদ্দিন ঢালী, √৬। মোঃ হানিফ মোল্লা, পিতা-মৃত ফজলুল করিম মোল্লা, √৭। মোসলেহ উদ্দিন মোল্লা, √৮। সালাউদ্দিন মোল্লা, উভয় পিতা-মৃত রহিম উদ্দিন মোল্লা, সাং-শ্রীনগর, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ। (৫-৮ নং তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪২২.	আলহাজ নাসির উদ্দিন মিয়াজী সহ-সভাপতি মুন্সীগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ, সাং-রসুলপুর গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।	০১/১০/২০০১ তারিখ সন্ধায় আমার দোকান ও বাড়ীঘরে সশস্ত্র হামরা চালিয়ে ব্যপক ভাংচুর ও নগদ টাকা লুট করিয়া নিয়া যায়। পেপার কাটিং আছে।	√১। মজিবুর জমাদ্দার, √২। মিজান জমাদ্দার, উভয় পিতা-মৃত আফিজ উদ্দিন জমাদ্দার, √৩। মোশারফ, পিতা-রুহুল আমিন জমাদ্দার, √৪। নুরমোহাম্মদ, পিতা-মৃত জলিল মোল্লা, √৫। তবারক, পিতা-মৃত আঃ হাসেম খান, √৬। মোঃ আমির হোসেন, পিতা-মৃত তোরাব আলী, √৭। খোরশেদ, √৮। মোঃ খোকন, √৯। মোঃ দোলন, সর্বপিতা-মৃত সুরুজ দর্জি, √১০। জামাল হোসেন, পিতা-জালাল উদ্দিন, √১১। সানাউল্লাহ, পিতা-শাহজাহান, √১২। মোঃ মহসীন, পিতা-মৃত মনছক আলী মিয়াজী, সর্বসাং-রসুলপুর, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ। (৬-১২ নং তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০১টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত মুন্সীগঞ্জ জেলার (লৌহজং) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
(জেলা বিশেষ শাখা মুন্সীগঞ্জ স্মারক নং-৩৪১০, তারিখঃ ২৬/০৮/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪২৩.	মোঃ খোরসেদ আলম পিতা-মোঃ দেলোয়ার সিকদার সাং-কালুরগাঁও, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ। যুবলীগ , গাউদিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ,	০২/১০/২০০১ তারিখ আওয়ামী কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ছবি ভাংচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। আওয়ামী লীগ পরিবারের উপর হামলা চালিয়ে মহিলা ও শিশুদের উপর নির্যাতন করে।	√১। আঃ হাই তালুকদার, √২। শাহআলম তালুকদার, উভয় পিতা-মৃত আঃ আজিজ তালুকদার, √৩। মামুন তালুকদার, √৪। হাবিব তালুকদার, উভয় পিতা-শাহআলম তালুকদার, √৫। তোতা মিয়া, √৬। শহীদুল সেখ, উভয় পিতা-লাল মিয়া সেখ সহ আরো অনেকে, সর্বসাং-কালুরগাঁও,লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২৪ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০৩ টি।**
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ১৯ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ১৯টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত মুন্সীগঞ্জ জেলার (সিরাজদিখান) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

(জেলা বিশেষ শাখা মুন্সীগঞ্জ স্মারক নং-৩৪১০, তারিখঃ ২৬/০৮/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪২৪.	নুরুল আমিন নুরু পিতা-অজ্ঞাত সাং-শিয়ালদী সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়।	√১। তৌহিদুল ইসলাম, পিতা-খোকা বেপারী, সাং-মধ্যপাড়া, √২। সিফাত, পিতা-দেলোয়ার, সাং-ইছাপুরা, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪২৫.	মোঃ কামরুল হাসান সুমন পিতা-মৃত আবুল হোসেন মিয়া সাং-চন্দনধুল সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ী পিটিয়ে ডান হাতসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।	√১। শহীদুল, পিতা-লোকমান, √২। মোশারফ, পিতা-মীর আলী, উভয় সাং-চন্দনধুল, √৩। মোঃ হাফিজ, পিতা-মৃত আজাহার উদ্দিন সেখ, সাং-কুসুমপুরসহ আরো ৫/৬ জন, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪২৬.	শ্রী ভবন দাস পিতা-আশানন্দ দাস সাং-মধ্য শিয়ালদী সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	আমাকে এবং আমার পরিবারের উপর হামলা চালায় আলুর গোলায় আগুন ধরিয়ে দেয়।	√১। মামুন মোল্লা, √২। মাহবুব মোল্লা, পিতা-কোরবান মোল্লা, সাং-মধ্য শিয়ালদী, √৩। রতন হাওলাদার, পিতা-আলমাছ হাওলাদার, সাং-কাকালদী, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪২৭.	মোঃ নাসির হোসেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইছাপুরা ইউনিয়ন ছাত্রলীগ সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে বুকের হাড় ভেঙ্গে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়।	√১। সিফাত, পিতা-দেলোয়ার, √২। মাকছুদ, পিতা-হারুন, সাং-ইছাপুরা, √৩। সোহেল, পিতা-সোবাহান হাওলাদার, সাং-কাঠালতলী, √৪। সুজন, পিতা-মোসলেম, √৫। মিলন, পিতা-মৃত হাসেম, সাং-গোড়ালীপাড়া, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪২৮.	আব্দুর রহমান বাসার পিতা-অজ্ঞাত সাং-মধ্য শিয়ালদী সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়।	√১। আজাহার, পিতা-আলাউদ্দিন, সাং-ইছাপুরা, √২। বাবু, পিতা-করিম তালুকদার, √৩। নূরইসলাম খান, পিতা-সুলতান খান, √৪। জামাল, পিতা-আঃ খালেক, সর্বসাং-শিয়ালদী, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪২৯.	মোঃ জসিম উদ্দিন পিতা-অজ্ঞাত সাং-পশ্চিম শিয়ালদী সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়।	স্থানীয় বিএনপি সন্ত্রাসী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪৩০.	প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহা সহকারী অধ্যাপক বিক্রমপুর কেবি ডিগ্রী কলেজ, ইছাপুরা, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	০৪/১০/২০০১ তারিখে বিক্রমপুর কেবি ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক ও উপ-অধ্যক্ষ এর কক্ষে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট এবং মারপিট করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে দেয়।	√১। টিটু, পিতা-মৃত নিজাম উদ্দিন, সাং-কাঠালতলী, √২। সিফাত, পিতা-দেলোয়ার ভূইয়া, √৩। মাসুম, √৪। মাকসুদ, পিতা-হারুন, ৫। শমসের আলম ভূইয়া (মদদদাতা), সর্বসাং-কাঠালতলী, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪৩১.	ফজল সেখ পিতা-অজ্ঞাত সাং-মধ্য শিয়ালদী সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	০৪/১০/২০০১ তারিখে আমার উপর হামলা করে এলোপাথাড়ী পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে এবং দোকান লুট করে নিয়ে যায়।	√১। টিটু, পিতা-মৃত নিজাম উদ্দিন, সাং-কাঠালতলী, √২। সিফাত, পিতা-দেলোয়ার ভূইয়া, √৩। মাসুম, √৪। মাকসুদ, পিতা-হারুন, √৫। শিলা কামাল (মদদদাতা), সর্বসাং-কাঠালতলী, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪৩২.	গনেশ চন্দ্র দাস পিতা-অজ্ঞাত সাং-ইছাপুরা সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	০৪/১০/২০০১ তারিখে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়।	১। শিলা কামাল (মদদদাতা), সাং-শিয়ালদী, √২। আজাহার, পিতা-আলাউদ্দিন, সাং-ইছাপুরা, √৩। সোহেল, পিতা-সোবাহান হাওলাদার, সাং-কাঠালতলী, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৩৩.	মৃধা মোঃ শামীম পিতা-অজ্ঞাত সাং-চন্দন ধুল সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	০৬/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীতে হামলা করে বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে	১। হানিফ তালুকদার, (মদদদাতা), পিতা-মৃত আলেফ তালুকদার, √২। মোঃ আরিফ, পিতা-বারেক মৃধা, ৩। সুইট, পিতা-মৃত সিরাজুল মৃধা, √৪। রমজান মোল্লা, পিতা-মৃত আকুব আলী মোল্লাসহ আরো ২০/২৫ জন। সর্বসাং-চন্দনধুল, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪৩৪.	মোঃ গিয়াস উদ্দিন প্রাক্তন অধ্যাপক বিক্রমপুর কেবি ডিগ্রী কলেজ, ইছাপুরা, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	০৪/১০/২০০১ তারিখ ১১.০০ ঘটিকার সময় কেবি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের রুমে বেদম মারধর করে আহত করে। আঘাতের ফলে বাম হাতের একটি আঙ্গুল ভেঙ্গে যায়।	√১। টিটু, পিতা-মৃত নিজাম উদ্দিন, সাং-কাঠালতলী, √২। সিফাত, পিতা-দেলোয়ার ভূইয়া, √৩। লিপু, পিতা-আউয়াল কাজী, সাং-ইছাপুরা, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪৩৫.	মীর মোশারফ হোসেন সাধারণ সম্পাদক সিরাজদিখান উপজেলা ছাত্রলীগ, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	০৯/১০/২০০১ তারিখ সন্ধ্যা ০৭.০০ টায় চাপাতি এবং হকি দিয়ে এলোপাথাড়ী কুপিয়ে আহত করে।	√১। সিফাত, পিতা-দেলোয়ার, √২। মাকছুদ, পিতা-হারুন, সাং-ইছাপুরা, √৩। সোহেল, পিতা-সোবাহান হাওলাদার, সাং-কাঠালতলী, √৪। সংগ্রাম, পিতা-আবুল খায়ের লস্কর, সাং-কাঠালতলী, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪৩৬.	মোঃ আলী আক্কাছ বিশ্বাস পিতা-অজ্ঞাত সাং-চন্দনধুল সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	০৫/১০/২০০১ তারিখ রাতের আধারে আমার উপর আক্রমণ করে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে এবং আমার হাত, পা ভেঙ্গে দেয়।	√১। মোঃ মোশারফ হোসেন, পিতা-মীর আলী, √২। মোঃ শহীদুল, পিতা-মোঃ লোকমান হাওলাদার, সর্বসাং-চন্দনধুল সহ আরো ৫/৬ জন, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৩৭.	মোঃ মাহাবুবুর রহমান পলাশ পিতা-ওবায়দুত গোড়াপী সদস্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়।	১। খোকা বেপারী, (মদদদাতা) পিতা-অজ্ঞাত, √২। তৌহিদুজ্জামান, পিতা-খোকা বেপারী, সাং-পশ্চিম মধ্যপাড়া, √৩। সাফয়েত উল্লাহ, √৪। ইউসুফ বেপারী, উভয় পিতা -রশিদ বেপারী, সাং-মালদ্বীপদিয়া, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪৩৮.	মোঃ রফিকুল ইসলাম দুদু প্রাক্তন চেয়ারম্যান, জৈনসার ইউনিয়ন যুগ্ম সম্পাদক সিরাজদিখান উপজেলা আওয়ামী লীগ, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	০৪/১০/২০০১ তারিখ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়।	√১। শমসের আলম ভূইয়া (মদদদাতা), পিতা-অজ্ঞাত, √২। উজ্জল, পিতা-মৃত নুরুজ্জামান, √৩। টুটুল, পিতা-অজ্ঞাত, সর্বসাং-কাঠালতলী, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪৩৯.	আলী হোসেন লাবু পিতা-ধলু মিয়া সাং-কাঠালতলী সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	০৪/১০/২০০১ তারিখ বসতবাড়ীতে হামলা ভাংচুর, লুটপাট	√১। শমসের আলম ভূইয়া (মদদদাতা), পিতা-অজ্ঞাত, √২। উজ্জল, পিতা-মৃত নুরুজ্জামান, √৩। টুটুল, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-কাঠালতলী, √৪। সালাম, হাং, পিতা-আসর উদ্দিন, হাং, ৫। হাজাঙ্গীর তালুকদার, পিতা-রহিম বকস তালুকদার, সর্বসাং-জৈনসার, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪৪০.	মোঃ নুরুল ইসলাম গং সভাপতি মালখানগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	মারপিট করে রক্তাক্ত জখম, মাংসের দোকানে হামলা করে টাকা ও মাংস লুট, বাড়ীতে গুলি বর্ষণ করে মহিলা ও শিশু নির্যাতন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উপর হামলা।	√১। মোঃ ফারুক মিয়া, √২। শাশীম মিয়া, পিতা-মৃত আফজাল হক মিয়া, √৩। আঃ হাই বাবুল, √৪। লিটন মিয়া, √৫। মিলন মিয়া, উভয় পিতা-মৃত আবুল হাসেমসহ আরো ২০/২৫ জন, সর্বসাং-গোড়াপী পাড়া, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৪১.	মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ সাবেক সভাপতি রাজানগর ইউনিয়ন ছাত্রলীগ, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	০১/১০/২০০১ তারিখ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়।	√১। জসিম উদ্দিন রোকন, সাবেক সাধারন সম্পাদক উপজেলা বিএনপি, √২। মোঃ হাসেম, পিতা-মৃত তজিম উদ্দিন, √৩। আব্দুল আজিজ, পিতা-হাজী আজাহার আলী, সর্বসাং-সৈয়দপুর, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৪৪২.	আলেফ খলিফা পিতা-অজ্ঞাত সাং-কাঠালতলী সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	জমি জবর দখল বসতবাড়ী ভাংচুর লুটপাট মারধর।	১। শমসের আলম ভূইয়া (মদদদাতা), পিতা-অজ্ঞাত, ২। উজ্জল, পিতা-মৃত নুরুজ্জামান,৩। টুটুল, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-কাঠালতলী, ৪। সালাম, হাং, পিতা-আসর উদ্দিন, হাং, ৫। হাজাঙ্গীর তালুকদার, পিতা-রহিম বকস তালুকদার, সর্বসাং-জৈনসার, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় তাহার উপর উল্লিখিত কোন ঘটনা ঘটে নাই।
৪৪৩.	আবুল হোসেন মেম্বার পিতা-সৃজন হাওলাদার সাং-তেলিপাড়া সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	০৪/১০/২০০১ তারিখ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ী পিটিয়ে ডান হাতসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।	১। মোঃ শহিদ বেপারী, √২। মতিন মাষ্টার, পিতা-আশোক আলী, ৩। জিয়াবুল, পিতা-অজ্ঞাত, ৪। মোঃ মনির, পিতা-মৃত মোহাম্মদ আলী সেখ, সাং-তেলী পাড়া, ৫। হিরু সেখ, পিতা-মৃত মীর আলী সেখ, ৬। মোঃ ওসমান মিয়া, পিতা-মৃত আনু দেওয়ান, ৭। সাদায়েত উল্লাহ, পিতা-মোঃ রশিদ বেপারী, সর্বসাং-মালব দিয়া, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ। (৪নং হতে ৭নং তদন্তে প্রাপ্ত)।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৪৪.	মোঃ নজরুল ইসলাম পিতা-সিরাজুল ইসলাম সাং-মধ্যপাড়া সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	০৭/১০/২০০১ তারিখ আমাকে মারধর করে পরিবারের সকলের উপর নির্যাতন কর বসতবাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট করে। গরম পানি দিয়ে শরীর ঝলসে দেয়।	√১। আজিম আল রাজি, সাং-কাকালদি, √২। নাদিম, পিতা-হাজী জালাল উদ্দিন, √৩। সুমন বেপারী, পিতা-সামাদ বেপারী, √৪। মোঃ ইকবাল সেখ, পিতা-ফজল সেখ, √৫। রতন হাওলাদার, পিতা-আলমাছ, সর্বসাং-কাকালদি, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি’র সমর্থিত।
৪৪৫.	আকাতার হোসেন মেট্রো পিতা-মোসলেম উদ্দিন মৃধা সাং-চম্পকদি সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	০২/১০/২০০১ তারিখ। বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ী পিটিয়ে ডান হাতসহ শরীরের বিভিন্নস স্থানে জখম করে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।	১। শমসের আলম ভূইয়া (মদদদাতা), পিতা-অজ্ঞাত, ২। উজ্জল, পিতা-মৃত নুরুজ্জামান, ৩। টুটুল, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-কাঠালতলী, ৪। সালাম, হাং, পিতা-আসর উদ্দিন, হাং, ৫। হাজাঙ্গীর তালুকদার, পিতা-রহিম বকস তালুকদার, ৬। মোঃ আলম, পিতা-মৃত আবুল খায়ের লস্কর, ৭। মোঃ রফিজ উদ্দিন হাওলাদার, পিতা-মৃত নটুজ উদ্দিন, হাওলাদার, সাং-চম্পকদি, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ (৬নং ও ৭নং তদন্তে প্রাপ্ত)।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি’র সমর্থিত।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে মুন্সীগঞ্জ জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	নাসির পিতা-আব্দুল লতিব মাঝি গ্রাম ঃ মাকুহাটি মুন্সীগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ। আওয়ামী লীগ কর্মী।	**গত ৩০/০৯/২০০১ রাত ২০৩০ ঘটিকার সময় মুন্সীগঞ্জ থানাধীন ভিকটিম নাসির নির্বাচনী প্রচারনা শেষে মাকুহাটি ব্রীজের কাছে পৌছাইলে বিএনপির আগ্নেয় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ১। শাহাআলম মল্লিক, পিতা-লোকমান মিয়া, ২। জনু মোল্লা, পিতা-মজিবর মোল্লা, ৩। আবুবক্কার মোল্লা, ৪। হানিফ মোল্লা, উভয় পিতা-মৃত মজিদ মোল্লা, ৫। কোমর উদ্দিন মোল্লা, পিতা-মোতালেব মোল্লাসহ সর্বমোট ২৫ জনের একটি দল ভিকটিম নাসির কে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে।**	মুন্সীগঞ্জ থানার মামলা নং-০৫, তাং-০৪/১০/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	এফআরটি নং-০৫ তারিখ ১৩/০৩/০৩ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী
২.	আবু সিদ্দিক পিতা-আবুল কাসেম খান সাং-ভিটিহোগলা মুন্সীগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ। আওয়ামী লীগ কর্মী।	**গত ২০/১২/২০০১ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ২৩৩০ ঘটিকার সময় মুন্সীগঞ্জ থানাধীন কোটগাঁও হতে ভিকটিক আবু সিদ্দিককে বিএনপির সন্ত্রাসী ১। মজনু দেওয়ান, পিতা-মৃত মরন দেওয়ান, ২। জহির উদ্দিন সরকার, ৩। জিয়া সরকার, ৪। জামাল সরকার, সর্বপিতা-রহমান সরকার, ৫। আদু সরকার, পিতা-মনির উদ্দিন সরকার, সর্বসাং-ভিটিহোগলা, মুন্সীগঞ্জসহ মোট ১৮ ভিকটিমকে অপহরণ করে নিয়ে তার ডান হাতের কব্জি ও দু পায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে এবং গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে।**	মুন্সীগঞ্জ থানার মামলা নং-১৭, তাং-২১/১২/০১ ধারা ১৪৭/৩৬৪/১১৪/ ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস দাখিল হয়। আসামীরা বেকসুর খালাস পায়।	আসামীরা সকলেই চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন পিতা-অজ্ঞাত সাং-চরডুবুরিয়া সদর, মুন্সীগঞ্জ।	গত ১৮/১২/২০০১ ইং তারিখ ভিকটিম মোজাফ্ফর হোসেন তার পিতার মৃত্যুর খবর শুনে লাশ দাফনের জন্য এলাকায় আছেন। বিএনপির সন্ত্রাসীরা লাশ দাফন করার জন্য ৬০.০০ হাজার টাকা চাদা দাবী করেন। দাবীকৃত ৬০.০০ হাজার টাকার কথা শুনে ঘটনাস্থলেই মোজাফ্ফর হোসেন স্ট্রোক করে মারা যান। মৃতের অপর দুই ভাই লাশ দাফন করে পরদিন বিএনপির সন্ত্রাসীদের ভয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন।	বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।		দৈনিক জনকণ্ঠ ২০/১২/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে ঢাকা মেট্রো প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০২ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০৯ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৯ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ১০ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০৭ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ ০৩ টি।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে ঢাকা মেট্রোতে গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	মানিক পিতা-মোঃ আইয়ুব আলী হাওলাঃ বাসা নং-১১২৮ পূর্ব শেওড়াপাড়া কাফরুল, ঢাকা। দলীয় পরিচয় ঃ ছাত্রলীগ কর্মী	গত ২৬/১২/২০০১ ইং বিকেলে আনুমানিক সাড়ে ৫ টার দিকে ছাত্রদলের ১। মিজান @ পিচ্চি মিজান, পিতা-নুরুল ইসলাম, সাং-৫৭০ ইব্রাহিমপুর, ২। বাবু, পিতা-মামুন, সাং-১২৪২ পূর্ব শেওড়াপাড়া, ৩। রবিউল, পিতা-সামছউদ্দিন, সাং-২/২ পূর্ব কাজীপাড়া, ৪। নাসির উদ্দিন, পিতা-নিজাম উদ্দিন, সাং-১১১২ পূর্ব শেওড়াপাড়া, ৫। গিয়াস উদ্দিন, পিতা-মৃত ইদ্রিস আলী, সাং-১১৩৫ পূর্ব শেওড়াপাড়াসহ মোট ০৯ জন ভিকটিম মানিক এর বাসা থেকে আনুমানিক ৫০ গজ দূরে এনে তার বুকে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে পালিয়ে যায়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কতর্বরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে।	কাফরুল থানার মামলা নং-৫০, তাং-২৬/১২/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-১৩৬, তারিখ ০৫/০৫/০৪ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই ছাত্রদলের অস্ত্রধারী।
২.	মিজানুর রহমান @ বালতি মিজান সাং-ভিটাবাড়ী ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর এ/পি-২৯১ দঃ পাইকপাড়া রোড নং-৭, কল্যাণপুর, ঢাকা। দলীয় পরিচয় ঃ আওয়ামী লীগ কর্মী	গত ১০/১০/২০০১ ইং তারিখ বিকাল ১৬৪৫ ঘটিকার সময় বিএনপির দলীয় সন্ত্রাসী ১। কোরবান আলী, পিতা-দিলু মাতুব্বর, সাং-৩৭১ দঃ পাইকপাড়া, রোড নং-১৬, ব্লক-সি, মীরপুর, ২। সামছু, পিতা-খালেক, সাং-ধনিয়া, ৩। বাবুল, পিতা-মিছির আলী, সাং-চরপটরা, ৪। কাসেম, পিতা-তাহর মিয়া, সাং-নাসির খালি, সর্ব থানা ও জেলা-ভোলাসহ মোট ২০ জন ভিকটিম বালতি মিজানকে মোবাইলে ডেকে নিয়ে মধ্য পীরেরবাগ পাকা মসজিদের নিকট গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে।	মীরপুর থানার মামলা নং-২৫, তাং-১০/১০/০১ ধারা ৩২৬/৩০৭/ ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-২১২, তারিখ ১৬/০৪/০৪ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	আনিসুর রহমান টিটো পিতা-আব্দুস সোবাহান সাং-৫৫ ঝিকাতলা আব্দুর রহমান লেন, ধানমন্ডি, ঢাকা। এ/পি -১/৬ ঢালী অফিস রোড হাজারীবাগ, ঢাকা আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ২৪/১০/২০০১ ইং তারিখ বিকাল ১৭৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসীরা ভিকটিম ইনছুর রহমান টিটোকে বাসা হতে কৌশলে অপহরণ করে নিয়ে ২৭৮/ এ শেরেবাংলা রোডস্থ লেডিস টেইলার্সের সামনে মাথায় ও পেটে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে।	হাজারীবাগ থানার মামলা নং-১৫, তাং-২৪/১০/০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	এফআরটি নং-১০ তারিখ ২৬/০৬/০২	আসামীরা সকলেই স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী।
৪.	রাকিবুর রহমান রকিব পিতা-আব্দুর রশিদ সাং-১১১১/সি বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, মালা এন্টার প্রাইজ, আদাবর, ঢাকা। স্বেচ্ছাসেবক লীগ সমর্থক।	গত ০৫/১১/২০০১ ইং তারিখ সাবেক মোহাম্মদপুর থানা হালে আদাবর থানাধীন, ১১১১/সি বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, মালা এন্টার প্রাইজ, আদাবর, ঢাকা ও গাড়ীর গ্যারেজের সামনে বিএনপির সন্ত্রাসী ১। ইসমাইল, পিতা-সৈয়দ আলী, বাড়ী নং-৮৩ রোড নং-০৬, শেখেরটেক আদাবর, ২। হামিদুল হক, পিতা-মৃত ফজল হক, সাং-৪/১৬ পিসি কালচার হাউজিয় সোসাইটি, আদাবর, ৩। বাদশা, পিতা-মৃত রহমান সেখ, ১৫/৩ টিক্কাপাড়া, মোহাম্মদপুর, সর্বজেলা-ঢাকাসহ মোট ০৭ জন মাইক্রো বাস যোগে ভিকটিম রাকবের নিজ বাড়ীতে এসে ব্রাস ফায়ার করে রাকিবকে নির্মমভাবে হত্যা করে দ্রুত পালিয়ে যায়।	মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-২৫, তাং-০৫/১১/২০০১ ধারা ৩০২/৩২৬/ ৩০৭/৪২৭/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৬৯৪(৭) তারিখ ১৬/১২/০৩ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী।
৫.	মোহাম্মদ লিটন ওরফে ভুট্টো পিতা-সুলতান আহমেদ সাং-১০৬১ পূর্ব শেওড়াপাড়া কাফরুল, ঢাকা। যুবলীগ নেতা	গত ১০/১০/২০০১ ইং তারিখ রাত ২৩০ ঘটিকার সময় কাজীপাড়া মাদ্রসা রোডে প্রাইমারী স্কুলের সামনে রাস্তার উপর ভিকটিম মোঃ লিটন @ ভুট্টোকে অজ্ঞাত নামা বিএনপির ৭/৮ জন সন্ত্রাসীরা গুলি করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করে।	কাফরুল থানার মামলা নং-১৮, ১১/১০/২০০১ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	এফআরটি নং-২৭০, তারিখ ১২/১২/০৩	আসামীরা সকলেই স্থানীয় অজ্ঞাত নামা বিএনপির সন্ত্রাসী।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৬.	খোকন পিতা-মোহাম্মদ মোস্তফা সাং-জলারগাড় দাউদকান্দি, কুমিল্লা এ/পি-৯৯/ডি মিয়াজান গলি মানিকনগর, দিলু রহমানের বাড়ী, ডেমরা, ঢাকা। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ০৪/০৫/২০০২ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ২০৩০-২১০০ ঘটিকার মধ্যে বিএনপির সন্ত্রাসী ১। মুকুল, পিতা-আকরাম হোসেন, ২। সোহেল, পিতা-জামাল, ৩। সোহাগ, পিতা-ফাত্তাহ শাহ, ৪। রুবেল, পিতা-আলম, সর্বসাং-মিয়াজান গলি, মানিকনগর, থানা-যাত্রাবাড়ীসহ মোট ০৯জন পূর্বপরিকল্পিতভাবে বাড়ী হইতে অপহরণ করিয়া ধারালো অস্ত্র দ্বারা এলোপাথাড়ীভাবে মারাত্মক জখম করিয়া পায়ের রগ কাটিয়া জবাই করে হত্যা করে।	ডেমরা থানার মামলা নং-১৩, তাং-০৪/৫/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৬৯৫(৬) তারিখ ১৬/১২/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী।
৭.	মোঃ রেজাউল করিম @খোকান পিতা-আব্দুর রউফ সাং-মুক্তা রামপুর নবীনগর, বি-বাড়ীয়া এ/পি-২৬৫ পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১১/০৪/২০০২ ইং তারিখ ১৯৩০ ঘটিকার সময় হাজী মরন আলী রোডে নিহারীকা টেইলার্সের সামনে ভিকটিম রেজাউল করিম খোকনকে বিএনপির সন্ত্রাসী সুমন গ্রুপের নিজাম উদ্দিন মোল্লা @ জুয়েল, পিতা-ফয়েজ উদ্দিন মোল্লা, সাং-২৯১ পূর্ব নাখালপাড়া, ২। মোঃ রাজু @ শাহজাহান সিরাজ, পিতা-আবুল হোসেন, সাং-ব/১ নাখাল পাড়া সমিতি বাজার তেজগাঁও, ঢাকাসহ অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা পিছন দিক হতে ভিকটিম খোকনকে মাথায় গুলি করে হত্যা নিশ্চিত করে পালিয়ে যায়।	তেজগাঁও থানার মামলা নং-৩৯, তাং-১২/৪/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৬১৩ তারিখ ১৭/৯/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী।
৮.	সিদ্ধার্থ কুমার সরকার সাবেক ছাত্রলীগ জিএস তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা। ছাত্রলীগ নেতা।	গত ১৩/০৫/২০০২ ইং তারিখ সন্ধ্যা আনুমানিক ১৮৩০ ঘটিকার সময় বাড্ডা থানাধীন হাসেন উদ্দিন রোডে ছাত্রলীগের মিটিং শেষে ছাত্রলীগ কর্মীরা দলবদ্ধ হয়ে গুলশান যাওয়ার পথে স্থানীয় ছাত্রদলের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীদের উপর ব্রাস ফায়ার করিলে ০৩ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক জখম প্রাপ্ত হয় ঘটনাস্থলেই তেজগাঁও সরকারী কলেজর সাবেক জিএস সিদ্ধার্থ কুমার সরকার নিহত হয়।	বাড্ডা থানার মামলা নং-২৯, তাং-১৩/০৫/০২ ধারা ৩২৬/৩০৭/ ৩০২/৩৪ পিসি	এফআরটি নং-৭৮, তারিখ ১২/০৫/০২	আসামীরা সকলেই স্থানীয় ছাত্রদলের ক্যাডার।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৯.	দেবাশীষ গোস্বামী @বাপ্পা পিতা-মৃত সুনীল গোস্বামী সাং-মনোহরদী মনোহরদী, নরসিংদী এ/পি -সেগুন বাগিচা, রমনা, ঢাকা আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ২৭/০৫/২০০২ ইং রাতে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার ছাত্রলীগ কর্মী বাপ্পা গত নির্বাচনের পর জোট সরকারের সন্ত্রাসীদের ভয়ে বাড়ি ছাড়ে। জোট সন্ত্রাসীদের ভয়ে ৭ মাস বাড়ি ফেরা হয়নি তার। অবশেষে, সে বাড়ি ফেরে তবে জীবিত নয়, লাশ হয়ে। ঢাকার রমনা থানার সেগুনবাগিচার একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে তার লাশ পাওয়া যায়। বাপ্পার পরিবার জানায়, জোট সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করেছে।	মামলা হয় নাই।	-	খুনীরা সকলেই বিএনপির অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী।
১০.	আশরাফ উদ্দিন সাং-৩২/১ সামসাবাদ লেন কোতয়ালী, ঢাকা। ছিন্নমূল হকার্স লীগের সহ-সভাপতি	গত ০৮/০৬/২০০২ রাত আনুমানিক ১৩৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির ওয়ার্ড কমিশনারের লালিত সন্ত্রাসী সুলতান এর নেতৃত্বে ৫/৬ জন অস্ত্রধারী ভিকটিম আশরাফ উদ্দিন কে তাহার বাড়ীর সামনে চিটাগাং ষ্ট্রীল হাউজ নামক দোকানে বসা অবস্থায় ভিকটিমকে গুলি করে মারাত্মক জখম করে পরে হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় আশরাফ নিহত হয়।	কোতয়ালী থানার মামলা নং-১৬, তাং-০৮/০৬/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-২৫০ তারিখ ২৪/০৪/০৩ দাখিল হয়।	খুনিরা স্থানীয় বিএনপির ওয়ার্ড কমিশনারের লালিত সন্ত্রাসী।
১১.	দুলাল টুন্ডা দুলাল পিতা-মফিজ উদ্দিন সাং-মাদারীপুর শাকিনের ভাড়াটিয়া কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। আওয়ামী লীগ কর্মী।	গত ১৭/০৪/২০০২ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ২০০০ ঘটিকার সময় বিএনপির সন্ত্রাসীরা কামরাঙ্গীরচর পূর্ব ইসলামনগর ব্যাটারীহাট কাঠের পুলের নামার মাঠে অপহরণ করে নিয়ে মারাত্মক জখম করে তাহার চোখ দুটো উঠিয়ে ফেলে রেখে চলে যায় পরবর্তী তে ভিকটিম দুলালের আত্মীয়স্বজন সংবাদ পাইয়া দ্রুত ঘটনা স্থলে গিয়ে ভিকটিম উদ্ধার পূর্বক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসারত অবস্থায় সে মারা যায়।	কামরাঙ্গীরচর থানার মামলা নং-১০, তাং-১৮/০৪/২০০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৬২(৪) তারিখ ০৩/০৭/০৩ দাখিল হয়।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে ঢাকা জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৫৮ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২৭ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২৯ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ২৫ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ২০ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৫ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ ০৫ টি।
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ ০৪ টি।
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্ততের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত ঢাকা জেলার আবেদনপত্রের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৪৬.	বিজয় কুমার সরকার পিতা-ভুপেন্দ্র কুমার সরকার সাং-মোহনপুর ধামরাই, ঢাকা।	০৫/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীতে হামলা চালিয়ে আমার বাবার নিকট ৩০.০০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে চাদার টাকা দিতে অস্বীকার করলে বাবার মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে।	১। জনৈক আব্দুল আলিম ও তার দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়
৪৪৭.	মোঃ সিরাজুদৌলা আজাদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেসার্স অগ্রগামী ইঞ্জিনিয়ার্স কনকর্ড গ্র্যান্ড (৪র্থ তলা) ১৬৩/১, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।	০৫/০২/২০০২ তারিখে আমাকে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করে এবং পৈত্রিক ভিটা ভাংচুর ও লুটপাট করে। ছবি ও সিডি আছে।	এডভোকেট মাহবুবুর রহমান ও তার দলীয় বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে আসামীরা জড়িত বিএনপি জোট জামাত সমর্থিত।
৪৪৮.	এএসএম মহিউদ্দিন চন্দন পিতা-মৃত হাজী ছায়েদুল হক সাং-কোনাপাড়া বাসষ্ট্যান্ড, ডেমরা, ঢাকা।	০৩/০৩/২০০২ ইং তারিখ দুপুর আনুমানিক ৩.০০ ঘটিকার সময় আমার দোকান ঘর ও গুদাম কারখানা অগ্নি সংযোগ করে প্রায় ৭.০০ লক্ষ টাকার ক্ষতি সাধন করে।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্যগঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত ঢাকা জেলার (যাত্রাবাড়ী) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৪৯.	এ এসএম মহিউদ্দিন চন্দন পিতা-মৃত হাজী ছায়েদুল হক সাং-কোনাপাড়া বাসষ্টান্ড উত্তর পাড়া ডগার, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	আওয়ামী লীগ কর্মী হওয়ার কারণে ০৩/০৩/২০০২ তারিখ দুপুর আনুমানিক ০২০০ ঘটিকার সময় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমার দোকান ঘর ও গুদাম ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পেপার কাটিং আছে।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
৪৫০.	আবুল কালাম আজাদ পিতা-মৃত ইদ্রিস আলী সাং-প্লট নং-১৯৫২ জিয়া সরণী রোড, রসুলবাগ, কদমতলী, ঢাকা।	বিগত ২০০১ সালের নির্বাচনের পরপরই স্থানীয় বিএনপির এমপি সালাউদ্দিন আহমেদ এর মদদে তার দলীয় ক্যাডার কর্তৃক চাহিত চাঁদা প্রদান না করায়। জাল দলিল সৃজন করিয়া সম্পত্তি দখল করে। লুটপাট নারী ও শিশু নির্যাতনের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি এবং বিভিন্ন রকম শারীরিক ও মানষিক নির্যাতন।	১। মোস্তাফিজুর রহমান, ২। নজরুল ইসলাম, উভয় পিতা-মোহাম্মদ আলী, ৩। আব্দুস সালাম, পিতা-মৃত আহমেদ, সাং-জিয়া সরণী রোড, রসুলবাগ, কদমতলী, ঢাকা। তৎকালীন বিএনপির এমপি সালাউদ্দিন আহমেদ এর নির্দেশে এই অপকর্ম চলে।	তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।
৪৫১.	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন পিতা-মোঃ আওলাদ আলী ৯০ হাজারীবাগ, ঢাকা। সভাপতি জাতীয় ট্যানারী শ্রমিক লীগ, হাজারীবাগ, ঢাকা।	০৪/১০/২০০১ তারিখ আমাকে মারধর করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে চলে যায়। আমি প্রাণের ভয়ে মামলা করতে পারি নাই।	স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৫২.	ডাঃ মোঃ হেলাল উদ্দিন ভুইয়া সহকারী পরিচালক ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৩/১ জনসন রোড, ঢাকা।	নির্বাচনের পর বিবাদীগণ আমাকে মারধর করিয়া ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হইতে তাড়িয়ে দেয় পরবর্তী তে আমি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হইতে ইন্টার্নী শেষ করতে পারিনি। পরবর্তীতে আমি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ১.০০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইন্টার্নী করি।	১। মোঃ ইচাহাক, ২। মোঃ সাজ্জাদ, ৩। মোঃ রিপন, ৪। মোঃ আমিনুল ইসলাম, উভয় পিতা-অজ্ঞাত।	তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে ঢাকা জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	আমির আবদুল্লাহ @ হাসান সাকিল পিতা-মৃত হাজী আব্দুল কাদের সাং-গোলজার বাগ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	গত ১৬/০২/২০০২ ইং তারিখ ১৩০০ ঘটিকার সময় ভিকটিম আমির আবদুল্লাহ হাসান সাকিল তার বন্ধু নেন্টুকেসহ একটি মোটর সাইকেল যোগে ঝিনঝিরা ফেরিঘাট পার হয়ে নিজ বাড়ীতে আসার পথে মোটর সাইকেলটি ঝিনঝিরা ফেরীঘাট রোড শওকত হাজীর তৃতীয়তলা বাড়ীর সামনে পৌছা মাত্র স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। মেহবুব, পিতা-কাসেম, ২। জাহেদুল@ সাজু, পিতা-চান মিয়া, উভয় সাং-লসমনগঞ্জ, ৩। মাহাবুব @ পলাশ, পিতা-সোলায়মান, ৪। আরিফ, পিতা-মৃত আশরাফসহ মোট ২৩ জন মোটর সাইকেলটি ঘেরাও করিয়া এলোপাথাড়ী মারধর রিভলবার পিস্তল দিয়ে সাকিল ও সেন্টুকে গুলি বর্ষণ করে ঘটনাস্থলেই সেন্টু মারা যায় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে সাকিল ও মারা যায়।	কেরানীগঞ্জ থানার মামলা নং-৩৭, তাং-১৬/০২/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৪৭৭, তারিখ ১০/১১/০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী
২.	সেন্টু প্রযত্নে-মৃত আমির আবদুল্লাহ @ হাসান সাকিল পিতা-মৃত হাজী আব্দুল কাদের সাং-গোলজার বাগ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	গত ১৬/০২/২০০২ ইং তারিখ ১৩০০ ঘটিকার সময় ভিকটিম আমির আবদুল্লাহ হাসান সাকিল তার বন্ধু নেন্টুকেসহ একটি মোটর সাইকেল যোগে ঝিনঝিরা ফেরিঘাট পার হয়ে নিজ বাড়ীতে আসার পথে মোটর সাইকেলটি ঝিনঝিরা ফেরীঘাট রোড শওকত হাজীর তৃতীয়তলা বাড়ীর সামনে পৌছা মাত্র স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসী ১। মেহবুব, পিতা-কাসেম, ২। জাহেদুল@ সাজু, পিতা-চান মিয়া, উভয় সাং-লসমনগঞ্জ, ৩। মাহাবুব @ পলাশ, পিতা-সোলায়মান, ৪। আরিফ, পিতা-মৃত আশরাফসহ মোট ২৩ জন মোটর সাইকেলটি ঘেরাও করিয়া এলোপাথাড়ী মারধর রিভলবার পিস্তল দিয়ে সাকিল ও সেন্টুকে গুলি বর্ষণ করে ঘটনাস্থলেই সেন্টু মারা যায় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে সাকিল ও মারা যায়।	কেরানীগঞ্জ থানার মামলা নং-৩৭, তাং-১৬/০২/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি		আসামীরা সকলেই চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	কাঞ্চন সিকদার সাং-দাড় হাওলা পালং, শরিয়তপুর এ/পি-প্রযত্নে শশুর মোঃ বাহাদুর কদমতলী শাহজাহনের বাড়ী কেরানীগঞ্জ, ঢাকা, আওয়ামী লীগ সমর্থক।	গত ৩১/০৫/২০০২ ইং তারিখ সন্ধা আনুমানিক ১৮৩০ ঘটিকার সময় বিএনপির স্থানীয় সন্ত্রাসী ১।শহিদুল সরদার, ২। ইজ্জত আলী সরদার, উভয় পিতা-জব্বার সরদার, ৩। আতাবর সরদার, ৪। লতু সরদার, উভয় পিতা-আলিম উদ্দিন সরদার, ৫। জব্বার সরদার, পিতা-মৃত মজিদ সরদার, সর্বসাং-দশরশিসহ মোট ৯জন থানা পালং, জেলা শরিয়তপুরগণ ভিকটিম কাঞ্চনকে বন্দডাকপাড়া সাকিনের মৃত ডাঃ ছালামের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে নজুর খালি প্লটে নিয়া ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারাত্মক জখম করে খুন করে।	কেরানীগঞ্জ থানার মামলা নং-৬৩, তাং-৩১/০৫/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৪২, তারিখ ৩০/০১/০৩ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী
৪.	স্বপন পিতা-তাজেল খান সাং-কাউয়াখালী বাউফল, পটুয়াখালী এ/পি-বোরহানের বাসার ভাড়াটিয়া সাং-ভাংনা কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। আওয়ামী লীগ সমর্থক।	গত ১৬/০৬/২০০২ রাত আনুমানিক ০৩০০ ঘটিকার সময় পূর্ব চরাইল নবী ইসলামের দোকানের ফিছনে বিএনপি সন্ত্রাসী সিরাজুল ইসলাম@ মিরান, পিতা-আজিজ, সাং-শুভাঢ্যা উত্তরপাড়া, ২। পিংকি@শহিদ, পিতা-নুরু উদ্দিন, সাং-মোস্তফাপুর, থানা-রাজৈর, জেলা-মাদারীপুর, ৩। সুমন, পিতা-মোফাজ্জল, ৪। রাসেল, পিতা-মৃত নিজামসহ মোট ০৭ জন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভিকটিম স্বপনকে কুপিয়ে হত্যা নিশ্চিত করে পালিয়ে যায়।	কেরানীগঞ্জ থানার মামলা নং-২৩, তাং-১৬/০৬/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস নং-৩৭৬, তারিখ ৩১/০৮/০৩ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী
৫.	সাইফুল পিতা-ফখর উদ্দিন খন্দকার সাং-মীরেরবাগ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। আওয়ামী লীগ সমর্থক।	গত ১৭/০২/২০০২ ইং তারিখ সন্ধা ০৭০০ ঘটিকার সময় বিএনপির অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ১। মামুন, পিতা-নান্না মিয়া, সাং-মোকামপাড়া, ২।বাদল চন্দ্র বর্মন, পিতা-মৃত সরেশ চন্দ্র বর্মন, সাং-মীরেরবাগ জেলেপাড়া, ৩। আবুল কালাম, পিতা-মৃত ছালাম, সাং-মোকামপাড়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকাসহ মোট ৬ জন আগ্নেয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভিকটিমের বাড়ীর দোকানের সামনে মাথায় গুলি করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করে।	কেরানীগঞ্জ থানার মামলা নং-৩৮ তাং-১৮/০২/০২ ধারা ৩০২/৩৪ পিসি	সি/এস দাখিলহয়	আসামীরা সকলেই চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৬.	আবুল হোসেন লিটু যুবলীগ নেতা পিতা-ওয়াজেদ আলী সাং-সাভার স্মৃতিসৌধ সাভার, ঢাকা।	একাধিক মামলার পলাতক আসামী ভিকটিম আবুল হোসেন লিটু ও তার সহযোগীরা সাভার স্মৃতি সৌধ এলকার একটি পল্ট্রি খামারে আত্মগোপন করে। সেনাসদস্যরা টের পেয়ে ঐ পোল্টি খামার ঘিরে ফেলে এবং তাদেরকে আটক করে। ভিকটিম আবুল হোসেন সেনা উপস্থিতি টের পেয়ে ভবনের দোতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সীমানা প্রাচীরের উপর পরে মারাত্মক আহত হয়। আশংকাজনক অবস্থায় তাকে আটক করে সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করার পর গত ২৮/১০/২০০২ ইং তারিখ তার মৃত্য হয়।			দৈনিক প্রথম আলো ২৯/১০/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৭.	সামছুল হক যুবলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-খিলক্ষেত বাড্ডা, ঢাকা।	গত ১৪/১০/২০০২ ইং তারিখ রাত ১১.০০ ঘটিকার সময় ভিকটিমকে তার পরিচিত লোকজন মোবাইল ফোনে খিলক্ষেত কনকর্ড লেগ সিটির পশ্চিম পাশের মৎস্য খামারে ডেকে নিয়ে যায়। ১৫/১০/২০০২ ইং তারিখ রাত ০৮০০ ঘটিকার সময় ভিকটিম সামছুল হকের লাশ উদ্ধার করা হয়।	সন্ত্রাসীরা।		দৈনিক যুগান্তর ১৬/১০/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৮.	আক্তার হোসেন সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-পিসিকালচার হাউজিং মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	গত ১৪/০৯/২০০২ ইং তারিখ রাত ০৮০০ ঘটিকার সময় পিসিকালচার হাউজিং বাসায় ফিরছিলেন। বাসার সামনেই পৌছাইতেই সেখানে উৎ পেতে থাকা ৪/৫ জন সন্ত্রাসী ভিকটিমকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ী গুলি ছোড়ে এ সময় তিনি দৌড়ে বাসার ভিতরে ঢুকে পড়েন। পরবর্তী তে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তাকে গ্রীন রোডের একটি ক্লিনিকে এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে তার মৃত্য হয়।	বিএনপি সন্ত্রাসী।		দৈনিক প্রথম আলো ১৫/০৯/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৯.	মুসলিম উদ্দিন আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-ধানুশাহ দরবার শরীফ লালবাগ, ঢাকা।	গত ৩১/০৮/২০০২ তারিখ সকালে ভিকটিম মুসলিম উদ্দিনের লাশ ধানুশাহ দরবার শরীফের বারান্দা থেকে উদ্ধার করা হয়।	বিএনপি ও শিবির সন্ত্রাসীরা		দৈনিক জনকণ্ঠ ০১/০৯/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১০.	আনোয়ার হোসেন মনু আওয়ামী লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-তেজগাঁও কলোনী বাজার তেজগাঁও, ঢাকা।	গত ০৮/০৮/২০০২ ইং তারিখ রাত ০৮০০ ঘটিকার সময় কয়েকজন সন্ত্রাসী ভিকটিম আনোয়ার হোসেনকে লক্ষ্য করে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পর রাত ৯.০০ ঘটিকার সময় তার মৃত্যু হয়।	জোট সন্ত্রাসী		দৈনিক ইত্তেফাক ০৯/০৮/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
১১.	ডাঃ মতিউর রহমান আওয়ামী লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত নবাবগঞ্জ, ঢাকা।	গত ০৩/০৮/২০০২ ইং তারিখ সকালে তার ছোট ভাই আতিয়ার রহমানের সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ভিকটিম মতিউর রহমানকে কাঠের টুকরো দিয়ে মাথায় আঘাত করে মুমূর্ষ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।	জোট সন্ত্রাসী আতিয়ার রহমান।		দৈনিক ইত্তেফাক ০৪/০৮/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
১২.	মোঃ জহিরুল ইসলাম জহির আওয়ামী লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-নিউমার্কেট কাঁচা বাজার ধানমন্ডি, ঢাকা।	গত ২৯/০৭/২০০২ ইং তারিখ বিএনপির ৮/১০ জন সন্ত্রাসী সন্ধ্যায় জহিরের নিকট থেকে চাদা দাবী করে। চাদা না দেওয়াতে সন্ত্রাসীরা জহিরের পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে এবং ৪০.০০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।	বিএনপি সন্ত্রাসী নাদিম, সালাউদ্দিন, সেলিমসহ আরো অনেকে।		দৈনিক যুগান্তর ৩০/০৭/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
১৩.	ফজলুল হক ভূইয়া আওয়ামী লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত স্থান-ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কোতয়ালী, ঢাকা।	রূপগঞ্জ থানার পিতলগঞ্জ কামসাই গ্রামের গৃহবধূ মারিয়া খাতুন ০৩/১২/২০০১ ইং তারিখ খুন হয় উক্ত মামলার আসামী ফজলুল হক কে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারের পর আদালতে হাজির করে দুইদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। আসামীর উক্ত রক্তচাপ থাকায় একদিনের রিমান্ড শেষে ১৩/০৫/২০০২ ইং তারিখ নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে ১৯/০৫/২০০২ ইং তারিখ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতালে **প্রেরণ**করেন। সেখানে ২১/০৫/২০০২ ইং তারিখ তার মৃত্যুহয়।			দৈনিক জনকণ্ঠ ২২/০৫/২২০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১৪.	মোঃ শহিদুল ইসলাম যুবলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত স্থান-সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	গত ২৭/০৩/২০০২ ইং তারিখ পুলিশের উপর হামলা সংক্রান্ত মামলায় শহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। কারাগারে নির্যাতনে গুরুতর অসুস্থ্য হলে ০৬/০৫/২০০২ ইং তারিখ তাকে বাগেরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে খুলনা হাসপাতালে হস্তান্তর করে। খুলনা থেকে তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ১২/০৫/২০০২ ইং তারিখ রাতে সে মারা যায়।			দৈনিক জনকণ্ঠ ১৪/০৫/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
১৫.	প্রফুল্ল মন্ডল আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-চরবরদাইল গ্রাম, ফোর্ডনগর সাভার, ঢাকা।	গত ২৬/০৩/২০০২ ইং তারিখ ভিকটিম প্রফুল্ল মন্ডলকে বিএনপির নেতা হাজী কালামের মালিকানাধীন ফোর্ডনগরের চরবরদাইল গ্রামের একটি পোল্টি ফার্মের ধরে নিয়ে যায় সেখানে তাকে বেদড়ক মারপিট করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।	বিএনপির সন্ত্রাসীরা		দৈনিক মানবজমিন ২৯/০৩/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।
১৬.	মোঃ আজিম যুবলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-পারগেন্ডারিয়া কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।	গত ০৩/০১/২০০২ ইং তারিখ রাত ১১.০০ ঘটিকার সময় ভিকটিম আজিমকে কৌশলে সুত্রাপুর এলাকায় মিলব্যারাকে মোতালেব শাহর মাজারে নিয়ে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা প্রথমে আজিমকে চাপাতি দিয়ে কোপায় এবং পরে মাথায় গুলি করে। গুলির শব্দ শুনে টহল পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। এ সময় সন্ত্রাসীদের গুলিতে কনষ্টবল/৩৩১২ নজরুল ইসলাম, কনষ্টবল/২৩১৩ আব্দুর রাজ্জাক, কং/৩১৪৩ মোঃ জাকির হোসেন আহত হয়। গুরুতর অবস্থায় ভিকটিম আজিমকে মিডফোর্ড হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তার তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন।			দৈনিক বাংলাবাজার ০৫/০১/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১৭.	মোঃ সোবাহান শ্রমিক লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-গোড়ান সবুজবাগ, ঢাকা।	গত ২৫/১০/২০০১ তারিখ রাত ০৯০০ ঘটিকার সময় গোড়ান টেম্পু ষ্ট্যান্ডে স্থানীয় সন্ত্রাসীদের সংঘর্ষে ভিকটিমকে বেদড়ক মারধর করে আশংকা জনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৬/১০/২০০১ইং তারিখ সোবাহান মৃত্যুবরণ করেন।	বিএনপি সন্ত্রাসী আক্কাস, সুমন ও মনসুর সহ আরো অনেকে।		দৈনিক জনকণ্ঠ ২৮/১০/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।
১৮.	মোক্তার হোসেন আওয়ামী লীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-মধু বাজার পল্লবী, ঢাকা।	গত ১৫/১০/২০০১ ইং তারিখ সকাল ৯০০ ঘটিকার সময় চিমতিয়া গলির মুখে মধুবাগের নিজ বাড়ীর সামনে বসে চা খাওয়ার সময় বিএনপির সন্ত্রাসীরা বোমা বিস্ফোরন ঘটায় ভয় পেয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য বাড়ীর ভিতর ঢোকার চেষ্টা করলে ৩/৪ জন সন্ত্রাসী তার ঘাড়ে কোপ দেয় এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাকে জবাই করে হত্যা করা হয়।	বিএনপির সন্ত্রাসী		দৈনিক ভোরের কাগজ ১৬/১০/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।
১৯.	অনিমা আবিদা আইরিন ছাত্র লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত গ্রীনরোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।	গত ০৭/১০/২০০১ ইং তারিখ নাট্য শিল্পী ভিকটিম অনিমা আবিদা আইরিন মহড়া শেষে ট্যাক্সিতে বাসায় ফিরছিলেন পথিমধ্যে অন্য একটি ট্যাক্সিতে করে কিছু সন্ত্রাসী সামনে এসে আইরিনের মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়।	জোট সন্ত্রাসী।		দৈনিক ইত্তেফাক ০৮/১০/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।
২০.	জিয়া উদ্দিন রনি আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-শহীদনগর কামরাঙ্গীরচর লালবাগ, ঢাকা।	গত ০৪/১০/২০০১ ইং তারিখ লালবাগ থানার শহীদনগর ও কামরাঙ্গীর চর এলাকায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের বাড়ীতে আক্রমণ হয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা এ সময় ভিকটিম জিয়া উদ্দিন রনিকে হত্যা করে।	বিএনপি সন্ত্রাসী		দৈনিক ইত্তেফাক ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে টাংগাইল জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১। মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৮ টি।
২। কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৫ টি।
৩। কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০৩ টি।
(ক) সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(i) হত্যা	ঃ	
(ii) ধর্ষণ	ঃ	
(iii)অন্যান্য	ঃ	
(খ) অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০৫ টি।
(i) হত্যা	ঃ	
(ii) ধর্ষণ	ঃ	
(iii)অন্যান্য	ঃ	**০৫ টি।**
৪। ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	
(i) অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	
(ii) চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত টাংগাইল জেলার (ঘাটাইল) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
পুলিশ সুপার জেলা বিশেষ শাখা, টাঙ্গাইল এর স্মারক নং-৫৪০৫, তারিখ-০৯/০৯/২০১০ খ্রিঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৫৩.	এসডব্লিও মোঃ আঃ রশিদ খান পিতা-ওয়াজেদ আলী খান সাং-সাঙ্গালিয়া পাড়া ঘাটাইল, টাংগাইল।	০৩/১০/২০০১ তারিখ ৫০.০০ হাজার টাকা চাদা দাবী করে চাদা না দেওয়ার কারণে বাড়ীঘর ভাংচুর লুটপাট করে এবং ০৫টি ঘরে অগ্নি সংযোগ করে ও আমার পরিবারের উপর নির্মম নির্যাতন করে। পেপার কাটিং আছে।	√১। মোঃ নুরুজ্জামান সেখ, পিতা-মৃত কছিম উদ্দিন, √২। মোঃ হারুন অর রশিদ, √৩। মোঃ নয়ন সেখ, উভয় পিতা-মোঃ নুরুজ্জামান, √৪। মোঃ সুলতান সেখ, √৫। মোঃ আনিছ সেখ, উভয় পিতা-মোঃ মহির উদ্দিন, √৬। মোঃ সামছু, পিতা-মোঃ আজম সেখ, √৭। মোঃ নুরহোসেন তালুকদার, পিতা-মৃত হাকিম তালুকদার, √৮। মোঃ মোতালেব তালুকদার, পিতা-মোঃ নুরহোসেন তালুকদার, √৯। সোনা সেখ, √১০। মোঃ মানিক, উভয় পিতা-মোঃ হোসেন মাষ্টারসহ আরো ২০/২৫ জন, সর্বসাং-সাঙ্গালিয়াপাড়া, ঘাটাইল, টাংগাইল।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।
৪৫৪.	মোঃ আঃ রশিদ খান পিতা-মোঃ ওয়াজেদ আলী খান সাং-সাঙ্গালিয়া ঘাটাইল, টাংগাইল।	চাদাদাবী করে চাদা দিতে অস্বীকার করলে ০৩/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীঘর ভাংচুর লুটপাট করে বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়। পেপার কাটিং আছে।	১। মোঃ নুরুজ্জামান সেখ, পিতা-মৃত কছিম উদ্দিন, ২। মোঃ হারুন অর রশিদ, ৩। মোঃ নয়ন সেখ, উভয় পিতা-মোঃ নুরুজ্জামান, ৪। মোঃ সুলতান সেখ, ৫। মোঃ আনিছ সেখ, উভয় পিতা-মোঃ মহির উদ্দিন, ৬। মোঃ সামছু, পিতা-মোঃ আজম সেখ, ৭। মোঃ নুরহোসেন তালুকদার, পিতা-মৃত হাকিম তালুকদার, ৮। মোঃ মোতালেব তালুকদার, পিতা-মোঃ নুরহোসেন তালুকদার, ৯। সোনা সেখ,১০। মোঃ মানিক, উভয় পিতা-মোঃ হোসেন মাষ্টার সহ আরো ২০/২৫ জন, সর্বসাং-সাঙ্গালিয়াপাড়া, ঘাটাইল, টাংগাইল।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত টাংগাইল জেলার (গোপালপুর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ
পুলিশ সুপার জেলা বিশেষ শাখা, টাঙ্গাইল এর স্মারক নং-৫৪০৫, তারিখ-০৯/০৯/২০১০ খ্রিঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৫৫.	মোঃ মাসুদ হাসান পিতা-মোঃ আমান আলী মোল্লা সাং-হাজরাবাড়ী গোপালপুর, টাংগাইল।	০২/১০/২০০১ তারিখ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু ব্রিগ্রেড নামক সেবাধর্মী ক্লাব ভাংচুর লুটপাট করে এবং গ্রামের নিরীহ লোকদের বাড়ীঘর ভাংচুর লুটপাটসহ নির্যাতন করে।	**বিএনপি** সমর্থিত ১৫/২০ জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
৪৫৬.	মোল্লা মোঃ আল-আমিন পন্ডিত পিতা-মোল্লা মোঃ মজিবুর রহমান পঃ সাং-নতুন মিমলাপাড়া পন্ডিত বাড়ী গোপালপুর, টাংগাইল।	গত ১০/১১/২০০১ ও ১৪/১১/২০০১ তারিখ এবং ১৬/১২/২০০১ তারিখে আমার নিজ গ্রামের বাড়ীতে বিএনপি জোটভুক্ত দলীয় আসামীগণ আমার বাড়ীতে আক্রমণ করে ভাংচুর ও লুটপাট করে। এতেও তারা ক্ষান্তহয়নি ০২/০২/২০০২ তারিখে ঢাকার কাফরুলের বাসা থেকে আমাকে বিএনপির সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে। ঢাকার মিডফোর্ড হাসপাতালে গত ০৪/০২/২০০২ তারিখ জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে হাসপাতালে দেখতে আসেন।	১। আব্দুস সালাম পিন্টু, (বিএনপির সংসদ সদস্য)। ২। তোফা, বিএনপির জেলা সাধারণ সম্পাদক, ৩। সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি, নাম না জানা আরো অনেকে।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীরা জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত টাংগাইল জেলার (সদর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

পুলিশ সুপার জেলা বিশেষ শাখা, টাঙ্গাইল এর স্মারক নং-৫৪০৫, তারিখ-০৯/০৯/২০১০ খ্রিঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৫৭.	সহিদুর রহমান বাবুল সিদ্দিকী পিতা-মৃত আজিজুর রহমান সিদ্দিকী সাং-আশিকপুর সদর, টাংগাইল।	১৫/১১/২০০১ তারিখে আমাকে ও আমার সঙ্গীয় লোকজনের রিক্সার গতিরোধ করে রিভলবার দিয়ে পরপর ৩ রাউন্ড গুলি করে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে। আমাকে খুন করার উদ্দেশ্যে গুলি করিলে আমি রিক্সা হইতে লাফ দিলে উক্ত গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়।	√১। মোঃ ঠান্ডু মিয়া, পিতা-মৃত মজিবুর রহমান, √২। রুবেল, পিতা-কায়কোবাদ, √৩। মোঃ মজিবুল আলম, পিতা-আবুল কালাম আজাদ, সাং-দয়াজানি,নাগরপুর, টাংগাইল। √৪। আমিনুর, পিতা-মৃত মজিবুর রহমান, √৫। আজিজুর, পিতা-ইব্রাহিম ড্রাইভার, √৬। আতোয়ার, পিতা-ইব্রাহিম ড্রাইভার সহ আরো ৫/৬ জন, সর্বসাং-আশিকপুর, সদর, টাংগাইল।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত টাংগাইল জেলার (ভুয়াপুর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

পুলিশ সুপার জেলা বিশেষ শাখা, টাঙ্গাইল এর স্মারক নং-৫৪০৫, তারিখ-০৯/০৯/২০১০ খ্রিঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৫৮.	আরফান আলী গং পিতা-মৃত রহিজ উদ্দিন সাং-ফলদা পূর্বপাড়া ভুয়াপুর, টাংগাইল।	২০০১ সনের সংসদ নির্বাচনের পরপরই বিএনপি সমর্থিত সন্ত্রাসীরা আমার বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে এবং অমানুষিক নির্যাতন চালায়।	√১। শহীদ, √২। রফিক, উভয় পিতা-মৃত পাষান আলী, √৩। বাদল, √৪। বাবুল, √৫। মিজানুর, উভয় পিতা-আতুর আলী, √৬। তারেক, পিতা-মৃত নিলু সেখ √৭। আঃ গনি, পিতা-মৃত বছির উদ্দিন, √৮। আলতাফ হোসেন, পিতা-মৃত আবুল হোসেন, √৯। হাবিবুর রহমান, পিতা-মৃত রিয়াজ উদ্দিন, √১০। খন্দকার খাজা আহমেদ, পিতা-মৃত খন্দকার নয়ন উদ্দিন, √১১। মোঃ মজিবুর রহমান, পিতা-মৃত বছির উদ্দিনসহ আরো ১৫/২০ জন সর্বসাং-ফলদাপূর্বপাড়া, ভুয়াপুর, টাংগাইল । (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলেও বাদীর নাম ঠিকানা সঠিক পাওয়া যায় নাই। তবে উক্ত ঘটনায় বাদী ১। শাহাজান আলী, পিতা-মফিজ উদ্দিন, ভুয়াপুর থানার মামলা নং-০১(১০)২০০১, অভিযোগ পত্র নং-৪৯, তাং-১৩/১১/২০০১ গ্রহণ করা হয় এবং ২। মোঃ আতোয়ার রহমান, পিতা-হাছান আলী, ভুয়াপুর থানার মামলা নং-০৬(১০)২০০১,অভিযোগ পত্র নং-৫৩, তাং-২৮/১১/২০০১ গ্রহণ করা হয়। উল্লিখিত বিবাদীগণ উক্ত মামলা দুইটির মূল আসামী হিসাবে গৃহিত হয়। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং **বিএনপি** সমর্থিত।

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে রাজবাড়ী জেলার, সকল উপজেলা হতে প্রাপ্ত **অভিযোগের বিবরণ ঃ**</u>

১।	মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১৪৮ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৫৭ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ৯১ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৮ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ০৮ টি।
	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ৪৯ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০৪ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ ৪৫ টি।
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত রাজবাড়ী জেলার (পাংশা) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

জেলা বিশেষ শাখা রাজবাড়ী স্মারক নং-২২৮৩/৭-২০১০ (৩), তারিখঃ ২২/১১/২০১০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৫৯.	তরুন কুমার মজুমদার পিতা-মৃত-অজিৎ কুমার সাং-ধুলিয়াট পাংশা,রাজবাড়ী।	২৭/১২/২০০১ তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসী বাহিনী আমার বসতবাড়ী দখলসহ বাড়ীর মূল্যবান মালামাল লুন্ঠন করিয়া আমাদেরকে মারধর করে বাহির করে দেয় এবং অদ্যবধি উল্লিখিত সন্ত্রাসীরা অবৈধ ভাবে আমার দ্বীতল ভবনটি দখল করে রেখেছে। পেপার কাটিং ও ছবি আছে।	১। মোঃ মোকারম হোসেন, ২। মোঃ আঃ রশিদ বাদশা ৩। মোঃ হাফিজ উদ্দিন ৪। মোঃ শফি উদ্দিন ৫। মোঃ কাওসার উদ্দিন ,সর্ব পিতা-মৃত-মহর আলী। ৬। মোঃ সুমন মন্ডল পিতা-আঃ মোকারম হোসেন সহ আরো ১৪/১৫ জন। সর্ব সাং-পেপুলবাড়ীয়া,পাংশা,রাজবাড়ী।	২০০১ নির্বাচনের পর দলীয় সুবিধা গ্রহন করে জোরপূর্বক অর্পিত সম্পত্তি থেকে বাদী পক্ষকে উচ্ছেদ করে সম্পত্তি দখল করে নেয় বিএনপি ও জামাত সমর্থক মোঃ মোকারম হোসেন গং গণ। স্থানীয় পর্যায়ে সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে উপস্থিত গ্রামবাসী সাক্ষীগণ এই উচ্ছেদ ও জোরপূর্বক দখলের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় বসতবাড়ী সংক্রান্ত একটি মোকদ্দোমা মহামান্য হাই কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়, তবে আদালতের কোন নির্দেশ ছাড়াই এই দখল বেদখলের ঘটনা ঘটেছে।
৪৬০.	মোঃ শুকুর আলী পিতাঃ বাচ্চু মিয়া সাং-বাবুপাড়া পাংশা, রাজবাড়ী।	০২/১০/২০০১ ইং তারিখ সকাল ০৮.৩০ ঘটিকায় বিএনপির সন্ত্রাসীরা লোহার রড, রামদা, হকিষ্টিক দিয়া শরিরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম করে।	√১। মোঃ করিম, পিতা-দুলাল সেখ, √২। মোঃ বেল্লাল, পিতা-আহালে সেখ, √৩। মান্না সেখ,পিতা-মৃত-হোমছেল সেখ, √৪। মোঃ শফিক, পিতা-মোঃ বিশে সেখ, এ ছাড়াও অজ্ঞাত অনেকে সর্ব সাং-বাবুপাড়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৬১.	মোঃ হুরমত আলী মন্ডল পিতা-মৃত-বক্স মন্ডল সাং-পাংশা লষ্করপাড়া পাংশা, রাজবাড়ী।	বিএনপির সক্রিয় ক্যাডার বাহিনী আমার উপর অতর্কিত হামলা করে লোহার রড, হাতুড়ী, হকিষ্টিক ও লাঠি দিয়ে আমাকে মেরে গুরুতর জখম করে রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত ভেবে রাস্তার উপর ফেলে রেখে চলে যায়।	√১। আফসার ওরফে হাপু আফসারসহ আরো ১০/১২ জন, পাংশা লষ্করপাড়া, পাংশা , রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৬২.	আছিরদ্দিন সরদার পিতা-মৃত-নিমাই সরদার সাং-লক্ষনদিয়া পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০১ সালে বিএনপি জামায়াত সরকারের সন্ত্রাস বাহিনী আমাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে শরিরের বিভিন্ন অংশে পাষবিক অত্যাচার করে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।	√১। আকবর আলী মন্ডল, পিতা-সোনাই মন্ডল √২। ডাঃ নুরুল ইসলাম, পিতা-জরু সরদার √৩। সোবহান মিয়া, পিতা-সোনাতুল্লা √৪। আবুল হোসেন, পিতা-সৈয়দ আলী মন্ডল, সর্ব সাং-লক্ষনদিয়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৬৩.	মোঃ আমান মাষ্টার পিতা-মৃত-হাজী দিয়ানত সাং-পারভেল্লাবাড়িয়া পাংশা, রাজবাড়ী।	১৯/১২/২০০১ তারিখে বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমাকে মারপিট করিয়া দুটি পা ভেঙ্গে দেয় এবং জোরপূর্বক চাদা আদায় করে, হাতুড়ীর আঘাতে আমার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।	১। মোঃ মন্টু মন্ডল, পিতা-হাছেন মন্ডল ২। শাহীন মন্ডল, ৩। রিটন মন্ডল, উভয় পিতা-মোঃ মন্টু মন্ডল। সর্ব সাং-পারভেল্লাবাড়ীয়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় ঘটনাটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা নহে, পারিবারিক ও জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ।
৪৬৪.	মোঃ ইমান আলী প্রধান শিক্ষক (অবঃ শহীদ খবিরুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয়) পাংশা, রাজবাড়ী।	০৩/১০/২০০১ তারিখ হতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রোনোদিত ভাবে হয়রানী মূলক মিথ্যা মামলা দায়ের , অত্যাচার , নির্যাতন পূর্বক অর্থনৈতিক ক্ষতি করা হয়।	√১। জহর প্রামানীক, পিতা-মৃতঃ কদম মানিক, √২। আঃ রাজ্জাক ,পিতা-জহর প্রামানীক উভয় সাং-জয়কৃষ্ণপুর, √৩। মোঃ ওয়ালিদ হোসেন, পিতা-মৃত-লালন প্রামানীক, সাং-রঘুনন্দনপুর √৪। লিয়াকত আলী খান, (চেয়ারম্যান-বাহাদুরপুর ইউ,পি)। √৫। আফতাব উদ্দিন বিশ্বাস, পিতা-মৃত-ইমান আলী বিশ্বাস, সাং-জয়কৃষ্ণপুর √৬। ডাঃ রোকন, পিতা-মোফাজ্জল হোসেন, সাং-পাটীকাবাড়ী, পাংশা,রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত, তদন্তে প্রাপ্ত আসামী ১। মোঃ রবিউল আলম, পিতা-মোঃ কেসমত আলী ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৬৫.	বিমল বিশ্বাস পিতা-মৃত-বিভুতিভুষন বিশ্বাস সাং-বড়বনগ্রাম পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০২ সালের জানুয়ারী মাসে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা অস্ত্র নিয়ে আমার এলাকার সংক্ষালঘু প্রায় ১৫/২০ টি পরিবারের উপর হামলা চালায়, অগ্নী সংযোগ, সম্পদ লুটপাট নারী ও শিশু নির্যাতনসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা মন্দীরে ব্যপক ভাংচুর করে।	√১। জামাল মোল্লা √২। আললেখ খা √৩। লোবো √৪। খোয়াছ √৫। সাহাজান শাহ্ √৬। রাজাই সেখসহ আরো অনেকে সর্ব সাং-বড়বনগ্রাম, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৬৬.	মোঃ আজিজ পিতা-মৃত-জনাব আলী সাং-হুলুদবাড়ীয়া পাংশা, রাজবাড়ী।	অতর্কিত ভাবে বিএনপির ৮/১০ জন সন্ত্রাসীদল দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়া আমার পায়ের রগ কেটে দেয় এবং লোহার রড দিয়ে মেরে আমাকে গুরুতর জখম করে।	√১। মোঃ কায়সার প্রামানিক পিতা-মৃত-মোসলেম প্রামানিক √২। মোঃ শফিকুল √৩। রফিকুল √৪। আঃ সবুর খান, উভয় পিতা-মৃত-হাচেন খান √৫। শফিক সরদার, পিতা-মন্তাজ সরদার সহ ৩/4 জন,সর্ব সাং-হলুদ বাড়ীয়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৬৭.	মোঃ দেলোয়ার সেখ পিতা-মৃত-বকুল সেখ সাং-রামকোল বাহাদুরপুর পাংশা, রাজবাড়ী।	ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান লুটপাট ও ভাংচুর, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি এবং জোরপূর্বক জায়গা দখল।	√১। খোঃ মিলন, পিতা-খোঃ রনু সাং-রামকোল বাহাদুরপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৬৮.	মোঃ রাজ্জাক মিয়া পিতা-আঃ আজিজ সাং-বাবুপাড়া পাংশা, রাজবাড়ী।	০২/১০/২০০১ তারিখ সকাল ০৯.০০ ঘটিকার সময় নিজ বাড়ী হইতে সদরে যাওয়ার সময় পথি মধ্যে বিএনপির একদল সন্ত্রাসী হাতুড়ি, হকিষ্টিক ও লাঠি দ্বারা মেরে রক্তাক্ত করে।	√১। মোঃ কাঞ্চন প্রামানিক √২। মোঃ সিরাজ প্রামানিক √৩। আয়ুব আলী প্রামানিক, উভয় পিতা-দিয়ানত প্রামানিক √৪। মোঃ সুফিয়ান, পিতা-আব্দুল খালেক, সর্ব সাং-কুড়িপাড়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৬৯.	মোঃ হাবিবুর রহমান সেখ পিতা-তোরাব আলী সেখ সাং-মেঘনাখামারপাড়া পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০১ সালের নির্বাচনের ৫ দিনপর আমি সাইকেল যোগে মাছপাড়া যাওয়ার পথে বিএনপির সন্ত্রাসীরা কাঠাল গাছের সঙ্গে বেধে মারপিট করে গুরুত্বর জখম করে এবং প্লাস দিয়া দাড়ী,গোফ উপড়ে ফেলে। (পেপার কাটিং আছে)	√১। নূর আলী প্রামানিক, পিতা-মৃত-আহেদ আলী √২। জহির প্রামানিক, পিতা-মোহন প্রামানিক √৩। ঈসারত প্রাঃ, পিতা-ওমর আলী প্রাঃ √৪। মোহন প্রাঃ, পিতা-মৃত-জবেদ প্রাঃ √৫। ইউছুফ প্রাঃ √৬। মাছেম প্রাঃ √৭। ইনছুল প্রাঃ উভয় পিতা-আবেদ আলী প্রাঃ সহ আরো ৪/৫ জন সর্ব সাং-মেঘনা খামারপাড়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৭০.	আঃ আজিজ প্রামানিক পিতা-মৃত-করিম প্রামানিক সাং-লক্ষনদিয়া পাংশা, রাজবাড়ী।	১। ০৫/০১/২০০২ তারিখ বিএনপি ও জামায়াত সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী রাত অনুঃ ০১.০০ ঘটিকায় আমার ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে মারপিট করে ও লুটপাট চালায়।	√১। সোবাহান, পিতা-সোনা মিয়া, √২। আবুল,ম পিতা-সৈয়দ আলী, উভয় সাং-লক্ষনদিয়া, √৩। বাবু, পিতা-মকবুল সরদার, সর্ব সাং-জয়গ্রাম, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৭১.	মোঃ হামিদ সরদার পিতা-মৃত-ঝড়াই সরদার সাং-লক্ষনদিয়া পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০১ সালের নির্বাচনের পর জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা মারপিট করে পঙ্গু করে দেয়, মেঝ ছেলে আমিরুল ইসলাম এর মুদি দোকান লুটপাট করে এবং ছোট ভাই আমজাদ হোসেনের সার,ডিজেল ও কীটনাশকের দোকান লুট করে।	√১। সোবাহান, পিতা-সোনা মিয়া, √২। আমোদ গং, পিতা-গহের মন্ডল, উভয় সাং-লক্ষনদিয়া, √৩। আব্দুল হাকিম প্রমানিক, পিতা-সরু প্রামানিক, সাং-হলুদবাড়িয়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৭২.	মোঃ হোসেন আলী পিতা-চাদ আলী সেখ সাং-পুরাতন কালুখালী,কালিকাপুর পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের ২-দিন পরে সন্ত্রাসীরা আমার বাড়ী ঢুকে সকলকে মারধর করে আহত করে এবং ঘরের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী।	√১। গৈজদ্দিন ওরফে আসাদ সেখ, পিতা-ফৈজদ্দিন সাং-বহরের কাজলী √২। টোকন ফকির, পিতা-আজিজ ফকির, সাং-উত্তর কাজলী √৩। ফরিদ জোয়ার্দার, পিতা-নিজাম জোয়ার্দার √৪। জামিরুল উভয় সাং-বল্লভপুর। পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৭৩.	মোঃ কারবেদ আলী পিতা-মৃত-তাছেম মন্ডল সাং-মেঘনাখামারপাড়া পাংশা, রাজবাড়ী।	নির্বাচনের ১ মাস পরে আওয়ামী লীগ করার কারণে জোট সরকারের চেয়ারম্যান ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী আমার বাবা-দাদাকে মারপিট করে ৫০,০০০/= টাকা চাদা নেয় এবং পাংশা থানার প্রাক্তন এস,আই মোঃ কামাল হোসেন, এস,আই মোঃ মিরাজ ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ ফজলুর রহমান উক্ত সন্ত্রাসীদের সহ-যোগীতায় আমার কাছ থেকে আরও ৩০,০০০/=টাকা চাদা নেয়।	√১। সোবহান সেখ (মারা গিয়াছে), পিতা-আইজ উদ্দিন সেখ, √২। আবুল সরদার, পিতা-নবী সরদার √৩। কায়ছার প্রামানীক, পিতা–মৃত-মোসলেম প্রাঃ √৪। ইউছুফ, পিতা-অবেদআলী প্রাঃ √৫ ।কফি, পিতা-হামছেল বিশ্বাসসহ আরো ৫/৬ জন, সর্ব সাং-মেঘনাখামারপাড়া,মাছপাড়া,পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৭৪.	মোঃ কোরবান আলী পিতা-মৃত-রওশান আলী সাং-জয়গ্রাম, পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০১ জাতীয় নির্বাচনের ১৫/২০ দিন পর বিএনপির সন্ত্রাসীরা জয়গ্রাম প্রাঃ বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে ঢুকে বঙ্গবন্ধুর ছবি খুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। আমি এবং আমার স্ত্রী বাধা দিলে তারা আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে প্রান-নাশের হুমকি দেয় এবং আমার বাগানের গাছ-পালা কেটে নিয়ে যায়।	√১। বাবু সরদার √২। জাহাঙ্গীর সরদার, উভয় পিতা-মৃত মকবুল সরদার, √৩। বজলু সরদার, পিতা-এসো সরদার, √৪। হায়দার মিয়া, পিতা-মৃত-শাজাহান মিয়া, √৫। আনোয়ার মিয়া, পিতা-মোঃ হায়দার মিয়া-সহ আরো ৫/৬ জন সর্ব সাং-জয়গ্রাম, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত, তদন্তে প্রাপ্ত আসামী ১। মতিন সরদার, পিতা-গফুর সরদার ঘটনার সাথে জড়িত বলিয়া জানা যায়।
৪৭৫.	মোঃ বাবুল মোল্লা পিতা-দবীর মোল্লা সাং-খালকুল,মাছপাড়া, পাংশা, রাজবাড়ী	গত জাতীয় নির্বাচনের ১০/১২ দিন পর বিএনপির সন্ত্রাসীরা হাতুড়ী ও দেশীয় অস্ত্র দিয়া আমি এবং আমার ভাই রাজু মোল্লাকে বে-ধড়ক মারধর করে লুটপাট চালায় ও ২০,০০০/=টাকা চাদা আদায় করে।	√১। বাবু সরদার √২। জাহাঙ্গীর সরদার, উভয় পিতা-মৃত মকবুল সরদার, √৩। ছাত্তার প্রাঃ, পিতা-মৃত-অহেদ প্রাঃ, √৪। ফেরদাউস মন্ডল, পিতা-নদী মন্ডল, √৫। জিল্লু মন্ডল, পিতা-হানেফ মন্ডল সহ আরো ৪/৫ জন। সর্ব সাং-জয়গ্রাম, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৭৬.	মোঃ রনজু সেখ পিতা-মোঃ হালিম সেখ সাং-খালকুলা, পাংশা, রাজবাড়ী	২০০১ সালের নির্বাচনের ৭/৮ দিন পর আমার ২-টি গরু, ১-টি গাভী গরু ছিনাইয়া নেয়, হাতুড়ী দিয়া মারপিট করে আহত করে।	√১। বাবু সরদার √২। জাহাঙ্গীর সরদার, উভয় পিতা-মৃত মকবুল সরদার, √৩। ছাত্তার প্রাঃ, পিতা-মৃত-অহেদ প্রাঃ, √৪। আনোয়ার মিয়া, পিতা-হায়দার মিয়া, √৫। মতিন, পিতা-গফুর মিয়াসহ আরো ১০/১২ জন। সর্ব সাং-জয়গ্রাম, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৭৭.	মোঃ মান্নান মন্ডল পিতা-মৃত-আঃ রহমান মন্ডল সাং-খালকুলা, পাংশা, রাজবাড়ী	২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের ২/৩ দিন পর বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন মাছ ধরার বেড়-জাল ও নগদ ৫,০০০/= টাকা নিয়া হাতুড়ী দিয়ে মারপিট করে আহত করে।	√১। বাবু সরদার √২। জাহাঙ্গীর সরদার, উভয় পিতা-মৃত মকবুল সরদারসহ আরো ১৮/২০ জন। সর্ব সাং-জয়গ্রাম, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৭৮.	মোঃ ফয়জুল প্রাঃ পিতা-মৃত-সুদ্দীর প্রাঃ সাং-নিভাএনায়েতপুর পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের ৬/৭ দিন পর বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার নিকট হতে জোরপূর্বক ২০,০০০/=টাকা চাদা আদায় করে এবং ঘরবাড়ী ভাংচুর লুটপাট করে আমার ছেলেকে হাতুড়ী দিয়ে পিটিয়ে আহত করে।	√১। বাবু সরদার, পিতা-আলাউদ্দিন সরদার, √২। ছিদ্দিক প্রাঃ পিতা-মৃত-আলাউদ্দিন প্রাঃ, √৩। হালিম প্রাঃ, পিতা-মৃত-তালেব প্রাঃ, ৪। মজিদ মন্ডল, পিতা-মৃত-শুকুরআলী মন্ডলসহ আরো ১৮/২০ জন। সর্ব সাং-নিভাএনায়েতপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত, তদন্তে প্রাপ্ত আসামী ১। মোজাহার মন্ডল, পিতা-মানিক মন্ডল, সাং-নিভাএনায়েতপুর, পাংশা, ঘটনার সাথে জড়িত বলিয়া জানা যায়।
৪৭৯.	উজ্জল কুমার কুন্ডু পিতা-মৃত-বিকাশেন্দু কুন্ডু সাং-হাবাসপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।	০১/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপি সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনী আমাদের ১১৪ শতাংশ জমির উপর নির্মিত মন্দির, বসতবাড়ী, আম, কাঠাল , বাশ ও পুকুরের মাছ লুটপাট, মারপিট করে, প্রায় ১-কোটি টাকার ক্ষতি সাধন করে।	১। আঃ লতিফ (ইউ,পি-চেয়ারম্যান) ২। আঃ মাজেদ মন্ডল, ৩। ওয়াজেদ আলী মন্ডল, উভয় পিতা-মৃত-কবির মন্ডল, ৪। মান্নান প্রাঃ, পিতা-মৃত-সহর প্রাঃ, ৫। গেজন সেখ, পিতা-মৃত-আদু সেখ, ৬। ছাত্তার মন্ডল, পিতা-মৃত-ইরাদ আলী মন্ডল সহ আরো ৯/১০ জন। সর্ব সাং-হাবাসপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় নাই পূর্বে থেকে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ রহিয়াছে বলে জানা যায় এ ব্যাপারে আদালতে দেওয়ানী মামলা চলিতেছে।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৮০.	মোঃ রেজাউল ইসলাম পিতা-মৃত-সমেস প্রাঃ সাং-খালকুলা, পাংশা, রাজবাড়ী	২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর বিএনপি সন্ত্রাসীরা আমার এক বিঘা জমির আখ ও আখ মাড়াই মেশিনসহ পুকুরের মাছ লুট করে নিয়ে যায়, নগদ ৭০,০০০/= টাকা চাদা আদায় করে এবং আওয়ামী লীগের প্রতিক বাশ, কাগজের তৈরী নৌকা আগুনে পুড়িয়ে দেয়।	√১। আঃ সাত্তার প্রাঃ, পিতা-মৃত-আহেদ প্রাঃ, √২। ফেরদৌস মন্ডল, পিতা-নজির মন্ডল, উভয় সাং-খালকুলা, √৩। বাবু সরদার, √৪। জাহাঙ্গীর সরদার, উভয় পিতা-মৃত-মগ্গুল সরদার, √৫। হায়দার মিয়া, পিতা-মৃত-শাজাহান মিয়া সর্ব সাং-জয়গ্রামসহ আরো ২০/২৫ জন, সাং-খালকুলা, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত, তদন্তে প্রাপ্ত আসামী ১। মোজাহার মন্ডল, পিতা-মানিক মন্ডল, সাং-নিভাএনায়েতপুর, পাংশা, ঘটনার সাথে জড়িত বলিয়া জানা যায়।
৪৮১.	মোঃ আকবর আলী প্রামানীক পিতা-মৃত-সুরত আলী প্রাঃ সাং-শিহড়, পাংশা, রাজবাড়ী।	০৪/০৩/২০০২ ইং তারিখ আমি মাছপাড়া বাজার হইতে আসার পথে বিএনপি সন্ত্রাসীরা বেধড়ক মারপিট করে এবং আমার ছেলো মেশিন লুট করে নিয়ে যায়।	√১। মোঃ সোবাহান প্রামানিক, পিতা-মৃত-আনসার প্রামানিক √২। মোঃ আমিনুল ইসলামসহ আরো ৭/৮ জন, সর্ব সাং-শিহড়, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার আংশিক সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৮২.	শ্রী,রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস পিতা-মৃত-জতিন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং-বশাকুষ্টিয়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	০২/১০/২০০১ তারিখ কমিউনিষ্ট পার্টির শাখা দলের সন্ত্রাসীরা আমাকে মারপিট করিয়া ২০,০০০/= টাকা চাদা আদায় করে এবং পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে যায়।	√১। সাগর (পরেত বাহিনীর নেতা) √২। মোঃ সোবাহান সেখ (মারা গিয়াছে), পিতা-মৃত-আইজ উদ্দিন সেখ, সাং-বশাকুষ্টিয়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৮৩.	শ্রী,গোবিন্দ কুমার বিশ্বাস পিতা-শ্রী,গৌড়পদ বিশ্বাস সাং-বশাকুষ্টিয়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	আওয়ামী লীগ করার কারণে ০২/১০/২০০১ তারিখ কমিউনিষ্ট পার্টির শাখা দলের সন্ত্রাসীরা আমাকে মারপিট করিয়া ১,০০,০০০/= টাকা চাদা আদায় করে এবং আমাকে জীবন নাশের হুমকি দেয়।	√১। সাগর (পরেত বাহিনীর নেতা) √২। মোঃ সোবাহান সেখ (মারা গিয়াছে) পিতা-মৃত-আইজ উদ্দিন সেখ, সাং-বশাকুষ্টিয়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৮৪.	মোঃ সামসুদ্দিন পিতা-মোঃ ইয়াকু আলী সাং-ডেমনামারা, পাংশা, রাজবাড়ী।	০২/১০/২০০১ তারিখ জাতীয় নির্বাচনের পরের দিন রাত্রে আমার বাড়ীতে বিএনপি সন্ত্রাসীরা হামলা করে ব্যপক লুটপাট ভাংচুর ও নগদ ৬০,০০০/= টাকা আদায়সহ মিথ্যা মামলায় হয়রানি করে।	(আসামীদের সুনির্দ্দিষ্ট নাম ঠিকানা নাই) পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, তদন্তে প্রাপ্ত আসামী ১। আজগর আলী, পিতা-মৃত-হোসেন আলী খাঁ, সাং-ডেমনামারা, পাংশা, রাজবাড়ী, ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৮৫.	মোঃ হুরমত আলী বিশ্বাস পিতা-মৃত-চতুর আলী বিশ্বাস সাং-কালুখালী, পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০১ জাতীয় নির্বাচনের ৬/৭ দিন পর আওয়ামী লীগ করার কারণে বিএনপি সন্ত্রাসী বাহিনী আমার বাড়ী ঢুকে ভাংচুর, লুটপাট ও মারপিট করে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি সাধন করে, মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাকে হয়রানি করে।	১। টিপু, √২। জমির মন্ডল, পিতা-মৃত-ধলু মন্ডল, উভয় সাং-মাছপাড়া, √৩। নাজিম উদ্দিন, পিতা-জিয়ারত মন্ডল, √৪। হাসেম সেখ, পিতা-ইব্রাহিম সেখ, √৫। ছামেদ আলী মন্ডল, পিতা-ইসমাইল মন্ডল, সর্ব সাং–নওপাড়া, কালুখালী, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৮৬.	মোঃ হাবিবুর রহমান (বাবু) পিতা-মৃত-আঃ হাই হাজারী সাং-বাবুপাড়া পাংশা, রাজবাড়ী।	০২/১০/২০০১ তারিখ সকাল ০৮.০০ ঘটিকার সময় আমি রাস্তা দিয়ে জেলা সদরে যাওয়ার পথে অতর্কিত ভাবে লোহার রড, রামদা ও হকিষ্টিক নিয়ে আমার উপর হামলা চালালে আমি মারাত্মক আহত হই।	√১। মোঃ করিম, পিতা-দুলাল সেখ √২। মোঃ বিল্লাল সেখ, পিতা-আহালে সেখ √৩। মান্না সেখ, পিতা-মৃত-হোমছেল সেখ √৪। মোঃ শফি, পিতা-মোঃ বিশে সেখসহ আরো অনেকে, সর্ব সাং-বাবুপাড়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৮৭.	শ্রী তুষার কান্তি মজুমদার শ্রী দুর্গাদাস মজুমদার সাং-পুরান কালুখালী, পাংশা, রাজবাড়ী।	০৪/১০/২০০১ তারিখ নির্বাচনের ২-দিন পর আসামীরা অতর্কিত বাড়ীতে হামলা চালাইয়া সবাইকে মারপিট করে, ঘরের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।	১। সামছুল হক ব্যাপারী, পিতা-মাদু বেপারী ২। নজরুল ইসলাম ব্যাপারী, ৩। রবিউল ইসলাম, ৪। জাহিদুল ইসলাম, সর্ব পিতা-শামসুল হক বেপারী সহ আরো ২৫/৩০ জন, সর্ব সাং-কালুখালী, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৮৮.	মোঃ ছাবের বিশ্বাস পিতা-মোঃ গফুর বিশ্বাস সাং-কালুখালী, পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর আমার বাড়ি ভাংচুর, লুটপাট করে ফসলের ক্ষতিসহ ১,০০,০০০/= টাকা চাদা দাবী করে, চাদা না দেওয়ায় আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানী করে।	√১। হাসেম, √২। ছামেদ আলী মন্ডল, √৩। কুদ্দুস, √৪। নাজিম উদ্দিন, উভয় পিতা-অজ্ঞাত, সর্ব সাং-কালুখালী, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৮৯.	মোঃ আবু সায়েম পিতা-মৃত-হাজী দবির উদ্দিন সাং-লক্ষনদিয়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০১ জাতীয় নির্বাচনের জ্ঞ মাস পর আমার পিতা ও ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে চাদা দাবী করে, পরবর্তী তে ৬৫,০০০/= টাকা চাদা দিয়া মুক্তি পায় এবং আবারো ২৫,০০০/=টাকা চাদা আদায় করে।	√১। সোবাহান ওরফে সোবাহান বাহিনী, পিতা-সোনাউল্যাহ, √২। আমোদ মন্ডল, উভয় সাং-লক্ষনদিয়া, √৩। রবিউল, পিতা-কোহে সরদার, √৪। আঃ হাকিম মাষ্টার, পিতা-সিরু প্রামানিক, সাং-মাছপাড়া, ৫। আঃ খালেক প্রাঃ, √৬। ওসমান মাষ্টার (ইতমধ্যে মৃর্ত্যু বরন করেছে) সহ মুখোষধারী আরো কয়েক জন। (আসামীদের পিতার নাম ও সুনির্দ্দিষ্ট ঠিকানা নাই)।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৯০.	মোঃ কোরবান আলী পিতা-মৃত-রওশন আলী সাং-জয়গ্রাম পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০১সালের নির্বাচনের ১৫/২০ দিন পর জয়গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টাঙ্গানো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ভাঙ্গতে গেলে আমি বাধা দেওয়ায় আমাকে মারধর করে এবং আমার বাগানের মেহগুনী, জাম, কড়াই ও ২টি বাশ বাগান কেটে নিয়ে যায়।	√১। বাবু সরদার √২। জাহাঙ্গীর সরদার, উভয় পিতা-মৃত-মকবুল সরদার, √৩। বজলু সরদার, পিতা-এসো সরদার, √৪। হায়দার মিয়া, পিতা-মৃত-শাজাহান মিয়া, √৫। আনোয়ার মিয়া, পিতা-মোঃ হায়দার মিয়াসহ আরো ৫/৬ জন সর্ব সাং-জয়গ্রাম, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত, তদন্তে প্রাপ্ত আসামী ১। মতিন সরদার, পিতা-গফুর সরদার ঘটনার সাথে জড়িত বলিয়া জানা যায়।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৯১.	দ্বীপক কুমার দত্ত পিতা-মৃত-হেমন্ত দত্ত সাং-গঙ্গানন্দপুর পাংশা, রাজবাড়ী।	১০/১০/২০০১ তারিখ বিএনপি ও জামাত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা আমার বৃদ্ধা মাতাকে মারপিট করে গুরুতর আহত করে এবং ৫ঘন্টা ব্যাপী ভাংচুর, গরু বাছুর ও মূল্যবান মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়	√১। নাসিরুল হক সাবু (প্রাক্তন এম,পি-বিএনপি) ও তার দলীয় বাহিনী, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৯২.	মোঃ নূরুল ইসলাম দুলু পিতা-মৃত-বিলাত আলী সেখ সাং–নওপাড়া,রামকোল পাংশা, রাজবাড়ী।	২৭/১০/২০০১ তারিখ জাতীয় নির্বাচনের পর বিএনপির সন্ত্রাসীরা আমাকে চায়ের দোকানে হঠাৎ করে পিছন থেকে কিল/ঘুষি,লাথি মেরে রাস্তার উপর ফেলে দেয় এবং বাশের লাঠি দিয়া মেরে গুরুতর আহত করে।	√১। মোঃ হাসেম, পিতা-ইব্রাহিম, √২। আবুল হোসেন, প্রধান সেখ, √৩। ছামেদ আলী মন্ডল, পিতা-পেনাই সেখ, ৪। মমিন ৫। শফিকুল ৬। হারেজ √৭। আরমান, পিতা-হোসেন আলী, সাং–নওপাড়া,রামকোল,পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৯৩.	মোঃ আজিজ মোল্লা পিতা-মৃত-ফেলু মোল্লা সাং-মৈশালা পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি-জামাত ক্যাডাররা ১৫মন পিয়াজ,১২মন ধান,২০০টি বাশ,৯০০ফুট মেশিনের ফিতাসহ আমার যাবতীয় কৃষি সরঞ্জামাদী লুট করে নিয়ে যায় এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে চাদা আদায় করে।	√১। ইউসুফ মিয়া, √২। খয়বর মিয়া, √৩। সোবাহান মিয়া উভয় পিতা-খোরশেদ মিয়া √৪।আজাদ মিয়া √৫। নজরুল মিয়া উভয় পিতা-ইউছুফ মিয়া √৬। বক্কার মিয়া √৭। কালাম মন্ডল উভয় পিতা-ইমাম আলী মন্ডল সর্ব সাং-মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় বাদী, বিবাদীর মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে জমিজমা ও পারিবারিক কোন্দোল অব্যাহত আছে, ২০০১ জাতীয় নির্বাচনের পর বিবাদী গণের মারপিটের ঘটনা সত্য পরবর্তী তে স্থানীয় ভাবে তাহার মিমাংশা হয়, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৯৪.	মোঃ আফসার আলী মন্ডল পিতা-মৃত-মেহের মল্লিক সাং-যশাই পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০১ সালের নির্বাচন এর পর বিএনপি সন্ত্রাসী ক্যাডারগন আমার ইরি ব্লকের মটর, ২টা ধান ভাঙ্গানো হলার জোরপূর্বক নিয়ে যায় এবং মারপিট করে মিথ্যা মামলায় হয়রানী করে।	১। মোঃ হুমায়ন কবির (আয়নাল), ২। আলাউদ্দিন খান (আলাই), উভয় পিতা-মৃত-হালিম খান, উভয় সাং-যশাই, ৩। মোঃ জাকির হোসেন, পিতা-মোঃ সুরপান আলী খান সাং-ডেন্ডাবর পশ্চিম পাড়া (মদ্রাসা মসজিদ সংলগ্ন) আশুলিয়া, ঢাকা, ৪। মাহাবুবুল হাসান (বকুল), পিতা-সোনা মিয়া, সাং-সমসপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে।
৪৯৫.	মোঃ আমজাদ আলী ফকির পিতা-মৃত-রওশন আলী ফকির সাং-পারভেল্লাবাড়ীয়া পাংশা, রাজবাড়ী।	২০০১ সালের নির্বাচন এর ২-দিন পর সন্ধার সময় বিএনপি সন্ত্রাসীরা বাড়ী ঢুকে মারপিট করে আমার মুখের ৮-টি দাত ভেঙ্গে দেয় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষতবিক্ষত করে।	১। মফিজ প্রামানিক, পিতা-আলাউদ্দিন প্রামানিক, ২। বলাই মন্ডল, ৩। মানু আলী মন্ডল, উভয় পিতা-আশকার মন্ডল, ৪। রফিক আলী মন্ডল, পিতা-ওয়াজেদ ফকির, ৫। আয়নাল মোল্লা, পিতা-মাবুদ আলী মোল্লা, সর্ব সাং-পারভেল্লাবাড়ীয়া, পাংশা, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে।
৪৯৬.	মোঃ আক্কেল আলী মন্ডল পিতা-হোসেন মন্ডল সাং-গঙ্গানন্দ দিয়া পাংশা, রাজবাড়ী।	গত ২২/০৭/২০০২ ইং তারিখ আতর্কিত হামলা চালিয়ে চাইনিজ কুড়ালের কোপ ও হকিষ্টিকের আঘাতে মারাত্মক আহত হই। বিএনপির সন্ত্রাসীরা এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে।	১। আঃ লতিফ খান, ২। জিল্লুর রহমান, ৩। আঃ হাই খান, উভয় পিতা-মৃত আঃ হামিদ খান, ৪। পেন্টু খান, ৫। জামাল খান, উভয় পিতা-মোহন খান, ৬। মোহন খান, পিতা-মৃত হানেফ খান, ৭। ইকবাল হোসেন, পিতা-আনছার আলী বিশ্বাস, সর্বসাং-চরপাড়া, পাংশা রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে আসামীরা জড়িত বিএনপি জোট জামাত সমর্থিত।

পরবর্তী সহিংস ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত রাজবাড়ী জেলার (কালুখালী) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

জেলা বিশেষ শাখা রাজবাড়ী স্মারক নং-২২৮৩/৭-২০১০ (৩), তারিখঃ ২২/১১/২০১০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৯৭.	মোঃ আশরাফ মাহমুদ পিতা-মৃত-আইদুর রহমান সাং-বড়ইচড়া কালুখালী,রাজবাড়ী।	২৭/০২/২০০২ তারিখ সন্ত্রাসীরা দোকান পাট,ক্ষেতের শস্য লুটপাট করে এবং আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উপর এক নির্মম অত্যাচার চালায়, সন্ত্রাসীদের দায়ের কোপে আমার বড় ভাই পঙ্গু এবং কথাবলতে পারে না।	√১। মোঃ মনতাজ উদ্দিন শিকদার ,(সাবেক ইউ,পি চেয়ারম্যান) √২। মোঃ আইয়ুব আলী যোয়ার্দার,(সদস্য ইউ,পি) √৩। সোয়াইব হোসেন,পিতা-মৃত-হানিফ মন্ডল √৪। আহম্মদ আলী, পিতা-মৃত-গোলাপদি মন্ডল √৫। আঃ গফুর, পিতা-মৃত-আগবর আলী √৬। মোঃ বেলায়েত ফকির, পিতা-মৃত-ছবেদ ফকির সহ আরো ৫/৬ জন,সর্ব সাং বড়ইচড়া,চন্ডীপুর,কালুখালী,রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৪৯৮.	মোঃ মোখলেছুর রহমান পিতা-আঃ করিম সাং-ঠাকুরপাড়া কালুখালী,রাজবাড়ী।	০৪/১০/২০০১ তারিখ অনুঃ ৯/১০ ঘটিকার সময় জোট সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী দ্বারা ভাংচুর ও নির্যাতন চালিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাসিয়ে জোরপূর্বক চাঁদা আদায়।	√১। মোঃ সুরুজ আলী মুন্সী (চেয়ারম্যান) √২। বকুল, পিতা-করিম মন্ডল, √৩। তালেব, পিতা-নিজাম উদ্দিন, √৪। আনিচুর রহমান (টালটু), পিতা-মৃত-জলিল মন্ডল, √৫। নাদের, পিতা-সুরত আলী, সর্ব সাং-কালুখালী, রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত রাজবাড়ী জেলার (সদর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

জেলা বিশেষ শাখা রাজবাড়ী স্মারক নং-২২৮৩/৭-২০১০ (৩), তারিখঃ ২২/১১/২০১০ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা	কথিত অভিযোগ	কথিত বিবাদিগণের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৪৯৯.	কাজী শামছুর রহমান পিতা-মৃত-কাজী আফছার আলী সাং-বেথুলিয়া সদর,রাজবাড়ী।	২৪/০৬/২০০২ তারিখ সকাল ০৯ ঘটিকায় মাইক্রোবাস যোগে কাজী সুপার মার্কেট সংলগ্ন আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর লুটপাট করে। পেপার কাটিং ও ছবি আছে।	√১। মোঃ ইউছুফ আলী খান, পিতাঃ মৃত-নওয়াব আলী, √২। আঃ মান্নান খান শিপন, পিতা-রুস্তম আলী খান, √৩। মোঃ জাফর আলী খান, পিতা-মোঃ ইউসূফ আলী খান, সর্বসাং-বেথুলিয়া, √৪। মীর সিরাজুল ইসলাম ওরফে বাচ্চু, পিতা-মীর আব্দুল গফুর, সাং-বারলাহুরিয়া, ৫। কোবলাই খান, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-বড় মুরারীপুর, সদর,রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।
৫০০.	মোঃ আবুল হোসেন পিতা-মৃত-মোঃ কায়েম উদ্দিন সাং-এলাইল সদর,রাজবাড়ী।	০৪/১০/২০০১ তারিখ আমাকে ভয়ভিতি ও প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা অফিস ভাংচুর লুটপাট করে নেয়।	√১। মোঃ খেলাফত হোসেন, পিতা-মৃত আঃ মজিদ, সাং-বিনোদপুর কলেপাড়া √২। খন্দকার হেলাল উদ্দিন, পিতা-মৃত খোদাবক্স, সাং-লক্ষীকোল, √৩। মোঃ গোলাম মোস্তফা, পিতা-মৃত মহব্বত উদ্দিন মিয়া, সাং-কাজীকান্দা, √৪। মোঃ আবুল কালাম আজাদ, পিতা-মৃত-দবির উদ্দিন, সাং-চককৃষ্ণপুর, সদর,রাজবাড়ী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে, (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি সমর্থিত।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে রাজবাড়ী জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	চাঁদ আলী, পিতা-মৃত কোরবান আলী বিশ্বাস গ্রাম ঃ কুটি মালিয়াট পাংশা, রাজবাড়ী ইউনিয়ন যুবলীগ, সদস্য।	গত ১১/১০/২০০১ ইং তারিখ সন্ধার পর বিএনপি দলের সন্ত্রাসী ১। আব্দুল কুদ্দুস বিশ্বাস, পিতা-মৃত তোরাব আলী বিশ্বাস, ২। আদেল মন্ডল, পিতা-মৃত মঙ্গল মন্ডল, ৩। আতাহার মল্লিক, পিতা-মৃত মনির উদ্দিন মন্ডল, ৪। আজিজ সেখ, পিতা-বেলায়েত সেখসহ মোট ২০ জন. সর্বসাং-কুটিমালিয়াট, পাংশা, রাজবাড়ীগণ ভিকটিম চাদ আলী বৃত্তিডাঙ্গা হাট হতে গরু বিক্রি করে বাড়ী ফেরার পথে সিরাজপুর হাওড় নদীর দক্ষিপার্শ্বে আসামীরা পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে তাহার নিকট হইতে গরু বিক্রিত টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং তাহাকে লাঠি লোহার রড হাতুড়ী ইত্যাদি অস্ত্র দ্বারা মারাত্মক জখম করিলে হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে নিহত হয়।	পাংশা থানার মামলা নং-২২, তাং-১৭/১০/০১ ধারা ৩০২/৩৪/ ৩৭৯ পিসি	সি/এস নং-১৫৩, তাং-২৪/১২/২০০২ দাখিল হয়।	আসামীরা সকলেই চারদলীয় জোট সন্ত্রাসী
২.	মাসুদুজ্জামান উজ্জল ছাত্রলীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-বহরপুর বাজার বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।	কলেজ ছাত্রী পিংকীকে ছবি তোলা নিয়ে গত ২৯/০৩/২০০২ ইং তারিখ শত্রুতা মূলক ভাবে বহরপুর বাজারের নিকটে ভিকটিম উজ্জলকে ছাত্রদলের ক্যাডারগন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে গুরুতর আহত অবস্থায় রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে আনার পথে তার মৃত্যু হয়।	ছাত্রদলের ক্যাডার সালাউদ্দিন, শামীম, লিটন ও শরীফুল।		দৈনিক ইত্তেফাক ৩১/০৩/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
৩.	মোঃ মাসুদ ছাত্রলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-স্বর্ণপাড়, পাংশা, রাজবাড়ী।	গত ০৭/১১/২০০১ ইং তারিখ রাতে পাংশা থানার স্বর্ণপাড়া গ্রামের বাড়ী হতে তেলিগতি গ্রামে তার মোস্তক বিহীন লাশ পাওয়া যায়।	জোট সন্ত্রাসী।		দৈনিক ইত্তেফাক ০৯/১১/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।
৪.	হোসেন আলী আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-গাড়ালপুর পাংশা, রাজবাড়ী।	গত ০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ পাংশা থানার গোড়ালপুর গ্রামে বিএনপির ক্যাডাররা হামলা চালিয়ে ভিকটিম হোসেন আলীকে নির্মমভাবে হত্যা করে।	বিএনপি ক্যাডার		দৈনিক জনকণ্ঠ ০৭/১০/২০০১ ইং তারিখ প্রকাশিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে ফরিদপুর জেলার প্রাপ্ত অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ ০১ টি।
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ ০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

<u>মায়ের সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করল সন্ত্রাসীরা ভয়ে মামলা পর্যন্ত করল না ভুক্তভোগী পরিবার ঃ</u>

<u>ঘটনাস্থল ঃ ফরিদপুর ভাংগা থানা।</u>

নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে ফরিদপুর জেলার ভাংগা উপজেলার আজিমনগর গ্রামে একটি সংখ্যালঘু পরিবার বর্বরতম নির্যাতনের শিকার হয়েছে । ২০০১ সালের নির্বাচনের পরে বিএনপি মৌলবাদী সমর্থকরা ওই পরিবারের বাড়ী ঘরে হামলা চালিয়ে মূল্যবান জিনিষপত্র লুটপাট করেই ক্ষান্ত হয়নি। ঘরের মধ্যে সারারাত মদ খেয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মায়ের সামনেই নকুল মালোর কলেজ পড়ূয়া মেয়েকে ধর্ষণ করে। অনুসন্ধানে জানা গেছে ৬ ই অক্টোবর/২০০১ রাত অনুমান ৯ টার দিকে ভাংগা উপজেলার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেনের ভাই , পলাশ, মোঃ সেকেন, জামাল, এস্কেন, কামাল ও টেক্কা নামক সাত বিএনপি সমর্থক ও সন্ত্রাসী আজিমনগর গ্রামের ঐ সংখ্যালঘুর বাড়ীতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা নৌকায় ভোট দেয়ার মজা দেখাচ্ছি বলে পরিবারের কর্তাকে খুঁজতে থাকলে প্রাণভয়ে তিনি ঘরের পিছনের দরজা খুলে পালিয়ে যান। এ সময় সন্ত্রাসীরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় মায়ের সামনেই ওই পরিবারের কলেজ পড়ূয়া কন্যাকে সম্পূর্ণ উলংগ করে ধর্ষণ করতে শুরু করে। মা সন্ত্রাসীদের হাতে পায়ে ধরে মেয়ের ইজ্জত ভিক্ষা চাইলে সন্ত্রাসীরা তাকেও বেদম মারপিট করে। রাত ১ টা পর্যন্ত এ পৈশাচিক নির্যাতন শেষে সন্ত্রাসীরা ঘরের দামি জিনিষপত্র লুট করে ওই কলেজ পড়ূয়া ছাত্রীকে বাড়ী থেকে অন্যত্র নিয়ে পুনরায় ধর্ষণ করে এবং ভোর রাতে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় বাড়ীর সামনে ফেলে যায়। ভোর রাতেই ওই পরিবারটি ধর্ষিত মেয়েসহ গোপালগঞ্জ জেলার টুংগি পাড়ায় পালিয়ে যায়। ঘটনার সংবাদ পেয়ে পুলিশ গোপালগঞ্জ থেকে সংখ্যালঘু পরিবারটিকে এলাকায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। লোকলজ্জার ভয়ে মেয়েটিকে তার এক আত্মীয় বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সন্ত্রাসীরা ঘটনার পর থেকে ওই পরিবারসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু পরিবারকে এ ঘটনা পুলিশ বা অন্য কাউকে জানালে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। সন্ত্রাসীরা এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খোলার সাহস পায় না। অন্য দিকে পুলিশ মামলা নিতে চাইলেও পুনরায় হামলা ও লোকলজ্জার ভয়ে থানায় মামলা দায়ের করতে রাজী হয়নি ওই পরিবারের কেউ। ভাংগা সার্কেলের তৎকালীন এএসপি রেজাউল করিম সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মামলা দায়েরের পরামর্শ দেন। ভিকটিম পরিবার ভয়ে অভিযোগ না করায় পুলিশ বিষয়টি সাধারণ ডায়েরী ভুক্ত করেন। ঘটনাটি দীর্ঘ দশ বছর পূর্বের ঘটনা হওয়ায় তদন্ত কমিশন থানার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাহেবের সহযোগিতা নিয়েও জিডি নং অথবা জিডির কপি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি।

<u>উল্লেখ্য যে ধর্ষিতার পরিবারের অনুরোধে ধর্ষিতার নাম প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা হলো।</u>

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়াও কমিশন অনুসন্ধানকালে ২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে ফরিদপুর জেলায় গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগণের বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে ঃ

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও দলীয় পরিচয়	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আসামীর নাম	মামলার সূত্র	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	পাঞ্জু মোল্লা আওয়ামী লীগ কর্মী পিতা-অজ্ঞাত সাং-গট্টি নগরকান্দা, ফরিদপুর।	গত ০২/০৪/২০০২ ইং তারিখ বিএনপির সন্ত্রাসীগণ তার বাবার নিকট থেকে ৩০.০০ হাজার টাকা চাদা দাবী করে চাদার টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সন্ত্রাসীগণ চলে যায়। পরে তার ছেলে ভিকটিম পাঞ্জুকে রাস্তায় পেয়ে সন্ত্রাসীগণ হত্যা করে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে।	বিএনপির ক্যাডার সেকেন মোল্লা, ওহাব মোল্লা, সোহরাব মোল্লা ও মনির।		দৈনিক জনকণ্ঠ ০৫/০৪/২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে মৌলভীবাজার জেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ২৪ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ১২ টি।
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১টি।**
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ১১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ১১ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত মৌলভীবাজার জেলার (রাজনগর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

(জেলা বিশেষ শাখা মৌলভীবাজার স্মারক নং-২৬৬৭, তারিখঃ ২৩/০৮/২০১০ মূলে যাচাইকৃত)

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৫০১.	মোঃ সেলিম মিয়া পিতা-মৃত কটন মিয়া সাং-তেলিজুড়ি রাজনগর, মৌলভীবাজার।	০২/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীর উঠানে গুলাগুলি করিয়া আতংক সৃষ্টি করে বসতবাড়ীর পাকা দালানের দরজা, জানালা কন্তি যোগে ভাংচুর করে, ভয়ে আমরা বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই। লোকজন শূন্য বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। পেপার কাটিং আছে।	√১। মোঃ জুবের চৌধুরী, পিতা-হাফিজুর হোসেন চৌধুরী, √২। হিরা সেন, পিতা-হরিপদ সেন, সর্বসাং-তেলিজুরী, রাজনগর, মৌলভীবাজার। (প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৫০২.	বুলবুল আহমদ পিতা-শুকুর মিয়া সাং-তেলিজুড়ি রাজনগর, মৌলভীবাজার।	০৩/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীর উঠানে গুলাগুলি করিয়া আতংক সৃষ্টি করে বসতবাড়ীর পাকা দালানের দরজা, জানালা কন্তি যোগে ভাংচুর করে, ভয়ে আমরা বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই। লোকজন শূন্য বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। পেপার কাটিং আছে।	√১। মোঃ হাসিম মিয়া, পিতা-মৃত কালমান, √২। মোঃ গেদু মিয়া, পিতা-আরজু মিয়া, সর্বসাং-তেলিজুরী, রাজনগর, মৌলভীবাজার। (প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৫০৩.	ছনাই মিয়া পিতা-ফজল মিয়া সাং-তেলিজুড়ি রাজনগর, মৌলভীবাজার।	০৩/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীর উঠানে গুলাগুলি করিয়া আতংক সৃষ্টি করে বসতবাড়ীর পাকা দালানের দরজা, জানালা কন্তি যোগে ভাংচুর করে, ভয়ে আমরা বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই। লোকজন শূন্য বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। পেপার কাটিং আছে।	√১। মোঃ জুবের চৌধুরী, পিতা-হাফিজুর হোসেন চৌধুরী, √২। হিরা সেন, পিতা-হরিপদ সেন, সর্বসাং-তেলিজুরী, রাজনগর, মৌলভীবাজার। (প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৫০৪.	ফরিদ মিয়া পিতা-মৃত ওহাব মোল্লা সাং-তেলিজুড়ি রাজনগর, মৌলভীবাজার।	০৩/১০/২০০১ তারিখ বাড়ীর উঠানে গুলাগুলি করিয়া আতংক সৃষ্টি করে বতসবাড়ীর পাকা দালানের দরজা, জানালা কন্তি যোগে ভাংচুর করে, ভয়ে আমরা বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই। লোকজন শূন্য বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। পেপার কাটিং আছে।	১। মোঃ নান্টু মিয়া, পিতা-কালমান, ২। মোঃ শিপন চৌধুরী, পিতা-হাফিজুর রহমান চৌধুরী, সর্বসাং-তেলিজুরী, রাজনগর, মৌলভীবাজার। (তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৫০৫.	মোঃ পাপলুর রহমান (পাপলু) পিতা-মৃত আইয়ুব উদ্দিন সাং-হংসখোলা রাজনগর, মৌলভীবাজার।	০৩/১০/২০০১ তারিখ রাতে মোটা অংকের চাদা দাবী করে, মিথ্যা মামলা দায়ের করে, প্রাণ নাশের হুমকি দেয়, আমি ভয়ে আত্মগোপন করি।	চারদলীয় স্থানীয় সন্ত্রাসী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।
৫০৬.	আলহাজ মোঃ মিজবাহুদ্দেজা পিতা-মৃত হাজী মোঃ মোস্তফা সাং-ঘরগাঁও রাজনগর, মৌলভীবাজার।	০২/১০/২০০১ তারিখ শেখ মুজিবুর রহমানর ছবি প্রকাশ্য দিবালোকে ভাংচুর করে জ্বালিয়ে দেয়।	√১। আহাদ মিয়া, পিতা-মৃত রোমান মিয়া, সাং-বানারাই, √২। ফজলুল হক নুরু, পিতা-মৃত সুরুজ আলী, √৩। কনা মিয়া, পিতা-মৃত মকদুছ আলী, সর্বসাং-ঘরগাঁও, √৪। এম এ হাকিম বকস সুন্দর, পিতা-মৃত ওয়াজেদ বকস, সাং-পাঠানতুলাসহ আরো ৫/৬ জন, রাজনগর, মৌলভীবাজার।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৫০৭.	মোঃ লিয়াকত মিয়া পিতা-তাহির মিয়া সাং-মুশুরিয়া রাজনগর, মৌলভীবাজার।	০৩/১০/২০০১ তারিখ দুপুর ২.০০ ঘটিকার সময় আমার দোকানে হামলা চালিয়ে আমাকে মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে এবং দোকান ভাংচুর ও লুটপাট করে পরবর্তী তে আমার বাড়ী ঘরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে।	বিএনপি'র উপজেলা সভাপতি √১। আতাউর রহমান গং, √২। লুরু মিয়া, √৩। লনু মিয়া, √৪। খসনু মিয়া, √৫। জবের চৌধুরী, √৬। হিরা মিয়াসহ আরো ৩০/৩৫ জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৫০৮.	নিপুল চন্দ্র পিতা-নিতাই চন্দ্র সাং-নন্দী উড়া রাজনগর, মৌলভীবাজার।	০১/১০/২০০১ তারিখ আমাকে হত্যা করার জন্য বাড়ীতে ঘেরাও করে ছোট ভাই এর নিকট চাদা দাবী করে ০৩/১০/২০০১ ও ০৪/১০/২০০১ তারিখ আমার বাড়ীতে হামলা চালায় ভাংচুর ও লুটপাট করে। পেপার কাটিং আছে।	√১। মোঃ জুবের চৌধুরী, পিতা-হাফিজুর হোসেন চৌধুরী, সাং-তেলিজুরী, √২। আঃ হক মিয়া, পিতা-ছিদ্দিক মিয়া, সাং-ধামাটিলা, রাজনগর, মৌলভীবাজার। (প্রাথমিক তদন্তে প্রাপ্ত)	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৫০৯.	মাহতাব খান পিতা-মৃত আঃ মন্নাফ খান, সাং-নন্দীউড়া রাজনগর, মৌলভীবাজার।	০৬/১০/২০০১ তারিখ রাতের আধারে স্টেশনারী দোকান ভাংচুর ও লুটপাট করে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে।	চারদলীয় স্থানীয় সন্ত্রাসী বাহিনী।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৫১০.	মোঃ হারুন-অর-রশিদ নোমান পিতা-মৃত মোঃ বশির আলী সাং-ধুলিজুড়া রাজনগর, মৌলভীবাজার।	নির্যাতন, ডাকাতি, চাদাবাজি, চাদা না দেওয়ায় রাইচ মিল ভাংচুর লুটপাট ১০/৪/২০০২ তারিখ জোর পূর্বক জমি দখল চাদার টাকা দিতে অস্বীকার করলে জমি বন্দক রেখে টাকা আদায়।	√১। বাহার আলী, √২। তারু মিয়া, উভয় পিতা-মৃত মেহের উল্লা, সর্বসাং-কেওলা, √৩। ফারুক মিয়া, √৪। গেদন মিয়া, √৫। পারভেজ, √৬। হারুন মিয়া, √৭। উজ্জল মিয়া, উভয় পিতা-শায়েস্তা মিয়া, সর্বসাং-ধুলিজুড়াসহ আরো ১২০/১৫০ জন, রাজনগর, মৌলভীবাজার।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৫১১.	মোঃ সেলিম আহমদ তরফদার পিতা-মোঃ আব্দুল জব্বার সাং-দাসপিলা রাজনগর, মৌলভীবাজার।	আমার বিভিন্ন স্টেশনারী সামগ্রীর দোকান ভাংচুর, লুটপাট, চাদাদাবী ও মিথ্যামামলা দিয়ে হয়রানি করে।	√১। জুবের চৌধুরী, পিতা-মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী, সাং-তেলিজুরিক, √২। হিরালালা সেন, পিতা-মৃত হরিপদ সেন, √৩। সুহেল মিয়া, পিতা-মৃত ফটিক মিয়া, সাং-মুশুরিয়া, √৪। হিরা মিয়া, পিতা-মৃত ইসমাইল মিয়াসহ আরো ৩/4 জন। রাজনগর, মৌলভীবাজার।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।
৫১২.	আলকুম মিয়া পিতা-মৃত এলাইচ মিয়া সাং-আদমপুর রাজনগর, মৌলভীবাজার।	বাড়ীঘরে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট, বাবাকে মারধর, আমাকে প্রাণ নাশের হুমকী, ভয়ে বাড়ী ছেড়ে পলায়ন। পেপার কাটিং আছে।	√১। গিয়াস মিয়া, √২। আব্দুল বাছিত, √৩। ছাপির, √৪। কুদ্দুস, √৫। খায়রুল, √৬। হাছিদ, √৭। ছাতির মোল্লাসহ তাদের দলীয় লোকজন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। বাড়ীঘরে হামলা ভাংচুর হয় নাই তবে ভয়ভিতি ও প্রাণ নাশের হুমকির কারণে বাড়ী ছেড়ে পলা্তক ছিল। (√) চিহ্নিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত এবং বিএনপি'র সমর্থিত।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে সিলেট জেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০৩ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১টি।**
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০২ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০২ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০২ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ ০২টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	ঃ **০২ টি।**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত সিলেট জেলার (বিশ্বনাথ) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ পুলিশ সুপার জেলা বিশেষ শাখা, স্মারক নং-৫৪৭৭ তারিখ-২৩/০৮/২০১০ খ্রিঃ

ক্র/নং	অভিযোগের নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৫১৩.	বশারত আলী বাচা পিতা-মৃত হাজী আবারক আলী সাং-জানাইয়া বিশ্বনাথ, সিলেট।	২০/১১/২০০১ তারিখ ইলিয়াছ আলী এমপি নির্বাচিত হবার পর একদল পুলিশ ও সন্ত্রাসীগণ আমাকে ও আমার ছেলেকে মারপিট করে, দোকান ভাংচুর করে, আমার পরিবারের উপর অত্যাচার করে এবং গ্রেপ্তার করিয়ে জেলহাজতে পাঠায়।	১। মোঃ ইলিয়াছ আলী, পিতা-মৃত ওয়াছের উল্যাহ, সাং-রামধানা, ২। ফিরোজ খাঁন ওরফে পিংকী খাঁন, পিতা-মৃত হাছন খাঁন, সাং-জাহারগাঁও, ৩। সোহেল আহমেদ, পিতা-আখলু মিয়া, সাং-কারিকোনাসহ আরো ৩/৪ জন।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় নাই।
৫১৪.	এএইচএম ফিরোজ আলী গং পিতা-মৃত আঃ সোবাহান সাং-দ্বীপবন্ধ বিশ্বনাথ, সিলেট।	০২/১২/২০০১ তারিখ ইলিয়াছ আলী প্রকাশ্যে তার বাহিনীকে আমার ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলে রাতেই আমার বড় ভাইয়ের বাড়ীঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এ বিষয়ে মামলা দায়ের করলে উক্ত বাহিনী আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রী ও তার পুত্রকে মারধর করে হাত পা ভেঙ্গে দেয় এবং জমির ফসল কেটে নেয়।	১। মোঃ ইলিয়াছ আলী, পিতা-মৃত ওয়াছের উল্যাহ, সাং-রামধানা, ২। ফিরোজ খাঁন ওরফে পিংকী খাঁন, পিতা-মৃত হাছন খাঁন, সাং-জাহারগাঁও, ৩। আবুল বাসার, ৪। মোঃ ফারুক, উভয় পিতা-আব্দুল মতিন, √৫। আবদুল মতিন, পিতা-মৃত আরফান আলী, সর্বসাং-তেলিকোনাসহ আরো ৬/৭ জন, বিশ্বনাথ, সিলেট।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। (√) চিহ্নিত আসামীরা জড়িত এবং অতিতে **বিএনপি** সমর্থিত

<u>২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে সিলেট জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ</u>

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ ০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ ০১টি।**
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ
(i)	হত্যা	ঃ
(ii)	ধর্ষণ	ঃ
(iii)	অন্যান্য	**ঃ**
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত সিলেট জেলার (শিবগঞ্জ) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৫১৫.	ডাঃ দেবাশীষ ভট্টাচার্য পিতা-দিলীপ ভট্টাচার্য সাং-১৮/এ, সাদীপুর আবাসিক এলাকা, শিবগঞ্জ, সিলেট।	০১/১০/২০০১ তারিখ আমার অফিস কক্ষ ভাংচুর মূল্যবান বইপত্র, টাকা, আসবাবপত্র লুট। উক্ত ঘটনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।	১। ছাত্রদল নামধারী সন্ত্রাসী	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনা সত্যতা পাওয়া যায়। আসামীদের ব্যাপারে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন।

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে হবিগঞ্জ জেলার অভিযোগের বিবরণ ঃ

১।	মোট অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
২।	কমিশনের প্রাপ্ত বিচার্য অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	০১ টি।
৩।	কমিশনের বিচার্য নহে অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(ক)	সংখ্যালঘু অভিযোগের সংখ্যা	ঃ	
(i)	হত্যা	ঃ	
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
(খ)	অন্যান্য অভিযোগের সংখ্যা (সংখ্যালঘু ব্যতীত)	ঃ	০১ টি।
(i)	হত্যা	ঃ	০১ টি।
(ii)	ধর্ষণ	ঃ	
(iii)	অন্যান্য	ঃ	
৪।	ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে তার সংখ্যা	ঃ	
(i)	অভিযোগপত্র দাখিল সি/এস	ঃ	
(ii)	চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল	ঃ	

২০০১ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনে প্রাপ্ত হবিগঞ্জ জেলার (সদর) উপজেলার আবেদনপত্রের বিবরণী ঃ

ক্র/নং	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনার বিবরণ/অভিযোগ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
৫১৬.	আঃ মান্নান পিতা-অজ্ঞাত সাং-পাইকপাড়া সদর, হবিগঞ্জ।	গত ০২/১০/২০০১ ইং তারিখ আওয়ামী লীগ কর্মী ভিকটিম আঃ মান্নান আওয়ামীলীগের প্রার্থী শাহ এমএস কিবরিয়ার পক্ষে তার নিজের রিক্সায় করে ভোটারদেরকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসতেছিলেন। ভিকটিমের আপন ভাতিজা স্থানীয় বিএনপি কর্মী জনৈক আঃ রহিম তাকে নিষেধ করে তাতে সে রাজি না হয়ে ভোটারদেরকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যেতে অব্যাহত রাখে। আঃ রহিম ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ী থেকে ছুরি নিয়ে এসে তার চাচাকে মাটিতে ফেলেদিয়ে গলা কেটে হত্যা করে।	স্থানীয় বিএনপি কর্মী জনৈক আঃ রহিম ।	প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। ঘটনার সাথে বর্ণিত আসামীদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে।

সিলেট বিভাগের ২০০১ নির্বাচন ও পরবর্তী সহিংস ঘটনা সংক্রান্তে গত ০১/১০/২০০১ তারিখ হইতে ৩১/১২/২০০২ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত আওয়ামী লীগ নেতা/কর্মী/সমর্থকগন বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্মম হত্যাকাণ্ডের স্বীকার হয় (বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত)।

ক্র/নং	নিহত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	আসামীদের নাম ও ঠিকানা	তদন্তের ফলাফল	মন্তব্য
১.	অহিদুজ্জামান শিপলু ছাত্রলীগ নেতা পিতা-অজ্ঞাত সাং-ভাটি তাহিরপুর তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।	গত ২১-০৩-২০০২ ইং তারিখ এক মামলার আসামী উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি জনাব শফিকুল ইসলামকে ধরতে ভোর ৪টায় তাহিরপুর থানার ওসি শরীফ উদ্দিনের নেতৃত্বে ৭/৮ জনের একদল পুলিশ ভাটি তাহিরপুর তার বাড়ীতে হানা দেয়। তারা শফিকুল ইসলামকে নাম ধরে ডাকাডাকির পর আচমকা দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে শফিকুলের পরিবারের লোকজনের চেচামেচিতে গ্রামসুদ্ধ হুলস্থুল শুরু হয়। একপর্যায়ে পুলিশ দল গুলিবর্ষণ শুরু করলে শিপলুসহ পরিবারের ১২ জন গুলিবিদ্ধ হয়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শিপলুকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।			দৈনিক জনকণ্ঠ ২১-০৩-২০০২ ইং তারিখ প্রকাশিত।

"রামশীল যেন হয়ে উঠেছিল নির্যাতিত ও ঘরছাড়া মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল।"

গোপালগঞ্জ জেলাস্থ কোটালীপাড়া থানার রামশীল একটি দূর্গম ও প্রত্যন্ত গ্রাম। কোটালীপাড়া থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৫ কিঃ মিঃ। রামশীল এলাকায় শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। ১লা অক্টোবর /২০০১ এর নির্বাচনের পরদিন থেকেই রামশীলের প্রায় সব বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল পার্শ্ববর্তী থানা/এলাকা থেকে নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা। রামশীল এলাকা হিন্দু অধ্যুষিত হওয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই এলাকাকে তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নেয়। নিজ এলাকার ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ হওয়া শত শত নারী, পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে যাদের নির্যাতন করা হয় তাদের কয়েকজন বরিশালের আগৈলঝড়ার রাজিহাড়ি ইউনিয়নের তৎকালীন সদস্য কমলা রানী রায়, শেফালী রানী সরকার, বাবুলাল মুন্সী, হরিহর রায়, রিয়াজ মোহন রায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, বাসুদেব রায়, দেবুরাজ রায়, শান্তি রঞ্জন রায়, বিজয় কৃষ্ণ রায়, শচিন্দ্রনাথ রায় প্রমূখ। এখানে আরো আশ্রয় নিয়েছিল গৌরনদী থানার উত্তর চাঁদসী, কাপালী, অশোক কাঠী ও আগৈলঝড়ার কোদাঁলদহ গ্রামের সহস্রাধিক পরিবারের মানুষ। এ রামশীলে আশ্রয় নিয়েছিল উজিরপুর থানা এলাকার নির্যাতিত পরিবারের সদস্যরাও।

বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট থানার জয়ঘা, চাঁদেরহাট, মাদারতলি, বুড়িগাংনি, বড়গাওলা, চাঘদা গ্রামের নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘু পরিবারের অনেক সদস্য রামশীলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। আশ্রয় নিয়েছিল স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন বাড়ীতে। রামশীল কলেজ ভবন ও সামনের মাঠ পরিনত হয়েছিল এক আশ্রয় শিবিরে। সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ সমর্থকরা আশ্রয় নিয়েছিল এই আশ্রয় শিবিরে। আশ্রয় নিয়েছিল গৌরনদী, আগৈলঝড়া, উজিরপুর বাগেরহাট থেকে পালিয়ে আসা ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী সমর্থকরা। রামশীলে আশ্রয় নেওয়া আশ্রিতদের অনেককেই চরম দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। নির্যাতিতদের অনেকেই প্রাণ ভয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে আসার সময় প্রয়োজনীয় অর্থ ও কাপড় চোপড় সঙ্গে আনতে পারেনি। আশ্রিতদের মধ্যে খাবারের অভাব ছিল প্রকট। গ্রামবাসী তাদের সাধ্য অনুযায়ী খাবার রান্না করে সকলে ভাগ করে খেয়েছে। প্রায় দিনই অনেককে এক আধবেলা উপোস করতে হয়েছে। আশ্রিতদের সঙ্গে আশ্রয়দাতারাও নিজেদের খাবার ভাগাভাগি করে খেয়েছে। যারা নির্যাতিত হয়েছিল তাদের চিকিৎসা সেবা ছিলনা বললেই চলে। সরকারি বা বেসরকারি কোন সাহায্যও তারা পায়নি। তদন্ত কমিশন তাদের কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে বহুল আলোচিত এই রামশীল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান শ্রী বিমল বিশ্বাস, বাবু কার্তিক চন্দ্র বাড়ৈ, প্রাক্তন মেম্বার রামশীল, বাবু নিত্যলাল বালা, প্রধান শিক্ষক, ডগলাস স্কুল, নবীন চন্দ্র রায়, (স্থানীয় মন্দিরের সেবায়েত), মৃনাল কান্তি হালাদার, প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান, বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান অসীম বিশ্বাস, প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান বাবু সচিন্দ্র নাথ, রামশীল কলেজের প্রিন্সিপাল, প্রফেসর জয়দেব বালাসহ স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সাথে মতবিনিময় করা হয়। মতবিনিময়কালে বাবু বিশ্বদেব রায়, পিতা মৃত ভূপেন চন্দ্র রায়, জানান তার বাড়িতে প্রায় ৩০ জনের মত আশ্রয় নিয়েছিল। তিনি তার দোতলা ঘর আশ্রিতদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তার সাধ্যমত খাবার সরবরাহ করেছেন। বাবু নিহার রঞ্জন বাড়ৈ, পিতা বুমুদ রঞ্জন বাড়ৈ জানান নির্বাচনের পরদিন হতেই আগৈলঝড়া এলাকা হতে নির্যাতিত লোকজন আসতে শুরু করে। ৪ঠা অক্টোবর ঘরবাড়ী ছাড়া নির্যাতিত মানুষের ঢল আশংকাজনক হারে বেড়ে যায়। তার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেশ চন্দ্র, রাজিহার ইউনিয়নের কমলা দেবীসহ অনেকে। তিনি কমিশনের নিকট কমলা দেবীর বাড়ীতে লুটপাট ও নির্যাতনের লোমহর্ষক কাহিনী তুলে ধরেন।

প্রাক্তন মেম্বর বাবু কার্তিক চন্দ্র রায়, প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাবু সচিন্দ্রসহ কয়েকজন মিলে আশ্রিতাদের থাকা, খাওয়া ও নিরাপত্তার বিষয়টি দেখভাল করেন। এ জন্য গঠিত হয়েছিল ২১ সদস্যের একটি কমিটি। মন্দিরের সেবায়েত নবীন চন্দ্র রায় জানান গৌরনদী, আগৈলঝড়া, উজিরপুর, বাগেরহাটের মোল্লারহাট এলাকা থেকে হিন্দু , মুসলমান, নির্বিশেষে হাজার হাজার নির্যাতিত মানুষ এই রামশীলে আশ্রয় নেয়। আশ্রিতদের মধ্যে অনেক মা-বোনই ধর্ষিত হয়েছে বলে তিনি নিশ্চিত। এলাকার প্রায় সবাই তাদের সাধ্য মত সাহায্য করেছে। আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবেও রামশীলের আশ্রয় গ্রহণকারীদের সহায়তা করে। এক পর্যায়ে প্রতিদিন প্রায় ১৫/১৬ মন চাউল খরচ হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সে সময় ব্যক্তিগতভাবে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন। এলাকাবাসীর ধারনা সব মিলিয়ে প্রায় ১৮/২০ হাজার লোক আশ্রয় নিয়েছিল এই রামশীলে। রামশীল তখন হয়ে উঠেছিল আশপাশের এলাকার নির্যাতিত, ঘরবাড়ী ছাড়া আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী-সমর্থক ও সখ্যালঘুদের শেষ ভরসাস্থল।

শ্রী অশোক বৈদ্য, পিতা ইন্দ্র ভূষন বৈদ্য কমিশনের সামনে ঐ সময়কার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এভাবে-‘‘আমি ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি তবে শুনেছি পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী। ৭১-এর নির্যাতন না দেখলেও জোট সরকারের সন্ত্রাসীদের ১লা অক্টোবরের নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা দেখেছি। এ নির্যাতন যেন ৭১-এর নির্যাতনকেও অনেক ক্ষেত্রে হার মানিয়েছে। রামশীলে অনেক মা-বোনকে দেখেছি নির্যাতিত অবস্থায়, অনেক শিশু খেতে পায়নি ঠিকমত। আমাদের বাড়ীতে প্রায় দুইশত আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। অনেক ধর্ষিতা মা-বোন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, আমরা তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিবৃত করেছি। নির্যাতিত মানুষের অসহায় মুখ ও বোবা কান্নার রোল যেন আজও রামশীলের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।’’

স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে রামশীলে আশ্রয় গ্রহণকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাপ দেওয়া হয়েছিল নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার জন্য। এমনকি সংবাদ কর্মীদের কাছে নির্যাতনের বিষয়টি চেপে যাওয়ার জন্যও বলা হয়েছে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আলতাফ হোসেন চৌধুরীর রামশীল আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনের কথা ছিল বলে এলাকাবাসী জানান কিন্তু তিনি যাননি। ১২ অক্টোবর/২০০১ তারিখে তৎকালীন গোপালগঞ্জের ডিসি, বরিশালের ডিসি, এসপি আসেন রামশীলের আশ্রীতাদের খোঁজখবর নিতে। তারা ফিরে যেতে বলেন তাদের নিজ গ্রামে কিন্তু অবস্থা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে কেহই বাড়ী ফিরে যেতে রাজি হননি। কারণ এরই মধ্যে যারা বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল তারা পথিমধ্যে কেউবা মার খেয়েছেন, কেউবা সন্ত্রাসীদের তাড়া খেয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন, তাই কর্তা ব্যক্তিদের আশ্বাস সত্ত্বেও কেউ রাজি হয়নি বাড়ী ফিরে যেতে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd